রসতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৪ নং গুলু ওস্তাগরের লেন, দর্জ্জিপাড়া হইতে

শ্রীহরিদাস মান্না কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

[মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রবেদন।

শক্তিসাধনা কি, রসতত্ত্ব কি, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হয়;—জগতে শক্তি আর রস। রসের পিপাসা—রসের আকুলতা জীবের প্রাণে প্রাণে। কেবল জীব কেন,—কুসুম ফুটিয়া রূপে-রসে কাটিতে থাকে; বৃক্ষের নবীন শ্যামপত্রকুঞ্জে রূপ আর রস। পৃথিবীময় এই রূপ আর রসের বৈচিত্র্যলীলা। স্বর্গ মর্ত্ত্য এই রূপ আর রসের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। কোকিলের স্বর সেই রূপ আর রসের পঞ্চম, শিশির রূপ-রসের অশ্রু, মলয়ানিল সেই রূপ রসের স্নিগ্ধশ্বাস, নৈশ গগনে দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুর্য্য—সেই রূপ আর রসের জীবন্ত মর্ত্ত্যলীলা। রূপ শক্তি ক্রীড়া—রসের সুখের নামান্তর। কাজেই তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ—ধার্ম্মিকের প্রাণের অনুসন্ধান ঐ শক্তি আর রসের দিকে।

জগতে অতি সামান্য একটি তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের সুবর্ণযুগে দেবকল্প ঋষিগণ যোগের সুমহান্ পর্ব্বতশৃঙ্গে অধিরোহণ পূর্ব্বক জ্ঞানের দীপ্ত-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইয়া যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রের আশ্রয়ে আমরা এখনও সে তত্ত্বের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহাতেও কিঞ্চিৎ সাধনা-সাপেক্ষ,—সেই সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শক্তিমানের শক্তিকে সহজে আয়ত্ত করা যায়, কি প্রকারে প্রকৃতির-বাসনা-বাহুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয় যায়,—আর কি প্রকারে রসের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া রসের ভাণ্ডনিঃসৃত দরধারায় স্খলিতকণ্ঠ জীবের প্রাণ সুশীতল হয়,—তাহার সাধনতত্ত্ব এই গ্রন্থে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, এই ব্যাপার সম্পূর্ণ গুরুর নিকটে অবস্থিত থাকিয়া শিক্ষাকরণ-সাপেক্ষ; যতদূর পারিয়াছি—উপদেশদ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিষয় দুরূহ,—কতদূর সহজবোধ্য হইয়াছে, জানি না। আরও এক কথা এই যে,—এ পথের পথিক ভিন্ন এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কিছু কঠিন। ভগবানের কৃপাই ইহা বুঝিবার সোপান। ইতি

অনন্তপুর।
১৫ই ফাল্গুন, ১৩১২ বঃ। } শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লখনী-প্রসূত "রসতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনার" দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এত অল্প দিনের মধ্যে ইহা যে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ও আদরণীয় হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই।

ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ৺হরিদাস নন্দনের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহার মৃত্যুর পর আমরা তদীয় প্রকাশিত গ্রন্থাদি এবং মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া রীতিমত রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে আমরা তাহার স্বত্বে সত্বাধিকারী হইয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম।

এচ্, ডি, মান্না এণ্ড কোং,

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী।

সূচিপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় স্ত

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

রসতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।

শিষ্য। ধর্ম্মের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি,—অনেক তত্ত্বময়ী কথার মধুর ঝঙ্কার কর্ণে প্রবেশ করিয়া প্রাণের আরাম প্রদান করিয়াছে। জগতের সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত মনীষী, সমুদায় ধর্ম্মযাজক আপন আপন মত, আপন আপন ধর্ম্ম-কাহিনীর শান্ত মধুর প্রোজ্জ্বল ব্যাখ্যা করিয়া মানব-হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন। মনে লয়, গঙ্গা ও যমুনার কুলুকুলুধ্বনি, বিহঙ্গনিচয়ের প্রভাতী বন্দনা এবং সায়ং সঙ্গীত ধর্ম্মেরই মহিমা-গাথা গাহিতে ব্যস্ত; এবং অবনীতে মনুষ্যের প্রাণ ও মনুষ্যের অনন্ত তৃষ্ণাময়ী হৃদয়বৃত্তি বুঝি ধর্ম্ম ব্যাখ্যার পরম পবিত্র ভাব লইয়াই নিশিদিন

ব্যক্ত ও বিভিন্নভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। কিন্তু আপনার চরণে শত শত প্রণাম করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছি,— ধর্ম্মের কি সার্ব্বভৌমিকতা নাই? যদি থাকে, তাহাই আমাকে বলুন।

গুরু। তোমার হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতি যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং জড়বিজ্ঞান-শিক্ষা-দৃপ্ত প্রাণে যে ধর্ম্মের সুখ-পিপাসা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে; ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু তুমি যে প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছ, ইহা তুমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে? আমি তোমাকে এতাবৎকাল যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার কোন স্থলেই সাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করি নাই।

শিষ্য। আমার মনে হয়, আপনি যে ভাবে ধর্ম্মাচরণের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হিন্দু ধর্ম্মেরই পদ্ধতি-প্রক্রিয়া।

গুরু। ঐরূপ জ্ঞান করা, তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে।

শিষ্য। কেন?

গুরু। আমি তোমাকে যে সকল পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার কথা বলিয়াছিলাম, হিন্দুর অনুষ্ঠিত ও আবিষ্কৃত হইলেও তাহা সকলেরই গ্রহণীয়, অবলম্বনীয় এবং অনুষ্ঠেয়। মনে কর, ইংরেজজাতি তড়িদ্বার্ত্তা বা টেলিগ্রাফের নিয়ম ও প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া, অন্য জাতির বার্ত্তা প্রদানার্থ

কি সেই সহজ ও সরল পন্থা গ্রহণ করিলে অপরাধ হয়? হিন্দুগণও সাধনপথের অনেক সহজ ও সরল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, আমি সেই উপায়গুলিরই কথা বলিয়া দিয়াছি—তাহা সকল জাতিই, সকল বর্ণই গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হয় বলিয়া বিবেচনা করি না।

শিষ্য। দোষ না হইতে পারে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কেন? ধর্ম্ম শব্দ ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। ধাত্বর্থে বুঝিতে পারি, লোকত্রয় বা জগত্রয় যাহাতে ধৃত বা নিহিত, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। অথবা লোকসকল যাহাকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। আমি অবশ্য লোক অর্থে জীব লোক, মনুষ্য লোক, দেবলোক প্রভৃতি সকল লোকের কথাই বলিয়াছি।

গুরু। কেবল লোক সকল কেন, মহদাদি অণু পর্য্যন্ত ভুবনত্রয়ে যাহা কিছুর সম্ভাবনা আছে, তৎসমস্তই ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিত, ধৃত ও পরিচালিত। ধর্ম্মই জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রী,—ধর্ম্মই সুখের উপায়। ধর্ম্মের জন্যই জাগতিক পদার্থের আকুল-আকাঙ্ক্ষার ছুটাছুটি।

শিষ্য। যদি তাহাই হয়, তবে ধর্ম্ম সকলেরই এক নহে কেন? তবে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সাম্প্রদায়িকতার এ বিদ্বেষ-কোলাহল উত্থিত হয় কেন? ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের

উদ্দেশ্য যখন সকলেরই সমান, তখন ধর্ম্ম কি এক প্রকারের হইলে ভাল হইত না?

গুরু। ধর্ম্ম একই প্রকারের—সাধন-পথ বিভিন্ন। জীবমাত্রেরই শরীর পোষণার্থ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক পদার্থের প্রয়োজন। সকলেই ঐ সকল দ্রব্য শরীর রক্ষার্থ নিত্য নিত্য গ্রহণ করিতেছে। তবে আরণ্য হিংস্র জন্তুতে রক্ত-মাংসময় জীবদেহ ভক্ষণে, নিরামিষাশী জন্তুগণ তৃণগুল্মাদি ভক্ষণে, মনুষ্যসমাজের কোন কোন সমাজস্থ লোক ঘৃত ময়দা, কোন কোন সমাজের লোক মৎস্য মাংস, কোন কোন সমাজের লোক অর্দ্ধপক্ক ফল মূল, কোন কোন সমাজের লোক মিশ্রিত পদার্থোৎপন্ন আহারীয় ভক্ষণে ঐ পাঞ্চভৌতিক পদার্থ শরীরে পূরণ করিয়া থাকে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক হইলেও যেমন তাহা পরিপূরণের পন্থা বা উপায়-প্রণালী বিভিন্ন, তদ্রূপ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক হইলেও তাহার সাধন-প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে।

শিষ্য। এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। কি বুঝিতে পার নাই, বল?

শিষ্য। আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আমার বলিবার প্রণালীদোষে বোঁধ হয়, তাহা ভাল করিয়া বলা হয় নাই—কাজেই আপনি তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। আমার বক্তব্য এই যে, ধর্ম্ম কি সকলের পক্ষেই এক নহে?

গুরু। তুমি এখনও বোধ হয়, কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পার নাই। আমার বোধ হয়, তোমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ধর্ম্ম সকলেরই এক কি না,—ধর্ম্ম সাধনার আবশ্যকতা সকলেরই সমান কি না?

শিষ্য। হাঁ,—স্থূলতঃ উহাই।

গুরু। আমি বলিব, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক; এই ত্রিলোকস্থ যাবতীয় পদার্থেরই ধর্ম্ম এক, এবং সাধনার আবশ্যকতা সকলেরই সমান।

শিষ্য। কথাটা অনেক সোজা হইয়া আসিয়াছে। দেবতাগণের ধর্ম্ম যাহা, মানুষেরও ধর্ম্ম কি তাহাই?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। মানুষের ধর্ম্ম যাহা,—পশুর ধর্ম্মও কি তাহাই?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। পশুর ধর্ম্ম যাহা, বৃক্ষাদি উদ্ভিদগণের ধর্ম্মও কি তাহাই?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। উদ্ভিদাদির ধর্ম্ম যাহা, পৃথিবীর জড় পদার্থের অর্থাৎ ঐ ঘটী বাটী মৃৎপিণ্ড, বালুকাকণা উহাদিগের ধর্ম্মও কি তাহাই?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কথাটা অতি ভয়ঙ্করী।

গুরু। কেন?

শিষ্য। দেবতার ধর্ম্ম, মানুষের ধর্ম্ম, কীটপতঙ্গের ধর্ম্ম, উদ্ভিদের ধর্ম্ম, জড়পিণ্ডের ধর্ম্ম—সকলেরই এক ধর্ম্ম, ইহা অতি ভয়ঙ্করী কথা নহে কি? দেবতাদের বিষয় প্রত্যক্ষ অবগত নহি,—মানুষের কথাই ধরিয়া লউন,—মানুষের ধর্ম্ম যাহা, ইতর জীবের ধর্ম্মও কি তাহা? ইতর জীবের ধর্ম্মজ্ঞান আদৌ নাই। কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ বা জড়-পিণ্ডাদির কথাত দূরস্থ। পশুদিগের ধর্ম্মজ্ঞান নাই,—মানুষের আছে, তাই মানুষ পশু হইতে উচ্চ। আপনি কি কথা বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান আছে বলিয়া মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। মানুষের ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম জ্ঞান আছে,—আর পশু পক্ষ্যাদির ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম জ্ঞান নাই। উদ্ভি-দাদিরও ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মজ্ঞান নাই। জড়পিণ্ডাদিরও তাহাই,—ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু মানুষ হইলেই যে, তাহার ধর্ম্ম জ্ঞান আছে, একথাও সর্ব্বত্র সত্য নহে। বনে জঙ্গলে বা অনেক অসভ্য দেশে এমন মানুষ আছে, যাহারা ধর্ম্ম কি, তাহা জানে না, বা কোন প্রকারেই ধর্ম্মের আলোচনা বা সাধনা করে না,—পশুর ন্যায় আহার মৈথুন ভয় নিদ্রা লইয়াই জীবনের গণাদিন কয়টা কাটাইয়া দেয়। সভ্য সমাজেও মানুষ জন্মিয়াই ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে না,—এমন কি অনেকে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াও—সভ্য সমাজে থাকিয়াও ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ঘেঁসে না।

তাহাদের কি ধর্ম্ম নাই? ধর্ম্ম আছে, কিন্তু ধর্ম্ম জ্ঞান নাই। তবে কথা এই যে, মানুষ জীবসৃষ্টির চরমোন্নতি,—ধর্ম্ম সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই মানুষ জন্ম জন্মান্তরের অনুশীলন-বলে ধর্ম্ম জ্ঞানে সমুন্নত হয় ও সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া পড়ে। অন্যান্য জীবদেহে সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। তাই মানুষ ইচ্ছা করিলে; চেষ্টা করিলে সহজেই ধর্ম্ম সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারে, অন্যান্য জীব পারে না। কিন্তু তাহাদেরও ধর্ম্ম আছে,—তাহাদের ধর্ম্মে, আর মানুষের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই।

শিষ্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক হার্ব্বাটস্পেন্সার প্রভৃতির মতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদে এক বিন্দু বালুকাকণা মহা মহীধরে পরিণত হয়, বা মানুষ হইয়া জ্ঞানের অনন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া থাকে।

গুরু। সে কথা মন্দ কি? বালুকাকণার যে ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্মই তাহাকে উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া ক্রমবিবর্ত্তনবাদেই বল, আর জন্মান্তরীয় উন্নতির পথেই বল, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বহু জন্মের পথ দিয়া মানুষে পরিণত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্ম সকলেরই এক, ইহা নিশ্চয় জানিও।

শিষ্য। ধর্ম্মের আবশ্যকতা সকলেরই সমান, এ কথার উদ্দেশ্য কি?

গুরু। যখন সকলেরই ধর্ম্ম আছে, তখন ধর্ম্মের

সাধনারও আবশ্যকতা আছে বৈ কি। ধর্ম্ম অর্থে নিরবচ্ছিন্ন সুখ,—যে সুখে দুঃখের লেশমাত্রও নাই,—যাহাতে কেবলই আনন্দ, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সকলেরই আছে, সেই ধর্ম্মের পূর্ণ সাধনায় সুখের পূর্ণতা।

শিষ্য। যদি ভুবনত্রয়স্থ সমস্ত পদার্থেরই ধর্ম্ম এক,—তবে বিভিন্ন উপায়ে তাহার সাধন-পদ্ধতি কেন? একই প্রকারে তাহার সাধন-পদ্ধতি থাকিলেই হইত?

গুরু। তাহা কি সম্ভবপর হইতে পারে? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ সকলেরই প্রয়োজন। খাদ্য দ্বারা তাহার প্রধান অংশ দেহে সম্পূরণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন লোকে তাহা খাদ্যরূপে দেহে পূরণ করিয়া লয়,—আবার পূর্ণ যুবক তাহা যে উপায়ে আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে, শিশু তাহা পারে না। শিশুকে হয়ত স্তনের দ্বারা কিম্বা তুলা দ্বারা তরল দুগ্ধ ধীরে ধীরে সেবন করাইতে হয়, যুবক কঠিনতর পদার্থ চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে। সেইরূপ ধর্ম্ম-সাধনা সকলেরই প্রয়োজনীয় হইলেও এক-প্রকার সাধন-পদ্ধতিতে তাহার অনুশীলন করিতে পারে না। যে, ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে যাহাতে ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিষ আছে, এমন সংস্কার লাভ করিতে পারে, সেই কার্য্যই করিয়া থাকে। যথা; বালিকা সেঁজুতি, যমপুকুর, পুন্নিপুকুর, গোকল, ধনগছান প্রভৃতি

ব্রত করে, সে কেবল ধর্ম্ম আছে, তাহাই বুঝিবার জন্য। তাহার কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ আরোপণের জন্য। যুবতী অনন্ত ব্রত, দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত, অন্নদান ব্রত প্রভৃতি ব্রত করে—কর্ম্মফলে ধর্ম্মজীবনের বৃদ্ধি করিবার জন্য। মানুষে দোল দুর্গোৎসব পূজা অর্চ্চনা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি করে, দেব-শক্তি লাভ করিয়া জড়ত্বের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়া ধর্ম্মশক্তির বর্দ্ধন জন্য। যোগী যোগসাধনা করেন, কর্ম্মের সংস্কার-বীজ বিদগ্ধ করিয়া যোগের আগুণে জড়ত্ব গলাইয়া পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য,—এইরূপে জগতে যত প্রকার ধর্ম্মসাধনার পথই দেখিবে, অধিকার ভেদে, অবস্থা ভেদে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার জন্য। কোন ধর্ম্মপথই নিরর্থক নহে। সকলেই পূর্ণধর্ম্ম লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে। তবে কথা এই যে, ধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে—ধর্ম্মের সাধনানুসারে কেহ অনেকদূর অগ্রগামী হয়, কেহ বা অল্পদূরে থাকে।

শিষ্য। তবে কি এমন কোন পথ নাই, এমন কোন সাধনার উপায় নাই—যে পথে গেলে, যে সাধনায় চিত্ত সমর্পণ করিলে, মানুষ পূর্ণধর্ম্ম বা পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে?

গুরু। হাঁ, তা আছে বৈ কি।

শিষ্য। তবে সেই পথেই সকলেই যায় না কেন;—সেই সাধন-পদ্ধতিই সকলে অবলম্বন করে না কেন?

গুরু। মানুষের ইচ্ছা তাহাই। মানুষ ইচ্ছা করে, পূর্ণসুখী হইতে। কেহই ইচ্ছা করে না, দুঃখী হইব। কেহই ইচ্ছা করে না, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপানলে বিদগ্ধ হইব; কিন্তু কর্ম্ম-ফল,—কর্ম্ম-সংস্কার মানুষকে কি সে সুখের পথে, আনন্দের পথে সহজে যাইতে দেয়? সাধনরূপ পুরুষকারের বলে জীব এ সুখ, এ আনন্দ লাভ করিতে পারে।

শিষ্য। গীতার একটি শ্লোক আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ৩৫ শ্লোঃ।

ইহার অর্থ এই যে—"সম্যক্ (সুন্দররূপে) অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" আপনি বলিতেছেন, সকলেই—সকল জাতি, সকল ধর্ম্মী, সকল সম্প্রদায়, সকল জীবই পুরুষকারের বলে, এক সাধন-পথে গমন করিলে নির্ম্মল আনন্দ অর্থাৎ পূর্ণধর্ম্ম লাভ করিতে পারে। শাস্ত্র বলিতেছেন, সদোষ স্বধর্ম্মও শ্রেয়, কিন্তু সুন্দরানুষ্ঠিত পরধর্ম্মও ভয়াবহ। তবে কি প্রকারে জীব, নিজ জাত্যুক্ত বা সম্প্রদায় অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই পূর্ণপথে গমন করিতে পারে?

গুরু। গীতায় আর একটি শ্লোক আছে। সেই শ্লোকটি স্মরণ করিলে, তোমার সন্দেহ দূরীভূত হইবে। সে শ্লোকটি এই,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অঃ, ৬৬ শ্লোঃ।

"তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।"—এই শ্লোকের দ্বারা কি তুমি বুঝিতে পারিলে না যে, ভগবানে আত্ম সমর্পিত হইবার সকলেরই অধিকার আছে। এবং সেই অধিকার লাভের এমন এক সুপন্থা আছে, যাহাতে সর্ব্বজীবেরই সমান অধিকার। জগৎ-যন্ত্রী বুঝি কথাগুলি প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক পর্ব্বতগাত্রে, প্রত্যেক নদীবক্ষে, প্রত্যেক পত্র-রেখায়, প্রত্যেক নদী-ঝরণায় খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই নিশিদিবা সর্ব্বত্র সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—

"তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।"

মনে হয়, পাখীর কলকণ্ঠ, সঙ্গীতের সুতান, মলয়ার সুরভি নিশ্বাস, গঙ্গা-যমুনার কুলু কুলু গান, আর অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্র মালা পরিবেষ্টিত সুধাংশুর স্নিগ্ধ-

প্রোজ্জ্বল অনন্ত কৌমুদীরাশি বুঝি, ঐ কথা কয়টিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনুষ্যকে বুঝাইয়া বলিতেছে,—

"তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।"

শিষ্য। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হয়, সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগই বা কি,—তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। ধর্ম্মানুষ্ঠান কি, তাহা তুমিই পূর্ব্বে বলিয়াছ,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ৩৫ শ্লোঃ।

"সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।"

আর একটি এই প্রকারের শ্লোক গীতাতে উক্ত হইয়াছে, সেটি তোমার স্মরণ আছে কি?

শিষ্য। আছে, বৈ কি।

গুরু। বল দেখি।

শিষ্য। হাঁ, বলিতেছি,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অঃ, ৪৭ শ্লোঃ।

"সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না, স্বভাববিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না।"

গুরু। তুমি পূর্ব্বে যে শ্লোকটি বলিয়াছ, এবং এক্ষণে যে শ্লোকটি বলিতেছ, ঐ দুইটি শ্লোকের আদি ও অন্তের কয়টি করিয়া শ্লোক পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বকার ও বর্ত্তমান প্রশ্নের উত্তর তাহা দ্বারাই হইয়া যাইবে। শাস্ত্রের বিচার করিতে হইলে, মধ্যস্থলের একটিমাত্র শ্লোক তুলিয়া বলিলে, তাহার সমন্বয় করা যাইতে পারে না।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাও বলিতেছি, যে শ্লোকটি পড়িয়াছি, আগে তাহারই আদ্যন্তের কয়েকটি শ্লোক বলিতেছি,—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অধ্যায়।

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে? ৩৩। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে, ঐ উভয়ই মুমুক্ষুর প্রতিবন্ধক, অতএব উহাদের বশবর্ত্তী হইবে না। ৩৪। সম্যক্ (সুন্দর-রূপে) অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫। অর্জ্জুন কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে? ৩৬। শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই কামই প্রতিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত

রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র; ইহাকেই মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া জানিবে। ৩৭। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ৩৮। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীগণের চিরবৈরী দুষ্পূরণীয় অনল-স্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ৩৯। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার (কামের) আবির্ভাব স্থান; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহিকে বিমোহিত করে। ৪০। হে ভরতর্ষভ! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর। ৪১।

গুরু। শ্লোকের মূল, এবং বঙ্গানুবাদ উভয়ই পাঠ করিলে, কিন্তু তোমার পূর্ব্বোত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছ কি?

শিষ্য। সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

গুরু। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ, অতএব সকলেরই স্ব স্ব জাত্যুক্ত বা সম্প্রদায়োক্ত ধর্ম্মগ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তোমারই প্রামাণ্য শ্লোকে, তোমারই প্রশ্নের নিরাশন করিয়া দিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলিতে স্পষ্ট হইতে অতি স্পষ্টতররূপে বলা হইয়াছে,

* ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ।

কামই মানুষের মুক্তিপথের অর্গলস্বরূপ,—কিন্তু কাম মানুষের অস্থি-মজ্জায়, শুক্র-শোণিতে, জীবাত্মার থাকে থাকে—আর সংস্কারের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মজ্জমান। জগৎটা কামেরই খেলা, কামেই গড়া,—সে কথা একটু পরেই বলিব, বর্ত্তমানে কেবল এই জান যে, কামেই জগৎ—কিন্তু জীবকে শিব হইতে হইলে কামের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইবে। কামেই দেহ গড়া, কামেই তুমি আমি,—সেই কাম আবার প্রতি জনে স্বতন্ত্র, সুতরাং কামকে ক্ষয় করিতে কার্য্যের আবশ্যক; যাহার যেমন কাম, তাহার তেমনই ধর্ম্ম, ইহাই স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেও বাহাদুরী—কিন্তু সেটা সহজ নহে, বরং আমি যে গুণে জন্মিয়াছি, যে কামে মজিয়াছি—তাহার ক্ষয় করিবার জন্য আমার সেই গুণোচিত কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। কামকে রাম করিবার জন্যই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে শ্লোকটি বলিয়াছিলে, তাহার আদ্যন্তের কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাও পাঠ করিতেছি।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষি গোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরত সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণাতমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রেয়াং স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অধ্যায়।

"পৃথিবী বা স্বর্গে এই (সত্ব, রজঃ ও তম) স্বাভাবিক গুণত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না।৪০। হে পরন্তপ! এই স্বভাব-প্রভাব গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম সমুদয় বিভক্ত হইয়াছে।৪১। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪২।

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বর ভাব, এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম।৪৩। কৃষি, গো-রক্ষণ ও বাণিজ্য, এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪৪। মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মনিরত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এক্ষণে স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫। যাহা হইতে সকলের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, যিনি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৪৬। সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; কেননা, স্বভাববিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না। ৪৭। হে কৌন্তেয়! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্মই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে, অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। ৪৮। আসক্তি বিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ সত্ত্ব শুদ্ধি কর্ম্ম নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৯। *

গুরু। এখন তুমি বোধ হয়, উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছ যে, মানুষ জন্মজন্মার্জ্জিত যে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাই মানুষের গুণরূপে প্রকাশ পায়,

* ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ।

স্থূল কথায় জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলই বর্ত্তমান জীবনের গুণ,—যাহার যেমন গুণ, তাহার তদ্রূপ কর্ম্মাসক্তি একান্ত সম্ভব; অতএব সেই আসক্তি বিনাশই জীবনের মুখ্য কাজ। গুণ দেহে থাকিলে, তাহার ক্রিয়া হইতেই হইবে। শস্য-বীজ মৃত্তিকা জল প্রাপ্ত হইলে অঙ্কুরিত না হইয়া থাকিবে কি প্রকারে? সেই কর্ম্ম-বীজের অঙ্কুরই জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম। স্বভাব-ধর্ম্মানুসারে কাজ করিয়া তাহাকে ক্ষয় না করিলে, সে, সময়ে সুবিধা পাইলেই অঙ্কুরিত হইবে, অতএব যে, যে গুণে জন্মিয়াছে—তাহাকে সেই গুণ বা ধর্ম্মানুসারে কাজ করাই কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে—কেননা, ব্রাহ্মণাদির সুন্দর ধর্ম্ম হইলেও শূদ্রাদির ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে স্বগুণের ক্ষয় হয় না। স্বগুণের ক্ষয় না হইলে, তাহার ক্রিয়া এক সময়ে না এক সময়ে হইবেই হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মবীজ।

শিষ্য। এস্থলে তবে কি ধর্ম্ম গুণকে বুঝাইতেছে?

গুরু। স্থূলতঃ তাহাই।

শিষ্য। ধর্ম্মের কত প্রকার অর্থ আছে?

গুরু। ধর্ম্মের অর্থ ধর্ম্ম,—ধর্ম্ম সুখের উপায়, ধর্ম্ম পূর্ণানন্দের পূর্ণপথ। যাহা আচরণ করিলে জীব সেই আনন্দ-পথের পথিক হইতে পারে, তাহাই ধর্ম্ম।

শিষ্য। স্বগুণ বা স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্য করিলে কি সেই আনন্দ-পথের পথিক হওয়া যায়?

গুরু। যেমন দার্জ্জিলিং গমন করিয়া, পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, ঝরণার গায়ে ঝরণা, বৃক্ষের পাশে বৃক্ষ, স্তবকে স্তবকে কুসুম সজ্জা, লতায় লতায় জড়াজড়ি, পাতায় পাতায় মিশামিশি প্রভৃতি প্রকৃতির স্বভাব-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করত আনন্দলাভ করিতে হইলে মানুষকে সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। প্রথমে একখানি গাড়ী করিয়া রেল ষ্টেশনে যাইতে হইবে, তারপর রেলওয়ে গাড়ীতে গিয়া কত দেশ, কত নগর, কত গ্রাম, কত দীর্ঘ প্রান্তর, কত নদ নদী পার হইয়া দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে উপস্থিত হইতে হয়, তদ্রূপ সে আনন্দ-পথের পথিক হইতে হইলেও জীবকে অনেক পথ, অনেক দেশ, অনেক গ্রাম নগর উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই গ্রাম, নগর, পথ কি, তাহা বোধ হয় তোমাকে বুঝাইতে হইবে না।—জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মবীজ বা সংস্কার, জড়ের আকর্ষণ,—তারপরে মায়া, মোহ কামনা প্রভৃতি। এইগুলিকে পরিত্যাগ করিবার জন্যই স্ববর্ণোচিত কর্ম্ম করা, প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা, দেবদেবীর আরাধনা

করা, যাগ যজ্ঞ করা, যোগ সাধনা করা,—ফলতঃ, সকলই সেই আনন্দধামে পঁহুছিবার পথস্বরূপ।

শিষ্য। স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াও যে লাভ, দেবদেবীর আরাধনা করিলেও কি সেই লাভ;—এবং যোগ সাধনা করিলেও কি তাহাই? আমি শুনিয়াছি, যোগের দ্বারা মানুষ অতি শীঘ্রই মুক্তি-পথের পথিক হইয়া থাকে, এবং আপনিও পূর্ব্বে সে কথা বলিয়াছেন।

গুরু। আমি পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বলিয়াছি, * তাহাতে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, তাহাই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া, কিরূপে শীঘ্র মুক্তিলাভ হইবে ও একটু একটু করিয়া যত-দিন না সকল মানুষ মুক্ত হইতেছে, ততদিন অপেক্ষা না করিতে হয়, যোগীরা তাহার যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই যোগ। যোগী যোগের দ্বারা, এক জন্মেই সময়ের সংক্ষেপ করিয়া, সাধারণ মানুষ কোটী কোটী জন্মে যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া মুক্ত হইবে, তৎসমুদয়ই ভোগ করিয়া লন। বহু জন্মের কার্য্য তাঁহারা এক জন্মেই সমাধা করিয়া লন। কেমন করিয়া সে

---

* মৎপ্রণীত "যোগ ও সাধন-রহস্য" নামক গ্রন্থে।

কার্য্য সাধিত হয়, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে কথা এই যে, বালিকার 'পুন্নিপুকুর' পূজা হইতে, আর যোগীর মহাযোগ সাধনা পর্য্যন্ত সকলেরই উদ্দেশ্য, জড়ত্বের পরিহার, কর্ম্মবীজের বিনাশ ও পূর্ণানন্দ লাভ করিবার পথে যাওয়া। মুসলমান বল, খৃষ্টীয়ান বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, সকলেরই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য,—সুখী হওয়া। সুখই জীবের ইচ্ছা,—সুখই জীবের আকাঙ্ক্ষা।

এমন পদার্থ জগতে দুইটি মিলাইতে পারিবে না,—এমন জিনিষ জগতে দুইটি খুঁজিয়া পাইবে না, যাহার জন্য ক্ষুদ্র কীট হইতে জীব জগতের সর্ব্বোচ্চ মানব পর্য্যন্ত লালায়িত,—কাম-কলুষিত প্রতারক হইতে ভগবন্নিষ্ঠ মহাযোগী পর্য্যন্ত, সদ্যোজাত শিশু হইতে স্থবির বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এক বিষয়ের জন্য লালায়িত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান, সভ্য, অসভ্য প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর মানব, সর্ব্বশ্রেণীর জীব—সকলেই সমভাবে এক ভিন্ন দ্বিতীয় জিনিষের অনুসন্ধানে ফিরে না। সে জিনিস—সুখ। এই সুখের উপায়ই ধর্ম্ম।

শিষ্য। কেহ চুরী করিয়া সুখ পায়, কেহ মদ খাইয়া সুখী হয়, কেহ লোককে ঠকাইয়া সুখ লাভ করে, কেহ দান করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে—সুতরাং চুরী করা, মদ খাওয়া, লোকঠকান, দান করা—এই সকল বিভিন্ন কার্য্য ঐ সকল বিভিন্ন ব্যক্তির সুখের

উপায় ;—তবে কি চুরী করা, মদ খাওয়া, লোক ঠকান ধর্ম্ম এবং দান করাও ধর্ম্ম ?

গুরু। ধর্ম্ম বৈ কি। চোরের ধর্ম্ম চুরী করা,—প্রতারকের ধর্ম্ম লোক ঠকান, মাতালের ধর্ম্ম মদ খাওয়া, দাতার ধর্ম্ম দান করা—এরূপ কথাত সকলেই বলিয়া থাকে। ঐগুলি উহাদিগের গুণ—সুতরাং ধর্ম্ম। ঐ গুণই কর্ম্মবীজ।

শিষ্য। সুখ কি ?

গুরু। শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—

সুখং ত্বিদানিং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অঃ, ৩৬-৩৯ শ্লোঃ।

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর; যে সুখে অভ্যাসবশতঃ আসক্ত হইতে হয়, এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে ;—যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতের ন্যায়

প্রতীয়মান হয়, এবং যদ্দারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগবশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য, পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস সুখ। যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতেও আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা তামসিক।”

এই যে ত্রিবিধ সুখের কথা শ্রবণ করিলে,—এ সুখ, সুখ হইতে বিভিন্ন।—যেমন ছেলেমানুষ, মেয়েমানুষ, যুবামানুষ, বুড়ামানুষ—এরূপ বলিলে, মানুষেরই অবস্থান্তর বুঝায়, কিন্তু প্রকৃত মানুষ একজন আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ সাত্ত্বিক সুখ, রাজসিক সুখ, ও তামসিক সুখ বলিলে, সুখ বলিয়া মনে পড়ে। সাত্ত্বিক, তামসিক ও রাজসিক এগুলি সুখের বিশেষণ,—অতএব বিশেষণহীন শুধু বিশেষ্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ আছে। জগতের জীব সেই সুখের সন্ধানেই ব্যস্ত। সেই সুখের জন্যই লালায়িত, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত জীব যেমন মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত হয়, সুখের আশয়, ও সুখের আভাস পাইলেও সকলে তদ্রূপ ধাবিত হয়। জীবমাত্রেই সুখ-স্পৃহার অধীন। দাতা সুখেরই জন্য দান করিতেছে, গ্রহীতাও সুখেরই জন্য হাত পাতিতেছে। রাজরাজেশ্বরী, রাজপ্রাসাদের উচ্চতম আসনে আসীন হইয়া, সুখের জন্য মাথায় মুকুট

পরিতেছেন,—রাজপথের কাঙ্গালিনীও তাহার পর্ণ কুটীরে বসিয়া, সুখেরই কামনায় তৃণগুচ্ছে কুটীর সাজাইতেছে। সুখ পিপাসার দুর্ণিবার জ্বালায় 'সখের ইয়ার' 'ঢাল ঢাল আরও ঢাল' বলিয়া দ্রববহ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, এবং যেন সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্ববিধ রূপ রস ও বিলাস বস্তুকে একই শ্বাসে ও একই গ্রাসে উদরস্থ করিয়া, আপন দুষ্পূর বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য, পাগলের মত লালায়িত হইতেছে। আর সর্ব্বজনহিতৈষী ঋষি সুখ-তৃপ্তিরই অজ্ঞাত অনুশাসনে, দীন-দুঃখীর দুঃখ-মোচন-চিন্তায় ডুবিয়া রহিতেছেন, অথবা আপনার ভোজ্য অন্নের একভাগ অন্যকে দিয়া দুইয়ে মিলিয়া প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার রস-স্বাদে সংসারের সকল ভাবনা ভুলিয়া যাইতেছেন।

শিষ্য। যদিও জীবনের স্বাভাবিক স্ফূরণে জীবমাত্রেই সুখের ভিখারী, তথাপি ইহা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, সুখের প্রকৃতি ও পরিণতি এক প্রকার নহে। সূর্য্যের উত্তাপ ও সলিলের সুখ-স্পর্শ যেমন তরু-লতাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার সুখ, আত্মায় কেমন এক শক্তি সঞ্চারণ করিয়া, জীবকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। পক্ষান্তরে, কোন প্রকারের সুখ স্বভাবতই মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে প্রতিনিয়ত কিছু কিছু করিয়া বসায়। কোন সুখ, সুবাসিত উদ্যান সমীরণ অথবা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায়, প্রাণে শীতল অনুভূত হয়, এবং উহার স্মৃতিও চিরকাল মনুষ্যকে শান্তি-

দান করে;—কোন প্রকার সুখ আবার উহার প্রথম সমাগমেই, প্রাণে কেমন একটা ভয়ঙ্কর মাদকতা জন্মায়, এবং জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্মৃতির সুকোমল তনুতে একটা অনির্ব্বাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত একেবারে লাগিয়া থাকে। কেন এমন হয়? সুখের এ কোন্ রূপ?

গুরু। আমি তোমাকেত আগেই বলিলাম, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুখের এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে সুখের এই বিবিধ ভাব। কিন্তু সুখ যখন স্বতন্ত্র,—তখনই সুখ, সুখ। সেই সুখের উপায়ই ধর্ম্ম।

শিষ্য। এ গুণ-পার্থক্যের হেতু কি?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ম্মবীজ।

শিষ্য। কর্ম্মবীজ বোধ হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের সংস্কার?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তাহা হইলে স্থূল কথা এই, যে সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণোদ্ভূত, তাহার সাত্ত্বিক সুখে সুখানুভব হয়। যে রাজসিক, তাহার রাজসিক সুখে সুখানুভূত হয়; যে তামসিক, তাহার তামসিক সুখে আনন্দ হয়?

গুরু। হাঁ। আর যে গুণহান অর্থাৎ কর্ম্মবীজ যে দগ্ধ করিয়াছে, সে শুদ্ধ সুখেই সুখী।

শিষ্য। শুদ্ধ ও নির্ম্মল অর্থাৎ গুণহীন যে সুখ, তাহার স্বরূপ কি?

গুরু। ঋষিরা বলিয়াছেন,—

"আনন্দরূপমমৃতং"

এবং

"রসো বৈ সঃ।"

আনন্দরূপ অমৃত এবং রস তিনি। তিনি কে? কবি বলিতেছেন;—

"চিরস্থিরং বাক্যপথাদতীতম্
গদ্যৈশ্চ পদ্যৈশ্চ তথাপি গীতম্।
ব্রহ্মেদমানন্দ রসানুবিদ্ধং
প্রপদ্যতে জ্ঞানধনং প্রসিদ্ধং।"

ঋষিরা বলেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তিনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মই আনন্দরূপ অমৃত, এবং তিনিই রস।

শিষ্য। আনন্দ বা সুখ যাহা, রসও কি তাহাই?

গুরু। হাঁ,—রসের কথা বিস্তৃতরূপে পরে বলিব; বর্ত্তমানে যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছ, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই; সুতরাং রসের কথার অবতারণা বা আলোচনা করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব বিষয়গুলির আগেই মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে।

শিষ্য। সেই ভাল। পূর্ব্বে যাহা উত্থাপন করিয়াছিলাম, সেই কথারই আলোচনা আগে হউক। আপনি বলিলেন, যে সত্ত্বগুণে জন্মিয়াছে, সে সাত্ত্বিক কর্ম্মে অর্থাৎ দেবসেবা,

অতিথি সেবা, দান, পরোপকার প্রভৃতি করিয়া সুখী হয়—যে রজোগুণে দেহ ধারণ করিয়াছে, সে যুদ্ধ কার্য্য, অর্থোপার্জ্জন, আশ্রিত প্রতিপালন প্রভৃতি করিয়া সুখী হইতেছে, আবার যে তমোগুণে জন্মিয়াছে, সে হয়ত নিদ্রা, আলস্য, জড়তা ও অভিমানের স্থূল-চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়াছে এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অনাথ বালক, অনাথ বিধবা বা অসহায় প্রতিবাসীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া অভিমানের সন্ধুক্ষণে সুখী হইতেছে। বস্তুতই জগতে এই সুখের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়,—গুণভেদেই জীবের এ সুখভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু এই যদি তাহাদের সুখ হয়, তবে কি বলা যাইতে পারে না যে, তাহাদের সুখের এই সীমা—এতদতিরিক্ত সুখের তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই?

গুরু। ঐরূপ সুখে সুখের স্বভাব-নিয়মিত স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য নাই। যে, যে প্রকার সুখের ভোগই করুক, তাহার বাসনার জ্বালা সীমা হারা। যে চোর, চুরি করিয়া তাহার আকুল-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই,—যে মাতাল, মদ খাইয়া তাহার আশা মিটে না,—যে অর্থশালী বা অর্থাকাঙ্ক্ষী—অর্থ লইয়া তাহার মনের আশা মিটে না,—যে রূপের উপাসক, রূপ উপভোগ করিয়া তাহার রূপাকাঙ্ক্ষা মিটে না,—সুখও হয় না। কারণ, পূর্ণ পরিণতি না হইলে পূর্ণ সুখ লাভ হইতে পারে না।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, গুণহীন না হইলে "সুখ" মিলে না। গুণহীন হইতে হইলে কর্ম্মবীজ দগ্ধ করিতে হয়, কর্ম্মবীজটা কি, আর একবার তাহা বলিয়া দিউন।

গুরু। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের বা অকৃত কর্ম্মের যে বাসনা, তাহাই জীবের অদৃষ্ট-শক্তি বা কর্ম্মবীজ, এই কর্ম্মবীজই জীবদিগকে নূতন কর্ম্মের পথে চালিত করে, এ ং জীবনের মমতা বল, সুখের আকাঙ্ক্ষা বল, সকলেরই সিয়ন্তা হইয়া দাঁড়ায়।

. শিষ্য। এই স্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত আমাদের শাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়।

গুরু। কেন ?

শিষ্য। আমাদের শাস্ত্র বলেন, জীবের যে জ্ঞানলাভ হয়, আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা জন্মে, জীব যে সুখ বা দুঃখ জ্ঞান করে, তাহা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-বশে ; আর প্লাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—"সমুদয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে।"

গুরু। কোন্ মতটা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর ?

শিষ্য। বুঝিতে পারি না।

গুরু। বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ কি ?

শিষ্য। হাঁ, বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি,—কিন্তু বিশে কোন তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

গুরু। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহার একটুও মিথ্যা নহে, একথা নিশ্চয় যে, জীবে যাহা কখনও প্রত্যক্ষ অনুভব করে নাই, তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারে না, অথবা বুঝিতে পারে না, তবে তাহাদিগের মীমাংসার শেষাবশিষ্ট আছে,—ঐ প্রত্যক্ষ অনুভূতি জীবে কোথা হইতে আইসে? অনেক সময় দেখা গিয়াছে, কুক্কুট-শাবক ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে, অনেক সময় দেখা গিয়াছে, হংস-শাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্র জলে চলিয়া গিয়াছে, মনুষ্য সন্তান জন্মিয়াই আহারের জন্য কাঁদিয়া আটখানা হয়। ইহা কি বর্ত্তমান জন্মের প্রত্যক্ষানুভূতির জ্ঞান? যদি তাহা হয়, তবে এই কুক্কুট-শাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিক্ষা করিল? অথবা ঐ হংস-শাবকগুলি স্বাভাবিক স্থান কোথা হইতে জানিতে পারিল? এস্থলে তোমার পাশ্চাত্যগণ নিরুত্তর নহেন কি? আর্য্য ঋষিরা বলেন,—উহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির জ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহ জন্মের নহে। কত জন্ম জন্ম ঘুরিয়া সে যে সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছিল,—তাহার সেই জ্ঞান আছে, তাই সে জন্মিয়াই আপন স্বভাবানুযায়ী কার্য্যারম্ভ করিল; ইহাই তাহার কর্ম্ম-বীজ।

শিষ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, উহা সহজাত জ্ঞান (instinct) মাত্র।

গুরু। সহজাত জ্ঞান বলিয়া কি বুঝাইলে, কিছুই

অবগত হইতে পারা গেল না,—কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ হইল এই মাত্র। সহজাত জ্ঞান কাহাকে বলে?

শিষ্য। যাহা পূর্ব্বে বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান ছিল, তাহাই এক্ষণে নিম্ন-ভাবাপন্ন হইয়া সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

গুরু। কুক্কুট-শাবক জন্মিয়াই খুঁটিয়া খায়, হংস-শাবক জলে ভাসিতে যায়, মানব-শিশু আহারের জন্য কাঁদে,—তাহাদিগের যে জ্ঞান, তাহা পূর্ব্বে বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান কি ছিল?

শিষ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, শাবকগণের ঐ জ্ঞান, উহাদিগের পিতৃ-পুরুষগণের অনুভূতি হইতে আসিয়াছে।

গুরু। ইহা মহাভুল, তাহা হইলে ডিম্বেরও সে জ্ঞান হইতে পারিত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, উহা কেবল তাহার শরীরের ধর্ম্ম; কিন্তু শরীরের ধর্ম্ম হইলে ডিম্বের ভিতর জীবনীশক্তিসম্পন্ন তাহার দেহ বর্ত্তমান ছিল,—ডিম্ব জীবনীশক্তি-সম্পন্ন,—ডিম্বও তাহার পিতৃ-পুরুষগণের অনুভূতি অনুস্যুত হইয়া জলে ভাসিতে যাইত। ফল কথা, উহা শাবকগণের পিতৃপুরুষগণের প্রত্যক্ষানুভূতি নহে, তাহার নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি, উহা তাহাদিগের শরীরের ধর্ম্ম নহে,—উহা মনের অনুভূতি, শরীরের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হয় মাত্র। হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর পুত্র

প্রহ্লাদে তাহার পিতৃ-শরীরের প্রত্যক্ষানুভূতি সংক্রমিত হইলে কখনই হরিনাম শূন্য দৈত্যপুরিতে হরিপ্রেমের সঞ্চরণ হইত না,—যীশুখ্রীষ্টের হৃদয়ে নবধর্ম্মের বিমলজ্যোতি বিকীর্ণ হইত না, তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-তত্ত্বে এখনও নূতন প্রবেশক মাত্র, তাঁহারা এখনও ইহার প্রথমস্তরে বিচরণশীল,—কিন্তু তাঁহারা যে বিচার, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা ভুল, প্রমাদপূর্ণ নহে, তাহা প্রথমস্তরের জীবের সমুদায় জ্ঞান, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ বিচার-জনিত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহার সমুদয়ই পূর্ব্ব জীবনের অনুভূতির ফলস্বরূপ, তাহা এক্ষণে অবনতি ভাবাপন্ন হইয়া সহজাত জ্ঞানরূপে পুনরুদ্ভূত হইতে থাকে। সমুদয় জগতের ভিতরেই এই ব্যাপার চলিতেছে, ইহাকেই পুনর্জন্ম-বাদ বলে, যাহা সহজাতজ্ঞান (instinct) তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপে যে গুণ প্রাপ্ত হয়,—সেই গুণেরই ক্রিয়া।

এই যে গুণ, ইহাই জাত্যুক্ত ধর্ম্ম। যাহার যে গুণ, তাহার পূর্ণ ক্রিয়া, তাহার পক্ষে সুখ। হংস শাবকের জলে ভাসিয়া বেড়াইতে পারিলে সুখ বা আনন্দ হয়, কিন্তু তাহাকে স্থলে রাখিলে তাহার আনন্দ হয় না, জলে ভাসিয়াই তাহার গুণের ক্ষয় করিতে হয়, সেই সুখের অনুভূতি লইয়া তাহাকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, আবার সেই গুণের অভিব্যক্তি লইয়া তাহার কিছু উন্নতি বা

অবনতিতে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেই মানুষকে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে হয়,—কেননা, আসক্তির আগুণে মানুষের মন গলাইয়া দ্রব করাইয়া রাখে, তার পরে সেই আসক্তির গুণে গুণ সংগ্রহ করিয়া আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। হিন্দুর পুরাণাদিতে ইহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

প্রত্যেক জীবের জীবনে যে মমতা বিদ্যমান; মরণ বলিয়া যে ভয়; তাহাও পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার। পুনঃ পুনঃ মরিয়া মরণ-দুঃখ * ভাল করায় জীবের চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার থাকায়, জীব মরণের ভয় পায়, এবং জীবনে মমতা করে, হিন্দু দর্শনের মত,—

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।

পাতঞ্জলদর্শন—সাঃ পাঃ ৯।

"যাহা বাসনার সংস্কার-রূপ নিজ স্বভাবের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত, ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা।"

এই জীবনে মমতা বা পূর্ব্বানুভূত অনেক ভয়ের সংস্কার জীবনের মমতারূপ-পরিণত রহিয়াছে। এই কারণেই বালক অতি শিশুকাল হইতেই আপনা আপনি ভয় পাইয়া থাকে,—কারণ, তাহার কষ্টের পূর্ব্বসংস্কার রহিয়াছে।

* মরণ দুঃখ অর্থে, মরণের পরে পাতকাদিজনিত কষ্ট।

যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা বলেন,—আত্মার মৃত্যু নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি ভয়, তাঁহাদের মধ্যেও তাঁহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা সত্ত্বেও এই জীবনে প্রগাঢ় মমতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবনে মমতা কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উহা মৃত্যুর অনুভূতি, উহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম বা গুপ্ত হইয়া চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কারগুলি নিদ্রিত বলিয়া যে, নিষ্ক্রিয়; তাহা নহে। উহা ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিতেছে। এইরূপ পূর্ব্বানুভূত সংস্কারকেই আধুনিক সহ-জাত-জ্ঞান বলিয়া থাকেন।

শিষ্য। ইহাতে আমার এক সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল।

গুরু। কি সন্দেহ?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে গুণরূপে প্রকাশ পায় - তাহার সহজাত সংস্কার, কিন্তু যদি তাহা হয়, তবে একটি কথা এই যে, এমন কোন প্রাণী বা জীব নাই যে, সৎ অসৎ মিশ্রিত কার্য্য না করে,—তবে কেহ জন্ম-কাল হইতে কেবল সহজাত সংস্কার-বলে অধর্ম্ম করিয়াই যায় কেন? আরও কথা,—হংসশাবক যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে হংস-জাতিই ছিল, তাহা নহে; তবে তাহার হংসের সংস্কার

আসিল কোথা হইতে? এমন কি হইতে পারেনা যে, হংস তার পূর্ব্বজন্মে কোন সৌধনিবাসী ধনকুবের ছিলেন; এবং বিলাসের পুষ্প-শয্যায় সুখনিদ্রায় সারা জীবনটা কাটাইয়া আসিয়াছেন। আপনিও আমাকে এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। * †

গুরু। নিশ্চয়ই তাহা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে হিন্দু দর্শন বলেন,—

কর্ম্মাশুক্ল কৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।

পাতঞ্জলদর্শনং—কৈঃ পাঃ, ৭ সূঃ।

"যোগীদিগের কর্ম্ম কৃষ্ণও নহে, শুক্লও নহে; কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে কর্ম্ম ত্রিবিধ,—শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র। কৃষ্ণ, অসৎ কার্য্য; শুক্ল, সৎকার্য্য; এবং মিশ্র, শুক্ল ও কৃষ্ণের অর্থাৎ সৎ ও অসৎকার্য্যের মিশ্রণ।"

প্রাগুক্ত শ্লোকের টীকার অর্থ এইরূপ,—"মনুষ্য, শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান

* অপিনা মূর্খ সমুচ্চীয়তে। বিদুষোমূর্খস্য চ জন্তুমাত্রস্যেতি যাবৎ। চেতসীত্যুহ্যম্। অসকৃন্মরণ দুঃখানুভবাহিত বাসনা সমূহঃ স্বরসঃ তেন বহতি সমুত্তিষ্ঠতীতিস্বরসবাহী। স্বরসবাহী যঃ তথারূঢ়ঃ তদ্দুঃখ-স্মৃতি পূর্ব্বকস্ত্রাসঃ মরণত্রাস' ইতি যাবৎ। স অভিনিবেশ ইত্যুচ্যতে। দৃশ্যতে হি জাতমাত্রস্য জন্তোমরণাদ্ভয়ম্। তচ্চ পূর্ব্বমরণবাসনাস্তিত্বং বিনা নোপপদ্যতে। এবমন্যদপি দ্রষ্টব্যম্।

† মৎপ্রণীত "জন্মান্তররহস্য।"

করে, অথবা যাহা কিছু অনুভব করে, সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্ম শরীরে এক প্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায়। ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে, সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত ও অনুভূত ক্রিয়া কলাপ মাত্রেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিত্তে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে, ছোপ লাগা বা দাগ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে। কালক্রমে সেই সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে (জীবকে) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে, সেই সকল দাগের বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এবং পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি। শরীর ব্যাপার ও মানসিক ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার; শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। যাঁহারা কেবল তপস্যায় ও জ্ঞান আলোচনায় রত থাকেন,—তাঁহাদের তজ্জনিত কর্ম্ম সকল শুক্ল, যাহারা দুরাত্মা—যাহারা প্রাণিহিংসা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে রত থাকে,—তাহাদের কর্ম্ম বা সংস্কার কৃষ্ণ, যাঁহারা কেবল যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকেন,—তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র, শুক্লকর্ম্ম সকল ভবিষ্যৎ উন্নতির, কৃষ্ণকর্ম্ম সকল অধোগতির, মিশ্রকর্ম্ম সকল মধ্যগতির বীজ। শুক্ল নামক কর্ম্মবীজ হইতে দেবশরীর,

বীজ হইতে পশু পক্ষ্যাদির শরীর এবং মিশ্রকর্ম্ম নামক বীজ হইতে মানব শরীর উৎপন্ন হয়, যাঁহারা যোগী—তাঁহাদের ঐ তিন প্রকারে কোনও প্রকার কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে। এবং তাঁহারা অভিসন্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করেন না, কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম কিছুই করেন না; সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম পৃথক্। যদিও তাঁহারা কখন কখন জীবন ধারণের উপযুক্ত কোন কোন কর্ম্ম করেন, তথাপি, তাঁহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার বা ভবিষ্যৎ সংসার বীজ উৎপন্ন হয় না। কেন না, তাঁহারা সকল সময়েই কামনা শূন্য থাকেন, এবং কৃত কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। ক্ষণকালের জন্যও তাহা তাঁহারা কামনার দ্বারা চিত্তে আবদ্ধ রাখেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের সে সকল কর্ম্মের সংস্কার জন্মে না। নিষ্কামচিত্ত পদ্মপত্র তুল্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত কর্ম্ম, জলবিন্দু তুল্য জানিবে।”

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।

পাতঞ্জল দর্শন—কৈঃ পাঃ ৮ সূঃ।

“ফল কালে সেই সকল কৃতকর্ম্মের বিপাকের অর্থাৎ ফলোৎপত্তির অনুগুণ (পরিপোষক) বাসনা সকল অভিব্যক্তি হয়, অবশিষ্ট বাসনা সকল অব্যক্ত থাকে।” ইহার তাৎপর্য্য বা টীকা এইরূপ ;—

"অযোগী মনুষ্য, শুক্ল, কৃষ্ণ, অথবা মিশ্র, যে কোন কর্ম্ম উপার্জ্জন করুন, কোন কর্ম্মই এক সময়ে ও একরূপে ফলপ্রসব করিবে না। কতক জাতি, জন্ম, আয়ু ও ভোগ প্রসব করিবে;—কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থাপিত করিবে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্ম্ম বাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মের আরম্ভক হয়। কতক বা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচি উৎপাদন করে। মনুষ্যের মনোবৃত্তিকে আমরা এখন প্রবৃত্তি, রুচি, ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু নামে উচ্চারণ করি, সে সকল মনোবৃত্তির কারণ, পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মবাসনা। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা বা কর্ম্মসংস্কার সকল ইহ জন্মে উত্তেজিত হইলেই তাহা প্রবৃত্তি ও রুচি প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়, আর ইহ-জন্মের কর্ম্ম-বাসনা ইহ-জন্মে উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব উদিত বা অভিব্যক্ত পূর্ব্বসংস্কার, আর প্রবৃত্তি বা রুচি, এ সমস্তই এক মূলক বা এক বস্তু। সুতরাং প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামধারী পূর্ব্বসংস্কার সমূহের উদয়, স্মরণ, বা অভিব্যক্তি প্রায় ঔচিত্য অনুসারেই হইয়া থাকে। মনুষ্য জন্মের কর্ম্ম মনুষ্য জন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়; অন্য জন্মে তাহা প্রসুপ্ত থাকে। এখন আমরা মনুষ্য, তাই এখন আমাদের মনুষ্যোচিত কর্ম্মবাসনাই অভিব্যক্ত

হইতেছে। মনে করা যাক্,—পূর্ব্বে আমরা দেবতা ছিলাম, এবং তৎপূর্ব্বে হয়ত তির্য্যক অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদি ছিলাম। তাহার পূর্ব্বে হয়ত মনুষ্য ছিলাম। এতদ্বিধ জন্ম-প্রবাহের মধ্যে যাহা সেই ব্যবহিত মনুষ্যজন্মের অর্থাৎ পূর্ব্ব মনুষ্য জন্মের কর্ম্মবাসনা,—তাহাই এই অভিনব বা বর্ত্তমান মানব-জন্মে উদিত বা উত্তেজিত হইতেছে। সেই গুলিকেই আমরা রুচি বা প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিতেছি। মধ্যবর্ত্তী জন্মদ্বয়ের (দেব ও তির্য্যক জন্মের) সঞ্চিত সংস্কার সকল এখন প্রসুপ্ত আছে। কিছুমাত্র অভিব্যক্ত হইতেছে না;—সুতরাং সে সকল আমরা জানিতেছি না। ভবিষ্যতে যদি কথন আমাদের পুনর্ব্বার দেবশরীর বা তির্য্যক্‌শরীর হয়;—তাহা হইলে সেই সেই দেবশরীরের অথবা তির্য্যক্ জন্মের কর্ম্মসংস্কার তখন সেই সেই জন্ম পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইবে, অন্যান্য কর্ম্ম বাসনা প্রসুপ্ত থাকিবে।" *

শিষ্য। কথাগুলা বেশ সংক্ষেপে এবং একটু সরল করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন, কেননা—অত বড় কঠিন বিষয় বা অত বড় মহা সমস্যায় বুঝা, মাদৃশ অল্পবুদ্ধি লোকের কর্ম্ম নহে।

গুরু। কথাগুলির ভাব ও অর্থ তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের অনুবাদ।

পারিয়াছ, কিন্তু যাহার ভাবার্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়াছ, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা কর,—যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যুক্তির স্থূলকথা এই যে, সৎ, অসৎ ও মিশ্র,—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যে গুলি সেই অবস্থায় প্রকাশ হইবার উপযুক্ত। অপরগুলি সেই সময়ের জন্য স্তিমিত থাকে।—কেমন ইহাই ত?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। এক্ষণে আমি কয়টি বিষয় বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। কি কি, একে একে বল?

শিষ্য। মনে করুন, আমি সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত,—এই তিন প্রকার কর্ম্মই করিলাম। তার পর যথাসময়ে মরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; তাহার কোলে ঢলিয়া পড়িলাম—আমি মরিলাম; ধরিয়া লউন, ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে আমার পুণ্যের ভাগই অধিক ছিল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম। মনুষ্য—দেহের বাসনা, আর দেব-দেহের বাসনা কিছু একরূপ নহে?—দেব-শরীর ভোজন পান কিছুই করে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম্ম আহার ও পানের বাসনা সৃজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? যে প্রশ্ন আমি

পূর্ব্বে করিয়াছি,—হংস-শাবকের যে সহজাত সংস্কার, যাহার জন্য সে জলে ভাসিতে গিয়াছে, সে সংস্কার তাহার দেহের নহে বলিয়াছেন—কিন্তু আত্মার হইলে, তাহার আত্মা তৎপূর্ব্ব জন্মে হয়ত মনুষ্য ছিল, নয়ত একটি ক্ষুদ্র স্থলচর পক্ষী ছিল,—সে আত্মার জলে ভাসা সংস্কার হইবে কেন? তাহার হয়ত, আকাশে ভ্রমণ, সুস্বাদু ফল ভোজন, সুস্নিগ্ধ বায়ুসেবন প্রভৃতির কামনা-বাসনা ছিল,—তাহা হইলে সে কর্ম্ম কোথায় যাইবে?

গুরু। আমি তোমাকে পাতঞ্জল দর্শনের যে টুকু শুনাইয়াছি, তাহাতেই উহার উত্তর হইয়া গিয়াছে,—তথাপি পুনরায় বলিতেছি,—বাসনা উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা আসিয়াছে, তাহারই কেবল প্রকাশ পাইবে। অবশিষ্ট গুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। তুমি যদি দেব-দেহ ধারণ কর, তবে কেবল শুভ গুলিই প্রকাশ পাইবে; কারণ, তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। যদি তুমি পশুদেহ ধারণ কর, তাহা হইলে কেবল পাশব বাসনাগুলিই আসিবে। শুভ বাসনা-গুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ফলকথা—বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বাসনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংস্কৃতে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে,—"যত্রাকৃতি স্তত্র গুণাঃ বসন্তি।" যেমন আকৃতি, তেমনই গুণ হয়।

এক মানুষজাতি, বিভিন্ন আকারের—বিভিন্ন লক্ষণসম্পন্ন, তাই গুণেরও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জড় ও চৈতন্য।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, কর্ম্মবীজ বা সংস্কারই জীবকে তাহারা সহজাত সংস্কারের পথে লইয়া যায়, এবং যে, যেমন দেহ ধারণ করে, তাহার পিতৃপুরুষগণের অনুভূতি অনুসারে তাহার সহজাত সংস্কারাদিও হইয়া থাকে। তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সহজাত সংস্কার দেহের না আত্মার?

গুরু। সংস্কার জীবাত্মার, কিন্তু যেরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়,—বহুবিধ সংস্কারের মধ্যে তাহাই প্রকাশ পায়।

শিষ্য। সংস্কারই যদি স্মৃতির বা প্রবৃত্তির জনক হয়; তাহা হইলে প্রথম জীবের প্রবৃত্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?

গুরু। তোমার স্মরণ নাই কেন? আমি তোমাকে ইতঃপূর্ব্বে একথা বিস্তৃতভাবেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। * সংক্ষেপতঃ এস্থলে বলিতেছি যে, পরমতত্ত্ব পরমাত্মা

* মৎপ্রণীত "দেবতা ও আরাধনা" নামক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সৃষ্টি করিবার বাসনা করেন,—ব্রহ্মের বাসনা হইলেই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেন, আর সেই বাসনাই জীবসৃষ্টির কারণ হইলেন। যেমন ফুল হইতে ফল হয়, তেমনই নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ঈশ্বর হইলেন, এবং সেই বাসনাই জীবের আদিকারণভূতা হইলেন। ইহারাই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি পুরুষের অধ্যাসে সগুণ (ক্রিয়াশীল) সৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপে পরিণত হইলে অহঙ্কারতত্ত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্র সাকল্যে এই জগতের সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি জগতের উপাদান, এবং ভগবান্ নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি আবার দ্বিবিধা—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। ব্রহ্মের সৃষ্টি-বাসনা হইলে তিনি সগুণ হইলেন, তাঁহার যে সৃষ্টি-বাসনা, তিনি পরাপ্রকৃতি; আর ভগবান্ ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার অবস্থা দ্বারা প্রকৃতির তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব; এই ত্রিবিধ গুণ অভিব্যক্ত হইল। সেই গুণত্রয় হইতে ক্রিয়া শক্তি হইল,—এই ক্রিয়াশক্তি অপরা প্রকৃতি। অতএব, জীব-জগতের সৃষ্টি কার্যা দার্শনিকগণ তিনটি অবস্থা বা বৈজিক ব্যাপারের অনুমান করিয়া থাকেন। পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি এবং বিন্দু। *

* **সৃষ্টি** বিজ্ঞান। সারদাতিলক নামক তন্ত্র গ্রন্থে আছে,—
"আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদোনাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।"

“বিন্দু, শব্দ-ব্রহ্মের অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং চিদংশবীজ ;—এই বিন্দুই শক্তিতত্ত্ব, এই চিদংশ-বীজ চিদচিন্মিশ্রিত নাদের মধ্যবর্ত্তী—৺গণেশভট্ট তাঁহার মঞ্জুষানামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন,—

“ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্যবিন্দোরচিদংশো বীজম্। চিদচিন্মিশ্রোহংশো নাদঃ। * *। তস্মাদ্বিন্দোঃ-শব্দব্রহ্মাপরনামধেয়ং।”—আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপোদ্ধৃত। উপ, ১অ ২১৫।

এই শক্তিতত্ত্ব হইতেই জগতের সৃষ্টি অনুসৃ্যত। উপ-নিষদেও প্রণবাত্মক বিন্দু, সেই জগৎ-সৃষ্টিকারিণী শক্তি—”

অতএব, বাসনা জীব হইবার আগেই সৃষ্টি হইয়াছেন,—প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা বা আর যাহা কিছু বল,—তাহাতেই জীব জাত, বর্দ্ধিত ও সংস্থিত।

শিষ্য। এইবার আপনাকে আরও একটু বিরক্ত করিব।

গুরু। কি ?

শিষ্য। সন্দেহ রাখিয়া কোন বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে, আপনি বলিয়া দিয়াছেন,—অতএব আপনার আজ্ঞায় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সন্দেহ দূর না করিয়া অন্য বিষয়ের অবতারণা করিব না।

গুরু। কি সন্দেহ আছে, বল ?

শিষ্য। সন্দেহ এই যে, জীবাত্মা যখনই জড়ে অধ্যাসিত হয়, অর্থাৎ আপনার কথায় দেহে প্রবিষ্ট হয়,

তখন সেই জড়ের মত বাসনা বা সংস্কারের বিকাশ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয়, চৈতন্যই জড়ের অধীন; কিন্তু পুরুষ হইতেই প্রকৃতির উদ্ভব;—একথা আপনিই বলিলেন। এবং সকল শাস্ত্রেই সে কথা শুনিয়া আসিতেছি।

গুরু। কথাটা ঠিক হইল না। যাহাকে জড় বলে, তাহা কি, তাহা আগে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যাহাকে জড় বলিতে চাও,—তাহা শক্তি। জড় বলিতে কোন শক্তিহীন পদার্থ নহে। জড় মহাশক্তি। মোটামুটি এইরূপ বলিতে পারা যায় যে, জড় পদার্থ আমাদের বাহিরে, এবং চিৎপদার্থ আমাদের অন্তরে। ইট কাঠ হাতী ঘোড়া আমার নিজের শরীর সুখ দুঃখ শোক তাপ ঝড় জল আকাশ অগ্নি প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতে পারি, সে সমস্তই জড়;—আর যে অনুভব করে, সেই চৈতন্য। জড় কথাটা শুনিতে যেন বোধ হয়, উহা কার্য্যহীন শক্তিহীন একটা পদার্থ,—কিন্তু কাজে তাহা নহে। জড়ই মহাশক্তি। তোমাদের বিজ্ঞান গুরু সে কথা চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"Matter consists not of solid particles. But of mere mathematical centres, from which proceed forces according to certain mathematical laws by virtue of which such forces become at certain small distances attractive, at certain

alter distances repulsive and at greater distances attractive again"—A. Dictionary of Science By Rodwell.

"Matters are centres of force attracting and repelling each other in all directions"

মহামতি হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও এই জড়-তত্ত্বের পর্য্যালোচনায় বলিয়াছেন,—

"Matter and Motion, as we know them, are differently conditioned manifestations of force."—First Principles, page 169.

সাংখ্যমতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকৃতি বা মূলা ও জড়া প্রকৃতি। প্রকৃতিকে জড় বলিলেও তাহা মহাশক্তিশালিনী। যাহা শক্তি, তাহার অক্রিয়ত্ব কোথায়? ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণও শক্তির অক্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারাও বলেন,—

"I therefore use the term force, in reference to them, as meaning that active principle inseparable from matter which is supposed to induce its various changes."

Grove's co-relation of physical forces.

শক্তির অবস্থা দুইটি; এক মূর্ত্ত, অপর অমূর্ত্ত বা ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা। ব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতি চক্ষু কর্ণাদি

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য; অব্যক্তাবস্থায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়াদির অনধিগম্য। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যে লিখিত আছে,—

কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।

শারীরকভাষ্য, ২।১।১৮।

"চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা উপলব্ধি করিতেছি, সে সমুদয়ই শক্তির কায়া বা কার্য্যাবস্থা। শক্তি কার্য্যাবস্থায় মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন। তাহার কারণাবস্থাই সাংখ্যের অষ্টপ্রকৃতি। *

শিষ্য। এই জড়ের স্বরূপ কি?

গুরু। জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া, আজীবন অনুধ্যান করিয়া, অবশেষে হতাশের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারাও বলিয়াছেন, যে molecules দিয়া এই স্থূল বিশ্ব-শরীর সৃষ্ট, তাহাদের পশ্চাতে আরও সূক্ষ্মশক্তি এবং তৎপশ্চাতেও সূক্ষ্মতর শক্তি বিদ্যমান—এক অদৃশ্য শক্তি তৎপরবর্ত্তী শক্তি-পুঞ্জকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

* অষ্টপ্রকৃতি—প্রধান, মহান, অহঙ্কার, এবং পঞ্চতন্মাত্র। ইহারা অন্য বিকৃতির সৃষ্টি করে। ষোড়শ বিকার, স্থূল পঞ্চভূত এবং দশ ইন্দ্রিয় ও মন। ইহারা অপরিণামিনী অর্থাৎ ইহাদের আর পরিণাম নাই।

তোমাদের বোধ্য ভাষায় সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, জড়ের একটা স্বরূপ আছে,—উহা অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞেয়, উহা nowmenon ; আর যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও জ্ঞাত, উহা phenomenon ; প্রত্যক্ষের পশ্চাতে অন্তরালে—অভ্যন্তরে, এই অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ আছে, ইহাই জড়ের প্রকৃত স্বরূপ। উহাই substance বা আসল জড় ;—আমরা যাহা দেখি, তাহা আসল নহে,—আসলের বিকৃতি মাত্র।

শিষ্য। চৈতন্যের স্বরূপ কি ?

গুরু। চৈতন্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাও কঠোর হইতে কঠোরতর, বা অতি গহন বিষয়। প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় যেমন কঠিন, চৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় আবার তাহা হইতেও কঠোর। প্রকৃতির যেমন বাহিরে যাহা দেখা যায়, তাহা নকল, এবং ভিতরে অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞেয় প্রকৃত স্বরূপ আছে ;—চৈতন্যেরও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা। চৈতন্যেরও ভিতরে কোন অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞেয় প্রকৃত স্বরূপ—substance আছে—যাহা বাহিরে শোক-দুঃখময় মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় ;—কিন্তু বাস্তবিক উহা চৈতন্যের অনুভূতি মাত্র ; উহা প্রকৃত স্বরূপ নহে, চৈতন্যেরও স্বরূপ অজ্ঞেয়। উহার ভিতরও একটা অনির্দ্দেশ্য substance আছে,—তাহা nowmenon খাঁটি জিনিষ ; যাহা আমরা দেখি, তাহা phenomenon মাত্র।

অতএব, জড় ও চৈতন্যের যে অনুভব আমরা করিতে পারি, তাহা বাহিরের অবস্থা মাত্র,—তাহার সূক্ষ্মাবস্থা আমরা অনুভব করিতে পারি না। পারি না এই জন্য যে, আমরা সেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিশীল নহি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে, তবে আমরা সে অবস্থা দর্শন বা অনুভব করিতে পারি;—বলা বাহুল্য, সাধনা বা যোগের দ্বারা, জীবের সেই সমুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। জড় ও চৈতন্যে সম্বন্ধ কি, তাহা বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। জড় ও চৈতন্যে যে সম্বন্ধ, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাংখ্যকার বলেন,—উভয়ের সম্বন্ধ "অন্ধ খঞ্জের" গতির ন্যায়। একজন অন্ধ,—দৃষ্টি শক্তি-হীন; কিন্তু গতিবিশিষ্ট,—আর একজন চক্ষুষ্মান্, কিন্তু খঞ্জ—গতিশক্তি-বিহীন। যে গতিবিশিষ্ট অথচ অন্ধ, সে গতি-শক্তিহীন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে স্কন্ধে লইয়া পথে চলিয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষের গতিও সেইরূপ। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পরিচালিত। পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ—কেহ কাহাকে না পাইলে কার্য্যশীল নহে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য। চৈতন্যের substance আছে; উহা অজ্ঞেয় পুরুষ। জড়েরও substance আছে, উহা অজ্ঞেয় প্রকৃতি। পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে প্রত্যক্ষ phenomenon এর বিকাশ হয়।

শিষ্য। ইহাকে বোধ হয়, সাংখ্যের দ্বৈতবাদ বলে?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। এই দ্বৈতবাদ বোধ হয় কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে। হিন্দুর দর্শনে দ্বয়বাদ,—হিন্দুর পুরাণ-তন্ত্রে দ্বৈতবাদ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে—শক্তি শাস্ত্রে, সকলেই দ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন সর্ব্বত্র। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া দ্বৈতবাদ পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই দ্বৈতবাদের জন্যই হিন্দুধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্মের নিকট মধ্যে মধ্যে তিরস্কৃত হইতে হয়।

গুরু। যাহারা নিজের ধর্ম্মতত্ত্ব বোঝে না—ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারে না,—তাহারা দ্বৈতবাদের জন্য হিন্দুধর্ম্মকে তিরস্কার করে। সেরূপ মূর্খের তিরস্কারে হিন্দুধর্ম্মের কোনপ্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় বলিয়া মনে করিও না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম্মই দ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। দ্বয়বাদ ভিন্ন ধর্ম্ম নাই, একথা বলা যাইতে পারে,—কেননা, দ্বয়ে যখন জগতের বিকাশ—ত্রিলোকের সম্ভাবনা, তখন দ্বয়বাদ ছাড়া কোথায়?

শিষ্য। খৃষ্ট ধর্ম্মও কি দ্বয়বাদ?

গুরু। নিশ্চয়!

শিষ্য। আপনি কি বলিতেছেন,—খৃষ্টিয়ানগণই দ্বৈতবাদের জন্য হিন্দুধর্ম্মকে নিন্দা করেন। মুসলমানগণও এ ক্ষেত্রে কম নহেন।

গুরু। মুসলমানের নিকট খৃষ্টিয়ানের ধর্ম্ম আ-হরণ করা। তারপর এদেশের ওদেশের কয়েকটা ধর্ম্মতত্ত্ব নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গুঁজিয়া রাখা হইয়াছে, মাত্র। মোট কথা, খৃষ্টধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সংস্করণ! কাজেই মুসলমানের অনুমান—খৃষ্টিয়ানেও সংক্রমিত হইবে, সন্দেহ কি? কিন্তু খৃষ্ট বা মুসলমান ধর্ম্মও দ্বৈতবাদী।

শিষ্য। আমাকে তাহা বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম খুব নিকট সম্বন্ধে সম্বন্ধ-যুক্ত। একটির বিষয় বলিলেই অপরটির বিষয় বলা হইবে। কারণ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং জীবের পাপ পুণ্যের ফলভোগ উভয়েরই ঠিক একই প্রকারের। কাজেই একটির কথা বলিলে, দুইটিরই বিষয় বলা হইবে। তোমাদের জানা শুনা, খৃষ্টধর্ম্মের আলোচনাতেই অবগত হওয়া যায়, খ্রীষ্টানধর্ম্ম দ্বৈতবাদের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

জড় আছে,—জড়ের পৃথক্ সত্তা আছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন।

শিষ্য। তাহা কি প্রকারে অবগত হইতে পারি?

গুরু। জড় জগৎ সত্তাবান্;—ইহা যদি তাঁহারা স্বীকার না করেন, তবে জড়জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। জড়

জগৎ এখন আছে, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন জড় জগৎ ছিল না, - জড়জগৎকে একজন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি জগতের স্রষ্টা—তিনিই খোদা বা God।

শিষ্য। খোদা, God বা ঈশ্বর বলা যাইতে পারে।

গুরু। সে অর্থ সুষ্ঠু নহে।

শিষ্য। কেন?

গুরু। অভিধানে God ও খোদার অর্থ ঈশ্বর হইলেও God ও খোদা ঈশ্বরের সমানার্থক নহে।

শিষ্য। কেন নহে?

গুরু। God বা খোদার কার্য্য, আর হিন্দুর ঈশ্বরের কার্য্য বিভিন্ন,—এই কার্য্য বিভিন্নতায় অর্থ বিভিন্নতা। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানের মতে "জড় জগৎ নিয়মবদ্ধ—সেই ব্যক্তি এই নিয়মের বিধানকর্ত্তা বা বিধাতা। জড় জগতের যন্ত্রে একটা ব্যবস্থা দেখা যায়। ঘটিকা যন্ত্রে একটা যেমন বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটা বিশেষ নির্ম্মাণের প্রণালী আছে, জগৎ যন্ত্রেও সেইরূপ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটা বিশেষ গঠন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইহাই জগৎ যন্ত্রের design, এই প্রণালী যাঁহার মন হইতে উদ্ভূত, তিনিই designer নির্ম্মাপক বা ব্যবস্থাপক—তিনি খোদা। গঠন প্রণালী হইল design, আর সেই design এর একটা উদ্দেশ্য আছে; কি

উদ্দেশ্য বলা কঠিন, কিন্তু উদ্দেশ্য একটা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—উহা Purpose একটা Great Purpose বড় হাতের G ও বড় হাতের P যুক্ত;—যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনি খোদা। এই উদ্দেশ্যের সহিত মানবের নৈতিক জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জড়জগতের অস্তিত্বের বোধ করি প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবস্থার—moral ordar এর প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতা খোদা তিনিই মনুষ্যের পাপ পুণ্যের বিচারক ও দণ্ড মুণ্ডের পুরস্কার বিধাতা। জড় জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতার অস্তিত্বে টান পড়ে। সেই জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম্ম জড় জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য। খ্রীষ্টানেরা জড়ের স্বীকার করেন, কাজেই তাহারা materialist." *

খ্রীষ্টিয়ান materialist বা জড়বাদী, কিন্তু জড়াতীত চৈতন্যেও পূর্ণবিশ্বাসী, তিনিই জীবদিগের নৈতিক পাতকের দণ্ড মুণ্ড প্রদাতা। কাজেই খ্রীষ্টিয়ান দ্বৈতবাদী,—মুসলমানও ঠিক ঐ প্রকার। এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, হিন্দুর ঈশ্বর আর খ্রীষ্টিয়ানের God ও মুসলমানের খোদাতালায় কি পার্থক্য?

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ।

শিষ্য। জড় ও চৈতন্যের বিষয় আর একটু শুনিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধের এই পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গুরু। জড় ও চৈতন্য সম্বন্ধে আর কি বুঝিতে চাহ?

শিষ্য। বুঝিবার এখনও অনেক আছে। আপনি বোধ হয়, অবগত আছেন, লর্ড কেলবিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,—জড়পরমাণু আকাশের আবর্ত্ত মাত্র। তাঁহারা বলেন,—আবর্ত্ত একরূপ গতির প্রকার ভেদ; কাজেই জড়ের সমুদয় ধর্ম্ম কেবল আবর্ত্তের ধর্ম্ম অর্থাৎ গতি-বিশেষের ধর্ম্ম মাত্র। ইহা সেই বিখ্যাত vortex theory;—স্বর্ণ রৌপ্য কয়লা গন্ধক প্রভৃতি স্থূলজড়ের পরমাণু আকাশের আবর্ত্ত মাত্র। এ সকল বাহ্য দৃশ্য বা ভূত সকল, যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি, তাহা জড় নহে—আকাশের ধর্ম্ম মাত্র। তাঁহারা আরও বলেন, আমাদের সম্বন্ধ গতির সহিত। ইন্দ্রিয়যোগে যাহা মস্তিষ্কে আসিয়া পঁহুছায়; তাহা জড় নহে, তাহা গতি;—কোন-রূপ ধাক্কা, কোনরূপ ঢেউ,—কোনরূপ ক্রিয়া। সুতরাং যাহা আমরা অনুভব করি, তাহা জড় নহে,—গতি মাত্র। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড জড়কে জড়ত্ববর্জ্জিত শূন্যদেশের (Space এর) বিকৃত মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদি তাহাই হয়, তবে জড় ও চৈতন্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ কি?

গুরু। সম্বন্ধ নাই কেন? আফিম খাইলে মস্তিষ্কে বিকৃত ভাবের উৎপত্তি হয়?—তাহাও গতি বা ধাক্কা। আফিম জড়—মস্তিষ্কও জড়, জড়ের উপর জড়ের ধাক্কা বা গতির প্রকাশ পাইয়া মাস্তিষ্ক বিকার উৎপাদন করে। এই জড় বিকারের ফলে চৈতন্যের বিকৃতি হয়; কিন্তু চৈতন্যের বিকার মস্তিষ্কের বিকারের আনুষঙ্গিক মাত্র। ফল কথা, জড় ও চৈতন্যে যে সম্বন্ধ আছে, উহা কেবল সমবায় সম্বন্ধ মাত্র। তোমাদের বোধগম্য ভাষায় বলিতে হইলে বোধ হয়, উহাকে association বলা যাইতে পারে। জড়ে যখন বিকার উপস্থিত হয়, চৈতন্যেও তখন তাহার ধাক্কা লাগে। সমবায় সম্বন্ধ হইলেও কিন্তু সেটা অচ্ছেদ্য। তুমি জড়ের যে সূক্ষ্মভাব গতি বস্তুর কথা বলিলে, কিন্তু ইহা তোমাকে বা তোমার পাশ্চাত্য গুরুগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সেই গতি বস্তু সকলের সমবায়ে ও পরম্পরায় জড়জগৎ নির্ম্মিত। আর একটি শব্দে psychosis অর্থাৎ চিদ্বস্তু—এই চিদ্বস্তু সকলের সমবায় ও পরম্পরায় চৈতন্যের কলেবর গঠিত। গতিবস্তু ও চিদ্বস্তুর মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য অথচ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যখন এই এই গতিবস্তু থাকে, তখন এই এই চিদ্বস্তুর আবির্ভাব হয়। উভয়েরই যুগপৎ বর্ত্তমান। বস্তু দ্বিবিধ—গতিবস্তু ও চিদ্বস্তু।

ইহা তোমাদেরই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের স্থিরীকৃত

বিজ্ঞান। * কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মুখে যে কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছ, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে হিন্দুগণ স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—এবং সেই তত্ত্বের উপরেই রস-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

শিষ্য। এই বিজ্ঞানের উপর?

গুরু। তুমি কি ভাব—হিন্দুগণের সাধন ভজন প্রভৃতি অবৈজ্ঞানিক? এক্ষণে উন্নতপ্রণালীর সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে বজ্ঞানিকগণ যাহার অনুভব মাত্র করিতেও সক্ষম হইতেছেন না,—অধ্যাত্ম-বলে বলীয়ান্ হিন্দুগণ বহু পূর্ব্বে তাহা জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত করিয়া, তাহার সাধনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য। হিন্দুগণ কি এই গতিবস্তুর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন?

গুরু। বহু পূর্ব্বে।

শিষ্য। হিন্দুর কোন্ গ্রন্থে তাহা বর্ণিত আছে?

গুরু। হিন্দুর দর্শন হইতে পুরাণ উপপুরাণ পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থেই তাহার বর্ণনা আছে।

শিষ্য। আমিত পাঠ করি নাই।

---

* বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লয়েড্ মর্গান প্রণীত Animal Life and Intelligence নামক পুস্তকে গতিবস্তু ও চিদ্বস্তুর অস্তিত্ব ও প্রমাণ বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

গুরু। তোমায় শুনাইতেছি। বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে,—

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।

বেদান্তদর্শনং—১।১।২২।

"আকাশ ব্রহ্মের সত্তা।"

আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বাহয়িতা।

শ্রুতি।

"আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক বা নির্ব্বাহ-কর্ত্তা।"

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ।

সাংখ্যদর্শন—২।১২।

"নিত্য যে দিক্ ও কাল, ইহারা আকাশ প্রকৃতিভূত প্রকৃতির গুণবিশেষ।" এখন গতির কথা।

আকাশাদ্বায়ুঃ।

তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লরী—১।১।

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু (Motion) বা গতি। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি বা গতি হইয়াছে। অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত অবস্থায় (Potential Energy) রূপে ছিল, তাহাই যখন সক্রিয় (Actual Energy) হইল, তখন অবশ্য গতি বা কম্পন বা স্পর্শের উৎপত্তি হইল। [হিন্দুর সৃষ্টিতত্ত্বে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং

জল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি, এবং এই পঞ্চের পঞ্চীকরণ লইয়াই জগৎ-প্রপঞ্চ বিরচিত; তোমার লয়েড্ মর্গানের থিয়োরি এদেশের অতি পুরাতন এবং সেই তত্ত্বের উপরেই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ ও তান্ত্রিকের হরগৌরী।

শিষ্য। তাহাতে সাধনতত্ত্বের কি আছে,—জানিতে আমার বড় বাসনা হইতেছে।

গুরু। তদ্বিষয় অবগত হইতে হইলে, প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকই বল, আর আমাদের দেশের জ্ঞানীগণই বল, সকলেই সাংখ্যদর্শনের নিকট ঋণী। অতএব সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত মতটা এস্থলে শুনিয়া রাখ। আমাদের দেশের সুচিন্তাশীল স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অতি সুন্দর ভাবে সাংখ্যদর্শনের এই তত্ত্ব অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তোমার অবগতির জন্য তাহারই বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেছি।—"সাংখ্যদর্শনের মতে, বিষয়-জ্ঞান বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট, উহা প্রেরণ করে; ইন্দ্রিয়গণ মনের ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়, তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন; পুরুষ আবার যে সকল সোপান পরম্পরায় উহা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া

ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। এইরূপে বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে। পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি জড়। তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্ম্মিত। মন যে উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা ক্রমশঃ স্থূলতর হইলে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। উহা আরও স্থূল হইলে পরিদৃশ্যমান ভূতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞানই এই, সুতরাং বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্য। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার হাতে যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্মা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সদা পরিবর্ত্তনশীল, একদিক্ হইতে অন্যদিকে দৌড়ায়,—কখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিতে সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটি শব্দ মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি, ঐরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না; ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মন যদিও শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। এইরূপ, মন সমুদয় ইন্দ্রিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্তর্দৃষ্টির শক্তি আছে, এই ক্ষমতাবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। এই অন্তর্দৃষ্টির শক্তি লাভ করা যোগীর উদ্দেশ্য; মনের সমুদয় শক্তিকে একত্র করিয়া ও ভিতরের দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে বিশ্বাসের কোন কথা

নাই ;—ইহা জ্ঞানীদিগেরও প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার কথা। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, চক্ষু প্রকৃত দর্শনের সাধন নহে। সমুদায় ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার করণগুলি মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ু-কেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদায় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন,— মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্ম্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্ম্মিত। সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু একটু প্রভেদ এই যে—একটি ভৌতিক বিষয় ও অপরটি আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত। আমাদিগকে ইহার অতীত রাজ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে।

যোগী নিজ শরীরাভ্যন্তরে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা জানিবার উপযোগী অবস্থা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন। মানসিক প্রক্রিয়া সমুদায়ের মানস প্রত্যক্ষ আবশ্যক। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইবামাত্র যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা কিরূপে স্নায়ুমার্গে ভ্রমণ করে। মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়।” *

* এতৎসম্বন্ধীয় প্রণালী, ক্রম, উপায় প্রভৃতি মৎপ্রণীত 'যোগ ও সাধন-রহস্য' নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। উহা যোগের কথা, সুতরাং এস্থলে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক।

এক্ষণে তোমাকে তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিব, আমাদের শাস্ত্র বলেন,—

সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চিতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।

পঞ্চদশী—১৫।২০।

"সত্বা, চৈতন্য ও সুখ—পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপ।" অতএব সৃষ্ট জীবে সত্তা, চেতনা ও সুখের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান।

মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরে দ্বয়ম্।

পঞ্চদশী—১৫।২০।

মৃচ্ছিলাদি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত হয়,—অন্য স্বভাবদ্বয়ের অর্থাৎ চৈতন্য ও সুখ, এই দুইয়ের অভিব্যক্তি তাহাতে হয় না।

আমাদের মত জীবের প্রকৃতির বন্ধন ষোল আনা,—আমাদের ব্রহ্মের সত্তা আছে, চৈতন্য আছে, কিন্তু প্রকৃতির কোলে সুপ্ত—আর সুখের আকাঙ্ক্ষা আছে,—তৃষিত কণ্ঠে সুখ প্রাপ্তির জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি আছে—কিন্তু তৃপ্তি নাই। জড় ও চৈতন্যের উন্নত অবস্থা বা পুরুষ প্রকৃতির যুগল মিলনে ব্রহ্মের সেই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধি হয়। যেরূপে সেই যুগল সাধনায় পঁহুছান যায়,—তাহার নাম 'রসতত্ত্ব সাধনা' দেওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রসানুসন্ধান।

গুরু। রস-সাধনার প্রথম বসন্ত যমুনাবেষ্টিত কুসুম-স্তবক পরিশোভিত বৃক্ষ-বল্লরীবহুল বৃন্দাবনের বনভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিল। রস-সাধনার কোকিল, আভীরগোপ-তনয়া সৌন্দর্য্যললামভূতা গোপীগণ সমাজে প্রথম ডাক ডাকিয়াছিল। সেই অবধি সেখান হইতে সেই মহাতত্ত্ব অনুসৃত হইয়া রসিক সাধকের হৃদয়ে মহারসের উৎপাদন করিতেছে।

শিষ্য। তৎপূর্ব্বে কি রসতত্ত্ব জগতে ছিল না?

গুরু। যখন রাত্রি হয়,—অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করে, তখন কি জগতে আলোক থাকে না?

শিষ্য। হাঁ, থাকে; লোকের অনুভূতি হয় না। আমাদের দেশে যখন সন্ধ্যার আঁধারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন হয়, তখনও মান্দ্রাজে তেত্রিশ মিনিট দিবালোক থাকে।

গুরু। সেইরূপ, পূর্ব্বেও রসতত্ত্ব ছিল,—লোকের অনুভূতি ছিল না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। সব সময়ে সকলের সকল বস্তুতে প্রয়োজন হয় না। কাজেই অনুভূতিও হয় না।

শিষ্য। আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বালকের বিবাহে প্রয়োজন হয় না,—যুবকের পাকা চুল তোলাইবার আবশ্যক হয় না।

শিষ্য। তা হয় না, কিন্তু এখানে তাহার কি ?

গুরু। বলিতেছি ;—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের প্রথম যুগের মানব রসসাধনার উপযোগী হয় নাই। তাহাদের প্রাণে রসের আকুল-আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই,—কাজেই তাহাদের জন্য তাহার সৃষ্টিও হয় নাই।

শিষ্য। বড়ই দুর্ব্বোধ্য সমস্যা।

গুরু। কি প্রকার ?

শিষ্য। ধর্ম্ম কি আবার কাহারও প্রয়োজনে আসিলে তবে সে তাহার সাধনা করে ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। নূতন শুনিলাম।

গুরু। নূতন শুনিবে কেন ? বহুদিন পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অ, ৬-৮ শ্লোঃ।

"আমি জন্মরহিত, অনশ্বর স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের স্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" *

তুমি বলিলে, ধর্ম্ম কি আবার কাহারও প্রয়োজনে আইসে,—কিন্তু যদি তাহা না আইসে,—ধর্ম্ম অনাদি, অনন্ত,—তাহা চিরকালই আছে, তবে ভগবান্ যুগে যুগে আবার কিসের সংস্থাপন জন্য অবতার গ্রহণ করেন? তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন,—যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের স্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। এখন ইহার এক একটি বিষয়ের আলোচনা কর দেখি। ধর্ম্মের বিপ্লব কি?

শিষ্য। আমার বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, মানবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম যখন অনুষ্ঠিত না হয়, বা বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তখনই ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হয়।

গুরু। দ্বাপরের অন্ত্যযুগে—নারদ বশিষ্ঠ ব্যাস শনকাদি ঋষিগণের আমলে—রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের কালে

* ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দের রাজত্ব-কালে এমন কি ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল;— যাহা ইংরেজী শিক্ষিত কুক্কুট মাংসভোজী ম্লেচ্ছদাসত্ব উপজীবী ব্রাহ্মণ সন্তানগণের যুগে উপস্থিত হয় নাই? তখন যদি ভগবানকে সেই বিপ্লব নিবারণার্থ অবতার গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তবে এখনও তাঁহার আসিবার সময় হয় নাই কেন?

শিষ্য। বুঝিতে পারি না।

গুরু। এ কথার মীমাংসার চেষ্টা আগেই করা হইয়াছে। সত্য, ত্রেতায় ও দ্বাপরের প্রথমযুগে মানবের জন্য যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,- তাহা মানবের স্বনুষ্ঠিত ছিল, মানব তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে—মানব তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—পূর্ণতায় বিপ্লব উপস্থিত হয়; দুকূল পূর্ণ হইলে তীরভূমি ভাসাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করে। মানব সত্যযুগের সেই আদি সময় হইতে যাগ যজ্ঞ জপ তপ প্রভৃতি করিয়া আসিয়াছিল,—দ্বাপরের মধ্যযুগে রসের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই ভগবান্ রসের অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। তবে সেই দিন হইতে সকল মানবই রসতত্ত্বজ্ঞ হইল না কেন?

গুরু। তাহাও কি সম্ভব? সকল মানবই কি যাগ-যজ্ঞ ধর্ম্ম করিয়া আসিয়াছিল? কয়েকটি মানবে তাঁহাকে

রসের জন্য আহ্বান করিয়াছিল—কেহ কেহ ঐশ্বর্য্য চাহিয়াছিল,—কেহ কেহ আপন আপন কাম-কামনা কলুষরাশি বুকে করিয়া দাবদগ্ধ মৃগের ন্যায় ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিতেছিল। যাহারা রসের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছিল—যাহারা ঐশ্বর্য্যের জন্য তাঁহাকে চাহিয়াছিল,—তাহারা পাইয়াছিল। তিনি না আসিলে তাহা মিলিত না। তিনি সাড়া না দিলে ভক্ত যে ডাকিয়া মারা যাইত! তাই তাঁহার অবতার গ্রহণ।

শিষ্য। ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন,—সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের বিনাশের জন্য আমার অবতার; তবে দুষ্কৃত বা অসাধুগণ বিনাশের আগুণে পুড়িয়া মরে নাই কেন? তিনি ত বলিয়াছেন, সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশই আমার অবতারের উদ্দেশ্য। তবে দুষ্কৃত নিধন করেন নাই কেন? তাহা যদি করিতেন, তবে হয়ত কাম-কলুষিত হৃদয় লইয়া পথহারা পথিকের ন্যায় আমরা জন্ম জন্ম ঘুরিয়া মরিতাম না। তবে তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য সাধন কি, কংস শিশুপাল বা অঘাসুর বকাসুর প্রভৃতি দুই চারিটা রাজা বা দৈত্য নিধন করিয়াই সম্পন্ন করিয়াছিলেন? আর যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতি দুই চারি জন আত্মীয় বা আশ্রিত প্রতিপালন করিয়াই কি সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন? আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।

গুরু। অনেকেই বুঝে না। বুঝে না,—ভাবে না বলিয়াই বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টা করে না বলিয়াই বুঝে না। ভগবান্ সে কথা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন,—"আমি না জন্মিলে লোকে আদর্শ খুঁজিয়া পায় না। আমি অনন্ত—সান্ত মানুষ আমার আদর্শ লইয়া কাজ করিবে কেমন করিয়া? তাই আত্মপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। যখন কতকগুলি প্রাণ সমুন্নত ধর্ম্ম প্রণালী চাহে—তখনই যে আমাকে আসিতে হয়। ডাকিলে যে আমি থাকিতে পারি না। না আসিলে তাহারা যাহা চায়, তাহা পাইবে কোথায়? লোকের আদর্শ হইতে—লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে,—অনন্তদেব সান্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ভক্ত—শিষ্য—সখা অর্জ্জুনের নিকট অতি মধুর, অতি ওজস্বিনী—অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে তত্ত্ব কাহিনী বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
> যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
> উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
> সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ২২-২৪ শ্লোঃ।

"হে পার্থ! দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই

অপ্রাপ্য নাই; সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে পার্থ! যদি আমি আলস্যহীন্ হইয়া কথন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদয় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে। অতএব, আমি কর্ম্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং বর্ণসঙ্করও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইবে।"

এই বর্ণসঙ্কর কর্ম্মাভাব—আর ধর্ম্মাভাব মলিনতার হেতু। বর্ণ পরিচয় প্রথমভাগ সমাপ্ত হইলে, শিশু যদি বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের পাঠ না পায়, তবে কি তাহার শিক্ষায় মলিনতা জন্মে না? জীব সমুদয় ক্রমোন্নতিশীল। ক্রম উন্নতি চাহে,—মানুষ এক জন্মের নহে। বহু জন্ম অতীত করিয়া সে আত্মোন্নতি বা জ্ঞানোন্নতি করিয়া আসিতেছে—কঠোর জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া তাহার স্খলিতকণ্ঠ একবিন্দু রসের জন্য আকুল হইয়াছিল, তাই ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। ভগবান্ কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিয়া কোন্ ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন?

গুরু। তিনি পূর্ণাবতার, কৃষ্ণাবতারে দুইটি ভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন,—এক রস; দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য।

শিষ্য। কথা দুইটি শুনিলাম বটে, অর্থ বা ভাবার্থ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

গুরু। বিষয় দুইটিই গুহ্য,—তন্মধ্যে রস আরও গুহ্যতর। ক্রমে ক্রমে বিষয় দুইটির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

শিষ্য। বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপিত ধর্ম্মের একটু সংক্ষেপে আভাস আমাকে প্রদান করুন। শুনিবার জন্য আমার হৃদয়ের কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

গুরু। সংক্ষেপে বলিবার বা বুঝিবার পদার্থ ইহা নহে। তবে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সহিত সাধকপ্রবর রায় রামানন্দের এই সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, এস্থলে তোমাকে তাহাই শুনাইতেছি। ইহার পরে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

শিষ্য। শুনিয়াছি, রামানন্দ রায় শূদ্র এবং রাজসেবক ছিলেন ;—গৌরাঙ্গদেব ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞান-গুরু—তিনি শূদ্র রামানন্দের নিকট কি ধর্ম্মতত্ত্বের গভীর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন ?

গুরু। সেই জন্যই ত পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই পূর্ণাবতারের প্রয়োজন। সে সকল কথা পরে শুনিতে পাইবে। বর্ত্তমানে যে কথা হইতেছিল, তাহাই হউক। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রামানন্দকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া শিক্ষার্থী শিষ্যের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—রামানন্দ ভাব-কণ্টকিত গাত্রে আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হইয়া দেবাবিষ্টের ন্যায় উত্তর

করিয়াছিলেন। সেই কথোপকথন হইতে তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সংক্ষেপ-আভাস প্রদান করিব।

"প্রভু কহে কহ কিছু সাধ্যের নির্ণয় ;—
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।"

চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধ্য কি, তাহা বল। রায় রামানন্দ বলিলেন, স্বধর্ম্মাচরণই সাধ্য। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাই কৃষ্ণভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানব-জীবন সংগঠন করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষণীয় বিষয় Discipline অর্থাৎ শৃঙ্খলা। যে ব্যক্তি প্রথম হইতে কোন বিধিমার্গে চলে না,—তাহাতে ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশৃঙ্খলার আবর্জ্জনা তাহার সারা জীবনে জড়াইয়া যায়,—উচ্ছৃঙ্খলে স্বেচ্ছাচারিতা আইসে, স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে ক্রমে ক্রমে অধোগতির পথে টানিয়া লয়। স্বেচ্ছাচারিতা মানব-জীবনের পরম রিপু,—সংযম হইতে দূরে রাখিয়া মানুষ পশু করিতে স্বেচ্ছাচারিতাই সুপারগ ; অতএব, স্বধর্ম্মাচরণই সাধ্য, কেন না, স্বধর্ম্মাচরণ করিলে, মানুষের কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। কিন্তু চৈতন্যদেব এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না ;—এ বিধি এ ব্যবস্থা সত্য-যুগের প্রথম প্রভাতেই প্রচার হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা, বর্ত্তমানে বৃন্দাবনের সুরম্য কাননে যে ধর্ম্মের লহর উঠিয়াছে,—কুসুম ফুটিয়া তাহার সুবাস দিকে দিকে বিলাইয়া দিয়াছে, যমুনা উজান বহিয়া কুলু কুলু তানে

যে ধর্ম্মের মর্ম্ম গাথা গাহিয়া ফিরিয়াছে,—তিনি সেই ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করেন। তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া পুনঃ প্রশ্ন করিলেন,—

"এহ বাহ্য প্রভু কহে আগে কহ আর।"

চৈতন্য প্রভু বলিলেন,—ইহা বাহিরের কথা হইল। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া বল।

"রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসার।"

বিধিমার্গে চলিয়া, জ্ঞানলাভ করিয়া, দৈবীশক্তিলাভ ও সংযম শিক্ষা করিয়া যখন মানুষ মানুষ হইল;—মানুষ যখন বিধি নিয়মের মধ্যে আপনাকে মজ্জমান রাখিয়া, পূজাহোমাদি দ্বারা অভিমানশূন্য ও বিচারে জ্ঞানলাভ করিতে পারিল, তখন তাহার চিত্তচঞ্চল্য দূরীভূত হইল,—সে তখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। একটু অগ্রসর হইয়া রায় রামানন্দ তাহারই কথা প্রভুকে বলিয়া দিলেন। কিন্তু প্রভুর যাহা জিজ্ঞাস্য, তাহার উত্তর হইল না। এ ধর্ম্মও বহুদিন আচরিত হইয়াছে—জনকাদি ঋষিগণ অনেকদিন পূর্ব্বে কর্ম্মফল কৃষ্ণার্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক ঢালিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাও ত অতীত কালের কথা। আরও অগ্রসর হওয়া চাই। তাই চৈতন্যদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।"

প্রভু আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে বলিলেন, এবং বলিলেন,—ইহাও বাহিরের কথা। রায় রামানন্দ পুনরপি বলিলেন,—

"রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্ব সাধ্য সার।"

রামানন্দ একই নিশ্বাসে দুই প্রকার কথা বলিয়া ফেলিলেন। প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,—"স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণ-ভক্তি হয়।" তৃতীয় শ্লোকে সেই মুখেই বলিতেছেন,—"স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্ব সাধ্যসার।" স্বধর্ম্মত্যাগ কি, তাহা তোমাকে পরে বুঝাইব। আগে এই কথাটাই বলিয়া দিই। হিন্দু শাস্ত্রের প্রণালী এই যে, অধিকারীভেদে এবং স্তরে স্তরে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। বালককে হাটিতে শিখিবার পূর্ব্বে তাহার হাত ধরিয়া হাটাইতে হয়, তার পর হাটিতে শিখিলেও অনেক দিন হাত ধরিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা দিয়া তাহাকে মজবুত করিয়া, তৎপরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হয়। যাহাকে হয়ত হাত ধরিয়া হাটিতে শিখান হইয়াছে, তখন হাত ধরিতে গেলে সে বিরক্ত হয়, কাজেই তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হয়—হাত ছাড়িতে হয়। রামানন্দ এস্থলে তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—প্রথমে স্বধর্ম্মাচরণের দৃঢ়মুষ্টিতে শিশু-ধর্ম্মজীবনকে ধরিয়া রাখিলেন, তাহাকে গুটি গুটি পা ফেলাইয়া কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ শিখাইলেন। এখন আর ভয় নাই, শিশু হাটিতে শিখিয়াছে,—আপনার পায়ের

উপর আপনি নির্ভর করিতে শিখিয়াছে, এখন তাহার জীবন বিধিময় এবং কর্ম্ম কৃষ্ণ-অর্পিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, এখন আর তাহার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই,—এখন তাহার পড়িয়া মরিবার ভয় নাই। এখন স্বতন্ত্রতাই তাহার উন্নতি, এখন তাহাকে ধরিয়া রাখিলে যে, সে দুর্ব্বল হইবে; সুতরাং রায়ের তৃতীয় শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে, আর তাহাকে গণ্ডীর ভিতরে রাখা কর্ত্তব্য নহে। তাহার স্বধর্ম্মত্যাগই ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাও জগতে বহুদিন প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণাবতারে ইহা সংস্থাপিত হয় নাই। কাজেই রামানন্দের বাক্য শ্রবণে—

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।"

ইহাও বাহিরের কথা। আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে হইবে। প্রভুর এই কথা শুনিয়া কাজেই—

"রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥"

রামানন্দ বলিলেন,—জ্ঞানমিশ্রাভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রাদি বিচার দ্বারা নিত্যানিত্য বিবেক দ্বারা, জগতের সৃষ্টিকৌশল দ্বারা ভগবানকে আশ্রয় ও অবলম্বনস্বরূপ জানিয়া তাঁহার প্রতি যে আসক্তি, তাহাই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। এই ভক্তিতে স্তুতি থাকে, স্তব থাকে, প্রার্থনা থাকে, আরাধনা-উপাসনা সকলই থাকে। ইহাই ভক্তির প্রথম স্তর। এই জ্ঞান-মিশ্রাভক্তির কথা শুনিয়া,—

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।"

প্রভু বলিলেন,—ইহাও বাহিরের কথা। আরও অগ্রসর হইয়া ভিতরের কথা বল।

"রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার॥"

জ্ঞান ও ভক্তি, ভ্রাতা ও ভগিনী। দুই ভাই ভগিনীতে মিলিয়া ঈশ্বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। জ্ঞান পুরুষ মানুষ, বাহিরের বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসিয়া থাকে, ভক্তি স্ত্রীলোক—সে অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।

জ্ঞান থাকিলে স্বার্থ চিন্তা থাকে, বিচার থাকে, উদ্দেশ্য থাকে। জ্ঞান শূন্য হইলে ভক্তি তদ্গতা—ষোল আনাই তুমি। এইরূপ হইলে সহজে ব্রহ্মবস্তু লাভ হইতে পারে। যদি একাগ্র হয়—ভক্তির কোলে মানুষ যদি আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার স্নিগ্ধ তনুস্পর্শে অচেতন হইয়া সংসার-কোলাহল ভুলিয়া "তুমি সে আমার গতি" বলিয়া একাগ্র হয়, তবে জ্ঞানের বন্ধন খুলিয়া যায়—সমগ্র হৃদয়-বৃত্তির সহিত মানুষ তাহাতে মজে। রামানন্দের এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব বুঝিলেন, ইহা উত্তম পথ—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত বা সংস্থাপিত ধর্ম্ম, ইহাও নহে। তাই,—

"প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।"

জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা শুনিয়া প্রভু "এহ বাহ্য" সে কথা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, এহ হয়, কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া বল।

"রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥"

জ্ঞানশূন্যা বিশুদ্ধা ভক্তিতে ভগবান্ বশীভূত, কিন্তু প্রেমের সুবাসে সুবাসিত ভক্তিতে তিনি আরও আপনার হয়েন,—আরও নিকটে আসেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তৃপ্ত হইলেন না। ইহাও শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপিত ধর্ম্ম নহে। তাই—

"প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।"

ইহাও সাধ্য বটে, কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া বল।

"রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥"

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দাসের ন্যায় সেবা করিলে, ভগবানের বড় প্রীতি হয়। কিন্তু ইহাও সেই পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম নহে। অনেক দিন ইহা প্রচারিত ছিল, তাই বলিলেন,—

"প্রভু কহে এহ হয় কিছু আগে আর।"

প্রভু বলিলেন, ইহাও হয়। কিন্তু আরও কিছু অগ্রসর হইয়া বল।

"রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥"

প্রেমের বহু ভাব—অনন্তরূপ—সখ্যপ্রেমের ক্ষীর-ধারায় ভগবান্ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আনন্দিত ও প্রীত হয়েন। ব্রজের রাখাল বালকগণ সখ্যপ্রেমে ভগবানকে বশীভূত করিয়াছিল। গোকুলের গোষ্ঠভূমে বনফুলের মালায় শ্রীকৃষ্ণকে পরিশোভিত করিয়া, নবপল্লবে ব্যজন করিয়া সুখী হইত। তাহাদের জ্ঞান নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম—কিন্তু প্রাণের প্রেম-সখিত্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত। কৃষ্ণমুখ না দেখিলে, তাহাদের সমস্ত ব্রজভূমি অন্ধকার জ্ঞান হয়।

চৈতন্য বুঝিলেন,—ইহা ব্রজের ভাব শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপিত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণলীলার ইহাও এক আদর্শ। কাজেই,—

"প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।"

ইহা উত্তম সাধ্য—উত্তম পথ। কিন্তু আরও অগ্রসর হও—আরও উচ্চ কথা বল। কৃষ্ণ সংস্থাপিত ধর্ম্মের ইহাই শেষ নহে। আরও আছে—আরও অগ্রসর হও। চৈতন্যের কথাতে—

"রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥"

বাৎসল্য প্রেম আরও উচ্চ। নন্দ যশোদার বাৎসল্য প্রেমে ভগবান্ বালক সাজিয়া যশোদার স্তন্য পান ও নন্দের বাধা মাথায় বহিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না।

"প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।"

প্রভু বলিলেন,—ইহা উত্তম, কিন্তু আরও অগ্রসর হও। অগ্রসর হইয়া আর কি আছে, তাহা বল।

"রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্যসার॥"

স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেইরূপ প্রাণ দিয়া জীবন-যৌবন দেহভার সমর্পণ করিয়া ভগবানকে ভালবাসিলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধ্যের শেষ অবস্থা। প্রেমের ইহাই উৎকৃষ্ট অবস্থা।

"কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥"

কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তার-তম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্য স্বাদাধিক্যে বাড়ে সর্ব্ব রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥
যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজদেবী সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

রামানন্দরায় প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিলে,—রস-সাধন-তত্ত্বের এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব পুলকিত হইলেন, কিন্তু আরও বলিবার বাকি আছে বিবেচনা করিয়া, সেই নিগূঢ় রসতত্ত্ব কাহিনী শ্রবণে অভিলাষী হইয়া,—

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।

"কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।"

চৈতন্য বলিলেন,—এই অবধি সাধ্য সুনিশ্চয়। কিন্তু কৃপা করিয়া আরও অগ্রসর হইয়া বল, —আর যদি কিছু থাকে।

"রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এত দিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥"

রায় রামানন্দ বলিলেন,-এতদিনে জানিতাম না যে, ইহার পর আর কিছু সাধ্য আছে, তাহা অনুভব করিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে। প্রেমের মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শ্রেষ্ঠ বা শিরোমণি। সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁহার মহিমা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

"প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে।"

চৈতন্য প্রভু বলিলেন,—তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃতের নদী প্রবাহিত হইতেছে। এ নিগূঢ় তত্ত্ব শুনাইতে আরও অগ্রসর হইয়া বল।

"রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা প্রেমের নাহিক উপমা॥"

রাধা পরমা প্রকৃতি—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বাসনা বিদ্ধ। বাসনা পূর্ণ করিতে রাধার রস উপভোগ। কথাটা বড় জটিল,-কিন্তু প্রমাণে ছিদ্র নাই।

"সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥"

রায় রামানন্দের মুখে এই সকল গূঢ় হইতে গূঢ়তম তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট লাভ করিলেন, কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা গেল না, কৃষ্ণাবতারের সংস্থাপিত ধর্ম্ম এখনও যেন বুঝিতে কিঞ্চিৎ বাকি রহিল। তাই তিনি বলিলেন,—

"আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়।"

আরও অগ্রসর হও—আরও আগে কিছু আছে, তাহাই শুনিতে আমার ইচ্ছা। এবার চৈতন্যদেব তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। বলিলেন ;—

"কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্ব রূপ॥"

চৈতন্যদেব বলিলেন,—কৃষ্ণের স্বরূপ কি, রাধার স্বরূপ কি, রূপ ও প্রেমের তত্ত্ব কি, এবং রস কোন্ তত্ত্ব; তাহা আমাকে বল ?"

বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয় পরমামৃত নদী। এ নদীর অমৃতপানে জীবের ভব-ক্ষুধা নিবারণ হয়, এবং সংসার-তাপ বিদগ্ধ জ্বলিত কণ্ঠ জীবের সকল জ্বালা দূরীভূত ও অমরত্ব লাভ হয়।

শিষ্য। আপনি যাহা যাহা বলিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অনেকেই বোঝে না। অনেকে

এগুলিকে "বৈষ্ণুমে হেঁয়ালী" বলেন। তাঁহারা বলেন, এ সকল হেঁয়ালী বাস্তবিকই দুর্ব্বোধ্য—চিরকালই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বোকা বুঝাইবার ধাঁধাঁ।

গুরু। "বৈষ্ণুমে হেঁয়ালী"—বুঝ না বলিয়াই হেঁয়ালী। যাহা বুঝা যায় না, তাহাই ধাঁধাঁ। ব্রজের অবতারে যে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম স্তর হইতে আর শেষ স্তর পর্য্যন্ত সকল গুলিই অতি কঠোর তত্ত্ব,—অতি কঠোর সত্য। জীবের আত্মা যাহা যাহা চায়, স্তরের উপর স্তর ভেদ করিয়া,—সোপানের উপর সোপান ভেদ করিয়া অতি সহজ উপায়ে তাহাই বর্ণিত। উহা দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান। যাহা ছিল না,—যে পথ মানবে জানিত না, যে তত্ত্ব জীবে বুঝিত না—অথচ যাহার জন্য জীবের প্রাণ ঝোরে—যে পথে যাইবার জন্য আকুল বাসনা, যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য জীব উৎকণ্ঠিত,—যে রসাস্বাদন জন্য জীবের হৃদয় তৃষিত, সেই পথ, সেই তত্ত্ব, সেই সাধ্য, সেই সাধন,—সংস্থাপিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

শিষ্য। আরও কথা আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। রায় রামানন্দ একজন শূদ্র,—সাধারণ মানুষ। তিনি কোন মুনিঋষি নহেন—ধর্ম্মবেত্তা * নহেন। তাঁহার

* মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥

কথা অবশ্যই প্রামাণ্য নহে। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন,—আমি না বুঝিতে পারিলেও আপনার দ্বারা বুঝাইয়া লইব। কিন্তু যাহা কোন শাস্ত্রে নাই, যাহা আর্য বাক্য নহে, তাহা গ্রহণ করা যায় কি প্রকারে?

গুরু। রামানন্দ কি ঐ ধর্ম্মের প্রচারক। সংস্থাপক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রচারক ব্যাসাদি ঋষিগণ। রামানন্দ ঐস্থলে বলিয়াছিলেন মাত্র। রামানন্দ কি নিজ হইতে বলিয়াছিলেন?

শিষ্য। ঐ সকল ধর্ম্ম বা মত পুরাণেতিহাসে আছে?

গুরু। নিশ্চয়।

শিষ্য। আপনি তাহা ত বলেন নাই।

গুরু। ঐ মত বা ধর্ম্ম এবং সাধ্য ও সাধনার কথা এক একটি করিয়া বুঝাইয়া শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া তোমার গোচরে আনিব, এখন আভাস মাত্র বলিলাম।

শিষ্য। সে কখন বলিবেন?

গুরু। এখনই—তোমার শুনিবার ইচ্ছা হইলেই।

পরাসর ব্যাস শঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাসর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ,—এই বিংশতিজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক।

শিষ্য। ইচ্ছা আমার ষোল আনা,—আপনার কৃপা-মাত্র ভিখারী। আপনার কৃপা হইলেই শুনিতে ও বুঝিতে পারিব।

গুরু। আর এক শুভ সংবাদ শোন।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। যে 'বৈষ্ণবী হেঁয়ালী' গুলি বলিলাম, উহার প্রত্যেক কথা দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমির উপরে সংস্থাপিত। তোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞান—যাহা জড়ের খেলা লইয়া ব্যতিব্যস্ত—সে বিজ্ঞান-সূত্র সকলও ঐ সকল হেঁয়ালীর নিকট অবনত মুখ। সে সকল বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারাও ঐ সকল হেঁয়ালীর সত্তা সংস্থাপিত। উহা কেবল ডোর-কৌপীনধারী নেড়ানেড়ীর অজ্ঞান বিজৃম্ভিত শূন্যোচ্ছ্বাস নহে।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিতেছেন, শুনিয়া আমার হৃদয়ের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তবে ঐ সকল তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। আজি এই পর্য্যন্ত থাক্। আর একদিন আসিও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা,—প্রণাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বধর্ম্মাচরণ।

শিষ্য। আপনি চৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের যে কথোপকথন আমাকে শুনাইলেন, তাহা কতকগুলি হেঁয়ালী বাক্যের মত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল মাত্র,—এবং হেঁয়ালীতে যেমন একটা ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়, আমারও সেই দশা ঘটিয়া গেল।

গুরু। কেন?

শিষ্য। চৈতন্যদেব যে যে প্রশ্নগুলি করিলেন, এবং রায় রামানন্দ তাহার যে যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা—"মূর্খেতে বুঝিতে নারে, পণ্ডিতের লাগে ধন্দ।" আপনি আমাকে ঐগুলি ভালরূপে এবং বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। তোমার জিজ্ঞাস্য যাহা, তাহা এক এক করিয়া বল, আমি আলোচনা করিতেছি,—তাহা হইলে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

শিষ্য। চৈতন্যদেব রামানন্দের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সাধ্যের নির্ণয় কিছু বল?" যাহার জন্য সাধনা,

তাহাই সাধ্য। রায় রামানন্দ ঝটিতি বলিয়া ফেলিলেন,—"স্বধর্ম্মাচরণ করিলে কৃষ্ণভক্তি হয়।" এই কৃষ্ণভক্তিই কি সাধ্য? কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তিই কি জীবের লক্ষ্য,—না আর কিছু আছে?

গুরু। আছে। আছে বলিয়াই চৈতন্যদেব বলিবেন,—"ইহা বাহ্য" ইহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া বল। অর্থাৎ ইহার পরের বিষয় বল।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, দীক্ষা বল, শিক্ষা বল, সকল বিষয়েরই স্তরভেদ আছে। চৈতন্য যখন সাধ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তখন রামানন্দ প্রথম হইতেই বলিলেন। কেমন সাধকের সাধ্য বিষয় কি, তাহা কিছু চৈতন্যদেব স্থির করিয়া প্রশ্ন করেন নাই। কাজেই তিনি ভক্তিহীন সংসার-জাল-জড়িত মানবের সাধ্য নির্ণয় করিলেন,—কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইল—"স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়। রায় মহাশয় কিছু এমন কথা বলেন নাই যে, স্বধর্ম্মাচরণ সাধ্যের শ্রেষ্ঠ। কেবল স্বধর্ম্মাচরণ করিলে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় মাত্র। কৃষ্ণ-ভক্তি হীন পাষাণ প্রাণে কৃষ্ণ ভক্তি লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন মাত্র।

শিষ্য। স্বধর্ম্মাচরণ কি?

গুরু। যে, যে গুণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সেই গুণের ক্রিয়ার নাম তাহার স্বধর্ম্মাচরণ।

শিষ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

"সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" এবং—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

"সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না, স্বভাববিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না।"

শিষ্য। আপনি কি ভগবদুক্ত ঐ স্বধর্ম্মের কথা বলিতেছেন ?

গুরু। আর কি প্রকার স্বধর্ম্ম আছে ?

শিষ্য। চোরের ধর্ম্ম চুরি করা, দাতার ধর্ম্ম দান করা ইত্যাদি।

গুরু। সেও যাহা, প্রাগুক্ত স্বধর্ম্মও তাহাই।

শিষ্য। বিষম সমস্যা।

গুরু। বিষম সমস্যা কি ?

শিষ্য। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বেদপাঠ, সন্ধ্যা আহ্নিক করা, জপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, জগতের হিতসাধন, ক্ষমা জ্ঞান প্রভৃতি; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ করিয়া স্বদেশ রক্ষা করা, অনুগতের

প্রতিপালন ইত্যাদি, বৈশ্যের বাণিজ্য, ধনরক্ষা, কৃষি ও পশুপালন এবং শূদ্রের চাকুরী ইত্যাদি—ইহাই স্বজাত্যুক্ত ধর্ম্ম বা গীতার মতে স্বধর্ম্ম; তাই—যখন অর্জ্জুন যুদ্ধে নরহত্যা, আত্মীয়-স্বজন হত্যা প্রভৃতি ভীষণ কার্য্যে লিপ্ত হইতে অস্বীকৃত হইলেন,—এবং বলিলেন,—"আমি আত্মীয়-স্বজনের হত্যা করিয়া রাজ্যগ্রহণ অপেক্ষা বনবাস শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি;" তখনই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ক্ষমা আদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, উহা তোমার পরধর্ম্ম; অতএব উহা ভাল হইলেও তোমার গ্রহণীয় নহে। তুমি ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও;" ইহাতে জাত্যুক্ত ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে, আর আপনি বলিতেছেন,—চোর ডাকাতির যে ধর্ম্ম, তাহাও তাহাদিগের স্বধর্ম্ম। কথাটা ভয়াবহ নহে কি?

গুরু। ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর নাই বলিয়াই বুঝিতে গোল হইতেছে।

শিষ্য। আপনি বুঝাইয়া দিন।

গুরু। ভগবান্ যে জাত্যুক্ত ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে ধর্ম্মসম্বন্ধে তুমি কি বুঝিয়াছ, তাহা আমাকে আগে বল।

শিষ্য। আমার মনে হয়, যে, যে গুণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে, সেইরূপ জাতি হইয়াছে,—শাস্ত্রেও এই কথা জানা যায়। যথা,—সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-রজোগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে বৈশ্য এবং তমোগুণে শূদ্র; অতএব যে

যেমন গুণ লাভ করিয়াছিল, সে, সেইপ্রকার জাতিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—অতএব স্বজাত্যুক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া সেই গুণের ক্ষয় করাই বোধ হয় স্বধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্য ?

গুরু। এস্থলে একটি কথা বুঝিতে ভুলিয়া গিয়াছ।

শিষ্য। কি ?

গুরু। জীবাত্মা সমস্তই এক পরমাত্মার বিকাশ,—পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় প্রভেদ এই যে, পরমাত্মা জড়ের অতীত এবং জীবাত্মা জড়ে আবদ্ধ। যেমন মহাকাশ মুক্ত, এবং ঘটাকাশ, পটাকাশ, ঘট ও পটে আবদ্ধ। এক্ষণে জাতি যে সকলের আগে ছিল না,—সকলেই যে ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন ছিল, এ কথা বলা বাহুল্য ;—তবে জাতিগত পার্থক্য বা পৃথক্ গুণ কোথা হইতে আসিল ?

শিষ্য। বোধ হয়, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল হইতে ? জীব সকলেই সমান ছিল, তার পরে কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের দ্বারা পুণ্য বা পাপ সঞ্চয় করিতে করিতে উত্তম বা অধম বংশে জন্মগ্রহণ করিতে থাকে।

গুরু। হাঁ। এক্ষণে তোমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিতেছি,—মানুষ, কৃত পুণ্য ও পাপের দ্বারা যেমন উত্তম বা অধম গুণ এবং তদ্দ্বারা উত্তম বা অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সুপ্রবৃত্তি বা কুপ্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং যদি কর্ম্মজন্য লব্ধ গুণ ও জাতি ধর্ম্মের কারণ হয়, তবে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ধর্ম্ম না হইবে কেন ? দান করিতে

ইচ্ছা হয় বা চুরি করিতে ইচ্ছা হয়—তাহাই সহজাত সংস্কার।

শিষ্য। আপনি বলেন কি? চুরি করা, মদ খাওয়া, দান করা প্রভৃতি কার্য্য কি সহজাত সংস্কার?

গুরু। নিশ্চয়। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে দুইটি সত্য ঘটনার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"শ্রীপুর নামক এক পল্লীতে কয়েক ঘর চণ্ডালের বাড়ী ছিল। পল্লীটি অতিশয় ক্ষুদ্র—গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বাস আদৌ নাই,—কেবল শতাধিক ঘর মুসলমান, দুই ঘর নাপিত ও দশ বার ঘর চণ্ডালের বসতি। গ্রামে কোন নদী নাই, চারিদিক্ বেষ্টন করত ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি খাল ও বিল,—গ্রামের মধ্যে জঙ্গল অধিক। এই গ্রামে আমার কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি আছে,-রামধন চণ্ডালের পিতামহ সেই জমিগুলি জমা রাখিত, তাহার বার্ষিক খাজনা বিংশতি মুদ্রা আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে দিয়া আসিতেছে।

আমি বৎসরান্তে ফাল্গুনমাসে ঐ টাকা আদায় জন্য শ্রীপুর গমন করিতাম,—একদিনে এক তারিখে রামধন আমার খাজনার টাকাগুলি মিটাইয়া দিত।

আ'জ বৎসর দশেক গত হইল, একদা ফাল্গুনমাসের সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি শ্রীপুরে রামধন দাসের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। রামধন অন্যান্য বিষয়ে লোক মন্দ না

হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে সে একেবারে বীতরাগ। কখনও সে ধর্ম্ম বলিয়া একমুঠা চাউল ব্যয় করে নাই, বা দেবতা ব্রাহ্মণ বলিয়া সে কিছুমাত্র ভক্তি করে না। কেবল সে একা নহে, শ্রীপুরের চণ্ডাল জাতির নর নারী মাত্রেরই ঐরূপ অবস্থা। যে দুই ঘর নাপিত তথায় বসতি করে, তাহাদেরও আচার ব্যবহার নিতান্ত ঘৃণিত। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, এইরূপ বুঝা যায় যে, সে গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বসতি নাই, মুসলমান যাহারা বাস করে, তাহারাও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য চাষা, সুতরাং উহারাও তদ্ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা কেবল জমা জমি, চাষ আবাদ, গরু বাছুর—এই লইয়াই অনন্যচিত্ত-হৃদয়ে জীবনের দিন-গুলা কাটাইয়া দেয়, কিন্তু সুখের মধ্যে এই যে, আমার জমার খাজনা লইয়া কোন প্রকার গোলযোগ হইত না। যখন যাইতাম, তখনই—রামধন তাহার মহাজন বাড়ী লইয়া গিয়া আমার খাজনা মিটাইয়া দিত,—কিন্তু ইহ-জীবনে ব্রাহ্মণ হইয়া রামধনের একটি প্রণামও প্রাপ্ত হই নাই। ব্রাহ্মণকে যে শূদ্রের প্রণাম করিতে হয়, ইহা সে গ্রামের কেহই বোধ হয় জানিত না।

রামধনের বাটীতে তিন চারিখানি কুটীর—বহির্ব্বাটীতে অন্দর বাটীতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই,—বহির্ব্বাটীর একখানি ক্ষুদ্র গৃহ অন্দরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই মাত্র। সম্মুখে একটা খোঁয়াড়—খোঁয়াড়ে

অনেকগুলি গরু ও ভেড়া ভোজ্যরস সন্ধানে আপনা-আপনি ছুটাছুটি করিতেছিল, কথনও বা প্রতিদ্বন্দ্বী সজাতীয়ের উদরে শৃঙ্গ চালনের চেষ্টা করিতেছিল, এবং তন্মধ্যস্থ একটা নারিকেল গাছের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল পঞ্চমে গলা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

আমি সেই খোঁয়াড়ের ও বাহিরের ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম,—"রামধন।"

একবার, দুইবার, তিনবার ডাকিলাম, কেহ সাড়া দিল না, কেবল অদূরে একখানা ভগ্ন চালা ঘরের দাবা হইতে একটা শীর্ণকায় কুক্কুরী মুখ তুলিয়া অকরুণ-নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বারকয়েক মৃদুস্বরে ডাকিয়া বৃথা নিদ্রার ব্যাঘাত মূর্খতা বিবেচনায় তিনি পুনঃ শয্যাগ্রহণ করিলেন। আমি আবার রামধনকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম।

ডাকাডাকিতে একটি সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল,—উপস্থিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, আমার গাত্রে একখানা মোটা চাদর ছিল,—চাদরের মধ্য দিয়া যজ্ঞোপবীতটি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল,—বালিকা বুঝি সেই প্রলম্বিত যজ্ঞোপবীত দেখিতে পাইয়াই আমার পায়ের কাছে আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

এ গ্রামে কথনও এ ব্যাপার দর্শন করি নাই। ভাবিলাম, বালিকার মাতুলালয় বোধ হয় কোন ভদ্র পল্লীতে

হইবে, এবং সেখানে থাকিয়া তাহাদের দেখাদেখি বালিকা এরূপ শিক্ষা করিয়া থাকিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,— "তুমি কার মেয়ে?"

বা। রামধনের।

আ। তোমার বাপ কোথায়?

বা। কাছারি গিয়াছে।

আ। কখন আসিবে, বলিতে পার?

বা। না,—তিনি যাবার সময় আমি তা জিজ্ঞাসা করি নাই।

আ। তোমার নাম কি?

বা। আমার নাম লক্ষ্মী।

আ। তোমার মামার বাড়ী কোথায়?

ল। আমি তা জানি না।

আ। কেন, তুমি তোমার মামার বাড়ী কখনও যাও নাই?

ল। না।

আ। তুমি আমাকে প্রণাম করিলে কেন?

ল। তুমি যে বামুন।

আ। বামুনকে কি প্রণাম করিতে হয়?

ল। হয় বৈ কি?

আ। তোমার বাপ বামুন দেখিলে প্রণাম করে?

ল। আমি তা দেখিনি,—আমাদের গাঁয়ে ত বামুন নেই।

আ। তবে বামুনকে প্রণাম করিতে হয়, ইহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

ল। আমি জানি।

আ। কি করিয়া জান?

ল। জানি—তা, কেমন করিয়া জানি।

বালিকা যেন আমার প্রশ্নে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিল। আমি পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বামুন কি ভাল জাতি?"

ল। জাতি কি—আমি জানি না।

আ। তোমার মা বুঝি তোমাকে শিখাইয়া দেন যে, বামুন দেখিলে প্রণাম করিও।

ল। না গো,—মা আমায় তা বলেনি।

আ। তোমার বাপের কাছে আমার প্রয়োজন আছে।

ল। কি প্রয়োজন?

আ। আমি টাকা পাব?

ল। বাবা তোমায় টাকা দেবে? তবে বস'।

আ। ঐ রাস্তায় আমার গাড়ী রয়েছে,—আমি গাড়ীতে গিয়া বসি, তোমার বাবা বাড়ী আসিলে আমাকে ডাকিয়া আনিও।

বালিকা গাড়ী দেখিতে কৌতূহল চিত্তে আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইল.—আমি গাড়ীতে বসিলে, সে ফিরিয়া তাহাদের বাড়ী গেল।

আমি রাস্তার যেখানে গাড়ীতে থাকিলাম, সেখান হইতে রামধনের বাড়ী বেশ দেখা যায়,—আমি গাড়ীর মধ্য হইতে রামধনের আগমন পথ চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—তখনও রামধন ফিরে নাই। রামধনের বালিকা কন্যা সন্ধ্যার প্রদীপ হস্তে লইয়া বাহিরে আসিল, গোয়ালঘরের নিকটে গিয়া প্রদীপটি মাটিতে রাখিয়া গৃহ-সম্মুখে প্রণাম করিল,—তারপর উঠিয়া আসিয়া দূর হইতে আমার গাড়ীর দিকে ফিরিয়া প্রণাম করিয়া বাড়ীর মধ্যে যাইতেছিল, এমন সময় রামধন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন পূর্ণিমা তিথি;—অন্ধকার আদৌ ছিল না।

আমি রামধনকে দেখিতে পাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম।

রামধন আমাকে দেখিয়া বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়, ভাল আছেন ?"

আ। ভাল আছি,—খাজনার টাকা কয়টির জন্যে আসিয়াছি।

রা। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে,—তাই ত।

আ। অনেক দূর থেকে এসেছি।

লক্ষ্মী বাম হস্তে প্রদীপ রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার পিতার বাম হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"বাবা, বামুনকে কষ্ট দিও না। টাকা দাও।"

রামধন হাসিয়া কন্যাকে আদর করিয়া বলিল,—"আমার পাগ্‌লী মেয়ে।"

আমি রামধনকে বলিলাম,—"তোমার মেয়ে পাগল নহে। ওর নাম লক্ষ্মী—কাজেও লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী লজ্জিতা হইয়া পিতার হাত ছাড়িয়া দিয়া এক দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

রামধন বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়! আমার এই মেয়েটা যেন দেয়াসিনী,—দেবতার নাম শুনিলেই হাতযোড় করে, প্রণাম করে,—পৈতে গলায় মানুষ দেখিলেই প্রণাম করে,—ফকির বৈষ্ণবের গান শুন্‌লে কাঁদে,—এটার কি হবে ঠাকুর?"

আ। কোন ভয় নাই,—তোমার মেয়ে লক্ষ্মীমেয়ে।

রা। গাঁর লোক সবাই বলে,—ওটা পাগল হবে।

আ। পাগল হবে না, ভালই হবে।

রা। কি ভাল হবে ঠাকুর?

আ। সদাচারশালিনী ধর্ম্মশীলা নারী হবে।

রা। তাতে কি হবে ঠাকুর?

আ। সুখী হবে।

রামধন প্রীত হইল। তারপরে মহাজন বাড়ী হইতে আমার টাকাগুলি আনিয়া দিল, আমি বিদায় হইলাম।"

এখন তুমি কি বলিতে চাহ না যে, এই বালিকার হৃদয়ে যে সৎপ্রবৃত্তি বা হিন্দুর সদাচার নিহিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-জনিত নহে?

শিষ্য। অতটুকু বালিকার শিক্ষা বা আদর্শশূন্য স্থলে ঐরূপ সদ্‌বৃত্তি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটু কথা আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। লক্ষ্মীর যদি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ভাল হইত, লক্ষ্মী যদি পূর্ব্ব জন্মে সদাচারসম্পন্না হইত, তবে আচার-বিহীন চণ্ডালের গৃহে জন্মিবে কেন?

গুরু। তুমি কি জান না, মানুষ বহু সদাচার ও সৎকর্ম্মশীল হইলেও কোন্ মুহূর্ত্তের বাসনা বা অপরাধে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এবং অধর্ম্মাচারী হইলেও কোন্ শুভ মুহূর্ত্তের শুভফলে উন্নত জীবন লাভ করিয়া থাকে?

শিষ্য। তবে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য কেন? কেহ অধম বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াও হয়ত উচ্চবর্ণের আশা রাখিয়া থাকে।

গুরু। হাঁ, তাহা রাখে বৈ কি। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ ছিল,—সেই জন্যই ত তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিতে ভীত হইতেন।

শিষ্য। এ সমুদয় প্রহেলিকা।

গুরু। প্রহেলিকা নহে,—খুব সোজা কথা।

শিষ্য। কিছু না,—আমার বুঝিতে বড় গোলযোগ ঘটিতেছে।

গুরু। গুণ বা সংস্কারই জীবের অহঙ্কার। এইটুকু লইয়া জীব উন্মত্ত বা ব্যস্ত। "আমার আমার" রূপ মহা অনর্থকর ঘটনা এই অহঙ্কারেই ঘটাইয়া থাকে। অর্জ্জুন যতক্ষণ এই গুণ বা অহঙ্কারাভিভূত ছিলেন, ততক্ষণই "আমার শ্বশুর, আমার গুরু, আমার ভ্রাতা, আমার আত্মীয়"—এইরূপ বলিয়া শোকার্ত্ত হইতেছিলেন। মানুষের হৃদয়ে যে বৃত্তি বীজরূপে নিহিত থাকে—তাহাকেই সহজাত সংস্কার বলে। তোমায় আর একটা গল্প বলিয়া, এ সম্বন্ধীয় শেষ কথা বলিতেছি। গল্পটি এই—

একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রুত হইয়াছিলাম,—তাঁহার এক শিষ্য ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি মুন্সেফ ছিলেন,—তৎপরে কার্য্যকাল শেষ হইলে পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিয়া বসেন। তিনি সদাচারসম্পন্ন হিন্দুর ন্যায় আহারাদি করিতেন, এবং জপ তপ লইয়াই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন।

একদা তাঁহার উক্ত গুরুদেব তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলে, মুন্সেফ বাবু গোপনে জিজ্ঞাসা করেন,—"ঠাকুর! আজীবনকাল এক দুষ্পূর বাসনার অনলে দহ্যমান হইতেছি, এ আগুণ নিবাইবার উপায় কি ?"

মুন্সেফ বাবুর গুরুদেব আমার পরিচিত শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে বাসনা কি ?"

মু। আপনার নিকটে বলিতে আমার ভয় হয়। অনেক দিন ধরিয়া সে কথা আপনাকে শুনাইব, স্থির করি; কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারি নাই। বলিতে পারি নাই বলিয়াই এতদিন সে আগুণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াছি।

শি। তোমার ভুল,—শিষ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ কোন কথাই গুরুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে ভয় বা লজ্জা নাই।

মু। আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কর্ম্ম-জীবনের আদর্শে—উপদেশে,—আর আপনার ধর্ম্মশিক্ষা ও পবিত্র দীক্ষার বলে সেই ভীষণা বাসনার করালগ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি,—কিন্তু বাসনা প্রবলা।

শি। সে বাসনা কি, আমাকে তাহা বল?

মু। আজীবনকাল গোমাংস ও মুরগীর মাংস ভোজনে আমার ঘোর লালসা বিদ্যমান আছে। যখন ঐ জঘন্য দ্রব্যদ্বয়ের কথা আমার মনে হয়, তখন অদম্য লালসা জাগিয়া উঠে,—নিতান্ত জোর করিয়া আমি তাহা হইতে নিবৃত্তির দিকে যাই। কিন্তু আজীবনের মধ্যে লালসার আগুণ নিবিল না।

শিরোমণি ঠাকুর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তোমার পূর্ব্বজন্মের ঐ বাসনা-স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে,—সেই জন্য তোমার ঐ বাসনা অত অদম্য।"

মু। উহা কি করিলে যায়?

শি। যোগ।

মু। এই টুকুর জন্য যোগ সাধনার প্রয়োজন?

শি। নিশ্চয়। জগতে সকল কার্য্যের জন্য যোগের প্রয়োজন। যোগ সাধনা ব্যতীত কোন কার্য্যেই ফললাভ করা যায় না। দেহ রক্ষার জন্য যে অন্ন ভোজন করা যায়, তাহাও যোগ।

মু। উহার জন্য কি প্রকার সাধনার আবশ্যক?

শি। উহার প্রতিযোগী তরঙ্গের উত্থান।

মু। বুঝিতে পারিলাম না।

শি। গোমাংস ভক্ষণে তোমার লালসা,—তাহার প্রতিকূল তরঙ্গ তুলিতে হইবে। অর্থাৎ উহার যে যে দোষ আছে, তাহাই ভাবিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে যখন তাহার উপরে ঘৃণা হইবে, তখন সে বৃত্তির ভাব নিবৃত্তি হইবে।

এতক্ষণে আমার গল্প সমাপ্ত হইল। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয় যে, গুণ যেমন জাতির কারণ, সেইরূপ হৃদয়ের বাসনাও পরজন্মে সংস্কাররূপে জন্মে। কাজেই তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে নিরাশ হইয়া যাইতেছে।

শিষ্য। আরও একটু বুঝিতে বাকি আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়,—ইহাই ত মূল কথা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। স্বধর্ম্মাচরণ কাহাকে বলে?

গুরু। সে প্রশ্ন ত পূর্ব্বেই করিয়াছ, এবং যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি।

শিষ্য। আর একবার বলুন। আমার বুঝিবার পন্থা পরিষ্কার করিয়া লই।

গুরু। যে, যে বর্ণ বা আশ্রমী—শাস্ত্র-বিধি-বিহিত তাহার সেই কার্য্য করা, তাহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, মানুষ বাসনার যে সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাও তাহার গুণ—গুণও ধর্ম্ম, অতএব তাহার আচরণ করাও স্বধর্ম্মাচরণ।

গুরু। তাহা বলিয়াছি, উহা কেবলমাত্র আমার মন গড়া কথা নহে। আমাদের শাস্ত্রও ঐ কথা বলিয়াছেন, যথা,—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অ, ৩৩ শ্লোঃ।

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে?"

শিষ্য। ইহাতে কি বুঝিলাম?

গুরু। ইহাতে তোমার বুঝা উচিত, মানুষ যেমন কৃত কর্ম্মের ফলানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ জাতি হয়, এবং শাস্ত্রে তাহাদের

জন্ত যেমন পৃথক্ ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা আছে, তেমনি যে যেমন সংস্কার লইয়া মরণের কোলে ঢলিয়া, সেই সংস্কারের সূক্ষ্মভাব লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া বাসনামত ভাল বা মন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত হয়; অতএব ইন্দ্রিয়গণ সেই দিকে যে প্রধাবিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তাহা না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই গুণ বা ধর্ম্মের আচরণে কৃষ্ণভক্তি হইবে, এ কেমন কথা?

গুরু। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম—এই দুইটী কথা আছে, তা জান?

শিষ্য। আমি কেন, বালকেও জানে।

গুরু। আমি বলি নাই যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধর্ম্ম কার্য্য করিলে কৃষ্ণভক্তি হয়।

শিষ্য। হাঁ, তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু বলিয়াছেন—চোরের চুরি করাই ধর্ম্ম বা গুণ।

গুরু। চোর যে, তাহার চুরি করা ধর্ম্ম বৈ কি। চোখের ধর্ম্ম দেখা, কাণের ধর্ম্ম শোনা—এ সকল যে অর্থে ধর্ম্ম, চুরি করাও চোরের সেই প্রকার ধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহাই যদি ধর্ম্ম হইল, তবে তাহার সেই ধর্ম্ম আচরণই স্বধর্ম্মচারণ, এবং আপনিই বলিয়াছেন, স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

গুরু। স্বধর্ম্মের আচরণ ধর্ম্ম,—স্বধর্ম্মের ব্যভিচার ধর্ম্ম নহে, একথা স্বীকার কর ত?

শিষ্য। হাঁ, তা করি বৈ কি।

গুরু। আমি বলিয়াছি, যাহার যে গুণ এবং সংস্কার—তাহার আচরণ তাহার স্বধর্ম্ম। এখন আচরণ অর্থটা বুঝিয়া দেখ,—আচরণ, (আ+চর্‌—অনট্‌) আচার, নিয়ম, রীতি, ব্যবহার, লৌকিক কর্ম্ম, নীতি, এই গুলি আচরণ শব্দের অর্থ। যে চুরি করে, তাহার পরদ্রব্য অপহরণ করা ধর্ম্ম নহে, কারণ তাহা আচরণ নহে, ব্যভিচার। ঐ পরদ্রব্যবৎ দ্রব্যলাভের জন্য যে সদাচরণ, তাহা সদাচার। তাহার মনে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে, সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে যাহা আচরণ, যাহা নীতি, যাহা শৃঙ্খলা; তাহার অনুষ্ঠান করা তাহার স্বধর্ম্মাচরণ। কিন্তু ইহা অতি ক্ষুদ্র কথা, আসল কথা এই যে, যে গুণে যে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার সেই গুণ-কার্য্য করা স্বধর্ম্মাচরণ।

শিষ্য। সেই গুণ কি, জাতি?

গুরু। গুণ জাতি নহে, জাতি দ্বারা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবদুক্তি এই যে,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্‌॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অঃ, ১৩ শ্লোঃ।

"আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি; কিন্তু তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা এবং অব্যয় বলিয়া জানিও।"

শিষ্য। এই উক্তিতে বুঝা যাইতেছে, আগে সমস্ত মানবই এক বর্ণ অর্থাৎ এক জাতি ছিল, তৎপরে ভগবান্ তাহাদিগের গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া পৃথক্ জাতিরূপে শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিয়াছেন?

গুরু। তাহাতে তোমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে না কি?

শিষ্য। হইয়াছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। ভগবদ্গীতার প্রাগুক্ত উদ্ধৃত ভগবদুক্ত বেদাদি শাস্ত্রের সহিত একমত নহে।

গুরু। কেন?

শিষ্য। পুরুষসূক্তে * কথিত হইয়াছে,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরো তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

ঈশ্বরের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মিলেন।

বেদে বলিলেন, এক কথা; গীতায় বলিলেন, আর এক কথা; তবে কি পরস্পর বিরোধী? উভয়ই হিন্দু-ধর্ম্মের কথা—অতএব, আগে আমাকে ইহাই বুঝাইয়া দিন।

* ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্ত পুরুষসূক্ত বলিয়া খ্যাত।

শুরু। বিরোধী বাক্য নহে,—ঈশ্বরের বিরাট দেহ,—ঈশ্বর বিশ্বরূপ—ঈশ্বর গুণময়। ঈশ্বরের মুখ, ঈশ্বরের বাহু, ঈশ্বরের পদ প্রভৃতির অর্থ উত্তমাধম গুণ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম যখন গুণময়—তখনই ঈশ্বর। জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনিলে, সমস্ত বুঝিতে পারিবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে,—

ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ। যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিম্। সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।

অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্যের জন্ম।

অতএব শাস্ত্র বা ভবদুক্তিতে প্রকাশ এই যে,—তিনি বলেন, যে আমি আমার অঙ্গ বিশেষ হইতে বর্ণ বিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণ-কর্ম্মের বিভাগানুসারে বর্ণ বিভাগ করিয়াছি। তিনি বলেন, বেদত্রয় হইতে জাতিত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। শূদ্রের জন্মের কথা নাই—শূদ্রের কোন বেদে অধিকারও নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে, সকলের মূলই গুণ,—গুণানুসারেই জাতি বিভাগ। শাস্ত্রে আছে,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বব্রহ্মমিদং জগৎ।

প্রথমে বর্ণ বিভাগ ছিল না, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় ছিল। তার পরে—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

যখন সকলের গুণ প্রকাশ পাইল, তখন জগতের যিনি প্রভু—জগতের যিনি মালিক, তিনি বর্ণ বিভাগ করিলেন। কথাটা আরও কিছু পরিষ্কার করিতে হইলে একটি উদাহরণ দিতে হয়।

মনে কর, তুমি একটি আম্র বাগান প্রস্তুত করিলে,—কিন্তু আম্র খাইয়া, আম্রের গুণাদি স্থির করিয়া বীজ রোপণ করিতে পার নাই,—আম্র তুমি কখন ভক্ষণও কর নাই, তোমার দেশে আম্রফল কখন ছিলও না। অন্য দেশ হইতে বীজ আনাইয়া বপন করিলে,—যথাসময়ে বীজ অঙ্কুরিত হইল, তারপরে পত্রকাণ্ডে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথা-সময়ে একই মাঘমাসে সমস্ত গাছগুলির মুকুলোদ্গম হইল, ফাল্গুনে গুটি বাঁধিল,—তারপরে কোন বৃক্ষের আম্র বৈশাখে পাকিল, কোন বৃক্ষের জ্যৈষ্ঠে পাকিল, কোন কোন বৃক্ষের বা আষাঢ় মাসে, কোন কোন বৃক্ষের ফল বা শ্রাবণ মাসে পক্ক হইল।

তারপরে কোন বৃক্ষের আম্র পাকিয়া হরিদ্রাবর্ণে সুশোভিত হইল, কেহ সিন্দুরবর্ণে রঞ্জিত হইল, কেহ কাঁচা আম্রের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট থাকিয়া পাকিয়া গেল, কেহ বা পাকিয়া আরও কালোবর্ণ হইয়া গেল।

তদনন্তর গন্ধাস্বাদের কথা—কেহ পাকিয়া মিশ্রির ন্যায় মিষ্ট হইল, কেহ মধুর তারবিশিষ্ট, কেহ টক, কেহ বেলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কোনটির হরিদ্রার ন্যায় গন্ধ।

এইরূপ তোমার প্রায় শতাধিক আম্র বৃক্ষ হইল। এক্ষণে অতটি বৃক্ষের ঠিক রাখিবার জন্য—ব্যবহারের জন্য সংজ্ঞা বা নামকরণ চাই। এক্ষণে তুমি কি করিয়া নামকরণ করিবে, বল দেখি? বোধ হয়, গুণ দেখিয়া। যে পাকিয়াও কাঁচার ন্যায় বর্ণ থাকিল, তাহার নাম রাখিবে বর্ণচোরা। যে পাকিয়া আরও কালো হইয়া গেল, তাহার হয়ত নাম রাখিবে, "কালোমেঘা," যাহার হরিদ্রার ন্যায় রং, তাহার নাম "কাঁচা হরিদ্রা," যাহার বেলের মত গন্ধ "বেলচারা," যে গুলি মধুর ন্যায় অর্থাৎ উত্তম স্বাদবিশিষ্ট, সে গাছের নাম "মধুমতী," আর যে গাছের আম্র টক, তাহার নাম হয়ত রাখিবে—"টকচারা"। তুমি এইরূপ নাম রাখিবে,—তারপরে সেই গাছের জীবনগুলি ঐরূপ নামেই কাটিয়া যাইবে, তৎপরে সেই সকল গাছের বীজ হইতে যে চারা হইবে, তাহারও ঐরূপ নামকরণ হইবে। তুমি বোধ হয় জান, মালদহ জেলায় ফজলী বলিয়া এক ব্যক্তির একটি আম্র গাছ ছিল,—সেই ফজলী হইতে এখন ভারতের সর্ব্বত্র ফজলী আম্র বৃক্ষ।

সেইরূপ মনুষ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে গুণ দেখিয়া বর্ণ ভেদ করা হইয়াছে।

শিষ্য। উদাহরণটি সুগম হইয়াছে, এখন বুঝিয়াছি, যাহার যেরূপ গুণ, তাহাকে সেই বর্ণে বিভাগ করা হইয়াছে—হয় ত এই কার্য্য, সৃষ্টির আদিকালেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

গুরু। হাঁ, জীবের জীবত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, এবং গুণের প্রকাশান্তে তাহার বিভাগ হইয়াছে। এক্ষণে যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বেই সত্ত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি লইয়া সৃষ্ট হয়।

শিষ্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হইবে, এমন বুঝিতে পারা যায় না, এবং শূদ্রের পুত্র হইলেই যে শূদ্র হইবে, তাহারও কোন বিধান নাই। মিষ্ট আম্রের বীজে যে চারা জন্মে, তাহার সকলগুলিই যে মিষ্ট আম্রের জনক হয়, তাহা নহে।

গুরু। হাঁ, সর্ব্বত্র তাহা হয় না বটে,--কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কদাচিৎ টক আম্রের বীজে যে চারা হয়, তাহাতে মিষ্ট আম্র জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। যেখানে জন্মে, সেখানে কি হয়?

গুরু। কি জন্মে?

শিষ্য। টক আম্রের বীজের চারায় মিষ্ট আম্র?

গুরু। তখন সে মিষ্ট আম্র আখ্যাই প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। আর মিষ্ট আম্রের বীজে যে চারা জন্মে, তাহাতে যদি টক আম্রের জন্ম হয়?

গুরু। তাহা টক আম্র বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রবৎ আচার-বিশিষ্ট হয়?

গুরু। বুঝিতে হইবে, তাহার হৃদয়ে তমোগুণের প্রাধান্য হইয়াছে।

শিষ্য। তখন তিনি ব্রাহ্মণ, না শূদ্র?

গুরু। শূদ্র।

শিষ্য। ইহা আপনার মনগড়া কথা।

গুরু। কেন?

শিষ্য। শাস্ত্রে কি অমন কথা আছে?

গুরু। আছে বৈ কি।

শিষ্য। কোথায়?

গুরু। সমুদয় শাস্ত্রেই আছে।

শিষ্য। দুই এক স্থল আমাকে শুনাইয়া বাধিত করুন।

গুরু। গৌতম সংহিতায় আছে,—

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাং স্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

"যাঁহারা অগ্নিহোত্র ব্রতপর, স্বাধ্যায়-নিরত, শুচি, উপবাস-রত, দান্ত, দেবতাগণ তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণ-কারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।"

অন্যত্র,—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

"ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, - আর সকলে শূদ্র।"

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত থাকে, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" * ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়,—এই কথার সরল ও প্রকৃত ভাব এই যে, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ শূদ্র চিনিতে পারা যায়।

পুনশ্চ মহাভারতের বনপর্ব্বে অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন,—"বেদমূলক, সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" †

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডের সমস্যাধ্যায়,—সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ।

† মহাভারত, বনপর্ব্ব, অজগর পর্ব্বাধ্যায়,—সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ।

শিষ্য। তবে ব্রাহ্মণেরা সে সকল ধর্ম্মাচরণ (বৈদিক) করিতে পারে, শূদ্রে তাহা পারিবে না কেন? অথবা পারে না কেন?

গুরু। যে শূদ্র এইরূপ হয়, সে পারে।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির জন্য ক্রিয়াকর্ম্মের বর্ণভেদ কেন?

গুরু। যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের বিভেদ আছে, তাহা সকাম কর্ম্ম—সকাম যাহা, তাহার বিভাগ থাকাই প্রয়োজন। কেন না, সকাম কর্ম্ম বা স্বধর্ম্মাচরণ প্রথমে। তাই রামানন্দ রায় প্রথমেই বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।" এই স্বধর্ম্মাচরণের কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, "এহ বাহ্য আগে কহ আর।" বোধ হয়, তোমার স্মরণ আছে—রামানন্দ রায় পরে বলিয়াছেন, "স্বধর্ম্মত্যাগ সাধ্যের সার।" এই স্বধর্ম্ম ত্যাগ অর্থে নিষ্কাম কর্ম্ম—একথা পরে বলিব।

শিষ্য। আপনার কথার আভাস একটু বুঝিতেছি। যাহা হউক, এখনও আমার পূর্ণ কথার মীমাংসা হয় নাই।

গুরু। কোন্ কথার মীমাংসা হয় নাই?

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন,—চুরি ডাকাতি করাও ধর্ম্ম।

গুরু। তাহার উত্তরও ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছি,—হয়ত ধারণা করিতে পার নাই।

শিষ্য। না।

গুরু। এবারে অন্যপ্রকারে বুঝাইতেছি।

শিষ্য। কি প্রকারে?

গুরু। বলিতেছি, শোন। গুণই মানুষের প্রবৃত্তি, নির্গুণে নিবৃত্তি।

কর্ম্মাশুক্ল কৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।

পাতঞ্জলদর্শন—কৈঃ পাঃ। ৭।

যোগীদিগের কর্ম্ম অশুক্ল কৃষ্ণ। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম তিন প্রকার। অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ মিশ্র। ইহার বিবরণ এইরূপ,—মনুষ্য, শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, অথবা যাহা কিছু অনুভব করে, সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্মশরীরে একপ্রকার গুন বা সংস্কার জন্মায়। ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে। সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত ও অনুভূত ক্রিয়াকলাপ মাত্রেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিত্তে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে, ছাপ লাগা বা দাগ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে। কালক্রমে সেই সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে (জীবকে) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। সেই সকল দাগের বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাপ পুণ্য ইত্যাদি। শরীর ব্যাপার এবং মানস

ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার। শুক্ল; কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। যাঁহারা কেবল তপস্যায় ও জ্ঞান আলোচনায় রত থাকেন—, তাঁহাদের তজ্জনিত কর্ম্ম শুক্ল। যাহারা দুরাত্মা—যাহারা প্রাণিহিংসা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে রত থাকে,—তাহাদের কর্ম্ম বা কর্ম্মসংস্কার কৃষ্ণ। যাঁহারা কেবল যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকেন,—তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র। শুক্ল কর্ম্ম সকল ভবিষ্যৎ উন্নতির, কৃষ্ণ কর্ম্ম সকল অধোগতির, মিশ্র কর্ম্ম সকল মিশ্রফলের বীজ। শুক্ল নামক কর্ম্মবীজ হইতে দেবশরীর, কৃষ্ণ নামক কর্ম্মবীজ হইতে পশু পক্ষ্যাদি শরীর এবং মিশ্রনামক বীজ হইতে মানবশরীর উৎপন্ন হয়। যাঁহারা যোগী—যাঁহারা ত্যাগী বা সন্ন্যাসী—তাঁহাদের ঐ তিনপ্রকারের কোনও প্রকার কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে। এবং তাঁহারা অভিসন্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করেন না, কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম কিছুই করেন না, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম পৃথক্। যদিও তাঁহারা কখন কখন জীবনধারণের উপযুক্ত কোন কোন কর্ম্ম করেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার বা ভবিষ্যৎ সংসার বীজ উৎপন্ন হয় না। কেন না, তাঁহারা সকল সময়েই কামনা শূন্য থাকেন, এবং কৃতকর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, ক্ষণকালের জন্যও তাহা তাঁহারা কামনার চিত্তে আবদ্ধ

রাখেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের সকল কর্ম্মের সংস্কার জন্মে না। নিষ্কাম-চিত্ত পদ্মপত্র তুল্য এবং ফলা-কাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত কর্ম্ম জলবিন্দু তুল্য জানিবে।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।
পাতঞ্জলদর্শন—কৈঃ পাঃ। ৮।

ফলাফলে সেই সকল কৃতকর্ম্মের বিপাকের অর্থাৎ ফলোৎপত্তির অনুগুণ (পরিপোষক) বাসনা সকল অভিব্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বাসনা সকল অব্যক্ত থাকে। ইহার তাৎপর্য্য বা টীকা এইরূপ,—

অযোগী মনুষ্য, শুক্ল, কৃষ্ণ, অথবা মিশ্র, যে কোন কর্ম্ম উপার্জ্জন করুন, কোন কর্ম্মই এক সময়ে ও একরূপ ফল প্রসব করিবে না। কতক জাতি, জন্ম, আয়ু ও ভোগ প্রসব করিবে,—কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও সেই সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থাপিত করিবে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্ম্ম বাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জন্মের আরম্ভক হয়, কতক বা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচি উৎপাদন করে। মনুষ্যের যে মনোবৃত্তি আমরা এখন প্রবৃত্তি, রুচি, ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু নামে উচ্চারণ করি, সে সকল মনোবৃত্তির কারণ পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মবাসনা। পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মবাসনা বা কর্ম্ম সংস্কার সকল ইহজন্মে উত্তেজিত হইলেই তাহা প্রবৃত্তি

ও রুচি প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়, আর ইহ জন্মের কর্ম্ম-বাসনা ।ইহজন্মে উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব উদিত বা অভিব্যক্ত পূর্ব্ব সংস্কার আর প্রবৃত্তি বা রুচি, এ সমস্তই এক মূলক বা এক বস্তু। সুতরাং প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামধারী পূর্ব্ব সংস্কার সমূহের উদয়, স্মরণ বা অভিব্যক্তি প্রায় ঔচিত্য অনুসারেই হইয়া থাকে। মনুষ্য জন্মের কর্ম্ম মনুষ্য জন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়। অন্য জন্মে তাহা হয় না—প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে। এবং সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে।”

শিষ্য। কি প্রকারে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রকাশ পাইবার হেতুভূত কারণ কি?

গুরু। কারণ বহু প্রকার আছে। তোমার একখানি পুস্তক হারাইয়া গিয়াছিল—তাহার কথা তোমার মনে নাই, হঠাৎ পুস্তকখানি কাহারও হস্তে দেখিলে, তোমার পুস্তকের কথা মনে পড়িয়া যায়। এমন অনেক দুষ্কৃতির কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে,—তাহারা দুষ্ক্রিয়ায় সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত। কিন্তু এক মঙ্গল-মুহূর্ত্তে তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার গ্রন্থি ছেদ হইয়া গিয়াছে। তুমি বোধ হয় নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ জগাই মাধাই নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছ?

শিষ্য। হাঁ, নাম শুনিয়াছি—গল্পের ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি নাই।

গুরু। গল্পটি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে, তুমি তোমার প্রশ্নের বিষয় সুন্দররূপে অবগত হইতে পারিবে বলিয়া মনে করি। গল্পটি এই,—

নবদ্বীপে জগাই ও মাধাই নামক দুই ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। মদ্যপান, বেশ্যালয় গমন এবং প্রতি ইন্দ্রিয়ের কুকার্য্য প্রভৃতি তাঁহাদিগের অভ্যস্ত ছিল। তাঁহাদের সময়ে নবদ্বীপধামে চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রবল বন্যা উত্থিত হইয়াছিল,—সর্ব্বত্র হইতে বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সমাগত হইয়া, হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। খোল করতাল শঙ্খ, কাংস্যবাদন এবং মধুর হরিনাম গীত হওয়ায় নর-নারীর পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইত, এবং জনসাধারণে মুগ্ধ হইয়া পড়িত।

জগাই মাধাই এই ধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন,—থাকিবারই কথা। হবিষ্যাশী সংসার-বিরাগী বৈরাগীর সঙ্গে মদ্য মাংস স্ত্রী সংসর্গ বিলাসী চরিত্র হীনের মিল কোথায়? দয়ালু চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে সৎপথে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না।

বহু দিন মদ্যমাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে উঁহাদের পাকস্থলীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খল ঘটে—ভুক্ত দ্রব্য সুন্দররূপে জীর্ণ হইত না। একদা মাধাই জগাইকে জিজ্ঞাসা করিল,—“ভাল, আমরা সামান্য আহার করিয়া

পরিপাক করিতে পারি না, আর ঐ বৈরাগী বেটারা তিন বেলা তিন কুণ্ড আহার করিয়া এই চীৎকার করিয়া করিয়া বেড়ায়,—তার কারণ কি ভায়া ?”

জগাই উত্তর করিলেন,—“জান কি, ও বেটারা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া ঐ যে দুই হস্ত তুলিয়া নাচে আর চীৎকার করে—‘ও রাধে দয়া কর’—সেই চীৎকার আর ঝাঁকুনীতে ভুক্ত পদার্থ সব জীর্ণ হইয়া যায়।”

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, এবং সম্ভবতঃ তৎসময়ে অম্লোদ্গার কষ্টকর হওয়ায় মাধাই বলিল,—“ঠিক কথা, ঐ জন্যই উহাদের ক্ষুধাবৃত্তি অত অধিক। ভাল, আমিও তাহাই করি না কেন।”

মাধাই, ভাগীরথী-তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া নাচিতে লাগিল, আর পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—“ও রাধে দয়া কর।”

ডাকিতে ডাকিতে তাহার সুপ্ত সংস্কার জাগিয়া উঠিল,—রাধা-প্রেমের আস্বাদ জীবাত্মার মনে পড়িল। দুই চক্ষু ফাটিয়া ধারাকারে অশ্রু বিগলিত হইল। এই সময়ে চৈতন্যদেবের দলও সেই পথে সংকীর্ত্তন করিতে আসিয়া মাধাইয়ের ঐ অবস্থা দর্শন করিলেন, এবং প্রেমের পুলকে পুর্ণিত হইয়া, তাঁহার প্রেমকারুণ্য শীতল বাহুযুগলে মাধাইয়ের অসদাচরণ তপ্ত দেহ বিজড়িত করিয়া ধরিলেন। মাধাইয়ের জীবনের নূতন কার্য্য আরম্ভ হইল।

এখন ঐ গল্পটিতে তুমি বুঝিয়াছ বোধ হয় যে, সৎ হউক আর অসৎ হউক, কার্য্য-বাসনা জীবের সংস্কারে থাকে,—সে সৎ বা অসৎ কর্ম্ম যাহাই করুক, তাহাকে একবার সংস্কারের হস্তে পড়িতেই হইবে। তাই স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ সগুণের কাজ করিতে হইবে।

যে চুরি বা অসৎ কর্ম্মের সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছে, তাহার যে তৎসঙ্গে সৎকর্ম্মের সংস্কার নাই, তাহা নহে। ভাল মন্দ দুইপ্রকার সংস্কার সকলেরই থাকে। অতএব গুণানুসারে কার্য্য করিবে।

শিষ্য। তাঁহা হইলে চুরি ডাকাতি করাও স্বধর্ম্মাচরণ?

গুরু। চুরি ডাকাতি করা স্বধর্ম্মের আচরণ নহে, ব্যভিচার। চুরি ডাকাতির যে সংস্কার আছে, তাহাকে বিনষ্ট করাই স্বধর্ম্মাচরণ। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ের রজো-গুণ অর্জ্জুনে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেই রজোগুণের ব্যভিচার করিলে স্বধর্ম্মাচরণ হইত না,—দুর্য্যোধনের হয় নাই। দুর্য্যোধন দুঃসাসন প্রভৃতি অন্যায় সমর করিয়াছিলেন, পরকে পরের সত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আপনার বলিয়া কাজ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা স্বধর্ম্মাচরণ করেন নাই। অর্জ্জুন ধর্ম্মরক্ষায় রজোগুণের কার্য্য করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণের কার্য্য বলিয়া কাজ করিয়া-ছিলেন।

চুরি ডাকাতি প্রভৃতি যে গুণ আছে, সেই গুণের

ক্ষয় করিবার জন্য যে কর্ম্ম, তাহাই স্বধর্ম্মাচরণ। সুতরাং সেইরূপ স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়।

শিষ্য। সেই কার্য্য কি প্রকারে করিতে হয়।

গুরু। শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যতত্তোষকারণং॥

বিষ্ণুপুরাণ—৮ম অঃ, ৯ম শ্লোঃ।

"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পরম পুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করিবে। এতদ্ব্যতীত তদীয় সন্তোষ সাধনের উপায় নাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মানুবর্ত্তিতা।

শিষ্য। স্বধর্ম্মাচরণ করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, এক্ষণে জানিবার প্রয়োজন, প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্ম্মাচরণ কি, এবং তাহা আচরণের পদ্ধতি কি? কিন্তু তাহা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে আরও একটু সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হইবে।

গুরু। সে সন্দেহ কি?

শিষ্য। কেবল হিন্দুগণই কি এই কর্ম্ম বা কর্ম্মসূত্রের অধীন, অথবা সমগ্র জগতের সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী মানবগণ ইহার অধীন?

গুরু। কেবল হিন্দুর জন্য কোন পৃথক্ বিধি-ব্যবস্থা আছে না কি? না, কেবল অন্য কোন জাতির বা ধর্ম্মাবলম্বীর উপরে পৃথক্ বিধি-ব্যবস্থা আছে? জগতে জাত জীবমাত্রের উপরেই একই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ।

শিষ্য। এ কথা কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ মানেন না।

গুরু। কোন্ কথা?

শিষ্য। গুণ ও কর্ম্ম।

গুরু। গুণ-কর্ম্ম মানে না কি? কর্ম্ম মানে না, তবে সদসৎকর্ম্ম বলিয়া ধারণা করে কিসের জন্য? এ জগতে এমন জাতি বা এমন ধর্ম্মাবলম্বী কেহই নাই, যাহারা কর্ম্ম মানে না। কর্ম্ম সকলেই মানে,—সদসৎ কর্ম্ম বলিয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই জ্ঞান আছে। কর্ম্মশক্তি না মানিলে সেই সদসৎ কর্ম্মের পার্থক্য কি জন্য?

শিষ্য। অনেক ধর্ম্মাবলম্বীদের মতে সৎকর্ম্মে পুণ্য ও অসৎ কর্ম্মে পাপ হয়, কিন্তু তাঁহারা সেই সদসৎ কর্ম্মের গুণ ও শক্তির জন্য মানবের বা জীবের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ অস্বীকার করেন। যদিও এ সম্বন্ধে আপনি পূর্ব্বে আমাকে অনেক বুঝাইয়াছেন, তথাপি এই জন্মান্তরবাদের সঙ্গে আপনার ধর্ম্মাচরণের কথা শুনিয়া এই সন্দেহগুলা পুনরায় উপস্থিত হইল। বোধ হয় পূর্ব্বকার বিষয়ের সহিত ইহার একটু পার্থক্যও আছে।

গুরু। পার্থক্য নাই,-সে বিষয় গুলি ভাল করিয়া

বুঝিয়া রাখিলে, ইহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ গোলযোগ ঘটিত না। তথাপি তোমার বর্ত্তমান প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতেছি। গীতায় একটি শ্লোক আছে,—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অঃ, ৩৯ শ্লোঃ।

"হে পার্থ! যে জ্ঞানদ্বারা সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে কর্ম্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি অবগত হও; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে।"

অতএব হিন্দু শাস্ত্রের কথা এই যে, আগে সাংখ্য-যোগে জ্ঞান লাভ করিলে, তবে কর্ম্ম-শক্তি বা কর্ম্মের কথা বুঝিবার শক্তি জন্মে। সুতরাং কর্ম্মের বিষয় জানিতে হইলে অগ্রে সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন।

শিষ্য। সাংখ্যদর্শনের কথা শুনিয়াছি,—তবে কি আপনার মত এই যে, সাংখ্যদর্শন না পাঠ করিলে কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে না?

গুরু। সাংখ্য অর্থে একখানি দর্শন গ্রন্থ নহে।

শিষ্য। তবে সাংখ্য কি?

গুরু। সাংখ্য শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—

"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা। সম্যগ্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।"—"যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। এক্ষণে বোধ হয়, তুমি সাংখ্য শব্দের অর্থ অবগত হইতে পারিয়াছ?

শিষ্য। হাঁ তাহা বুঝিয়াছি,—কিন্তু সেই সাংখ্য বা আত্মতত্ত্ব কি প্রকারে বোধগম্য হইতে পারে।

গুরু। এ স্থলে একটু বিশেষ বিচার আছে।

শিষ্য। কি?

গুরু। সাংখ্য, জ্ঞান ও কর্ম্ম—ইহা বুঝিবার প্রয়োজন। এই তিন লইয়াই মানুষের মানুষত্ব। মনুষ্যেতর কোন জীবে ইহা নাই। তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই ত্রি-তত্ত্বই মনুষ্য-জীবনের সার, একথা বলিয়া থাকেন। তুমি বোধ হয় জান যে, তাঁহারা বলেন,—Thought, Action and Feeling, এই তিন লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। Thought ঈশ্বর মুখ হইলে জ্ঞানযোগ, Action ঈশ্বর-মুখ হইলে কর্ম্মযোগ এবং Feeling ঈশ্বর মুখ হইলে ভক্তিযোগ। অতএব, রামানন্দ রায় মহাশয় যে বলিয়াছিলেন;—স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়, তাহা এই Feeling এর পরিচালনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাংখ্য হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতে ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভক্তি কি, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কর্ম্মের শুভাশুভ ফল যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যদি কেহ বিশ্বাস করিতে না চাহে; কিন্তু কর্ম্মফল বিশ্বাস না করিয়া, থাকিবার উপায় নাই।

শিষ্য। কেন? যে পরকাল বা জন্মান্তর না মানে?

গুরু। তাহাকেও কর্ম্মফল মানিতে হইবে।

শিষ্য। কিসে?

গুরু। কর্ম্ম যে কেবল পরলোকে বা জন্মান্তরেই ফল প্রদান করিয়া থাকে, এমন নহে। ইহজীবনেও কর্ম্ম, ফলদান করে। রৌদ্র লাগাইলে অসুখ হয়, আগুণে হাত দিলে হাত পোড়ে, লোকের সহিত ঝগড়া করিলে সে গালাগালি দেয়, মদ খাইলে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, গুলি খাইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, ভোজন করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, জলপানে পিপাসা যায়, অপ্রিয়দর্শনে মনে অসুখের উদয় হয়, প্রিয়দর্শনে প্রীতি জন্মে, দান করিতে করিতে মনে এক অননুভূত আনন্দ জন্মে,—এ সমুদই কর্ম্মের ফল। এ সকল দেখিয়া কি মনে করা যাইতে পারে না যে, কর্ম্মের ফল নিশ্চয় আছে?

শিষ্য। সে কর্ম্মফল ইহজীবনে পাওয়া যায়, তাই তাহা মানিতে পারা যায়, কিন্তু যাহা দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা মান্য করিব কেন?

গুরু। কর্ম্মের ফল মান্য কর কি না, আগে তাহাই বল?

শিষ্য। তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে, ইহকালে কর্ম্মের যে ফল পাওয়া যায়, তাহাই মান্য করিব—পরলোকে কি হয় না হয়, সে সন্ধান কে রাখে!

গুরু। কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ মরে,—সুতরাং তাহার ফল কোথায় যাইবে? যে কর্ম্ম, ফল দান করে নাই, তাহার কি হইবে? ইহজীবনে কর্ম্ম যখন ফলদান করে, দেখিতে পাও,—তখন যে কর্ম্ম করিয়াছ, অথচ ফল পাও নাই, সে কর্ম্মের ফল কি হইবে? কর্ম্মের ফলদানের শক্তি আছে, একথা অবশ্য তোমার বিজ্ঞান-সম্মত, এবং তুমিও বোধ হয়, সে কথা অস্বীকার করিতে পারিবে না। শক্তির অক্রিয়ত্ব নাই,—সুতরাং ফল দানে সে কখনও বিমুখ হইবে না। কাজেই মানবের কৃত-কর্ম্ম ইহজীবনে ফলদান না করিলে, তাহা কখনই নিবৃত্তি পাইবে না। সুতরাং তাহা মরণান্তেও ফলদান করিবে, এবং সেই ফলেই জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া শুভাশুভ যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং সুখ দুঃখ উপভোগ করিতে থাকে।

শিষ্য। হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিগণের মধ্যে অধিকাংশই জন্মান্তর গ্রহণটা মান্য করে না। তাহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান, এবং মুসলমানই প্রধান।

গুরু। পূর্ব্বে তোমাকে এ সম্বন্ধে অনেক করিয়া বুঝাইবার যত্ন পাইয়াছি। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি

এই তত্ত্ব সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী কোন জ্ঞানীর সঙ্গে কখনও আলোচনা করিয়াছ?

শিষ্য। হাঁ, করিয়াছি।

গুরু। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তুমি ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছ?

শিষ্য। আমি যে ধর্ম্মী নহি, সে ধর্ম্মের বিষয় যে, ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না; তবে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা মনে রাখিয়াছি।

গুরু। সেই সম্বন্ধে আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব—তুমি যাহা জান, তাহা বল। সোজা কথায়, তোমার ভ্রান্তি ঘুচাইবার চেষ্টা করিব। তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ যে, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমানগণ কর্ম্ম-শক্তি বা কর্ম্মফল মান্য করেন?

শিষ্য। হাঁ, বুঝিয়াছি, তাঁহারা কর্ম্ম-ফল ও কর্ম্ম-শক্তি মান্য করিয়া থাকেন।

গুরু। কি করিয়া বুঝিয়াছ?

শিষ্য। তাঁহারা যখন আত্মার স্বর্গ ও নরকবাস স্বীকার করেন, তখন অবশ্যই কর্ম্মফল মান্য করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলই জীবাত্মাকে স্বর্গ ও নরকবাসে লইয়া গিয়া থাকে।

গুরু। হাঁ, তাঁহারা কর্ম্মফল মান্য, যে জন্য করিয়া থাকেন, তাহা তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। কর্ম্মফলই পাপ-পুণ্য।

সৎকর্ম্মের ফল পুণ্য, এবং অসৎ কর্ম্মের ফল পাপ;—পুণ্যে স্বর্গ হয়, এবং পাপে নরকে লইয়া গিয়া থাকে। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে একটা বড় কথা আছে।

শিষ্য। কি?

গুরু। মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানগণ কর্ম্মফল মানেন, কিন্তু কর্ম্ম-শক্তি বোঝেন না, এবং ঈশ্বরের বিচারে বড় অধিক পরিমাণে দোষারোপ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। কি প্রকার?

গুরু। হিন্দুরা বলেন যে, জীবাত্মা যখন মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তখন সে কর্ম্ম করে, দেহান্তে অর্থাৎ পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া, সে তাহার কৃতফলে হয় স্বর্গে, নয় নরকে যায়, যদি তাহার পাপের ভাগ অধিক হয়, তবে সে নরকে যায়,—কর্ম্মানুযায়ী নরক ভোগ করিয়া, কৃত সৎকর্ম্মানুসারে তার পরে স্বর্গে যায়, এবং কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গভোগ করে, ঐরূপ, যে অধিক পুণ্য ও অল্প পাপ করে, সে অগ্রে স্বর্গে যায়, এবং সেখানে পুণ্যানুযায়ী স্বর্গভোগ পূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের ফলজন্য নরকে যায়, এবং যথোপযুক্ত কাল নরকভোগ করিয়া ঐরূপে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার কর্ম্মের ভোগ যায়, কিন্তু শক্তি বা সংস্কার যায় না। তাহাই তাহার গুণ হয়। সেই গুণ বা সংস্কার লইয়া সে উপযুক্ত যোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীগণ

পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মা যে প্রকারে এবং যেখানে যায় বলেন, তাহা বোধ হয়, তুমি অবগত আছ ?

শিষ্য। হাঁ, তাহাও শুনিয়াছি।

গুরু। কি, বল দেখি ?

শিষ্য। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ বলেন,—স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ ও পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিধান করেন। দোষী যে দণ্ড প্রাপ্ত হয়, সেই দণ্ডে সে অনন্তকাল নরকে যায়, আর পুণ্যকারীর পুণ্যের পুরস্কারের যে বিধান করেন, তাহার ফলে পুণ্যাত্মা অনন্তকালের জন্য স্বর্গে যায়।

গুরু। কিন্তু এ মত ভাল নহে। ইহাতে ঈশ্বরকে কেবল যে নিষ্ঠুর বলা হয়, তাহা নহে, তাঁহাকে ঘোরতর অবিচারক বলা হয়। ইয়োরোপের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখকগণ এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, ঈশ্বর যে হাকিমের মত আদালতে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তদপেক্ষা হিন্দুর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। বিখ্যাত লেখক টেলরসাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"The Buddist Theory of "Karma" or "Action." which Controls the destiny of all sentient beings, not by Indicial rewards and punishment, but by the present is ever determined by the past in an

undroken line of causation is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation." Primitive Culture,—Vol. II, P. 12.

কথাটায় যে নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা বোধ হয়, তোমার বুঝিতে বাকি নাই। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ বলেন, ঈশ্বর, পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া স্বর্গে বা নরকে পাঠান। অতএব কার্য্যের কর্ত্তা হইতেছেন, ঈশ্বর। ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবের ভাগ্য বিচার করিবার জন্য আইন-কানুন প্রস্তুত করিয়া বসিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বদা আদালতের হাকিমের ন্যায় বিচার কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন ও মর্ত্তবাসী মৃতজীবের বিচার কার্য্য পরিসমাপ্তি করেন। কিন্তু হিন্দু বলেন, তাহা নহে। তিনি অনির্লিপ্ত—তিনি বিরাট, তিনি কার্য্য-কারণের অতীত,—কার্য্য-কারণই জীবের জন্মান্তর ও ভাগ্য নির্ণয় করিয়া থাকে।

শিষ্য। এস্থলে একটি কথা বলিবার আছে।

গুরু। কি, বল?

শিষ্য। যদি বলা যায়, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ ঈশ্বরের হাতে যে প্রকারে কার্য্যভার রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজন আছে, আর হিন্দুগণ যে ভাবে ঈশ্বরকে দূরে রাখে, অর্থাৎ আমাদের উন্নতি অবনতির জন্য তিনি দায়ী নহেন—এইরূপ অবস্থায় হিন্দু ধর্ম্মে বোধ হয় ঈশ্বরকে বাদ দিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

গুরু। হিন্দুর মত ঈশ্বরকে নিকটে আর কেহ দেখে না। হিন্দু বলেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অঃ, ৬১-৬২ শ্লোঃ।

"হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতসকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।"

এত নিকটে ঈশ্বরকে আর কোন্ জাতি দেখিয়া থাকে? তার পরে, হিন্দুর ঈশ্বর তাহার প্রাণের আরও নিকটে—আরও প্রাণের মাঝারে হিন্দু ঈশ্বরকে রাখিয়া অভিমানের অশ্রুজলে নয়ন ভাসাইয়া বলে,—

"বঁধু, কি আর বলিব তোরে,
অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে॥"

হিন্দুর মত এই যে, ঈশ্বর আর জীবে বড় অধিক প্রভেদ নাই—জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর অনন্ত শক্তিময়, তাঁহার শক্তির ইয়ত্তা করা

যায় না। তাঁহার সেই অগণ্য, অপরিমেয় শক্তির একটি নাম মায়া। মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্ত্বাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই;—জগতে আমরা যে চৈতন্য দেখিতে পাই, তাহা তাঁহারই অংশ বা কলা;—তাঁহার সিসৃক্ষা (সৃজনেচ্ছা) এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথক্‌ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোনপ্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন! পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে।

কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের মতে ঈশ্বর তাহাদিগকে বিচার করিয়া যে পথে চালনা করিবেন, তাহারা সেই পথে যাইবে। এ সম্বন্ধে তোমাকে ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি, এস্থলে বলা পুনরুল্লেখ মাত্র।

শিষ্য। পুনরুল্লেখ হইলেও কৃপা করিয়া আরও একবার কথাটার আলোচনা করিতে হইবে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম, আজি কালি আমাদের দেশের রাজধর্ম্ম, রাজধর্ম্মের একটা প্রবলাশক্তি আছে, অর্থাৎ তাহার প্রচার উপায় বহুবিধ,—অনেকে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে, অতএব তাহার আলোচনা করা আমার কর্ত্তব্য। তবে হিন্দুর কথা যাহা বলিলেন, তাহার এখনও মীমাংসা শেষ হয় নাই।

গুরু। কি শেষ হয় নাই, বল?

শিষ্য। যদি ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই তাঁহার চৈতন্যাংশ মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে মুক্ত হইবে কে? অথবা কেমন করিয়া মুক্ত হইবে?

গুরু। ঈশ্বরের কিছু এমতরূপ ইচ্ছা নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়া অতিক্রমের নিয়মও তাহার মধ্যে রাখিয়াছেন। সেই উপায়ই সাধনা।

শিষ্য। এইবার পূর্ব্ববিষয়ের আলোচনার পথ আরও পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। স্বর্গে বা নরকে যাওয়াই কি সেই মায়া-মুক্তি?

গুরু। না,—তাহা কর্ম্মভোগ।

শিষ্য। তাহা হইলে স্বর্গ বা নরক ভোগই জীবের শেষ উদ্দেশ্য নহে?

গুরু। কখনই নহে—প্রকৃত সাধক স্বর্গ বা নরক-বাসের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা চান মোক্ষ।

শিষ্য। স্বর্গ বা নরকবাস কর্ম্মফলানুসারে ঘটিয়া থাকে।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। স্বর্গ বা নরকে কতদিন থাকিতে হয়?

গুরু। তাহার কি কোন স্থিরতা আছে; যে, যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার অনুপাতে সে সেইরূপ কাল তথায় বাস করিবে।

শিষ্য। খ্রীষ্টিয়ানেরা বলেন, অনন্তকালের জন্য জীবের স্বর্গ বা নরকবাস হয়।

গুরু। তবে কি স্বর্গ ও নরকবাসই জীবের শেষ পরিণতি?

শিষ্য। তাহাই ত বোধ হয়।

গুরু। যাহারা অল্প পাপ ও অধিক পুণ্য করিয়াছে, তাহারা কোথায় যাইবে?

শিষ্য। বোধ হয়, স্বর্গে।

গুরু। যেহেতু তাহার পুণ্যের ভাগ অধিক,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের শাস্তি আর হইল না? জমাখরচে বাদ গেল? কিন্তু ইহা কি বিজ্ঞান-সম্মত? শক্তির অক্রিয়ত্ব জগতের কোথাও দেখিয়াছ কি? পুণ্য-কর্ম্ম হউক, আর পাপকর্ম্ম হউক,—কর্ম্মের শক্তি আছে, জমাখরচে তাহা বাদ যায় না। যাহার পাপ অধিক, পুণ্য কম; সে নরকেই গেল, পুণ্যের কোন পুরস্কারই হইল না,—এরূপ হইলে ঈশ্বরের বিচারের উপর দোষারোপ করা হয়।

শিষ্য। যদি এরূপ বলা যায় যে, যাহার পুণ্যের ভাগ অল্প, সে অল্প দিনের জন্য স্বর্গবাস করিয়া আসিয়া অনন্ত কালের জন্য নরকে যায়; এবং যাহার পাপের ভাগ অল্প, পুণ্যের ভাগ অধিক, সে অল্পকাল নরকভোগ করিয়া অনন্তকালের জন্য স্বর্গলোকে চলিয়া যায়।

গুরু। সে কথার কোন মূল্যই নাই। যেহেতু, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে,—অভাব হইল না। কেন না, পরিমিত কাল স্বর্গে বা নরকে বাস করিয়া অনন্ত কাল নরকে বা স্বর্গে বাস করা কোন্ বিধি? আমি তোমার নিকট একটি লোকের কথা বলি, তুমি বিচার করিয়া বল দেখি, তাহার বিচার কি প্রকারে হইবে? যদি বল, ঈশ্বর যে বিচার করিবেন, তাহার ধারণা আমরা কি করিয়া করিব? সে কথা হইতে পারে না, তিনি যখন পাপের পুরস্কার ও পুণ্যের বিচার করিয়া স্বর্গ বা নরক বাসের ব্যবস্থা দিবেন, তখন বিচার করিতে সক্ষম সকলেই। মনে কর, এক ব্যক্তি সমস্ত জীবন পরের অনিষ্ট করিয়া পরস্বাপহরণ করিয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া আসিয়া মধ্য-জীবনে কোন সাধু বা প্রচারকের উপদেশে সৎকার্য্যে মনঃসংযোগ করিল, এবং পূর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরোপকার, দান, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার শেষ জীবনে অর্থকষ্টে পতিত হওয়ায় এক দিন সে চুরি করে, কিন্তু চুরি করিয়া কতক নিজে ভোগ করিল, অভ্যাসবশে দয়ার্দ্র হইয়া কতক দীন-দুঃখীকে বিভাগ করিয়া দিল, এই সময়েই তাহার মৃত্যু হইল, এখন সে কোথায় যাইবে?

শিষ্য। আমি এ জটিল কথার কি উত্তর দিব?

গুরু। যদি সে তাহার পূর্ব্বকৃত দুষ্ক্রিয়ার জন্য প্রথমে পরিমিতকাল নরকভোগ করে এবং তৎপরে মধ্যকালের সৎক্রিয়ার জন্য পরিমিতকাল স্বর্গে যায়, তবে কি সেই একদিনের পাতকের জন্য অনন্তকাল আবার নরকে আসিয়া বাস করিবে? তবে তাহার সেই একদিনের পাতকের ফল, সমস্ত জীবনের পুণ্যেও কিছুই করিতে পারে নাই? ইহাও কি ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা ও অবিচার নহে? অনন্ত-কালের তুলনায় পরিমিতকাল কতটুকু, তাহা বোধ হয়, তুমি অনুমান করিতে পার? সুতরাং পরিমিতের সহিত অনন্তকালের ব্যবস্থা অবশ্যই নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ নাই।

শিষ্য। এস্থলে যদি বলা যায়, পাপ-পুণ্যের পরিমাণানু-যায়ী পরিমিতকাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা পৌর্ব্বাপর্য্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে।

গুরু। তাহা হইলেই সেই আসল কথা বাহির হইয়া পড়িল।

শিষ্য। কি কথা?

গুরু। সেই পরিমিত কালের ভোগাবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে?

শিষ্য। যদি বলা যায়, পরব্রহ্মে লীন হইবে।

গুরু। তাহা বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যে হেতু সদসৎ জ্ঞান এবং সদসৎ কর্ম্মই যদি ফল লাভের উপায় হয়, তবে স্বর্গ ও নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র,—কর্ম্ম ক্ষেত্র নহে, এবং স্থূল দেহ শূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য অভাবে স্বর্গে বা নরকে জ্ঞান ও কর্ম্মের অভাব হয়। অতএব, সে প্রশ্নের কিছুমাত্র নিরাস হইল না। অধিকন্তু সেই একই প্রশ্ন থাকিল যে,—সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়? *

শিষ্য। হিন্দু শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলেন?

গুরু। হিন্দু শাস্ত্র বলেন,—জীবাত্মা তখন তাহার কৃত-কর্ম্মের ভোগাবশেষ সংস্কারটুকু বুকে করিয়া জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। আবার কর্ম্ম করে, কর্ম্মফল সঞ্চিত হয়,—আবার যায়, আবার আসে। এই যাওয়া-আসাতেই ক্রমে গুণের ভাল মন্দের তারতম্য

* আমরা সানুনয়ে আমাদের মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতাগণকে অনুরোধ করিতেছি, এ প্রশ্নের উত্তর যদি কিছু তাঁহাদের শাস্ত্রে থাকে, এবং আমাদের কথা ভুল হইয়া থাকে, তবে প্রকাশকের ঠিকানায়, এই প্রবন্ধটির খণ্ডনার্থ বিজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা জীবাত্মা ভোগ কাল অন্তে কোথায় যায়, তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন, দ্বিতীয় সংস্করণে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব। তবে অসার প্রবন্ধ হইলে তাহা পরিত্যক্ত হইবে, এবং তাহা ফেরৎ দেওয়া বা তাহার উত্তর বা কোন প্রকারে তাহা ব্যবহার করা হইবে না।

হয়,—সেই গুণের নিরাস করিতে গুণানুসারে কর্ম্ম করিতে হয়। গুণের ক্ষয় হইলে, জীব শিব হইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বদ্ধজীব।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, পরমাত্মা তাঁহারই শক্তি মায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া বদ্ধজীব। অতএব, সেই মায়া কি, এবং মায়া হইতে মুক্তির উপায় কি, তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। মায়া কি, তাহা তোমাকে প্রথমে শক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্দেবীভাগবত হইতে শ্রবণ করাইয়া, পরে, অন্যান্য কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমে পৌরাণিক মতটা শ্রবণ করিয়া লও।

দেবী ভাগবতে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপক উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। নারদ বলিতেছেন,—"আমি এক দিন অদ্ভুতকর্ম্মা হরির দর্শন কামনা করিয়া স্বর-তান মনোরম বীণাক্বাণে সপ্ত স্বর সমন্বিত সামগায়ত্রী গান করিতে করিতে সত্যলোক হইতে নয়ন-মনোহর শ্বেত-দ্বীপে গমন করিয়াছিলাম। তথায় যাইয়া আমি দেবদেব চতুর্ভুজ চক্রপাণি গদাধরকে দর্শন করিলাম। তাঁহার নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামমূর্ত্তি উরঃস্থিত কৌস্তুভপ্রভায়

উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনি পীতাম্বর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, মস্তকে পরম প্রভায় সমুজ্জ্বল মুকুট শোভা পাইতেছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ বিলাসশালিনী পয়োধি-নন্দিনীর সহিত পরম প্রমোদে ক্রীড়া করিতেছেন। সমস্ত রমণীগণের শ্রেষ্ঠতমা, কমনীয়দর্শনা, কনকপ্রভা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বভূষণে বিভূষিতা, রূপযৌবন-গর্ব্বিতা, বাসুদেবপ্রিয়া কমলাদেবী আমাকে অবলোকন করিয়াই জনার্দ্দনের সন্নিধান হইতে অন্তর্ধান হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। সিন্ধুজাদেবীর স্তনাদি বস্ত্রমধ্য হইতেও দৃষ্ট হইতেছিল, অতএব তিনি সত্বর হইয়া অন্তর্গৃহে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে আমি বনমালাধারী জগৎপ্রভু দেবদেব জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মুরঘাতন! ভগবন্! লোকমাতা কমলাদেবী আমাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সন্নিধান হইতে কি জন্য উঠিয়া গেলেন? জগদ্গুরো! আমি বিটও নহি, ধূর্ত্তও নহি,—আমি ইন্দ্রিয় ও ক্রোধ জয় করিয়া তপস্বী হইয়াছি, আমি মায়াকেও পরাজিত করিয়াছি, অতএব দেব! কমলা-দেবীর গমন করিবার কারণ কি? আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন।

জনার্দ্দন আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বীণাধ্বনির ন্যায় সুমধুর-স্বরে আমাকে বলিলেন, নারদ! এ বিষয়ের বিধি এইরূপ, যে কোন ব্যক্তির

স্ত্রী হউক না কেন, পতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সন্নিধানে অবস্থিতি করা নারীগণের কদাচই উচিত নহে। নারদ! মায়াকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম, যাঁহারা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ পবন, আহার ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, সেই সাংখ্য যোগীগণ এবং দেবগণও মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন না। তুমি কহিয়াছ যে, "আমি মায়াকে জয় করিয়াছি" ইহা তোমার যোগ্য বাক্য নহে; যেহেতু গীতজ্ঞানদ্বারা অনুমান হয় যে, তুমি অবশ্যই সঙ্গীতশব্দে মোহিত হইয়া থাক। আমি, শিব, ব্রহ্মা ও মুনিগণ কেহই সেই অজয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হই নাই, তুমি বা অন্য কোনও ব্যক্তি তাহাকে পরাজয় করিবে, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? দেবদেহ, নরদেহ অথবা তির্য্যক্ দেহই হউক, যে জীব শরীর ধারণ করে, তাহাদের মধ্যে কেহই এই অজয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। বেদবিৎ বা যোগবিৎ অথবা সর্ব্বজ্ঞ কিম্বা জিতেন্দ্রিয়ই হউক, গুণত্রয়-সমন্বিত কোনও পুরুষ মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, এই অখিল জগৎ, স্বয়ং নিরাকার হইলেও সাকারকারী কালেরই অধীন; কিন্তু নারদ! সেই কাল ও মায়ার কি এক রূপ;—কি উত্তম, কি মধ্যম ও অধম মূর্খ, সকল জীবই সেই কালের বশীভূত হইয়া আছে। স্বভাব দ্বারা কিম্বা কর্ম্মদ্বারাই হউক, কালধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকেও যখন

বিকল করিয়া তুলে, অতএব তাহার কার্য্য অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় জানিবে।

বিষ্ণু এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই সনাতন বাসুদেব জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রমাপতে! মায়ার রূপ কি প্রকার, মায়া কেমন? তাঁহার বলেরই বা পরিমাণ কত? তাঁহার সংস্থান কোথায়? সে কাহার আধার? তাহা আমাকে বলুন। হে জগতী-পালক! আমি মায়াকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অভিলাষী, আপনি সত্বর আমাকে তাহা প্রদর্শন করান। হে রমাপতে! আমি মায়াকে জানিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া মায়ার বৈভব বর্ণন করুন।

বিষ্ণু বলিলেন,—ত্রিগুণাত্মিকা, অখিলের আধাররূপা, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বসম্মতা, অজয়া, অনেকরূপা, মায়া অখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। নারদ! তুমি যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে সত্বর আমার সহিত গরুড়ে আরোহণ কর, আমরা উভয়েই এখনি অন্য স্থানে গমন করিব, এবং অজিতাত্মা ব্যক্তিগণের দুর্জ্জয়া সেই মায়াকে দেখাইব; হে ব্রহ্মপুত্র! তুমি মায়াকে দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইও না। জনার্দ্দন আমাকে এই বলিয়া বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মৃতমাত্রেই সে হরির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। জনার্দ্দন গরুড়কে আগত দেখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন, এবং আমাকে লইয়া যাইবার

নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন। ভগবান্ যে কাননে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, গরুড় তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে বায়ুবেগে তথায় চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা গরুড়ে আরোহণ করিয়া মনোহর অরণ্য, দিব্য সরোবর, সরিৎ পুর, গ্রাম, খেট (কৃষকগ্রাম), খর্ব্বট (পর্ব্বত সন্নিহিত গ্রাম), গোব্রজ, মুনিগণের মনোহর আশ্রম, সুশোভন দীর্ঘিকা, পল্বল ও বিশাল পঙ্কজ ভূষিত হ্রদ, মৃগযূথ ও বরাহযূথ, বরাহবৃন্দ, এই সকল দর্শন করিতে করিতে কান্যকুব্জ দেশের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে এক মনোহর দিব্য সরোবর দর্শন করিলাম, তাহার পরম মনোহর সরোজ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ও সৌগন্ধ্য বিস্তার করিতেছে, ভৃঙ্গ সকল কলগুঞ্জনে শ্রবণ ও অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, নানাবিধ পঙ্কজাত প্রফুল্ল পুষ্প সকল শোভা পাইতেছে, হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকাদি জলচরপক্ষী সকল কলরব করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বারি ক্ষীর-তুল্য সুমিষ্ট, সেই সরোবর পয়োনিধিকে যেন স্পর্দ্ধা করিতেছে। অত্যন্ত অদ্ভুত সেই তড়াগ অবলোকন করিয়া ভগবান্ আমাকে কহিলেন, নারদ! দেখ, দেখ, সুবিমল বারি পরিপূরিত, সর্ব্বত্র পঙ্কজ দ্বারা আচ্ছন্ন সুগভীর সরোবর কেমন শোভা পাইতেছে, ইহাতে কলকণ্ঠ সারসগণ সুমধুর রব করিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে স্নান করিয়া

আমরা কান্তকুব্জ নামক পুরবরে গমন করিব, এই বলিয়া শীঘ্র আমাকে গরুড় হইতে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হাস্য করিয়া আমাকে তাহার তীরদেশে লইয়া গেলেন। সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট মনোহর তটদেশে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ভগবান্ আমাকে বলিলেন, মুনিবর! ইহার বিমল জলে তুমি অগ্রে স্নান কর, তদনন্তর আমি এই পরম পবিত্র তড়াগে স্নান করিব। নারদ! দেখ, ইহার জল সাধুজনের চিত্তের ন্যায় কেমন নির্ম্মল। তাহাতে আবার পঙ্কজপংক্তির পরাগ-পুঞ্জে সুবাসিত হইয়া কেমন সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব আমাকে এই বাক্য বলিলে পর, আমি বীণা ও মৃগাজিন পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া স্নানের অভিলাষে বারিরাশির সমীপস্থ তীরে গমন করিলাম। হস্ত-পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শিখাবন্ধন ও কুশগ্রহণ করিয়া আচমনান্তে শুচি হইয়া সেই জলে অবগাহন করিলাম। আমি স্নান করিতেছি, হরি আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় জলে নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, আমি পুরুষরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোহর স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন হরি আমার মৃগচর্ম্ম ও বীণাগ্রহণ করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আমি সুচারু ভূষণসমূহে বিভূষিত নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব দেহ বিস্মৃত হইয়া

গেলাম। অনন্তর, সেই মনোমোহন রমণীরূপ ধারণ করিয়া তড়াগ হইতে নির্গত হইয়া নলিনীকুল-বিরাজিত নির্ম্মল জলপূরিত দিব্য এক সরোবর দর্শন করিলাম, তদ্দর্শনে এ কি? মনে মনে বারম্বার এইরূপ বিস্ময় জন্মিতে লাগিল। আমি নারীরূপ ধারণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বহুতর গজ ও বাজিরাজি পরিবৃত হইয়া তালধ্বজ নামক এক নরপতি রথে আরোহণপূর্ব্বক সহসা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজা মূর্ত্তিমান্ মন্মথের ন্যায়, তাঁহার দিব্য-দেহে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। নরপতি সেখানে আসিয়াই আমাকে দেখিতে পাইলেন;—দিব্য আভরণে বিভূষিত আমার দেহ এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আমার আনন নিরীক্ষণ করিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্যাণি! তুমি কে? তোমার কি বিবাহ হইয়াছে? অথবা এখনও অবিবাহিতা আছ? এই সরোবরেই বা কি জন্য আগমন করিয়াছ,—এবং কেনই বা দুঃখিনীর ন্যায় বিমনা হইয়া আছ? যদি তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর,—তাহা হইলে আমার গৃহে চল, এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তুর উপভোগে চিত্তবিনোদন করিতে থাক।"

ঐ রাজার নাম তালধ্বজ। তালধ্বজ আমাকে এইরূপ বলিলে, আমি বলিলাম,—রাজন্! আমি কাহার কন্যা, কি জাতি, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং এখানে কেন

আছি, তাহার কিছুই অবগত নহি। এক ব্যক্তি আমাকে এই সরোবরে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহাও আমি বলিতে পারি না, বা তাহাকেও আমি চিনি না। আমি অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়াছি, এক্ষণে আমি কোথায় যাইব, কি করিব, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব - তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি আপনি দয়া করিয়া আপনার আশ্রয়ে আমাকে লইয়া যান, আমি যাইতে স্বীকৃত আছি,—এবং আমার হিতার্থে আপনি যাহা বিবেচনা করিয়া বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

রাজা আমার কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। আমার বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মন মন্মথশরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তিনি অনুচরগণের উপর আমার জন্য সুন্দর যানবাহন আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন,— তাহারা আজ্ঞা প্রতিপালন করিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার জন্য সুন্দর যানাদি আনয়ন করিল। আমি রাজার প্রিয়সাধন কামনায় তাঁহাতে আরোহণ করিলাম; রাজাও প্রমোদিত হইয়া আমাকে গৃহে লইয়া গিয়া বিবাহের বিধি অনুসারে শুভদিনে শুভলগ্নে হুতাশন সন্নিধানে আমার পাণিপীড়ন করিলেন। আমি তাঁহার প্রাণ হইতেও গরীয়সী প্রেয়সী হইলাম, রাজা আদরপূর্ব্বক আমার সৌভাগ্যসুন্দরী এই নাম রাখিয়া দিলেন। তৎপরে আমাকে লইয়া বিলাস

বাসনার ফুলশয্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলা অতিবাহিত করিয়া দিলেন, আমিও তাঁহার প্রণয়ে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম,—উভয়ে উভয়ের মুহূর্ত্তকাল বিরহ সহ্য করিতে পারিতাম না। রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া দিবানিশি অতিবাহিত করিতেন, আমারও রাজার দর্শনহীন মুহূর্ত্ত সময় দীর্ঘ সময়ের ন্যায় জ্ঞান হইত। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল,—আমি গর্ভবতী হইলাম। তদ্দর্শনে নরপতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আমার গর্ভ সংস্কারক্রিয়া সমস্তই সম্পাদন করিলেন। রাজা আমার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া সর্ব্বদাই গর্ভদোহদের নিমিত্ত অভিলষণীয় দ্রব্যের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন; আমি তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইতাম, তাহাতে নরপতি আরও প্রীতবান্ হইতেন। এইরূপে দশমাস পরিপূর্ণ হইলে, শুভদিনে আমি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলাম—রাজা, পুত্র জন্মিল দেখিয়া আমার উপরে সাতিশয় প্রীত ও অনুরাগবান্ হইলেন। তৎপরে যথাযোগ্য বিধিতে পুত্রের সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। তারপর, দুই বৎসর পরে আবার আমি গর্ভবতী হইলাম,—যথাসময়ে আর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলাম,—দ্বিতীয় পুত্রও সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজার ঔরসজাত বারোটি পুত্র প্রসব করিয়া তাহাদের লালনপালনেই মোহিত

হইয়া থাকিলাম। তারপর, ক্রমে ক্রমে আরও আটটি পুত্র আমার গর্ভে উৎপন্ন হইল ;—এইরূপে আমার সুখ-সম্পন্ন গৃহস্থলী সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজা যথাকালে সেই পুত্রসকলের যথোচিতরূপে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। তাহাতে পুত্রবধূ ও পুত্রসমূহ দ্বারা আমার পরিবার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গেল। তদনন্তর আমার কতকগুলি পৌত্র হইল, তাহারা নানাবিধ ক্রীড়ারসে আমার মনোমোহ আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। এইরূপে কথন সুখ ও ঐশ্বর্য্য এবং কথনও পুত্রগণের রোগজনিত আশ্চর্য্যজনক দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহাতে আমার মানসে দারুণ সন্তাপ জন্মিতে লাগিল ; মুনিসত্তম ! আমি সুখ-দুঃখাত্মক, মিথ্যাচারময় সংকল্পজনিত এইরূপ তুচ্ছতর মায়ায় সঙ্কটসাগরে নিমগ্ন, অতএব পূর্ব্ববিজ্ঞান ও শাস্ত্রবিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া নারীভাবে গৃহকার্য্যেই নিরত হইয়া থাকিলাম। আমার এতগুলি পুত্রবধূ হইয়াছে, এই বলবান্ পুত্রসকল একত্র মিলিত হইয়া মদীয় গৃহে ক্রীড়া করিতেছে, আহা ! এই সংসারে আমি নারীগণের মধ্যে ধন্যা ও পুণ্যবতী হইয়াছি, তথন আমার এইরূপ মোহ-কর্ত্তৃক অহঙ্কারও জন্মিয়াছিল। আমি নারদ, ভগবান্ আমাকে মায়া দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন, এইরূপ ভাব আমার মনোমধ্যে কথনই উদয় হয় নাই। আমি সদাচার-নিরত রাজপত্নী ও পতিব্রতা, আমার এতগুলি পুত্র পৌত্র

জন্মিয়াছে,—আমি সংসারে ধন্যা, এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যাদি চিন্তা করিয়াই আমি মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া কাল-যাপন করিয়াছিলাম।

কিন্তু সংসার আবর্ত্তের ভাগ্য-বিধান সকলেরই এক-প্রকার। সুখ-দুঃখ পরিবর্ত্তনক্রমে জীবভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আমারও তাহা ঘটিল,—কোন দূরদেশের এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি আসিয়া আমার স্বামীর রাজ্য অবরোধ করিল। আমার স্বামীরও অসংখ্য সৈন্য,—অসংখ্য সমরাশ্ব, অগণিত রণগজ, এবং বাহুবল বিস্তর ছিল। আমার পুত্র-পৌত্রগণ এক একজন মহাবীর; সেই রাজা সৈন্য দ্বারা আমাদের নগর বেষ্টন করিলে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া রণস্থলে গমনপূর্ব্বক বিপক্ষের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু কালপ্রভাবে বৈরিগণ আমার পুত্র ও পৌত্রগুলিকে নিহত করিল। রাজাও যুদ্ধস্থলে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র-পৌত্রগণের নিধন দর্শনে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন। তারপর আমি শুনিলাম যে, আমার সমস্ত পুত্র ও পৌত্রগুলি সেই ভীষণ সমরে নিহত হইয়াছে। সেই বলবান্ রাজা আমার পুত্রপৌত্রগণকে নিহত করিয়া স্বীয় সৈন্যগণ সহ নিজ নগরে প্রতিগমন করিয়াছেন তখন আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই সংগ্রামস্থলে সত্বর যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি সেই দারুণ দুঃখপীড়িত পুত্র ও

পৌত্রগণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এই সময়ে ভগবান্ নারায়ণ, সুশোভন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আমার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার বসন পবিত্র ও মনোজ্ঞ; তাঁহাকে বেদজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। আমাকে রণাঙ্গনে দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার আলাপ কোকিলতুল্য, তোমাকে পতিপুত্রবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী গৃহস্বামিনী বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তুমি জানিও যে, এ সকল কেবল মোহজনিত ভ্রম মাত্র, তুমি রোদন করিও না। কেন রোদন করিতেছ, কেনই বা বিষণ্ণ হইতেছ? ভাবিয়া দেখ, তুমি কে, এই পুত্রগণই বা কাহার? আপনার উত্তম গতি কিসে হইবে, তাহাই তুমি চিন্তা কর,—রোদন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া সুস্থ হও। দেবি! পর-লোকগত পুত্রগণের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে জল ও তিল দান কর, মৃত ব্যক্তিদিগের বন্ধুগণের তীর্থস্নান করা কর্ত্তব্য, অতএব স্বকর্ত্তব্য পালন কর।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-রূপধারী ভগবান্ এইরূপ বলিলে, আমি এবং রাজা বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া গাত্রোত্থান করিলাম। দ্বিজরূপধারী ভূতভাবন ভগবান্ মধুসূদন অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, আমি সত্বর হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

সেই পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিতে লাগিলাম। দ্বিজরূপ-ধারী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি আমাকে সেই পুংতীর্থ নামক সরোবরে লইয়া গিয়া কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন,—গজেন্দ্রগামিনি! তুমি এই পরম পবিত্র তড়াগ-জলে স্নান কর, নিরর্থক শোক পরিত্যাগ কর; এক্ষণে তোমার পুত্র-গণের ক্রিয়াকাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ, জন্মজন্মান্তরে কোটি কোটি পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোটি কোটি পুত্র-কন্যা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কোটি কোটি পিতা, পতি ও ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়াছ, আবার তাহাদিগকে হারাইয়াছ। বল দেখি, ইহাদের মধ্যে তুমি এখন কাহার নিমিত্ত দুঃখ করিবে?—এই সকল মনোজাত ভ্রমমাত্র,—এই সংসার মোহময়, ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা ও স্বপ্নসদৃশ,—ইহা দ্বারা দেহিগণের সন্তাপ মাত্রই জন্মিয়া থাকে।

আমি বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্নান করিবার বাসনায় সেই পুংতীর্থের জলে অবগাহন করিলাম, তখন নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, আমি পুরুষ হইয়া গিয়াছি,—নিজদেহধারী হরি বীণা ও মৃগাজিন লইয়া তীরে দণ্ডায়মান আছেন। আমি উন্মগ্ন হইয়া যখন তীরস্থিত কমললোচন কৃষ্ণকে অবলোকন করিলাম, তখনই আমার চিত্তে প্রত্যভিজ্ঞানের উদয় হইল; তখন মনে আসিল,—আমি নারদ, এই স্থানে আসিয়াছি, এবং মদন

মোহন হরিকর্ত্তৃক মায়ায় মোহিত হইয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছি, তখন ভগবান্ হরি আমাকে কহিলেন, নারদ! উঠিয়া আইস, জলে কেন অবস্থিতি করিতেছ? আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আমার নিদারুণ স্ত্রীস্বভাব স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার কি হেতু পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলাম, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি সেই সলিলমধ্যে রমণীরূপে নিমগ্ন হইয়া বিপ্রবর নারদরূপে উন্মগ্ন হইলাম দেখিয়া, সেই মহীপতি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা কোথায় গেল, এবং মুনিসত্তম নারদই বা সহসা কোথা হইতে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে না দেখিয়া নানাবিধ শোকবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, ভগবান্ হরি বলিলেন, রাজন্! তুমি এত বিষাদ করিতেছ কেন? তোমার প্রিয়তমা অঙ্গনা কোথায় গিয়াছে? তুমি কি কখন শাস্ত্র শ্রবণ বা বুধগণের আশ্রয় গ্রহণ কর নাই? তোমার সেই প্রিয়াই বা কে,—আর তুমিই বা কে? তোমাদের সংযোগ ও বিয়োগ কীদৃশ এবং কোথায় তাহা সজ্ঘটিত হইয়াছিল; রাজন্! নৌকায় নদী পার হইবার সময়, মানবগণের যেরূপ ক্ষণিক সম্মিলন হয়, এই প্রবাহরূপ সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদির মিলনও সেইরূপ জানিবে। অতএব নৃপবর! তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর,—বৃথা

রোদনে আর ফল কি? মানবগণের সংযোগ ও বিয়োগ সর্ব্বদাই দৈবের অধীন, অতএব তাহাদের নিমিত্ত বিলাপ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। রাজন্! এই নারীর প্রতি তোমার মিলন এই স্থানেই হইয়াছিল, এবং তুমি সেই বিশালাক্ষী কৃশোদরী সুন্দরীকে এই স্থানেই হারাইয়াছ। তুমি উহার পিতা মাতাকে দেখ নাই, কাক-তালীয়ের * ন্যায় এই সরোবরেই প্রাপ্ত হইয়াছ। সে যেরূপে তোমার হইয়াছিল, সেই ভাবেই আবার তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি আর বৃথা শোক করিও না; কাল অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না, তুমি গৃহে গমন পূর্ব্বক কালযোগে পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ কর। সেই বরবর্ণিনী রমণী যেরূপে আসিয়াছিল, সেইরূপেই গমন করিয়াছে, তুমিও সেইরূপ সকলের প্রভু থাকিয়া নিজ-রাজ্যে পূর্ব্বে যেরূপ রাজকার্য্য করিতেছিলে, এক্ষণেও

---

* কোন তাল পক্ক হইলে তাহার পতন সময় হইয়াছিল, তখন একটি কাক আসিয়া তাহার উপর বসিল, সে উড়িবামাত্র তালটি খসিয়া পড়িলে লোকে বলিল যে, কাক তাল ফেলিয়া দিল, কিন্তু তাহা নহে; তালের পতন সময় হইয়াছিল বলিয়াই পড়িয়াছিল; ইহাকেই কাকতালীয় ন্যায় কহে। এখানে বলা হইল,—তোমাদের মিলনের সময় হইয়াছিল বলিয়া মিল হইয়া-ছিল, এখন বিয়োগের সময় হইয়াছে বলিয়া বিয়োগ ঘটিল,—ইহাতে মৃত্যু বা বিধাতা প্রভৃতির দোষ নাই, অতএব অনর্থক বিলাপ করা অনুচিত।

সেইরূপ কার্য্য কর, কেন না তাহাই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। রাজন্! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি দিবারাত্র রোদন করিলেও সেই রমণী আর পুনর্ব্বার আসিবে না। যাও, আমার বাক্যে এখন তুমি যোগমার্গে মনঃসংযোগ করিয়া কালযাপন করিতে থাক। ভোগ্য বস্তু সকল কালবশেই উপস্থিত হয়, আবার কালবশেই প্রতিগমন করে, অতএব এই নিষ্ফল সংসার-মার্গে শোক করা কদাচই জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য নহে। একত্র সুখসংযোগ এবং একত্র দুঃখসংযোগ সর্ব্বদাই সংঘটিত হয় না, অতএব এই সংসারে সুখ ও দুঃখ স্থির না থাকিয়া ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় সততই ভ্রমণ করিতেছে। অতএব, নৃপবর! মনঃস্থির করিয়া যথাসুখে রাজ্য করিতে থাক, অথবা আপন সন্তানের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনগমন কর, রাজন্! মানবদেহ জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্তই দুর্ল্লভ; অতএব সেই দেহ প্রাপ্ত হইলেই পরমার্থ সাধনা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। নৃপবর! কান্তার বিরহজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন কর। কান্তাদির প্রতি প্রীতি ও স্নেহাদি সমস্তই ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী মায়ার কার্য্য। সেই মায়াদ্বারাই এই অখিল জগৎ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ হরির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

রাজা গৃহে গমন করিলে, ভগবান্ অধোক্ষজ আমাকে

দেখিয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে আমি সেই দেবদেব জগন্নাথকে কহিলাম, দেব! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, মায়ার বল অতি মহৎ, তাহা আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম। জনার্দ্দন! আমি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসমুদয়ই স্মরণ করিতেছি। হরি! আমি সরোবর-সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া স্নান করিতেই আমার পূর্ব্ববিজ্ঞান বিগত হইল কেন? আর যখন আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া শচীদেবীর ইন্দ্র-প্রাপ্তির ন্যায় নৃপতিকে পতি লাভ করিলাম, তখন আমি মোহিত হইলাম কেন? আমার সেই পূর্ব্বের মন, সেই পুরাতন জীবাত্মা, এবং সেই পুরাতন সূক্ষ্মদেহ, এই সমস্তইত বিদ্যমান ছিল; তবে কেন আমার স্মৃতির বিনাশ হইল? প্রভো! এই জ্ঞাননাশ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, রমানাথ! আপনি দয়া করিয়া আজ ইহার যথার্থ কারণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়াছি এবং সুরাপান ও অন্যান্য অবিহিত দ্রব্যও ভোজন করিয়াছি, মধুসূদন! এই সকলের বা কারণ কি? তখন আমি আপনাকে নারদ বলিয়া জানিতে পারি নাই আমি এখন যেরূপ পরিস্ফুটরূপে সমস্তই অবগত হইতে পারিতেছি, তখন তাহার কিছুই পারি নাই কেন?

কেশব কহিলেন, ধীমান্ নারদ! এ সমুদয়ই ঈশ্বরে

মায়ার বিলাস মাত্র। তুমি জানিও যে, সমস্ত জন্তুগণের দেহেই অনেকপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। দেহিগণের একমাত্র দেহেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া; এই চারি প্রকার দশা হয়, তবে দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে যে দশা বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ করিতেছ কেন? মানবগণ যখন সুপ্ত হইয়া থাকে, তখন কোনও বিষয় জানিতে পারে না, শুনিতে পায় না, বলিতে পারে না। কিন্তু পুনরায় জাগরিত হইয়া সমস্ত বিষয়ই অশেষরূপে জানিতে পারে। নিদ্রাদ্বারা চিত্ত চালিত হয়। তখন স্বপ্ন দ্বারা মনের বিবিধ প্রকার অবস্থাভেদ ও মনোভাবের অনেকরূপ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। প্রমত্ত বারণ আমাকে হনন করিতে আসিতেছে, আমি পলায়নে সমর্থ হইতেছি না, কি করি, কোথায় যাই, আমার সত্বর পলায়নের স্থান নাই, স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ নানাপ্রকার মনোভাব হইয়া থাকে। আবার কখনও স্বপ্নে দৃষ্ট হয় যে, আমার মৃত পিতামহ গৃহে আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতে পাইতেছি। স্বপ্নে সুখ দুঃখ যাহা কিছু অনুভূত হয়, জনগণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে পারে, এবং সেই স্বপ্নঘটিত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিতে পারে। নারদ! স্বপ্নদর্শন সময়ে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল ভ্রমাক্রান্ত বলিয়া কেহই যেমন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে না, মায়ার প্রভাব সেইরূপ দুর্ভেদ্য জানিবে। মুনিবর! মায়ার গুণ-

ত্রয়ের পরম দুর্গম প্রভাবের পরিমাণ, আমি, শম্ভু বা পদ্মযোনি কেহই জানেন না, তবে অন্য কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিয়া জানিতে পারিবে? অতএব, নারদ! এই সংসারে মায়ার গুণের পরিজ্ঞান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ মায়ার গুণত্রয়ে নির্ম্মিত; মায়ার গুণ ব্যতিরেকে এই সংসারের কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। আমি সত্ত্বগুণপ্রধান, কিন্তু রজ ও তমোগুণ আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি ভুবনেশ্বর হইয়াও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই না। সেইরূপ তোমার পিতা প্রজাপতি রজঃপ্রধান, কিন্তু সত্ত্ব ও তমোগুণ কদাচই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, আবার মহাদেব তমঃগুণপ্রধান, কিন্তু তাঁহাতেও রজোগুণ নিত্যই বিদ্যমান্, অতএব কোন পুরুষ এই গুণত্রয় হইতে বিভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না;—আমি ইহা শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। মুনিবর! মায়া যে কি অঘটন ঘটন পটীয়সী অদ্ভুত পদার্থ, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ,—অতএব যত কিছু দেখ, সমস্তই মায়ার খেলা। মায়াই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।

তোমার নিকটে মায়ার একটি অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করিলাম, ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে, মায়া কি প্রকার চরিত্রের পদার্থ। নারদের ন্যায় দেবর্ষিকেও মুহূর্ত্তে ভুলাইয়া ফেলে।

শিষ্য। গল্প শুনিলাম,—গল্পটি অত্যন্ত চিত্তরঞ্জক এবং কৌতুহলোদ্দীপক, তাহাও বুঝিলাম।

গুরু। বুঝিলে না কি?

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না, উহার ভিতরের কথা।

গুরু। ভিতরের কি কথা।

শিষ্য। একটি হ্রদের জলে স্নান করিবামাত্র, নারদ স্ত্রীলোক হইয়া গেল; কথাটা শুনিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কি?

গুরু। খুব হয়।

শিষ্য। তবে এরূপ একটা গল্প-কথায় বিশ্বাস করা যায়, কি প্রকারে?

গুরু। ভগবান্ আর নারদ যদি যথার্থই এরূপ করিয়া থাকেন, তবে ভগবানের মায়াতে এমন একটি হ্রদ আর সেই হ্রদের জলের যে এমন অদ্ভুত শক্তি হইতে পারে—এ ধারণা কি, তোমার হয় না?

শিষ্য। আমার বিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু আমি তর্কস্থলে বলিতেছি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের সন্দেহ হইতে পারে, তাহা খণ্ডনের উপায় কি?

গুরু। জীবগণের শিক্ষাদানার্থ সমস্ত ধর্ম্মের মহাত্মাগণই এরূপ অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা আছে,—ইহাতে প্রতিবাদ করিবার উপায় কাহারও নাই।

শিষ্য। কেন?

গুরু। সকল জাতির ধর্ম্মেই এমন অদ্ভুত কথা আছে।

শিষ্য। যাহারা ধর্ম্ম মানে না,—যাহারা বৈজ্ঞানিক?

গুরু। সকল স্থলে তাহাদের সহিত তর্ক চলে না। বিজ্ঞান স্থির করিতে পারে নাই, এমন অনেক কথা সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই আছে; সে সকল বিষয় মানব-বুদ্ধির অতীত।

শিষ্য। তবে কি ঐ কথার অন্য কোন মূল নাই?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি?

গুরু। ঐ কথা রূপক হইতে পারে।

শিষ্য। রূপক? কি প্রকার?

গুরু। মায়ার শক্তিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য রূপক সৃষ্টি হইয়াছে।

শিষ্য। কে করিয়াছে?

গুরু। গ্রন্থকর্ত্তা।

শিষ্য। গ্রন্থকর্ত্তা কে?

গুরু। ব্যাসদেব।

শিষ্য। তিনি এমন আজগুবি রূপকের সৃষ্টি করিলেন কেন?

গুরু। আজগুবি নহে,—অতি মনোরম ও সত্যভাবে পরিপূর্ণ।

শিষ্য। আমাকে কিছু বুঝাইয়া দিন।

গুরু। মায়া দুরত্যয়া—নারদের ন্যায় দেবর্ষিও তাহাতে মুগ্ধ হয়েন। ঐ হ্রদ মায়াকুণ্ড বা গর্ভ। নারদের যখন ঐরূপ অহঙ্কার হইল যে, তিনি মায়া হইতে মুক্ত, তখন সেই অহঙ্কারের বলেই তাঁহাকে একবার মায়াকুণ্ডে আসিয়া রমণী হইতে হইয়াছিল।

শিষ্য। গল্পটা তবে বাস্তবিকই রূপক? রূপকটি শিক্ষাপ্রদ বটে। এক্ষণে সংক্ষেপতঃ মায়ার স্বরূপ কি, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৭ম অঃ, ৪ শ্লোঃ।

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। তৎপরেই বলিতেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৭ম অঃ ৫ শ্লোঃ।

ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি, আমার পরা বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা, এবং জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।

এক্ষণে ইহা দ্বারা বুঝিয়া দেখ, ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া আপনার সত্তাকে শিবরূপী করিতে পারা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি।

শিষ্য। এক্ষণে আমাকে স্বধর্ম্মাচরণ-সাধন-পদ্ধতি বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। স্ব স্ব বর্ণোচিত বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে স্বধর্ম্মাচরণ বলা যাইতে পারে,—স্ব স্ব বর্ণোচিত গুণানুসারে কর্ম্ম করাকে স্বধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। ভাল, সকল বর্ণের মানুষ, স্ব স্ব বর্ণোচিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিলেও ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবে ত?

গুরু। সে কথা, শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন,—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—৪র্থ অঃ, ১ শ্লোঃ।

"যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়।"

ইহাতেই ভগবদুপাসনা পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও, যে তাঁহার পথের অনুবর্ত্তী হয়, এ কথা বুঝিতে পারা গেল। তবে ইহা বলা হয় নাই যে, সকলেই আমাকে পাইবে। শ্লোকটি আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে টীকা বুঝিবার প্রয়োজন। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্লোকটির এইরূপ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "প্রভো! আসল কথাটা কি, তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম্মে কিছু পাইব না কি? সে গুলা কি পণ্ডশ্রম?" ভগবান্ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিত্ত ভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে, যে ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,—অর্থাৎ যে নিষ্কাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়।

তার পর দ্বিতীয় চরণ। "মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়।" এ কথার অর্থ সহসা এই বোধ হয়

যে, আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে সেই পথে চলে। এথানে সে অর্থ নহে,—গীতাকারের "Idiom" ঠিক আমাদের "Idiom" সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ, এই যে, "উপাসনায় বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে।" "মানুষ যে দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে, কেন না, এক ভিন্ন দেবতা নাই, আমিই সর্ব্বদেব—অন্যদেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরূপ দিই। এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই,—ইন্দ্রিয়াদিও আমি। আমিই ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই।" ইহা নিকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন, কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের কেহ সজীবের, কেহ নির্জ্জীবের, কেহ মনুষ্যের, কে অশ্বাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসন করে। এই সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধে

উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দন সিন্দূরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দূর লেপিয়া যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ জ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্ব্বতকে বল্মীকপরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ব্রহ্ম-বাদীও ঈশ্বর-স্বরূপ অবগত নহেন—শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে এক জনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনই গ্রাহ্য। স্থূল কথা, উপাসনা আমাদিগের চিত্ত-বৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য, ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত, আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টি বিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি বিচারক, কেন না কর্ম্মের ফলবিধাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের উপায়

স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অঃ, ১২শ শ্লো।

ইহলোকে যাহারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে, এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়।

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্ম্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে, এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফলপ্রাপ্ত হয়।

সে ফল সামান্য। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না করিয়া লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব যে, যে সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অঃ, ১৩ শ্লোঃ।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও বিকাররহিত জানিও।

সেই পূর্ব্বের কথা আবার আসিয়া পড়িল, অর্থাৎ যাহারা তাঁহার বিরাটতত্ত্ব ভাবনা করিতে পারে না, যাঁহারা তাহার বিশ্বরূপ মনে আনিতে পারে না,—তাহারা তাঁহার বিভূতি চিন্তা করিবে। তদর্থে স্বধর্ম্মাচরণই কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, তখন জীব উক্তরূপে অগ্রসর হইতে পারে। কর্ম্মের দ্বারাই কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় হয়,—অতএব, স্বধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকৃত্য।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, মানব স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিলে, কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু অনেকে বলেন, ও-গুলা জড়ের উপাসনা, উহাতে আত্মার উন্নতি না হইয়া অবনতিই হয়। ঐ সকল কার্য্য করিতে করিতে

মানুষ উহাতেই লিপ্ত থাকে। অতএব, ঐ সকল সকাম কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে। আর এই মাত্র বলিলেন যে, ঐ সকল কর্ম্মের ফল সামান্য, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল বৃহৎ,—অতএব ঐ সকল ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিতে যাওয়া ভুল নহে কি?

গুরু। ক্ষুদ্র ও বৃহতের কথা যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য; কিন্তু পাটের মহাজনীতে যথেষ্ট লাভ আছে, জানিয়াও মানুষ মাথায় করিয়া ঘোলের ভাঁড় লইয়া গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে "চাই ঘোল" "চাই ঘোল" বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরে কেন? তাহার পাটের মহাজনী করিবার উপযুক্ত অর্থ নাই বলিয়া। তদ্রূপ নিষ্কামকর্ম্ম করিবার যাহার শক্তিসামর্থ্য নাই, সে কাজেই সকামকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, এবং তাহাই তাহার করাও কর্ত্তব্য।

শিষ্য। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত যে সকল কার্য্য করে, তাহা কি জড়ের উপাসনা নহে?

গুরু। না।

শিষ্য। অনেকে তাহা বলে।

গুরু। বিধর্ম্মিগণ বলে।

শিষ্য। কিন্তু তাহারাও ত বুঝিয়া বলে?

গুরু। না।

শিষ্য। না বুঝিয়াই বলিয়া থাকে?

গুরু। নিশ্চয়। তাহারা শাস্ত্রের অর্থ জানে না, ভাব গ্রহণ করে না, তাই বলে।

শিষ্য। আমিও কিন্তু বুঝিতে পারি না যে, তাহাতে কি প্রকারে কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয়। অতএব, আমার ইচ্ছা, আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বধর্ম্মাচরণের নিত্য ক্রিয়াগুলি আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের নিত্যক্রিয়ায় বড় অধিক পার্থক্য নাই। তবে অবশ্য সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি কতকগুলিতে ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিকার নাই।

শিষ্য। চারিবর্ণের গুণের পার্থক্য আছে,—চারিবর্ণের নিত্যক্রিয়াদির বড় অধিক পার্থক্য নাই কেন?

গুরু। যে ব্রাহ্মণ, ভগবানের বিরাটরূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অনবগত, সে ব্রাহ্মণের যে কার্য্য, শূদ্র হইতে তাহা অধিক উন্নত হইতে পারে না, তবে গুণসম্ভাবিতায় যাহা একটু পার্থক্য আছে, তজ্জন্যই সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতির একটু পার্থক্য।

শিষ্য। আপাততঃ প্রাতঃকৃত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

গুরু। কি উপদেশ পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা বল?

শিষ্য। প্রথমতঃ সকলেই বলে, হিন্দুর নিত্যকৃত্য জড়োপাসনা,—অতএব আমি শুনিতে চাই, উহা জড়োপাসনা কি না? দ্বিতীয়তঃ—নিত্যকৃত্য বিষয় সমুদয় কি প্রকারে পালন করিতে হয়, এবং তাহা করিলে কি প্রকারে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়?

শুরু। ঐ সকল বুঝাইতে হইলে শ্রেণীবদ্ধক্রমে ঐ সকল বিষয়ের অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হয়, তাহার স্থল এ নহে। তবে মোটামুটি যতদূর পারি, তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

নিত্যকৃত্য সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত;—(১) প্রাতঃকৃত্য, (২) পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য, (৪) অপরাহ্নকৃত্য, (৫) সায়াহ্নকৃত্য, (৬) রাত্রিকৃত্য।

সাধারণতঃ দিবারাত্রি আট ভাগে বিভক্ত। উহার এক এক ভাগের নাম প্রহর বা যাম। তাহার অর্দ্ধাংশকে যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ কহে। যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ ধরিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নিত্যক্রিয়াগুলির নির্দ্ধারণ হয়। সুতরাং প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ দেড় ঘটিকা। এই হেতু যামার্দ্ধের কর্ত্তব্য প্রতি দেড় ঘটিকার করণীয় বলিয়াই নিরূপিত। রাত্রির শেষ যামার্দ্ধ সাড়ে চারিটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত। দিবার প্রথম যামার্দ্ধ ছয়টা হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত। এই প্রকারে পর পর ভাগ করিলেই ষোড়শ সংখ্যা যামার্দ্ধ দিবারাত্রি শেষ হয় এবং ষোড়শ যামার্দ্ধই দিবা-রাত্রি শেষ।

প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় চিন্তন, দৈনিক ধর্ম্ম ও তদ্‌বিরোধী অর্থাদি চিন্তন, পৃথিবীকে নমস্কার, মলমূত্র ত্যাগ, শৌচাচরণ, আচমন, দন্তধাবন, তিলকধারণ, প্রাতঃসন্ধ্যা, এই কয়েকটি প্রাতঃকৃত্য।

দেবগৃহ মার্জ্জনাদি, গুরু ও মাঙ্গল্যদ্রব্য দর্শন, কেশ

প্রসাধন, দর্পণে মুখ দর্শন, পুষ্পচয়ন ; এইগুলি প্রথম যামার্দ্ধে সম্পাদন করিতে হয়।

শাস্ত্রালোচনা ও বেদাভ্যাস দ্বিতীয় যামার্দ্ধে করণীয়।

অর্থ সাধন অর্থাৎ পোষ্যবর্গের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাধন চেষ্টা করিবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধে মধ্যাহ্ন স্নান, তর্পণ, ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, ও পূজাদি করিবে,—এইগুলিই পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

মধ্যাহ্ন কৃত্য, পঞ্চম যামার্দ্ধে হোম, বৈশ্বদেব বলি, অতিথিসৎকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাস দান ও ভোজন।

অপরাহ্ন কৃত্য,—ষষ্ঠ যামার্দ্ধ, সপ্তম যামার্দ্ধ এবং অষ্টম যামার্দ্ধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত, এই সময়ে নিরুদ্বেগ হইয়া চিত্তরঞ্জক ও ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্দ্ধক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে অর্থাৎ নিদ্রা ক্রীড়াদি পরিত্যাগ, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিবে এবং দিবার শেষ অংশ ভ্রমণ ও সাধুজন সহ আলাপে অতিবাহিত করিবে।

সায়াহ্ন কৃত্য—সূর্য্যাস্তের একদণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়ং সন্ধ্যোপাসনা করিতে হয়।

রাত্রিকৃত্য—প্রথম যামে দিবাকৃত কর্ম্মের আলোচনা ও অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার সম্পাদন করিবে।

দ্বিতীয় যামে বৈশ্বদেব বলি, অতিথিসৎকার, সায়ং ভোজন প্রভৃতি নিষ্পাদন পূর্ব্বক তৎপরে শয়ন ও যথাবিধি দারোপগমনাদি দ্বারা রাত্রি অতিবাহিত করিবে।

শিষ্য। ঐ সকল কার্য্যের ও উহার মন্ত্রাদির অর্থ শ্রবণ করিতে আমি অভিলাষ করি।

গুরু। ঐ সকল কার্য্যের ব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি অগাধ। অতএব, তাহার সম্যক্ ব্যাখ্যা করা সময় সাপেক্ষ। তবে তুমি মোটামুটি কতকগুলি জিজ্ঞাসা কর, যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। প্রাতঃকালে উঠিয়াই পাঠ করিতে হয়;—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

ব্রহ্মামুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনী রাহু কেতু
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

গুরু। এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি আছে?

শিষ্য। ইহাও কি স্বধর্ম্মাচরণ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি লাভের উপায় কোথায়?

গুরু। কেন?

শিষ্য। ঐ মন্ত্রগুলিতে দুর্গানামের মাহাত্ম্য ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি,

রাহু, কেতু প্রভৃতি দেবতা (গ্রহও দেবতা) গণকে ডাকিয়া, তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করা হইল,—তোমরা আমার সুপ্রভাত কর। অর্থাৎ এই যে প্রভাত, ইহা যেন আমার পক্ষে সুখদ হয়,—ইত্যাদি প্রার্থনা করা হইল। এই প্রার্থনায় কৃষ্ণ-ভক্তি লাভের কি আছে?

গুরু। ভগবানই বিশ্বরূপ,—তিনিই বলিয়াছেন, আমিই সমস্ত দেবতা। এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সে সমস্তই ভগবানের বিভূতি। দুর্গা সেই ভগবানের শক্তি, মহামায়া বা প্রকৃতি, অতএব ভগবানের সেই শক্তি স্মরণ করা কি ভগবদ্ভক্তিলাভের উপায় নহে? ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—ইঁহারা সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময় ভগবানের গুণাবতার,—আর গ্রহগণ—যাঁহারা আমাদের এই সৌরজগতের ধারণ, পরিচালন ও রক্ষা করিতেছেন,—তাঁহারাও ভগবানেরই অংশ বা বিভূতি। অতএব উক্ত মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বময় জগৎপাতার বিশ্বরূপ, এই ধ্যান করা হইল। নিদ্রাত্যাগান্তে মধুর উষানিল-ব্যজনে স্নিগ্ধশরীরে একবার ভগবানের বিশ্বময় রূপের ভাবনা কি কৃষ্ণভক্তির বিরোধী? নিদ্রাত্যাগান্তে মানব যেন নূতন জগতে আসিয়া পুনর্জ্জাতবৎ ধর্ম্মতত্ত্বের আদি সোপানে অবস্থিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু যাহারা ভগবানের বিশ্বরূপ না বুঝিতে পারে, তাহারা কি ভাবে?

গুরু। ভাবুক, দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য্য

প্রভৃতি দেবতাগণকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদিগের নিকটে সুপ্রভাতের কামনা করিয়া প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিতেছি,—ইহাতে তাহাদের উন্নতি হয়, কেন না, জগতের শক্তিতত্ত্বে বিশ্বাস জন্মে।

শিষ্য। আরও কতকগুলি মন্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিতে হয়।

গুরু। হাঁ হয়। সে মন্ত্র আমি বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে। এই সকল ধর্ম্মাচরণে জীবের কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় কি না।

শিষ্য। বলুন,—হাঁ, আর এক কথা।

গুরু। কি?

শিষ্য। আমি যে মন্ত্রটি বলিলাম, তাহার পরেই পাঠ্য-মন্ত্র সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

গুরু। বল।

শিষ্য। সে মন্ত্র এই,—নিত্যকর্ম্মবিধানে আছে, নিদ্রাত্যাগান্তে প্রাগুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তৎপরে গুরু-দেবকে স্মরণ ও নমস্কার করিবে; যথা,—

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জ দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্ ॥

আমার বক্তব্য এই যে, দ্বিনেত্র ও দ্বিভুজ বলায় গুরুকে মানবই বুঝাইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, মানুষ হইয়া মানুষকে স্মরণ করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের উপায় কি ?

গুরু। গুরু বস্তু কি, তাহা তোমাকে আমি ইতঃপূর্ব্বে আর দুইবার বলিয়াছি। * এক্ষণে সে সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ না করিয়া, এস্থলে সোজা কথা এই বলিতেছি যে, মানুষ সান্ত—ভগবান্ অনন্ত। বিশেষতঃ যে অবস্থায় মানুষের স্বধর্ম্মাচরণ, সে অবস্থা মানুষের আধ্যাত্মিক-জগতের প্রথম-প্রবেশাবস্থা,—কাজেই সান্ত ভগবদ্ভক্তিহীন মানুষ কি করিয়া অনন্ত ব্রহ্মের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে ? কিন্তু সৎ হইতে হইলে, জীবনকে উন্নত করিতে হইলে, আদর্শের প্রয়োজন ; আদর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। শিষ্য হইতে সমুন্নত জ্ঞান-গুরুর আবশ্যক,—তাই মানুষ-গুরুর ভাবনা করিতে হয়। তাই মানুষের নিকট শিক্ষা পাইবার জন্য,—মানুষকে সর্ব্বময়ের ন্যায় ভাবনা ও ভক্তি করিতে হয়,—নিত্য তাঁহাকে ভাবনা করিতে করিতে জীবনটা তাঁহারই মত করিতে ইচ্ছা হয়, বা আপনিই হইয়া যায়। বালক তাহার খেলার সাথীর

* মৎপ্রণীত "দেবতা ও আরাধনা" এবং "দীক্ষা-দর্পণ" নামক গ্রন্থদ্বয়ে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা গিয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহা আর বলা হইল না। গুরুতত্ত্ব সেই গ্রন্থদ্বয়েই বিবৃত হইয়াছে।

মত চরিত্র গড়িয়া লয়। তাই আদর্শের জন্ত মানুষ, মানুষ-গুরু করে,—এবং তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন করিতে থাকে,—তাহাতেই নিত্য প্রভাতে গুরুর কথা স্মরণার্থ গুরুর স্তব ও প্র[illegible] হয়।

শিষ্য। তার পরে কোন্ মন্ত্র বলিতে চাহিতেছিলেন, তাহা বলুন?

গুরু। বোধ হইতেছে, তুমি নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির মন্ত্রগুলি মুখস্থ করিয়াছ,—ভাল, তার পরে কি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, বল দেখি?

শিষ্য। হাঁ, আমি সমস্তই মুখস্থ করিয়াছিলাম, আমার পিতা একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, বাল্যকালে—উপ-নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ সকল বিষয় আমাকে শিক্ষাদান করেন, এবং আমি এই সকল ক্রিয়া যাহাতে অনুষ্ঠান করি, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন।

গুরু। ভাল, তবে বল।

শিষ্য। গুরু-প্রণামাদির পরে পাঠ করিতে হয়,—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং
নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

গুরু। এখনও কি বলিতে চাহ, এই সকল স্বধর্ম্মের আচরণে কি করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয়? প্রভাতকালের সংসারের জ্বালাশূন্য—কামনার তাড়নাশূন্য প্রাণে, মানুষ আগে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি মহামায়া দুর্গাকে স্মরণ করিল, তার পরে ব্রহ্মাদি গুণাবতার, তৎপরে সৌরজগতের গ্রহগণকে ভাবিয়া লইল, অবশেষে জীবনের আদর্শ গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া আত্মচিন্তন করিল,—আমি কে, সচ্চিদানন্দ কে—আমিও তিনি, তিনিও আমি, এ সকল মধুর তত্ত্বের ভজনা করিয়া তৎপরে বলিল,—"প্রভু! তুমিই হৃদয়ে আছ, তোমা বই গতি নাই,—যেদিকে চালাইয়া দিবে, আমি অধম অকৃতজ্ঞ, সেই পথেই চলিব।" এমন আত্মসমর্পণ—এমন শৃঙ্খলাময় আরাধনায় ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না?

শিষ্য। শ্লোকটির অর্থ কিন্তু আমার আর একপ্রকার শোনা আছে।

গুরু। কোন্ শ্লোকের?

শিষ্য। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে"—ইত্যাদি।

গুরু। কি প্রকার অর্থ শোনা আছে, বল?

শিষ্য। "ঈশ্বর আমাদিগের হৃৎ-প্রদেশে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই আমাদিগকে ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আমি ধর্ম্ম জানি, আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম্ম জানি, তাহাতে নিবৃত্ত হইতে পারি না, অতএব, হৃষীকেশ! হৃদয়ে থাকিয়া তুমি আমাকে যে দিকে চালিত কর, আমাকে সেই দিকে চলিতে হয়।"

গুরু। না, অর্থটা ঠিক ঐরূপ নহে। পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অনুবর্ত্তিতা রাখিয়া অর্থ করাই কর্ত্তব্য।—"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব"—ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, "হে জগদীশ্বর! তোমার আদেশ পালনার্থ আমি সংসার-যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি, এই কারণে পরবর্ত্তী (এই) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তদীয় আদেশ ও প্রীতিবিধান কিরূপে হয়, তাহা হৃৎ-প্রদেশস্থ যে তুমি, সেই তোমার আজ্ঞা হইতেই তাহা অবগত হই, এবং ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে যে নিবৃত্তি, তাহাও তোমা হইতেই হইয়া থাকে,—তাহাতে মদীয় কর্ত্তৃত্ব নাই," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবলমাত্র তিনি "আমার প্রভু" এইরূপ ধারণা করা।

শিষ্য। তৎপরে নিম্ন মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা দেখা যায়; যথা,—

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহু সহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥
পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

পূর্ব্বকথিত ভগবানের নাম করিয়া না হয়, তাঁহাকে ভাবনা করা ভগবদ্ভক্তির উপায় হইতে পারে, কিন্তু কর্কোটক নাগ, দময়ন্তী, ঋতুপর্ণ রাজা প্রভৃতির নাম করিয়া কি ফল হয়?

গুরু। যে ফল, বা উহাতে চিত্তশুদ্ধি আদি যেরূপে হইয়া থাকে, তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, * সুতরাং এস্থলে আর সে বিষয়ের আলোচনা করিয়া অনর্থক

---

* মৎপ্রণীত "যোগ ও সাধন-রহস্য" নামক পুস্তকে এই সকলের যুক্তি লিখিত হইয়াছে,—তাহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হয় নাই, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সময় নষ্ট করিও না। একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে হইলে, মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লাভের প্রয়োজন হয়। অতএব, যে সকল বিষয় লইয়া একবার আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ কর, এবং তদ্ভিন্ন অন্য বিষয় উত্থাপন কর।

শিষ্য। তাহাই ভাল। ব্রাহ্মণগণ উপনীত হইয়াই সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকে বলেন, উহা জল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জড়ের উপাসনা, গায়ত্রী সম্বন্ধেও তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন,—কিন্তু শুনিয়াছি, সন্ধ্যোপাসনা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য,—এক্ষণে শুনিতে চাহি, ব্রাহ্মণেরা কি ভগবদ্ভক্তির বিরোধী কেবল জড়ের উপাসনা করিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন,—উহা কি স্বধর্ম্মাচরণ নহে, অথবা সোজা কথায় বলিতে গেলে উহা কি কৃষ্ণভক্তি-লাভের উপায় নহে?

গুরু। যে সন্ধ্যা-উপাসনা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য—(অবশ্য প্রথম জীবনে) তাহা কৃষ্ণভক্তি-লাভের উপায় নহে,—তাহা স্বধর্ম্মাচরণ নহে, এ কিরূপ সিদ্ধান্ত?

শিষ্য। সিদ্ধান্ত আমার নহে,—অনেকেই সন্ধ্যোপাসনাকে প্রকান্ত জড়োপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

গুরু। তাঁহাদের ভুল,—কারণ, ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা কোনরূপ আলোচনা করেন নাই, কেবল বাহিরের কথা শুনিয়াই আপন আপন ভ্রমাত্মক মতের প্রচার করিয়াছেন, মাত্র।

শিষ্য। যাঁহারা এই বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন,—ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞানতা নিবন্ধনই এই সন্ধ্যোপাসনারূপ জড়োপাসনা করিয়া থাকেন,—ইহাতে ঈশ্বরের আরাধনা হয় না, এবং সন্ধ্যা করিতে হইবে বলিয়া উন্নত শাস্ত্রেও বিধান নাই।

গুরু। না থাকিতে পারে, কিন্তু দর্শনে বা বিজ্ঞানে অথবা ভক্তিশাস্ত্রে যখন দখল হইয়া গিয়াছে, যখন ব্রহ্মবস্তু কি, উহা হৃদ্গত হইয়া গিয়াছে, তখন ইহার সন্ধ্যোপাসনার কথা উল্লেখ না থাকিলেও স্বধর্ম্মাচরণ অবস্থায় ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য,—এবং তাহাতে জড়োপাসনা না হইয়া ভগবদারাধনাই হইয়া থাকে,। শাস্ত্রে আছে,—

ত্রিংশৎকেট্যো মহাবীর্য্য সন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
কৃষ্ণাতিদারুণা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
উপাসতেঽত্র যে সন্ধ্যাং প্রক্ষিপন্ত্যাদকাঞ্জলিম্॥
দহ্যন্তে তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বিপ্রাঃ সন্ধ্যাং নিত্যমুপাসতে॥

ইতি কশ্যপঃ।

মহর্ষি কশ্যপ বলিয়াছেন,—“সন্দেহ নামক মহাবলবান্ ত্রিংশৎকোটি রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া একদা দিবাকর সূর্য্যের বিনাশার্থ আগত হইয়াছিল; পরন্তু দেবগণ ও ঋষিরা মিলিত হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধ্যার উপাসনা করেন, এবং

সেই সন্ধ্যোপাসনাকৃত বজ্রীভূত জলপ্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করেন।" এই জন্যই বিপ্রগণ নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন।

দেবশক্তি, পুণ্যশক্তি, আর পাপশক্তি দানব বা দৈত্য-শক্তি। চিরদিনই দেব-দানবে বা পাপ-পুণ্যে সমর। পাপ-শক্তি পুণ্যশক্তিকে বিনাশ করিবার জন্য চিরদিনই আগ্রহ-বান্- সূর্য্য ভগবানের আধারভূত দেবতা, এবং সূর্য্য-লোকে পুণ্যবানের আশ্রয়। সন্দেহ নামক মহাবলবান্ ত্রিংশৎ কোটি রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া দিবাকর সূর্য্যের বিনাশার্থ সমবেত হইয়াছিল,—মন্দেহ বা সন্দেহও পাপশক্তি,—উহাও দৈত্য বা রাক্ষস বংশসম্ভূত। সন্দেহই ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত,—এই সন্দেহ বহুল - সন্দেহ এক প্রকার নহে, বহু প্রকার। যত প্রকার সন্দেহ আছে, সকলে সমবেত হইয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল,—অর্থাৎ ভগবানের আধার—জীবের পুণ্যাশ্রয় বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, - কেন না, মানব-হৃদয়ে সন্দেহ সমবেত হইলেই তাহারা পুণ্যকার্য্যে বা ধর্ম্মাচরণে বিরত হয়,—ধর্ম্মাচরণে বিরত হইলে কাজেই ভগবানের আধার ও পুণ্যাশ্রয় সূর্য্যও অধর্ম্মাচারীর নিকটে রাক্ষস-কবলস্থ হয় অর্থাৎ পাপে তাহার চিত্ত আবৃত হইয়া পড়িলে, আর তাহার নিকট সূর্য্য প্রকাশমান থাকে না—সেই সন্দেহ কুলকে বিনিবারণ বা নষ্ট করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-গণ সন্ধ্যোপাসনাকৃত বজ্রীভূত জলপ্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্য-

গণের বিনাশ সাধন করেন,—অর্থাৎ সন্ধ্যা করিয়া সন্ধ্যার জল পরিত্যাগে সেই সন্দেহ-রাক্ষসকুলকে দূরীভূত করেন। যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা সন্দেহ-দোলায় দুল্যমান্, তাহাদের সন্ধ্যোপাসনায় সে সন্দেহ বিনাশ হইয়া থাকে।

যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ॥
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা।
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা॥
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ॥

সন্ধ্যা উপাসনা করিলে বিষ্ণুর উপাসনা করা হয়। যিনি গায়ত্রী, তিনিই সন্ধ্যা। একই দ্বিধা হইয়া রহিয়াছেন। যিনি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা করেন, তিনি তেজে ও তপস্যায় সূর্য্যের তুল্য হইয়া থাকেন। তাঁহার পদধূলি দ্বারা বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হন। সেই সন্ধ্যাপূত তেজস্বী বিপ্র জীবন্মুক্ত, সন্দেহ নাই।

শিষ্য। সন্ধ্যা করিলে বিষ্ণুর উপাসনা করা হয়,—ইহা এই প্রথম শুনিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, সন্ধ্যাটি আওড়াইয়া তাহার অর্থ আমায় শুনাইয়া দিন।

গুরু। সন্ধ্যাপদ্ধতি জানিতে হইলে, কোন নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি দৃষ্ট করিলেই দেখিতে পাইবে,—আমি এস্থলে তোমার বোধ-সৌকর্য্যার্থে এক সামবেদীয় সন্ধ্যাই বলিতেছি,—তবে এস্থলে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, অর্থগত

ভাব সাম, যজুঃ ও ঋক্ তিন বেদেরই প্রায় সমান। সা বেদীয় সন্ধ্যার বিষয় শ্রবণ করিলে, অপর গুলিও সহজে বুঝিতে পারিবে।

সন্ধ্যাপদ্ধতি-ক্রম এইরূপ,—

প্রথমে আচমন করিবে, --তৎপরে সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়া থাকিলে, দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা-উপাসনা করিবে।

অথাপোমার্জ্জনম্।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ১। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। ২। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তান ঊর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ৩। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা, ত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোহজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ। ৪।

অনুবাদ,—"মরুদেশোৎপন্ন জল আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। অনূপদেশোৎপন্ন জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন, সমুদ্রজল আমাদিগের মঙ্গল-বিধান করুন, এবং কূপজল

আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন। ১। পরিশ্রান্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিয়া যে প্রকার স্বাস্থ্যলাভ করে, স্নাত ব্যক্তি যেমন দেহের মল অপসরণ করে, এবং মন্ত্র পাঠ দ্বারা যে প্রকার হবিঃ পবিত্র হয়, জল আমাকে সেইরূপ পবিত্র করুন। ২। মহাপ্রলয় সময়ে কেবলমাত্র ব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত ছিল, তৎপরে সৃষ্টির আরম্ভকালে অদৃষ্টবশে সৃষ্টির মূল-স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র সঞ্জাত হইল। সেই সমুদ্রজল হইতে জগৎসৃষ্টিকারী বিধি সমুৎপন্ন হইলেন। সেই বিধিই দিবাপ্রকাশক সূর্য্য ও রজনীপ্রকাশক শশধরের সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ তৎকাল হইতেই দিবা, রাত্রি, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথানিয়মে প্রবর্ত্তিত হইল। তৎপরে ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে মহদাদি ঊর্দ্ধতন লোক চতুষ্টয় এবং ভূঃ প্রভৃতি লোকত্রয় সমুৎপাদন করেন।"

এই মন্ত্র পাঠ করিলে, প্রলয়, সৃষ্টি, সৃষ্টিকারী গুণ, জীবের অস্থায়িত্ব সমস্তই মনে পড়িয়া যায়। তখন কি জীবনের উন্নতির জন্য প্রাণ হইতে পাপের সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায় না?

শিষ্য। মন্ত্রগুলির যে অর্থ,—তাহাতে তাহাই হয় বটে,—কিন্তু কতকগুলি কথা পাঠ করিলেই কি মানস-গতি সেইরূপ হয়?

গুরু। হাঁ, হয়। শব্দের এমন ক্ষমতা আছে। কোন

শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার ভাব প্রাণের গায়ে মুদ্রিত হইয়া যায়।

শিষ্য। তাহাই যদি হইল, তবে জলের নিকট প্রার্থনা না করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেই ত সুবিধা হইত। জল ত জড়?

গুরু। জলের কাছে প্রার্থনা করা হয় না,—জলের শক্তি বা দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়। জলের যে কোন ক্ষমতা নাই, তাহা বালকেও জানে। জল যে, নির্জীব জড়, তাঁহা মূঢ়েরাও বুঝিতে পারে। কিন্তু জলের একটা শক্তি আছে, তাহা বিশ্বাস কর?

শিষ্য। হাঁ, জড়েরও শক্তি আছে।

গুরু। শক্তি, চৈতন্য ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, সে কথা স্বীকার কর?

শিষ্য। হাঁ,—তাহা স্বীকার না করিবার কারণ নাই।

গুরু। তবেই বুঝিয়া দেখ, জলের সেই শক্তি-চৈতন্যের নিকটে মানব প্রার্থনা করিতেছে—আমায় পবিত্র কর। মানুষ গঙ্গাস্নান করিতে যায়, ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যায়, সাগরে স্নান করিতে যায়, তাহাতে পুণ্য আছে বলিয়া করিতে যায়, কিন্তু গঙ্গাজল, ব্রহ্মপুত্রের জল অথবা সাগরের জল—এ সকল জলে কি পার্থক্য আছে?

শিষ্য। বিশেষ কিছু নাই। তবে ভৌতিক-পরমাণু-বিশেষের অল্পাধিকতা থাকিতে পারে।

গুরু। তাহাতে পাপ-পুণ্যের সম্বন্ধ কি আছে? যদি বল, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারক বলিয়াই লোকে ঐ সকল স্থানে স্নান করিতে যায়;—কিন্তু সে কথাও ভুল, কেন না, একদিন আধদিন স্নানে কি ফল হইতে পারে। বরং প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, যাহারা ঐরূপ স্নান করিতে গিয়াছে, তাহারা রোগগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

শিষ্য। তবে কি মাত্র পুণ্য করিতে যায়, ইহাই বিবেচনা করেন?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। জলবিশেষে স্নান করিলে পুণ্য হয়?

গুরু। হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে?

গুরু। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সাগর প্রভৃতি যে শব্দে ঐ নদ নদীগুলি অভিহিত, সেই শব্দের সহিত বহুদিন হইতে বহু মানুষের মনের ইচ্ছাশক্তির একটা সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে,—সেই সম্বন্ধ বা সঞ্চিত সংস্কার মানবকে যথোপযুক্ত ফলদানে সমর্থ। জল এই যে কথা বা শব্দ—ইহার সহিত মানুষের ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন ঘটিয়া জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা শক্তি-চৈতন্য তাহাই মানবকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয়। মনে কর, মানুষ দেবালয়ে গেলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয় হয়,—কেন হয় জান? সেই মনের ইচ্ছা। জগতের সমস্ত পদার্থেই শক্তি ও চৈতন্য বিদ্যমান। ইচ্ছাশক্তির দ্বারায় তাহাকে আকর্ষণ

করিতে পারিলেই, তদ্দ্বারা আপন অভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে। জলের বাহ্য আকার বা জড় আমাদিগের কিছু না করিতে পারে, কিন্তু জলের সূক্ষ্মতত্ত্ব সৃষ্ট-জগতের এক অঙ্গ,—সেই তত্ত্ব আমাদিগের উন্নতি করিতে পারে।

শিষ্য। হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ এ কথা বিশ্বাস করিবেন কি ?

গুরু। করিতে পারেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ, মুসলমানগণ এবং ঐ শ্রেণীর আরও দুই এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন জানি।

শিষ্য। কি প্রকারে জানিলেন ?

গুরু। জর্ডনের জল মানুষের আত্মাকে পবিত্র ও নূতন পথে লইতে সক্ষম, খ্রীষ্টিয়ানেরা একথা বলেন। মুসলমানদের উপাসনার পূর্ব্বেও জলদ্বারা পবিত্র হইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। তবে হিন্দু তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া ইচ্ছা-শক্তির সহিত সংযোগ করিয়া লয়েন, এই যা পার্থক্য।

সন্ধ্যোপাসনায় মার্জ্জনের পর প্রাণায়াম করিতে হয়।

অথ প্রাণায়ামঃ। তত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্ক্তি-ত্রিষ্টুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ওঁ

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ওঁ শিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ৫॥

(ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা, অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়ন্, নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং, দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং, হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ॥ ৬॥

(ততঃ অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা, বায়ুং সংস্তম্ভয়ন্, হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্॥ ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং, চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং, গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ॥ ৭॥

(ততোঽঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য, দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং ত্যজন্, ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ

প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ওঁ শ্বেতবর্ণং, দ্বিভুজং, ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং, ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ॥ ৮ ॥

ইতি প্রাণায়ামঃ।

অনুবাদ,—প্রাণায়ামের কথা বলা হইতেছে। সকল মন্ত্রই কোন্ ঋষি-কর্ত্তৃক প্রণীত, তাহাদিগের কি প্রকার ছন্দঃ, সেই সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কে, আর কোন্ কর্ম্ম সাধনার্থ সেই সমস্ত মন্ত্রের প্রয়োজন, এই সমস্ত অবগত থাকা কর্ত্তব্য। এই গুলি জানা না থাকিলে, কিরূপ ভাবে তাহার উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। যেমন গানের স্বরলিপি লিখিয়া দিলে গানটি অতি সহজে গীত হইবার উপায় হয়, তদ্রূপ ঋষি, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতি লিখিয়া দিলে, তাহার যথাযথ উচ্চারণ করিবার সুবিধা হয়। *

প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারের ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী উহার ছন্দ, অগ্নি উহার দেবতা এবং সমস্ত কর্ম্মের প্রারম্ভে উহার প্রয়োগ হয়। সপ্তব্যাহৃতি ঋষি প্রজাপতি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী;—উহার দেবতা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বৃহস্পতি, বরুণ, ইন্দ্র, ও বিশ্বদেব এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয়। বিশ্বামিত্র গায়ত্রীর

* মৎপ্রণীত "দেবতা ও আরাধনা" নামক গ্রন্থে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ঋষি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, উহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্য্য এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয়, গায়ত্রীশিরের ঋষি প্রজাপতি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য, এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয় ॥ ৫ ॥

তদনন্তর জলদ্বারা মস্তক বেষ্টন করতঃ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ পূর্ব্বক নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী, দ্বিভুজ এবং হংসবাহন (এইরূপে নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিয়া) সূর্য্যদেবের ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোকব্যাপী অত্যুত্তম জ্যোতিঃ চিন্তা করি। সেই জ্যোতি আমাদিগের বুদ্ধিকে সত্যমার্গে প্রবর্ত্তিত করুন। আপ, জ্যোতিঃ, রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্ম ভূরাদি তিনলোকে বিরাজমান আছেন। ৬। (এই প্রকারে থাকিয়া অনামা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া বায়ু নিরোধরূপ কুম্ভক করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবে।) যথা,—নীলোৎপলদলবৎ বর্ণবিশিষ্ট, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্হস্ত, গরুড়াসন বিষ্ণু আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। (এই প্রকার ভাবনান্তে) পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিতে হয়। ৭। তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলী উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা বায়ু পরিত্যাগান্তে মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—শুভ্রবর্ণ, ত্রিশূল-ডমরুধারী, অর্দ্ধশশীবিরাজিত, ত্রিলোচন, বৃষারূঢ় মহেশ্বর মদীয় ললাটদেশে অধিষ্ঠিত আছেন। (এই প্রকার ভাবনান্তে) পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিবে। ৮।

শিষ্য। কথাগুলি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল হইয়া পড়িল,—আমাকে একে একে প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে দিন।

গুরু। ভাল, তাহাই হউক।

শিষ্য। আপনি, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা প্রভৃতির কথা আমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই, আমি সে সকল কথা, উত্তমরূপে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, প্রাণায়াম করিবার জন্যই বোধ হয়, ঋষি প্রভৃতি অতগুলি কথার অবতারণা করা হইল?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? আপোমার্জ্জন সমাপ্ত করিয়াই প্রাণায়াম আরম্ভ করিলেই হইতে পারিত না কি?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। তাহা হইলে প্রাণায়াম-কার্য্য ঝটিতি ফলদানে সমর্থ হইত না।

শিষ্য। অতটি কথা বকিলেই কি তাহা সত্বরে সম্পন্ন হইতে পারিবে?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহা পারিবে?

গুরু। যে প্রকারে পারিবে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি,—ভুলিয়া যাও, ঐ-ত দোষ! ভাল, আরও একবার তাহা বলিতেছি,—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, মহ, জন, তপ্ ও সত্য এই সপ্তব্যাহৃতি। ইহাদিগের বিষয় প্রাণায়ামে সমাগত হইবে, সুতরাং উহাদিগের তত্ত্ব অবগত হওয়া বা ঐ স্থলে চিন্তাশক্তির পরিচালনা প্রয়োজন। তদর্থে ঐ বাক্যগুলি পাঠ করিতে হয়, উহা নিরর্থক নহে। যে কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, এ স্থলে স্মরণার্থে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি যে, বেদে যাহাকে ঋষি বলে, তাহা জ্যোতিষ্মান্ গতি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ভাষায় এই ঋষিকে Etherecal hypothisis বলা যাইতে পারে।

মন্ত্র পাঠের সময় ঋষির কথা উল্লেখ না থাকিলে, সেই মন্ত্রের ব্যোমিক গতি কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তার পরে, ছন্দ অর্থে সুর, ছন্দের উল্লেখ হইলেই বুঝিতে পারা যায়, কি প্রকার সুরে সেই মন্ত্র পাঠ করা যাইতে পারিবে। ফল কথা, স্বর-কম্পনই ঋষি বা জ্যোতিষ্মান্ গতির সহিত মিশ্রিত হইয়া সপ্তব্যাহৃতিকে তাহার চিন্তাস্রোতে লইয়া গিয়া থাকে।

শিষ্য। সন্ধ্যোপাসনায় বলিয়াছেন,—'তৎপরে জলধারা মস্তক বেষ্টন করতঃ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া বামনাসাদ্বারা বায়ু পূরণ পূর্ব্বক নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে।' কিন্তু এই যে জলধারা মস্তক বেষ্টন, ইহার অর্থ কি?

গুরু। অর্থ চিন্তা-স্রোতকে একমুখী করিবার ইচ্ছা।

শিষ্য। ইচ্ছা করিলাম, আর তাহার সংসিদ্ধি হইল ?

গুরু। একদিন ইচ্ছা করিলেই কি তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় ? তবে ইচ্ছা করিতে করিতে তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যাইতে পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে ?

গুরু। জগতে সাধিলে সমস্ত কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে।

শিষ্য। আপনি বোধ হয়, ইচ্ছাশক্তির চালনার কথা বলিতেছেন ?

গুরু। ইচ্ছাশক্তি সাধিলেও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে,—ইচ্ছাশক্তিকে সাধনা করিলে, মানুষ ইচ্ছামাত্র সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। প্রত্যহ যে ব্যক্তি একই বিষয়ে অধিকক্ষণ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে, সে ইচ্ছামাত্রই তাহার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়।

শিষ্য। "জলদ্বারা মস্তক বেষ্টন করতঃ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া বামনাসাদ্বারা বায়ু পূরণ পূর্ব্বক নাভি-দেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে।"—ইহাকে ত পূরক বলে ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। পূরক করিয়া কি ধ্যান হয় ?

গুরু। ধ্যান হয়, কিন্তু ধ্যান বুঝিবার আগে ধারণা বুঝিয়া লইতে হইবে। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে,—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

পাতঞ্জলদর্শন—বিঃ পাঃ। ১।

টীকাকার বলেন,—

চিত্তস্য আধ্যাত্মিকে নাড়ীচক্রহৃদয়নাসাগ্রাদৌ বাহ্যে বা শাস্ত্রোক্তকৃষ্ণবিষ্ণুশিবহিরণ্যগর্ভাদিমূর্ত্তৌ দেশে আলম্বনে বন্ধঃ বিষয়ান্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা ইত্যুচ্যতে। তথাচ বৈষ্ণবম্—"প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে॥ এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া তচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে॥"

"চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা। রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, চিত্তের মধ্যে মিশাইয়া দাও। সেই চিত্তকে হয় নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎপদ্মমধ্যে, কিংবা নাড়ীচক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে, অথবা শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণ বিষ্ণু বা হিরণ্যগর্ভাদি মূর্ত্তিতে ধারণ কর। এরূপ প্রযত্নে ধারণ করিবে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে স্খলিত না হয়। তাহা হইলেই চিত্তকে বাঁধা হইবে, এবং চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই ধারণা হইবে।"

ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা স্থায়ী হইলেই ক্রমে ধ্যানে পরিণত হইবে। ধ্যান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

পাতঞ্জলদর্শন—বিঃ পাঃ। ২।

টীকাকার বলেন,—

যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র যা প্রত্যয়ানাং জ্ঞানবৃত্তীনাং একতানতা যত্নমপেক্ষ্যৈকবিষয়তা তৎ ধ্যানম্। যদেব ধারণায়ামবলম্বনী, কৃতং বস্তু তদাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি তদা তৎ ধ্যানমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ। এতদেবাহ বৈষ্ণবম্— "তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্রসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তৎধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ।"

"সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহা "ধ্যান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিতভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ মনোবৃত্তি-প্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়।"

এক্ষণে প্রাণায়ামের কথাটি অতি সংক্ষেপভাবে বলিতেছি, তাহা হইলেই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

"শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তদুভয়কে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করার নাম প্রাণায়াম।" *

* এ সকল বিষয় মৎপ্রণীত "যোগ ও সাধন-রহস্য" নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

যে প্রশ্ন তুমি করিয়াছিলে, এতক্ষণে তাহার উত্তর বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ ?

প্রথমেই জগৎ-সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা—ব্রহ্মা রজোগুণবিশিষ্ট, আগেই রজোগুণে প্রবর্ত্তন, আমরা জীব,—জীবের জীবত্ব রজোগুণে। গুণত্রয়েরই আমরা অধীন—কিন্তু প্রথমেই রজোতেই সৃষ্টি,—নাভিদেশ সেই গুণের স্থান। তাই নাভিদেশে বদ্ধ বায়ুতে তাঁহার ধ্যান,—রজোগুণের রক্তবর্ণ কল্পনাই করা হয়। তাঁহাতে চিত্তস্থির করিয়া চিন্তা করিতে হয়। ভূঃ ভবঃ স্বঃ মহঃ জন তপ সত্য প্রভৃতি সূর্য্যদেবের অত্যুত্তম জ্যোতিঃ। জ্যোতির পথেই দেবযানে গমন,—সেই জ্যোতিঃ আমাদিগকে সত্যমার্গে—যেখানে পরব্রহ্মের স্থিতি—যেখানে কামনাশূন্য, বাসনাশূন্য, কেবল রস—কেবল আনন্দ—কেবল বিদ্যমান, সেই স্থানে ঐ সপ্ত ভুবনব্যাপী সৌরজ্যোতিঃ আমাদের বুদ্ধিকে প্রবর্ত্তিত করে। আপ্ জ্যোতিঃ রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্ম ভূরাদি তিনলোকে বিরাজিত আছেন। ইহাতে এইরূপ বুঝা যায়,—ভূঃ লোকে আপ্ঃ, ভুবর্লোকে জ্যোতিঃ এবং স্বর্লোকে রস ও অমৃত আছে। ইহাও আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য হউক।

শিষ্য। অতি সুন্দর কথা। এই সপ্তলোক সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, * এখন দেখিতেছি, আমাদের

* মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" নামক গ্রন্থে ঐ সপ্তলোকের পরিচয় বিশেষরূপে দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যা-আহ্নিকেও ঐ সকল স্থানের বর্ণনা ও ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। হাঁ, তার পরে বলুন ?

গুরু। তার পরে (ঐ প্রকারে থাকিয়া অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসিকাপুট চাপিয়া ধরিয়া বায়ু নিরোধরূপ কুম্ভক করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবে) যথা,—নীলোৎপলদলবৎ বর্ণবিশিষ্ট, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্হস্ত, গরুড়াসন বিষ্ণু আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। এই প্রকার ধ্যানান্তে পূর্ব্ববৎ সৌর জ্যোতি ও সপ্তলোকাদি সমস্ত বিষয় চিন্তা করিবে। বিষ্ণু সত্বগুণ—সত্ব হৃদয়ে অবস্থিত। হৃৎপদ্ম সাধনার স্থল,—এই গুণ মধুর, কাজেই ইহা হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয় সুশীতল করিতে হয়,—সত্বগুণের ধারণায় জীবের পারমার্থিক উন্নতি। তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলী উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ বায়ু পরিত্যাগান্তে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—শুভ্রবর্ণ, ত্রিশূল ডমরুধারী, অর্দ্ধশশী বিরাজিত, ত্রিলোচন, বৃষারূঢ় মহেশ্বর মদীয় ললাটদেশে অধিষ্ঠিত আছেন।—এই প্রকার ভাবনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলের চিন্তা করিবে।

রুদ্র তমোগুণের অবতার,—ললাটে তাঁহার অবস্থান, অতএব সে গুণের ভাবনা তথাতেই করিতে হয়। ইহাতে অতি সত্বর ধ্যান বা মনঃসংযোগের ক্ষমতা জন্মে। কেন না, পূর্ব্বেই তোমাকে পাতঞ্জলদর্শনের টীকাকারের কথায় বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও রুদ্রাদির মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ধ্যান করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের সমাধি অবস্থা সমাগত না

হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ কোন মূর্ত্তি বা রূপ না পাইলে, তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, কেন না, অবলম্বন-হীন শূন্যে তাহাদের চিত্ত তখন অবস্থান করিতে পারে না। ঐরূপ রক্ত শ্বেত কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ্যমূর্ত্তিতে চিত্ত সংস্থাপন করিলে, সহজেই চিত্তের ধারণা হয়।

শিষ্য। সন্ধ্যা-বিষয়ে তৎপরে বলুন,—

ততঃ আচমনং। তত্র প্রাতর্ম্মন্ত্রঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যু-পতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপ-মকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদ-বলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি, ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে-জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা। ৯।

(হস্ততলে জল লইয়া আচমন-মন্ত্র পড়িবে,) যথা,— প্রাতঃকালীন আচমনমন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা অপ্, আচমনে ইহার বিনিয়োগ। ভাস্কর, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে অসম্পূর্ণ যজ্ঞনিবন্ধন পাতক হইতে পরিত্রাণ করুন, আমি রাত্রিযুক্ত হইয়া মন, বচন, চরণ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, দিবস তাহা ধ্বংস করুন। আমাতে অন্য যে কোন পাতক বিদ্যমান আছে, এই বারিরূপ সেই পাপ হৃৎকমলস্থ স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে আমি

আহুতি দিই, ইহা সুসম্পন্ন হউক। ৯। (ঐ জল দ্বারা আচমন করিবে, তদনন্তর গায়ত্রী পাঠান্তে মস্তকে জল দিতে হয়।)

শিষ্য। কৃতপাতক নষ্ট করিবার জলের কি ক্ষমতা আছে?

গুরু। মন্ত্রের অনুবাদটা কি শুনিতে পাইলে না?

শিষ্য। হাঁ, শুনিয়াছি।

গুরু। কি শুনিয়াছ?

শিষ্য। দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হইল, আমার কৃত পাতকরাশি নষ্ট করুন—আর চিন্তা করা হইল, বারিরূপ সেই পাপ হৃৎকমলস্থ স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে আমি আহুতি দিই, ইহা পাঠ করা হইল মাত্র;—কিন্তু ইহাতে কি ফল হয়?

গুরু। আচমন কয়টির কথা আগে বলি,—তৎপরে সকলগুলির বিষয়ই তোমার সহিত আলোচনা করিব।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাই বলুন।

গুরু। প্রাতঃকালের ন্যায় মধ্যাহ্নকালেও আচমন করিতে হয়।

মধ্যাহ্ন আচমন মন্ত্র।

ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিতিমন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী

পূতা পুনাতু মাং পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং, যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম, সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো-ঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা। ১০।

"মধ্যাহ্ন আচমন মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, জল ইহার দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ। জল আমার পার্থিব শরীর ও জ্ঞানাশ্রয় পরমাত্মাকে পূত করুন;—শরীর পূত হইয়া আত্মাকে পবিত্র করুন, ব্রহ্ম পূত হইয়া এই প্রকার শরীর-পাবন দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য, অসৎ আচরণ ও অগ্রহণীয়-গ্রহণ-জন্ত মদীয় যাবতীয় পাতক দূর করুন;—এই আচমনরূপ হোম সুসিদ্ধ হউক। ১০। (ঐ জলে আচমনান্তে গায়ত্রী পাঠ করিয়া মস্তকে জল দিবে।)

সায়াহ্ন আচমন মন্ত্র।

ওঁ অগ্নিশ্চমেতি মন্ত্রস্ত রুদ্রঋষি প্রকৃতিশ্ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যু-পতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদহ্না পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু, যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি, ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা। ১১।

(ইতি মন্ত্রেণ জলগণ্ডূষত্রয়ং পীত্বা, যথাবিধি আচম্য, পুনর্মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ।)

"সায়াহ্ন আচমন-মন্ত্রের ঋষি রুদ্র, প্রকৃতি ইহার ছন্দ, জল ইহার দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ। অগ্নি, রুদ্র,

ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ আমাকে অসম্পূর্ণ যজ্ঞনিবন্ধন পাতক হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি দিবাযুক্ত হইয়া মন, বচন, কর, চরণ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যে পাতকাচরণ করিয়াছি, নিশা তাহা ধ্বংস করুন। আমাতে যে কোন পাতক বিদ্যমান আছে, এই বারিরূপ সেই পাতক, সত্য ও জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মাতে আহুতি দিই,—উহা সুসিদ্ধ হউক। ১১। (ঐ জলে পূর্ব্ববৎ আচমনান্তে গায়ত্রী পড়িয়া মস্তকে জল দিবে।)

এই আচমনের পরে পুনর্ম্মার্জ্জন করিতে হয়।

শিষ্য। সে কথা পরে শুনিব,—আগে ঐ আচমনমন্ত্রগুলিরই ভাব আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। মন্ত্রের অনুবাদেই সকল কথা পরিষ্কার হইয়াছে,—ঐ সম্বন্ধে আর নূতন কথা কি আছে ?

শিষ্য। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

গুরু। যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা বল ?

শিষ্য। ঐ মন্ত্রগুলির যে অর্থ শুনিলাম, তাহাতে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে জ্ঞান হয়, দেবতাগণের নিকট আত্মপাপবিনাশার্থ প্রার্থনা করা ও চিন্তা করাই উহার উদ্দেশ্য,—কিন্তু আপনাপনি ঐরূপ প্রার্থনা করিলে কি যথার্থই পাপমোচন হইয়া থাকে ?

গুরু। শুধু চিন্তা করিলেই হয় না,—ঐরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া চিন্তা করিলে মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে। মন্ত্রের

গতি (Motion) মন্ত্রের স্বর, মন্ত্রের দেবতাতত্ত্ব প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া মন্ত্রার্থ চিন্তা করিলে, মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে।

যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখনই আমাদের মস্তিষ্ককোটরে কিঞ্চিৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সম্ভবতঃ সেই পরিবর্ত্তনবশতঃ ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু আমাদের ঐ চিন্তা যদি সম্পূর্ণভাবে একমুখী হয়, তবে ঐ ঈথর-তরঙ্গ চারিদিকে প্রসারিত না হইয়া একদিকেই ধাবিত হয়,—তাহা হইলে, সেই চিন্তা, চিন্তনীয় শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে।

ঈথর-তরঙ্গ সকলের মস্তিষ্কেই অল্পাধিক পরিমাণে আঘাত করে বটে, কিন্তু সকলে তাহার সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না। একজন চিন্তাগ্রাহী (Thought reader) অনায়াসে তাহা অনুভব করিতে পারে; অর্থাৎ চিন্তাকে যে ব্যক্তি একমুখী করিতে পারিয়াছে, এরূপ শিক্ষিত ও অভ্যস্ত মস্তিষ্কই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে, এই দাঁড়ায় যে, কেবল শিক্ষিত মস্তিষ্কই ঐ চিন্তার ফল অনুভব করিতে পারে,—অন্যে পারে না। কিন্তু পারে না বলিয়াই যে, তাহারা তাহার ফলে বঞ্চিত থাকে, তাহা নহে। তাহাদের চিন্তাশক্তি চিন্তনীয় শক্তিকে লইয়া আসিয়া কার্য্যসাধন করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহাতেই হৃদয় পবিত্র হয়,—এইরূপে পবিত্র হইলে ক্রমে ক্রমে মানুষ

নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া উঠে তখন মানুষের সন্দেহ আদি পাপশক্তি দূরীভূত হইয়া পবিত্র ও পুণ্যশক্তির বিকাশ হইয়া পড়ে। যেখানে পুণ্য, সেই স্থানেই ভগবান্।

শিষ্য। তার পরে বলুন।

গুরু। প্রাগুক্ত কার্য্যের পর পুনর্ম্মার্জ্জন করিতে হয়।

পুনর্ম্মার্জ্জনম্।

ওঁ আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আপোদেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১১ ॥

(ততো জলগণ্ডূষং নাসিকায়ামারোপ্য, অঘমর্ষণং কুর্য্যাৎ।)

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্যাঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ ॥ ১৩ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ, সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোহজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ১৪ ॥

(ইতি পঠিত্বা, বামনাসয়া বায়ুমাকৃষ্য, দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ তদ্বায়ুং নিঃসার্য্যঃ কল্পিতশিলারূপে বামহস্ততলে নিক্ষিপেৎ। ইত্থমেব বায়ুত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ততো

গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং সূর্য্যায় দদ্যাৎ। ততঃ সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ।)

অনন্তর পুনর্ম্মার্জ্জন ;—পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্র তিনটির ঋষি সিন্ধু-দ্বীপ, গায়ত্রী ছন্দ, জল দেবতা, মার্জ্জনে বিনিয়োগ। হে বারি! তোমরা অতি সুখপ্রদ, সুতরাং ইহলোকে আমাদিগের অন্নবিধান করিয়া দিও, আর পরলোকে পরম মনোহর পরব্রহ্ম সহ আমাদিগের সংযোজনা করিও। হে আপ! তোমরা হিতৈষিণী জননীর তুল্য ইহলোকে আমাদিগকে অতি মঙ্গলপ্রদ স্বীয় রসের অংশী করিও। হে জল! যে রস দ্বারা তোমরা জগতের তৃপ্তি বিধান করিতেছ, যেন সেই রস-দ্বারা তৃপ্ত হই। ১২।

পরে জলগণ্ডূষ ঘ্রাণ করতঃ শ্বাসরোধ করিয়া পাঠ করিবে ;—ঋতঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দ, ভাববৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা ইহার দেবতা, অশ্বমেধ স্নানে ইহার বিনিয়োগ। ১৩। *

একবার বা তিনবার এই মন্ত্রদ্বারা জল আঘ্রাণ করিয়া ভূতলে ফেলিবে। অনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক, মধ্যাহ্নে একবার, সায়ং ও প্রাতে তিনবার সূর্য্যদেবকে জল দিতে হয়।

শিষ্য। এইবার একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

---

* ১৪ সংখ্যক মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

গুরু। কি গোলযোগ বোধ হইল?

শিষ্য। জলের কাছে প্রার্থনা করা হইল যে, হে জল! ইহলোকে আমাকে অন্ন দাও, এবং পরলোকে পর-ব্রহ্মের সহিত মিলন কর? এ কথার অর্থ কি?

গুরু। অর্থ না ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?

শিষ্য। অর্থ ও ভাব উভয়ই। জলের কি ক্ষমতা আছে যে, জল ইহকালে অন্ন ও পরকালে পরব্রহ্মের সহিত মিলন করিয়া দিতে পারে?

গুরু। তুমি বোধ হয় অবগত আছ যে, মহাপ্রলয়ে সমস্ত পৃথিবী অত্যন্ত তাপপ্রভাবে গলিয়া যায়,—তখন অন্য কোন পদার্থই বিদ্যমান থাকে না,—সমস্ত গলিয়া যায়, তখন এই পৃথিবী জলময় হইয়া যায়, দৃশ্য পদার্থের মধ্যে থাকে জল; আর থাকেন ভগবান্। আমাদের এই সৌরজগতের মূল পদার্থ তাই জলের উপাদানে সম-ধিক গঠিত বলিয়া মনে হয়,—অবশেষে ভগবান্ সেই জলে শয়ন করিয়া থাকিয়া আবার সৃষ্টি করেন। জলের যে মূলতত্ত্ব—সেই তত্ত্বের সহিত ভগবান্ বিরাজ করেন। জল হইতেই আবার সৃষ্টি হয়,—পাঞ্চভৌতিক সংমিশ্রণতা যদিও প্রয়োজন এবং জলে সে সমস্তই থাকে, তথাপিও মনে হয়, জলের তন্মাত্রাই আমাদিগের শেষ অবলম্বন, আর ভগবানের আশ্রয়,—তাই জলের নিকটে ইহকালের অন্ন ও পরকালের মুক্তি প্রার্থনা করা হয়। অন্ন অর্থে

যাহা ভক্ষণ করা যায়,—এ ভক্ষণ স্থূলদেহের নহে, আত্মার। কেন না, যে সময়ে যে বিষয় বলা হয়, তখন তদ্ভাবাপন্ন অর্থ সমন্বয়ই করিতে হয়। তার পরে, বলা হইল,—আমাতে অন্য যে কোন পাতক আছে, এই বারিরূপ সেই পাতক, সত্য ও জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে আহুতি দিই—উহা সুসিদ্ধ হউক।"

ইহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, জলদ্বারা দেহস্থ সমস্ত পাতক ধৌত করিয়া পরমাত্মা রূপ জ্যোতিতে সেই জলাহুতি দেওয়া হইল—অর্থাৎ পাপাদি বিমুক্তির একমাত্র উপায়, পরমতত্ত্বে লীন হওয়া—তাহাতে পাপ তাপ স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু জীবের পাতকরাশি তিনি ভিন্ন আর কেহ বিনাশ করিতে পারে না। তাই তাহাতে দেওয়া হইল। ইহা হইতে উত্তম উপাসানা আর কি আছে?

অথ সূর্য্যোপস্থানম্।

ওঁ উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিযোগঃ। ওঁ উদুত্য জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥ ১৫॥ ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাস্তাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ ১৬॥ (ইতি সূর্য্যোপস্থানম্)

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ, ওঁ উপজায় নমঃ।

(ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা প্রত্যুপস্থানং কুর্য্যাৎ। এতদনন্তরং নিষ্পিতৃকস্ত পিত্রাদি তর্পণম্।)

অনুবাদ—সায়ং ও প্রভাতে সযজ্ঞোপবীত ও অধোমুখাঞ্জলি হইয়া এবং মধ্যাহ্নে আত্মাভিমুখে ঊর্দ্ধকরাঞ্জলি হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা,—সূর্য্যোপস্থানের প্রথম মন্ত্রের ঋষি প্রস্কন্ন, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, সূর্য্য ইহার দেবতা, এবং সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগ। রশ্মিসমূহ বিশ্বপ্রকাশনার্থ তেজস্বী সূর্য্যদেবকে বহন করিতেছে ।১৫। কৌৎস দ্বিতীয় মন্ত্রের ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, সূর্য্য ইহার দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থাপনে ইহার বিনিয়োগ। মিত্র, বরুণ ও অগ্নি; এই দেবত্রয়ের মিত্রস্বরূপ, এবং স্থাবর-জঙ্গম-সমূহের আত্মাস্বরূপ সর্ব্বদেবাত্মক ভাস্কর অত্যদ্ভুতরূপে সমুদিত হইয়া স্বীয় রশ্মি সমূহ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও গগন পূর্ণ করিয়াছেন।১৬। তৎপরে "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ"—ইত্যাদি প্রতিমন্ত্র দ্বারা এক একবার জল দিবে। এই সময়েই নিষ্পিতৃক ব্যক্তি যথানিয়মে পিত্রাদি তর্পণ করিবে।

শিষ্য। সূর্য্যোপস্থান দ্বারা কি ফল লাভ হইয়া থাকে? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যকে জড়পিণ্ড বলিয়া থাকেন।

গুরু। সূর্য্য কি, আগে তাহাই বোঝ।

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহা বলুন।

গুরু। তুমি বোধ হয়, অবগত আছ যে, আমাদের এই পৃথিবী, সৌর মণ্ডলের একটি অনতি বৃহৎ গ্রহমাত্র। অর্থাৎ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যে সকল গ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে, পৃথিবী তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর ভ্রাতৃস্থানীয় আরও সাত আটটি গ্রহ আছে;—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি। কোন কোন গ্রহের আবার উপগ্রহ আছে; যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র; কে বলিবে, এই সকল উপগ্রহ, সজীব প্রাণিবৃন্দের আবাস-ভূমি নহে? খুব সম্ভব, ঐ গ্রহ উপগ্রহে নানাশ্রেণীর জীব জন্তুর বস-বাস আছে, এবং খুব সম্ভব, আমাদের সহিত আমাদের দেশের জীবজন্তুর সহিত তাহাদের অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে। সম্ভবতঃ তাহারা সম্পূর্ণই বিভিন্ন। অতএব, পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সহিত যদি অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বৈচিত্র্য একযোগে ভাবা যায়, তবে তাহা কতই সুবিশাল হইয়া পড়ে।

সূর্য্য বলিতে যিনি জগৎ সংসারে সমস্ত প্রসব করেন। এই জন্য সূর্য্যকে সবিতা ও ভর্গ কহে। আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা সূর্য্যের বাহ্যাংশ,—বাহ্যাংশ জড়েরই প্রতিরূপ বলিয়া জড়চক্ষুতে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু হিন্দু যোগের সূক্ষ্ম চক্ষুতে দর্শন করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা শোন,—

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতং স তিষ্ঠতি॥
হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্য সূর্য্যাস্য চান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকেতৌ চ জ্যোতিশ্চিত্রকরঞ্চ যৎ॥
প্রাণিনাং হৃদয়ে জীবরূপতয়া য এব ভর্গ তিষ্ঠতি।
স এব আকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপয়া বিদ্যতে॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

"যে জ্যোতির প্রভায় সমস্ত তামসিক ভাব দূর হয়, সেই সকল জ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ বস্তু তাঁহাকে আদিত্যের অন্তর্গত বলিয়া ভাবিতে হয়। তিনিই সকল জীব-জগতের হৃদয়-আকাশে চেতয়িতা হইয়া বাস করেন। বাহ্য সূর্য্যের অন্তরে যে জ্যোতিঃ আকাশে প্রকাশ হয়, সেই জ্যোতিঃ হৃদয়াকাশে জীবের অন্তরেও প্রকাশিত থাকে। তাঁহারই জ্যোতিঃ কি অগ্নি, কি ধূমকেতু, কি নক্ষত্রাদিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে, বা ভর্গ দেবতা প্রাণিগণের হৃদয়ে জীবরূপে অর্থাৎ চেতয়িতারূপে আছেন, তিনিই বাহ্য জগতের অন্তরে বিরাট্ পুরুষরূপে থাকিয়া জগৎকে সচেতন করেন।"

দিপ্যতেক্রীড়তে যস্মাদ্রোচতে দ্যোততে দিবি।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

"যে সত্তা, অনুজ্জ্বল বা অচেতন বস্তু সচেতন করে, ক্রীড়ার উপযুক্ত করে,—যাঁহার ক্ষমতায় উজ্জ্বলতা ও শোভা প্রকাশ পায়, তাহাকেই দীপ্তি বা জ্যোতিঃ কহে।"

শিষ্য। এই তেজোরূপ, ব্রহ্মজ্যোতিঃ না বলিয়া অন্য কিছু বলা যায় না কি?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। সে আশঙ্কা শাস্ত্রেই নিরাকৃত হইয়াছে। যথা,—

ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাৎ জগদন্তে হরত্যপি।
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

"যে তেজ হইতে এই জগৎ অর্থাৎ জড়ভাব শোভিত বা বর্দ্ধিত ও সচেতন হয় এবং অন্তে হৃত হইয়া থাকে, সেই সপ্তার্চ্চি ও সপ্তরশ্মিযুক্ত সত্তা কালরূপী অগ্নির ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

শিষ্য। অপূর্ব্ব তত্ত্ব—মহান্ গাম্ভীর্য্য ও ব্যাপক সত্য। তার পরে সন্ধ্যার ক্রম বলুন।

গুরু। তদনন্তর গায়ত্রীর আবাহন করিতে হয়।

অথ গায়ত্র্যা আবাহনং। তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।

আয়াহীত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রী ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥ ১৭॥ (ইত্যাবাহয়েৎ।)

অনুবাদ,—অনন্তর করপুটে গায়ত্রীর আবাহন করিতে হয়। আয়াহি মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ,

দেবতা সূর্য্য, এবং জপে ও উপনয়নে ইহার বিনিয়োগ। হে পরমার্থদায়িনি বরপ্রদে বেদপ্রকাশিনি ছন্দোমাতঃ ত্র্যক্ষরস্বরূপিণি গায়ত্রি দেবি! সমাগত হউন, আমি আপনাকে প্রণাম করি। ।১৭।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, গায়ত্রীই ব্রাহ্মণগণের পরমোপাস্যা মহাদেবী—কিন্তু এই প্রার্থনা বা গায়ত্রীর অর্থে বিশেষরূপ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, আপনি গায়ত্রীটা আমাকে একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যথাসাধ্য ত্রুটী করিব না। তবে সন্ধ্যার কথা সমাপ্ত করিয়া গায়ত্রী সম্বন্ধে বলিলে, ভাল হয়। কেন না, গায়ত্রী সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতরূপ আলোচনা না করিলে বোধগম্য হওয়ার পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে।

শিষ্য। তবে এক্ষণে সন্ধ্যার বিষয়ই বলুন।

গুরু। তৎপরে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া, ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে।

ততো ঋষ্যাদি ন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি বিশ্বামিত্রঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ।

(ততো ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ।)

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হু, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, ইত্যঙ্গ

ন্যাসং কৃত্বা তালত্রয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততঃ কূর্ম্মমুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ। প্রাতর্ধ্যানং যথা,—ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা, হংসাসনমারূঢ়া, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মদৈবত্যা, কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ১৮ ॥ মধ্যাহ্ন ধ্যানং যথা,—ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা, যুবতী, গরুড়ারূঢ়া, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুদৈবত্যা, যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ১৯ ॥ সায়াহ্নে ধ্যানং যথা,—ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূলডমরুকরা, বৃষভাসনমারূঢ়া, বৃদ্ধা, রুদ্রাণী, রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ২০ ॥

(এবং প্রাতরাদি কালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সরস্বতীং ধ্যায়ন্, ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ প্রাতরূর্দ্ধোত্তানকরৌ মধ্যাহ্নে তথা তিষ্ঠন্ তির্য্যক্‌করৌ, সায়মুপবিষ্টোঽধোমুখৌ করৌ কৃত্বা, অনামিকামধ্য-মূল-পর্ব্বদ্বয়-কনিষ্ঠা-মূলাদি-পর্ব্ব-ত্রয়ানামিকামগ্র-পর্ব্বমধ্যমাগ্র-পর্ব্ব-মূল-পর্ব্বদ্বয়-কনিষ্ঠা-মূলাদি-পর্ব্বত্রয়ানামিকাগ্র-পর্ব্ব-মধ্যমাগ্র-পর্ব্ব-তর্জ্জন্যাগ্রাদি-পর্ব্বত্রয়রূপ দশ-পর্ব্বসু অঙ্গুষ্ঠাগ্র পর্ব্বযোগেন।)—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো-দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্।

(ইতি দশধা জপ্ত্বা, সমর্থশ্চেৎ শতধা বাপি।)

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণুর্হৃদয়সম্ভবা। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া ॥ ২১ ॥ (ইতি বিসৃজেৎ।) অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাং। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ। (ইতি জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ)।

অনুবাদ,—তৎপরে ঋষ্যাদি ন্যাস এবং ওঁ "হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হয়। ঐ সকল মন্ত্র পাঠেও ব্যাহৃতি আছে। শেষোক্ত মন্ত্র দ্বারা বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের আঘাত করিবে। এই প্রকার আর বারদ্বয় করিতে হয়। (এই প্রকারে গায়ত্রীকে আবাহন করতঃ ঋষ্যাদিন্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস, দিগ্বন্ধন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রাযোগে ধ্যান করিতে হয়।) উক্ত ন্যাসাদির ক্রম মূলে স্পষ্ট আছে।

শিষ্য। ষড়ঙ্গন্যাস কাহাকে বলে?

গুরু। হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র ও করতল; এই ষড়ঙ্গে মূলের লিখিত মন্ত্রগুলি বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়।

শিষ্য। তাহাতে কি হয়?

গুরু। যে মন্ত্রের যে তত্ত্ব, তাহা তথায় আবির্ভূত হয়।

শিষ্য। ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

গুরু। বিজ্ঞান দ্বারা।

শিষ্য। সে বিজ্ঞান কি?

গুরু। প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান।

শিষ্য। আমায় বলুন।

গুরু। আমি তোমাকে মেস্‌মেরাইজ করিবার প্রণালী বলিয়া দিয়াছি, * তাহা তোমার স্মরণ আছে কি ?

শিষ্য। হাঁ, আছে।

গুরু। কি প্রকারে মানুষকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হয়, বল দেখি ?

শিষ্য। অনেকপ্রকার উপায়ই বলিয়া দিয়াছেন।

গুরু। তুমি কি ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ ?

শিষ্য। হাঁ, করিয়াছি। আমি অতি সহজেই মানুষ মেস্‌মেরিজ্ করিতে পারি।

গুরু। সে কিসে হয়, বল দেখি ?

শিষ্য। বলিয়াছি, নানাপ্রকারে মেস্‌মেরিজ করা যায়।

গুরু। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

শিষ্য। কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

গুরু। মেস্‌মেরিজ করিতে সাধারণতঃ কোন্ শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় ?

শিষ্য। বোধ হয়, ইচ্ছাশক্তি।

গুরু। আর ?

শিষ্য। আর বোধ হয়, তাড়িৎ শক্তি।

গুরু। তাহাই। তবে ইচ্ছাশক্তি ও তাড়িতে ন্যাস

* মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য"।

দ্বারা যখন একটা জলজিয়ন্ত মানুষও মোহগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার অননুভূত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয় সকল বলিতে পারে। তখন মন্ত্রশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও তড়িৎ শক্তি যে, মানুষের দেহে মন্ত্রের অধিপতি সূক্ষ্ম-তত্ত্বের আবির্ভাব হইতে পারিবে না, এ কথা তুমি বলিলে কি প্রকারে?

শিষ্য। কূর্ম্মমুদ্রা কাহাকে বলে?

গুরু। চিৎভাবে অবস্থিত বামহস্ততলের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যস্থলে, অধোমুখ দক্ষিণহাতের মধ্যমা ও অনামা যোগ করিবে; দক্ষিণ তর্জ্জন্যগ্র দ্বারা বামাঙ্গুষ্ঠাগ্র যোগ আর দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্রে বামতর্জ্জন্যগ্র যোগ করিবে। পরে বামমধ্যমা ও অনামা দক্ষিণ হাতের কনিষ্ঠা মূলে যোগ করিয়া কূর্ম্ম আকার করিবে। ইহার নাম কূর্ম্ম মুদ্রা।

শিষ্য। ইহাও সম্ভবতঃ তাড়িৎ পরিচালন বা ধারণের উপায়বিশেষ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ বলুন।

গুরু। বলিতেছি।

অনুবাদ,—প্রভাতে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদস্বরূপিণী ব্রহ্মরূপা, হংসবাহনা, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা চিন্তা করতঃ হৃদয়সন্নিধানে চিৎহস্ত হইয়া অষ্টাদশবার, সক্ষম হইলে একশত আটবার বা সহস্রবার পুংদেবতার নাম

জপবৎ গায়ত্রী জপ করিবে॥ ১৮॥ মধ্যাহ্নকালে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্ব্বেদস্বরূপিণী, বিষ্ণুরূপা, গরুড়াসনা, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা চিন্তা করতঃ হৃদয়াভিমুখে বক্রহস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ জপ করিবে॥ ১৯॥ সায়হ্নকালে গায়ত্রীকে রুদ্ররূপা, রুদ্রদৈবত্যা, সামবেদস্বরূপিণী, বিষ্ণুরূপা, গরুড়াসনা, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা চিন্তা করতঃ হৃদয়াভিমুখে বক্রহস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ জপ করিবে॥ ১৯-১॥ সায়াহ্নকালে গায়ত্রীকে রুদ্ররূপা, রুদ্রদৈবত্যা, সামবেদরূপা, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা, বৃদ্ধা, বৃষারূঢ়া ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা চিন্তা করতঃ অধোহস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ জপ করিবে॥ ২০॥ (এই প্রকারে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীকে চিন্তা করিবে। প্রভাতে ঊর্দ্ধভাবে থাকিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধোত্তান, মধ্যাহ্নে তদনুরূপ অবস্থান করতঃ হস্তদ্বয় তির্য্যগ্‌গত এবং সায়াহ্নে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করতঃ অনামা অঙ্গুলার মধ্যপর্ব্ব, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলাদি তিনপর্ব্ব, অনামার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, আর তর্জ্জনীর তিনপর্ব্ব এই দশপর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্বদ্বারা গায়ত্রী জপ করিতে হয়।) পরে বিসর্জ্জন করিবে, যথা হে গায়ত্রী দেবী! আপনি মহেশ্বরের বদন কমল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, অধুনা স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করুন॥ ২১॥ (এই মন্ত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ জল দিয়া)—

আমার এই জপদ্বারা ভগবান্ আদিত্য ও শুক্রদেব প্রীতি-লাভ করুন, এই বলিয়া পুনর্ব্বার জল দিবে।

শিষ্য। গায়ত্রীর তিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; এই তিন ভাবে কল্পনা করা হইল কেন ?

গুরু। জগৎ গুণত্রয়ে সন্নদ্ধ; গায়ত্রীও ত্রিগুণা—ত্রি-সন্ধ্যায় তাই ত্রিমূর্ত্তি। জগতের গুণ পরিবর্ত্তনে দেবীরও গুণ পরিবর্ত্তন, গায়ত্রীর অর্থ বুঝিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে সন্ধ্যার আর যে টুকু বাকী আছে, তাহা বলিয়া গায়ত্রী-বিষয় বলুন, শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।

গুরু। অতঃপর আত্মরক্ষা করিতে হয়।

অথ আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ।

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম মরাতী যতো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥ ২৩॥ (ইতি শিরসি রক্ষাং কুর্য্যাৎ) ঋতমিত্যস্য কালাগ্নি রুদ্রঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥ (কৃতাঞ্জলির্জ্জপেৎ।)॥ ২৪॥

ওঁ ব্রাহ্মণে নমঃ, ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো নমঃ ওঁ দেবেভ্যো নমঃ ॥ ২৫ ॥

(ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিং দত্ত্বা, সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।)

অনুবাদ,—তৎপরে আত্মরক্ষার্থ মন্ত্র পাঠ করিবে। সপক্তসূত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণে কর্ণপৃষ্ঠে সংযোজিত করিয়া পাঠ করিবে। আত্মরক্ষার্থ মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, অগ্নি ইহার দেবতা এবং আত্মরক্ষায় বিনিয়োগ। যে অগ্নি আমাদের অনিষ্টকারীগণকে ভস্মীভূত ও দেবতাকে বশ করেন, নৌকাযোগে নদীতরণবৎ যে অগ্নিদ্বারা দুর্গম বিশ্ব সমুত্তরণ করা যায়, আমরা সেই অগ্নির জন্য যজ্ঞ অনুসন্ধান করিব। ২৩। তৎপরে করপুটে প্রণাম করিবে; যথা,—রুদ্রোপস্থান মন্ত্রের ঋষি কালাগ্নিরুদ্র, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ দেবতারুদ্র এবং রুদ্রোপস্থানে ইহার বিনিয়োগ; ঊর্দ্ধরেতা, ত্রিলোচন, বিশ্বময়, নীললোহিত পুরুষরূপ নিত্য, সত্য, পরব্রহ্মকে প্রণাম করি। অনন্তর "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে নিম্ন মন্ত্র পাঠে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে ও নির্ম্মাল্যার্থ বেদমন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিয়া সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত করিবে।

শিষ্য। আত্মরক্ষা করা হয় কেন?

গুরু। ত্রিগুণময়ী পরা প্রকৃতি গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করা হইল,—সঙ্গে সঙ্গে দেহের শক্তিও বাহির হইতে পারে, তাই আত্মরক্ষার প্রয়োজন। শক্তিরূপী অগ্নিদেবকে তাই চিন্তা করিয়া বর্দ্ধন করা হয়।

শিষ্য। যিনি ত্রিগুণময়ী -সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্তা,— তাঁহার আবার যাওয়া আসা! জগতে যিনি ব্যাপ্ত,—তিনি আসেন বা কোথায়, যান বা কোথায়? আমরা ত জগতের অতীত নহি যে, আমাদের নিকটে আসিয়া আবার তাঁহার বাসায় চলিয়া যাইবেন,—হয় ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শক্তিটুকু লইয়াও প্রস্থান করিতে পারেন বলিয়া, আত্মরক্ষার আয়োজন,—ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গুরু। আমাদের এই জগৎ ব্যাপিয়া বাতাস আছে, স্বীকার কর?

শিষ্য। সে কথা বালকেও জানে এবং স্বীকার করে।

গুরু। কিন্তু এক একদিন গুমট চাপিয়া প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে,-সেদিন কি জগৎ হইতে বাতাসের বিলোপ সাধন নহে?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে আমরা অনুভব করিতে পারি না কেন?

শিষ্য। বাতাসের চালনা হয় না,—স্থিরভাবে থাকে।

গুরু। তখন বাতাসের জন্য আমরা কি করি?

শিষ্য। ব্যজনী সঞ্চালন করি।

গুরু। সে ব্যজনীর মধ্যে কি বাতাস থাকে,—না এক অখণ্ড বাতাসকে সঞ্চালন করিয়া বাতাসের অভাব পূরণ করি?

শিষ্য। হাঁ,—এক অখণ্ড বাতাসকে সঞ্চালন করিয়া বাতাসের অভাব পূরণ করি।

গুরু। সেইরূপ অখণ্ড জগদ্ব্যাপ্ত গুণত্রয়কে আমরা সঞ্চালন করিয়া শরীরে লই—এবং তাহা বাহির করিয়া দেই।

শিষ্য। বুঝিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যার অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি বলুন।

গুরু। সেগুলি না বলিলেও চলিতে পারে। তাহার একটী সূর্য্যার্ঘ্য দিবার মন্ত্র এবং অপর চারিটি মন্ত্র বেদচতুষ্টয়ের, উহাদের পঠনাকার্য্যে বেদপাঠের ফললাভ হয়। তবে সমস্ত সন্ধ্যা-পদ্ধতিটি বলিবার জন্য সে মন্ত্র কয়টিও বলিতেছি,—

সূর্য্যার্ঘ্য-মন্ত্র।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিবে। সূর্য্যের প্রণাম-মন্ত্র যথা,—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

ততো বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ।

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্। যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্থয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। গৌতমঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। পিপ্পলাদঋষিরুষ্ণিকৃচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবিরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি স্রবন্তু নঃ।

ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যা। *

---

* মৎপ্রণীত "নিত্যকর্ম্ম তত্ত্ব" নামক পুস্তকে সাম, যজুঃ, ঋক্ এই তিন বেদেরই সন্ধ্যা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড এবং তাহার সাধনোপায় লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে, বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় বুঝিতে গোলযোগ ঘটিতে পারে, সেই কারণেই বলা হইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গায়ত্রী-তত্ত্ব।

শিষ্য। গায়ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলিবেন, বলিয়াছেন,—অতএব, তাহা বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। গায়ত্রী পরমপাবনী,—যে দ্বিজ নিত্য গায়ত্রীর উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহার অন্য কোন ক্রিয়াদি না করিলেও আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। মানুষ নিত্য যত প্রকার পাতকের অনুষ্ঠানই করুক,—নিত্য গায়ত্রী জপ করিলে, গায়ত্রী দেবী সেই পাপানুষ্ঠান হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপকোপাখ্যান বলিতেছি,—শোন।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত। ব্রাহ্মণের পিতা নিষ্ঠাবান্ ও পরম জ্ঞানী হিন্দু ছিলেন। দেশের ও কালের অবস্থা দেখিয়া, তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের মতিগতি কখনই সৎপথে থাকিবে না,—নিশ্চয়ই অসদাচারের কুপথে চালিত হইবে। তাই তিনি পুত্রের উপনয়নান্তে পুত্রকে অধীতগায়ত্রী উত্তমরূপে উচ্চারণ বিশুদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিয়া বলিলেন,—"শোন বাপু! যেখানে যে অবস্থায় এবং সদসদ যে কার্য্যেই যখন লিপ্ত থাক,

প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া চারিশত বত্রিশবার গায়ত্রী জপ করিও। ইহা কখনই বিস্মৃত হইও না,—ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ সব যদি ভোল, তথাপি আমার এ অনুরোধ ভুলিও না। আমার এ অনুরোধ যদি রক্ষা না কর,—তবে আমি ইহলোকে বা পরলোকে থাকি, নিশ্চয়ই তোমাকে অভিশাপ দিব।”

পুত্র, পিতার নিকট গায়ত্রী জপ করিতে প্রতিশ্রুত হইল,—এবং সেই দিবস হইতে প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করিয়া, চারিশত বত্রিশবার গায়ত্রী জপ করিয়া, তবে আপন কার্য্যে গমন করিত। তার পরে, কালক্রমে পুত্র যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল,—পিতা নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যৌবনের পাশব আকর্ষণে ব্রাহ্মণ-যুবক অসৎ-সঙ্গে মিশিয়া পড়িল,—মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি কুক্রিয়াশীল হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেল,—তখন সেই বেশ্যার আলয়েই আশ্রয় লইল, এবং চৌর্য্য, হটকারিতা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান প্রভৃতি অতিশয় হেয় ও পাপকার্য্য করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিত, তদ্দ্বারা আপন উদর ও বেশ্যাকে পালন করিত,—এবং মদ্যাদি ক্রয় করিয়া পান করিত। বেশ্যাই রন্ধন করিত,—ব্রাহ্মণ-যুবক সেই বেশ্যার রন্ধনান্ন—এমন কি তাহার সঙ্গে একপাত্রে পর্য্যন্ত আহার করিত। কিন্তু এত ঘৃণিত

কার্য্য করিয়াও ব্রাহ্মণ-যুবক পিতৃ-আজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই,—সে প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া নদীতে গিয়া স্নান করিত, এবং তত্তীরে বসিয়া চারিশত বত্রিশবার গায়ত্রী জপ করিয়া বেশ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিত, ও নানাবিধ পাপকার্য্যে পরিলিপ্ত হইত। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল।

কিছু দিবস পরে, ব্রাহ্মণ-যুবক প্রত্যূষে যখন নদীতীরে গিয়া স্নান করিয়া যথাসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিয়া উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিত, তখনই তাহার পার্শ্ব দিয়া এক অনবদ্যাঙ্গী সুন্দরী, অতি বিষণ্ণমুখে একখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র হাতে করিয়া আসিয়া জলে নামিত, এবং জলে ফেলিয়া ধুইয়া শ্বেতবর্ণে পরিণত করিয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। যুবতীর রূপে দেবী-প্রভা খেলিয়া বেড়াইত। রমণীকে প্রত্যহ ঐরূপে আসিতে ও যাইতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণযুবক ভাবিল,—এ রমণী কে, কি জন্যই বা প্রত্যহ এই ঘাটে আসে, এবং প্রত্যহই উহার হাতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র থাকে কেন?—আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অত ঘন কৃষ্ণ রঙ্গ-রঞ্জিত কাপড় জলে ফেলিয়া রমণী যখন সামান্য আয়াসে মাত্র ধৌত করিয়া তুলে, তখন তুষার-ধবল-শ্বেতবর্ণ হয় কি প্রকারে! অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি ঘাটে আসিয়া স্নান করিয়া, যখনই গায়ত্রী জপ সমাপ্ত করি, রমণী তখনই আগমন করিয়া থাকে,—কোন দিন তাহার কিঞ্চিদগ্রে বা পশ্চাতে

আসে না কেন? যাহা হউক, আগামী কল্য রমণী যখন আগমন করিবে, তখন সমস্ত বৃত্তান্ত উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি আমার সহিত কথা না কহে, তবে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উহার গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়া ব্যাপার জানিয়া আসিতে হইবে।

তৎপর দিবস অতি প্রত্যুষে যুবক নদীতে গমন করিয়া যথানিয়মে স্নান করিয়া, গায়ত্রী জপ করিল। তাহার গায়ত্রী জপ যেমন সমাপ্ত হইল, আর অমনি সেই চার্ব্বাঙ্গী রমণী সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখানি হাতে করিয়া বিষণ্ণমুখে জলে নামিল, এবং ধৌত করিয়া শ্বেতবর্ণে পরিণত করিয়া লইয়া তীরে উঠিল। ব্রাহ্মণও লক্ষ্য করিয়াছিল,—সে রমণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল;—করযোড় করিয়া বলিল,—"আমি বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, আপনি কে, আমায় পরিচয় দিন।"

রমণী বলিলেন,—"কেন, আমার সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার জায়গায় তুমি যাও, এবং আমাকে আমার গন্তব্যস্থানে যাইতে দাও।"

ব্রা। আপনি কে, তাহা আমাকে না বলিলে, আমি আপনার কথিত কোন কার্য্যই করিব না।

র। আমি গায়ত্রী।

ব্রা। গায়ত্রী! গায়ত্রী কি আপনার নাম?

গা। লোকে আমার নাম গায়ত্রী বলিয়াই জানে,—

কিন্তু পুরাণে আমাকে অপরা প্রকৃতি বলে, মায়াও বলিয়া থাকে। বেদে বলে স্বাহা,—পথ ছাড়, আমি চলিয়া যাই।

ব্রা। আপনার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না,—যাহা হউক, আর একটি কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে,—আপনি প্রত্যহ প্রত্যূষে ঐ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাপড়খানি লইয়া ঘাটে আসেন, এবং ধৌত করিয়া শুভ্র করিয়া লইয়া যান। ভাল, প্রত্যহ আপনার ঐ কাপড়খানি অত কালোই বা হয় কেন, আর আপনিই বা তাহা প্রত্যহ কাচিয়া শুভ্র করেন কেন? দয়া করিয়া সে কথা আমাকে বলিবেন কি?

গা। হাঁ, বলিব। আমি গায়ত্রী—আমাকে যে নিত্য জপ করে, আমি তাহার হৃদয়ে নিত্যকৃত মহাপাতকরাশি বিধৌত করিয়া দিই। তুমি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ পাতকরাশি সঞ্চয় করিতে থাক,—তাহাতে তোমার চিত্ত পাপের গাঢ় কালিতে মসীবর্ণ হইয়া যায়,—আবার যখন প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানান্তে গায়ত্রী জপ কর,—তখন আমাকে তাহা ধৌত করিয়া শুভ্রবর্ণ করিয়া দিতে হয়,—আমার হস্তে এই যে, শুভ্রবর্ণ বস্ত্র দেখিতেছ, ইহা তোমার চিত্তক্ষেত্র,—এখন গায়ত্রী জপান্তে তোমার চিত্তক্ষেত্র এইরূপই শুভ্র ও নির্ম্মল। কিন্তু বেশ্যালয়ে গিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র, কলঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইবে,—তার পরে, সমস্ত দিবারাত্রির তোমার অনুষ্ঠিত মহাপাতকে প্রত্যূষে আমার হস্তে যেরূপ গাঢ় কালো কাপড় দেখ, সেইরূপ হইয়া যায়, আবার

তোমার গায়ত্রী জপান্তে আমি ধৌত করিয়া নির্ম্মল শুভ্র করিয়া দিই।

ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু দিয়া ধারাকারে জলস্রোত বহিল। গদ্গদকণ্ঠে কহিল,—"মা, মা! কত কষ্ট দিতেছি, মা! আমি হতভাগ্য—আমার উদ্ধারের পথ বলিয়া দাও, মা!"

মৃদুহাস্যাধরে গায়ত্রী বলিলেন,—"তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার এত আয়োজন। অরূপা আমি—তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বরূপে দেখা দিয়াছি। তুমি যত পাতকই করিয়াছ—গায়ত্রী জপের বলে, তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়াছ,—আর পাতকে লিপ্ত হইও না। আজীবন গায়ত্রী জপ কর,- মুক্তি পাইবে।

বলিতে বলিতে ছায়ার মত গায়ত্রীদেবী অন্তর্ধান হইলেন। ব্রাহ্মণ, আর বেশ্যালয়ে যাইল না। সেই দিন হইতে তাহার নবজীবন আরম্ভ হইল,—সাধন-পথে পদার্পণ করিল।

শিষ্য। সুন্দর উপাখ্যানটি। উপাখ্যানটির মধ্যে কেমন এক ব্যাপক সত্য—মহান্ গাম্ভীর্য্য নিহিত রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি সেই গায়ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলুন।

গুরু। হাঁ, বলিতেছি,—

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
বেদা একত্র সাঙ্গাস্তু গায়ত্রী চৈকতঃ স্মৃতা॥

সারভূতাস্তু বেদানাং গুহ্যোপনিষদো মতাঃ।
তাভ্যঃ সারস্তু গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ তৌলদণ্ডের একদিকে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় এবং অন্যদিকে গায়ত্রীকে রাখিয়া তৌল করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়ই ওজনে সমান হইল। নিখিল বেদ-মধ্যে গুহ্য উপনিষৎ সমূহই সারভূত; কিন্তু তাহা হইতেও গায়ত্রী ও ব্যহৃতিত্রয় শ্রেষ্ঠ।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্‌ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ।
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদুদুহৎ ॥

মনুঃ।

অকার (বিষ্ণু), উকার (ব্রহ্মা), মকার (মহেশ্বর),-এই বর্ণত্রয়;—ভূঃ (ভূর্লোক), ভুব (পিতৃলোক), স্বঃ (স্বর্গলোক), এই তিনটি ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর এক এক পাদ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ;—পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই বেদত্রয় হইতে সারাংশ গ্রহণ পুর্ব্বক মধুর অথচ সুপেয় এই গায়ত্রী দোহন করিয়াছেন।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়স্তথা।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং ॥

ব্যাসঃ।

ওঙ্কার পূর্ব্বক ভূঃ ভুব স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি এবং ত্রিপাদযুক্ত গায়ত্রী, ইহাই পরমেশ্বরের বদন-কমল হইতে প্রথম বহির্গত হয়।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো গায়ত্রীং যশ্চ বিন্দতি।
চরিতং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥
এতয়া জ্ঞাতয়া সর্ব্বং বাঙ্ময়ং বিদিতঃ ভবেৎ।
উপাসিতং ভবেত্তেন বিশ্বং ভুবনসপ্তকং।
অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং ব্রহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, ওঙ্কার পূর্ব্বক ব্যাহৃতিত্রয় পাঠ করেন, তাঁহাকেই শ্রোত্রিয় বলা যায়। এই গায়ত্রী বিদিত হইলেই বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা বলা হইয়া থাকে। অধিক কি এই গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা করিলে, সপ্তভুবনাত্মক সংসার জ্ঞাত হওয়া যায়; গায়ত্রী বিদিত না থাকিলে, সে ব্রহ্মণ্য হইতে বর্জ্জিত হয়।

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকম্॥

কৌর্ম্মে।

ক্রিয়াহীন, মূর্খ, অর্থাৎ সার্থগায়ত্রীবর্জ্জিত, মহারোগী এবং যথেচ্ছাচারী, এই কয় ব্যক্তি যাবজ্জীবন অশুচি অর্থাৎ তাহারা যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন কোন ক্রিয়াকাণ্ডে অধিকার থাকে না।

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥

ব্যাসঃ।

অসৎ প্রতিগ্রহ, নিকৃষ্টান্ন ভোজন, পাতক, উপপাতক প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ করেন, এই জন্য গায়ত্রী নাম হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল পাপাচরণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা।
জগতঃ প্রসবিতৃত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী॥

সূর্য্যের উপাসনা হেতু সাবিত্রী, এবং জগতের প্রসবকর্ত্তৃত্ব ও বাগ্‌রূপত্ব হেতু ইঁহার সরস্বতী নাম হইয়াছে।

গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী।
গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি দেবী চেহ চ পাবনম্॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

গায়ত্রী বেদের জননীস্বরূপা ও পাতকহারিণী। ইঁহা হইতে পবিত্র বস্তু আর দ্বিতীয় নাই।

হস্তত্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে।
তস্মাত্তামভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণো হৃদয়ে শুচিঃ।

নরকার্ণবে পতিত ব্যক্তির পরিত্রাণার্থ একমাত্র গায়ত্রীই হস্তাবলম্বনদাত্রী। এই জন্যই দ্বিজগণ প্রত্যহ স্বহৃদয়ে ইঁহা অভ্যাস করেন।

গায়ত্রীনিরতংহব্যকব্যে সুবিনিযোজয়েৎ।
তস্মিন্ন তিষ্ঠতে পাপমব্বিন্দুরিব পুষ্করে॥

গায়ত্রীনিরত ব্যক্তিকেই দৈব ও পৈত্র ক্রিয়ায় নিযুক্ত করিবে; কেন না, পদ্মপত্রে যেমন জলবিন্দু স্থান পায় না, সেইরূপ উক্তরূপ ব্যক্তিকেও পাতক আশ্রয় করিতে পারে না।

গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দ্ধন্তু ঋচোর্দ্ধমৃচ এব বা।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুদারাভিমর্ষণম্।
যচ্চান্যৎ দুষ্কৃতং সর্ব্বং পুনাতীত্যাহ বৈ মনুঃ॥

গায়ত্রীর এক চরণ কিম্বা পাদার্দ্ধ অথবা অর্দ্ধ কিম্বা সম্পূর্ণ জপদ্বারা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুদারাগমন প্রভৃতি যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়।

যজ্ঞদানরতো বিদ্বান্ সাঙ্গবেদস্য পাঠকঃ।
গায়ত্রীধ্যানপূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

যজ্ঞদাননিরত এবং সাঙ্গবেদাধ্যায়ী ব্যক্তিও গায়ত্রী ধ্যান দ্বারা পবিত্র বিপ্রের ষোড়শাংশের একাংশের সমান নহে।

গায়ত্রীং জপতে যস্তু দ্বৌ কালৌ ব্রাহ্মণঃ সদা।
অসৎ প্রতিগ্রহীতাপি স যাতি পরমাং গতিম্॥
আগ্নেয়ে।

যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করেন, তিনি অসৎপ্রতিগ্রহীতা হইলেও পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। গায়ত্রীর অর্থ শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে।

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর।

গায়ত্রী-ব্যাখ্যা।—

তৎ তস্য ভর্গঃ তেজঃ ধীমহি চিন্তায়ামঃ। কিম্ভূতস্য? সবিতুঃ সর্ব্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে। সচনাৎ প্রেরণাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে।" পুনঃ কিম্ভূতস্য? দেবস্য দীপ্তিক্রীড়া যুক্তস্য। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"দীপ্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি। তস্মাদেব ইতি প্রোক্তং স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ।" কিম্ভূতং?—যো ভর্গোনোঽস্মাকং বুদ্ধিং নিযোজয়তীত্যর্থঃ। তথা চ স এব যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"চিন্তয়ামঃ বয়ং ভর্গং ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ।"

তথাহি ভর্গশব্দেন বহু বিধাত্মযুক্ত সবিতৃমণ্ডল মধ্যগতঃ আদিত্যদেবতারূপঃ পুরুষ উচ্যতে। তথা চ স এব—"ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগদন্তে হরত্যপি। কালাদিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তৎস্বরূপা চ তস্মাদ্ ভর্গঃ স উচ্যতে। ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ। স ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভরগো ভর্গ উচ্যতে। অয়মেব তু ভর্গো বহিরাদেশ সূর্য্যমণ্ডলান্তস্থো-

হৃপি সকলপ্রাণিনাং হৃদয়মধ্যে জীবভূত প্রতিবসতি॥” তথা চ স এব—“আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥” তথা—“হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্য্যস্থ চান্তরে। অগ্নৌ বা ধূমকেতৌ চ জ্যোতিশ্চিত্রকরঞ্চ যৎ।” প্রাণিনাং হৃদয়ে জীবরূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি স এব আকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপতয়া বিদ্যতে; অতো অনয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব। তথাপি—“ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ”—প্রাণিনাং বুদ্ধিপ্রেরকত্বাৎ যো হৃদ্বর্ত্তী স এব চিন্তনীয়ঃ অয়ন্তু বিশেষঃ। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ;ভর্গেণ সহ একীভূত শ্চিন্তনীয়ঃ। পুনঃ কিম্ভূতং ভর্গং? বরেণ্যং বরণীয়ং প্রার্থনীয়ং জন্মমৃত্যুদুঃখাদিনাশায় ধ্যানেনোপাসনীয়মিত্যর্থঃ। তথা চ স এব,—“বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্থ ত্রিবিধস্থ চ। ধ্যানেন পুরুষো যস্তু দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।” পুনঃ কিম্ভূতঃ স ভর্গঃ? ভূর্ভুবঃস্বরিতি ভূর্লোকান্তরীক্ষলোকস্বর্গলোকান্তস্বরূপোঽপি স এব, দেবতাত্মক ভর্গোঽর্থঃ।

অর্থাৎ আমরা সেই দেবের ভর্গ (তেজ) চিন্তা করি। ঐ দেবতা সকল ভূতের প্রসবকর্ত্তা, এই জন্যই তাঁহাকে সবিতা বলে, এবং সর্ব্বদা দীপ্ত ও ক্রীড়াযুক্ত। তিনি বাস্তবিকই দেবতা নহেন,—হৃদয়াকাশে দ্যোতমান বলিয়াই

তাঁহাকে দেবতা বলে। ঐ ভর্গ (তেজ) আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গে প্রেরণ (নিয়োজিত) করিতেছেন। ভৃজ ধাতুর অর্থ পাক,—যেহেতু, তিনি সকল পদার্থকে পাক করেন, পুণ্যের ফলও নিষ্পাদন করেন, এবং সর্ব্বদা ভ্রাজমান (দেদীপ্যমান) থাকিয়া প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপ গ্রহণ করতঃ সপ্তরশ্মি সংযুক্ত হইয়া জগৎ হরণ করেন, এই জন্য উক্ত তেজকে ভর্গ কহে। সকলকে প্রকাশিত করেন, এই জন্য তাঁহাকে 'ভ' কহে। (ভাসি ড) সকলকে রাগান্বিত করেন, এই জন্য তাঁহাকে 'র' কহে। সর্ব্বদা গমন করেন, এই জন্য তাঁহাকে 'গ' কহে;—[গম ড]। পশ্চাদুক্ত তিন পদের মিলন ও এই সমস্ত বিশেষণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বভূতাত্ম-স্বরূপ সবিতৃমণ্ডলমধ্যগত আদিত্য দেবতারূপী পুরুষই ভর্গ শব্দের অর্থ।

অপি চ,—ওঙ্কারকেই প্রণব বা নাদ কহে। গায়ত্রীর আদিতে ও অন্তে এই প্রণব পাঠ করিতে হয়। অ+উ+ম্ =ওঁ। অর্থাৎ অ, উ, ম, এই বর্ণত্রয় মিলিত হইয়া ওঁ হইয়াছে। ওঁ শব্দের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্ররূপ ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্ম। যিনি দিবাকরমণ্ডলাভ্যন্তরে তৎপ্রকাশক আদিত্যদেবস্বরূপ পরমপুরুষরূপে বিরাজিত আছেন, তিনিই জীবের হৃদয়-কমলে জীবাত্মাকারে প্রকাশ-মান হইতেছেন, এই অভেদজ্ঞানদ্বারা (দেবস্য) দীপ্তি ও ক্রীড়াবিশিষ্ট, (সবিতুঃ) সর্ব্বভূতপ্রসবকারী সূর্য্যের

(ভূর্ভুবঃ স্বঃ) পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ ; এই ত্রিভুবনস্বরূপ (বরেণ্যং) জনন-মরণ-ভীতি-বিদূরণার্থ উপাস্য (তৎভর্গঃ) সেই ভর্গনামক ব্রহ্মস্বরূপ যে জ্যোতি, তাহাই আমি (ধীমহি) চিন্তা করি। (যো) যে ভর্গ সর্ব্বান্তর্যামী জ্যোতিরূপী পরমেশ্বর (নঃ) সংসারী আমাদিগের (ধিয়ঃ) বুদ্ধিবৃত্তিকে (প্রচোদয়াৎ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গে নিরন্তর প্রেরণ করাইতেছেন।

এই তোমাকে গায়ত্রীর অর্থ শুনাইলাম, কিন্তু ইহাতে তুমি কি বুঝিলে ?

শিষ্য। বুঝিলাম, গায়ত্রী জপ করা, অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ত্রিগুণময় ঈশ্বরকে ধ্যান করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন—গায়ত্রী জপ করিলে সমস্ত পাতকরাশি দূরীভূত হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবের উন্নতি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গুরু। গায়ত্রীর অর্থ তুমি ঠিক অনুভব করিতে পারিয়াছ। গায়ত্রী অর্থে সগুণ ঈশ্বর—সগুণ কিন্তু ত্রিগুণাত্মক। নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। ভূঃ ভুবঃ স্ব এই তিনলোকে প্রকাশমান ঈশ্বর-আরাধনা গায়ত্রী জপের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাহা হইলে পরব্রহ্মের উপাসনা ইহা দ্বারা হইতে পারে না ?

গুরু। না। কিন্তু পরব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার

অধিকারী কে? আমরা যে সৌরমণ্ডলের লোক,—আমাদিগের অধিকার এই সৌরমণ্ডল লইয়া,—আমাদের এই সূর্য্য, ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ ভূর্লোক; ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক লইয়া; ইহার উপরে যখন অধিকার হইবে, তখন উপরে দেখা যাইবে,—কিন্তু তাহা হওয়া কঠিন, অথবা এখানে থাকিয়া হয় না।

শিষ্য। শুনিয়াছি, গায়ত্রীজপে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার; কিন্তু শূদ্রাদি কি তবে গায়ত্রীজপে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারিবে না?

গুরু। না, শূদ্রের গায়ত্রীজপে অধিকার নাই। বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তোমাকে পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি।

শিষ্য। শূদ্রের অধিকার নাই কেন?

গুরু। গুণহীনতাই না থাকিবার কারণ। শূদ্রের যে গুণ, তাহাতে একত্রে ভগবানের ত্রিগুণের ধারণা করিতে পারে না।

শিষ্য। শূদ্রের তবে কি ব্যবস্থা?

গুরু। পৌরাণিক বা তান্ত্রিক-দেবতার গায়ত্রী জপ করা।

শিষ্য। সে কিসে আছে?

গুরু। কোন সদ্‌গুরুর নিকটে জানিতে হয়। অথবা দীক্ষাকালে গুরু তাহা বলিয়া দিয়া থাকেন। *

---

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা-দর্পণ" নামক গ্রন্থে দীক্ষা, দেবদেবীর বীজমন্ত্র, গায়ত্রী, কবচ ও এই সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে।

শিষ্য। আপনি, চারিশত বত্রিশবার গায়ত্রী জপ করার কথা বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি?

গুরু। অপারগতা পক্ষে একশত আটবার জপের বিধি আছে। কিন্তু কলিতে চারিগুণ বলিয়া চারিশত বত্রিশ-বারের কথা বলিয়াছি।

শিষ্য। গায়ত্রীজপের নিয়ম কি?

গুরু। নিয়ম আর কি? গায়ত্রীশাপোদ্ধার ও কবচ পাঠ করিয়া, গায়ত্রীর অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জপ করিবে।

শিষ্য। অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় গায়ত্রীরও কি পুরশ্চরণ আছে?

গুরু। হাঁ, আছে। কিন্তু গায়ত্রী বিনা পুরশ্চরণেও সিদ্ধিপ্রদা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী-শূদ্রের সন্ধ্যাবিধি।

শিষ্য। আপনি যে সন্ধ্যোপাসনার কথা বলিলেন, তাহা কি কেবল ব্রাহ্মণের জন্য, না সকল জাতিই তদাচরণ করিতে পারে?

গুরু। ব্রাহ্মণের জন্যই উহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেতরের জন্য নহে।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, শূদ্রাদিও কর্ম্মবলে অর্থাৎ সাধনাদিদ্বারা ইহজীবনেই ব্রাহ্মণের স্যায় উন্নত হইতে পারে। তখন তাহাদিগের ঐ ব্রাহ্মণের উপাস্য সন্ধ্যায় অধিকার হয় না কি ?

গুরু। যে শূদ্র সাধনায় সমুন্নত হইবে, তাহার আর তখন ঐ সন্ধ্যা উপাসনায় প্রয়োজন কি ? সে তখন তাহার গুণের উপরে উঠিয়াছে,—তখন সে কর্ম্মমার্গে বা নিষ্কামী হইতে পারে, সুতরাং যতক্ষণ সে ধর্ম্মসাধনার প্রথমস্তরে বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণই তাহার সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তৎপরে অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাধনা করিবে।

শিষ্য। স্ত্রীলোকে এবং শূদ্রাদিতে তবে কি সন্ধ্যোপাসনা করিবে না ?

গুরু। কেন করিবে না ?

শিষ্য। তাহারা কি করিবে ?

গুরু। পূজা, জপ, তপ ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সমস্ত কার্য্যেই তাহাদিগের অধিকার আছে ; তাহাদিগের যে সকল কার্য্যে অধিকার আছে, তাহারা যে সকল কার্য্য করিবে, তাহা আমি অন্যত্রে বলিয়াছি,—সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিষ্য। আমি তত শুনিতে চাহিতেছি না,—বর্ত্তমানে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রাহ্মণের জন্য যেমন ত্রিসন্ধ্যার

সন্ধ্যোপাসনায় ব্যবস্থা আছে,—ব্রাহ্মণেতরের জন্য কি সেরূপ কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই ?

গুরু। বলিয়াছি ত, সকলের জন্যই আছে। ব্রাহ্মণ যেমন গায়ত্রী দীক্ষা লইয়া সন্ধ্যোপাসনা করে, ব্রাহ্মণেতর-গণ—যথা স্ত্রী, শূদ্রাদি সেইরূপ মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তান্ত্রিকী-সন্ধ্যা করিবে।

শিষ্য। তান্ত্রিকী-সন্ধ্যাও কি বৈদিক-সন্ধ্যার ন্যায় ত্রিসন্ধ্যায় উপাসনা করিতে হয় ?

গুরু। হঁা।

শিষ্য। আমাকে তবে তান্ত্রিকী-সন্ধ্যাটি শুনাইয়া দিন।

গুরু। বলিতেছি,—

তান্ত্রিকী-সন্ধ্যা।

প্রথমে আচমন করিতে হয়। যথা,

"ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।"

(প্রথমে আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীবাত্মাভাব, দ্বিতীয় বিদ্যা বা প্রকৃতিতত্ত্ব এবং তৎপরে শিবতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব ;—জীব, প্রকৃতি ও ভগবান্—এই ত্রি-তত্ত্বের তাত্ত্বিকভাবের চিন্তা।)

এই মন্ত্র তিনটি পাঠ করিয়া তিনবার জলদ্বারা আচমন করিতে হয়। তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিতে হয়। যথা—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরি প্রভৃতি নদী বা নদী-শক্তি এই জলে উপস্থিত হউন, এইরূপ মন্ত্র চিন্তা করিতে হয়।

শিষ্য। সে চিন্তা করিলে কি হয়?

গুরু। চিন্তা করিলে যে, তৎশক্তিকে অভীপ্সিত স্থলে আনয়ন করা যায়, ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এক্ষণে ঐ সকল পূতজলের সূক্ষ্ম পবিত্রাংশ নিজ সম্মুখস্থ জলে চিন্তা করিয়া ও শব্দশক্তি বিকাশ করিয়া জলশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়। তৎপরে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তত্ত্বমুদ্রাযোগে তিনবার ভূমিতে ও সাতবার মস্তকে জলের ছিটা দিতে হয়।

শিষ্য। ধেনুমুদ্রা কাহাকে বলে?

গুরু। কৃতাঞ্জলি হইয়া বামহস্তের অঙ্গুলির ফাঁক চারিটির মধ্যে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী আদি চারিটি অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করতঃ মধ্যমাতে বামহস্তের তর্জ্জনী যোগ করিতে হয়। তার পরে, দক্ষিণহস্তের অনামিকাতে বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং বামহস্তের অনামিকাতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা যোগ করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়।

শিষ্য। তত্ত্বমুদ্রা কি প্রকার?

গুরু। দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া উহার মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ

ও অনামার অগ্রদেশে অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিলেই তাহাকে তত্ত্বমুদ্রা বলে।

শিষ্য। হাঁ, তার পর তান্ত্রিকী-সন্ধ্যার ক্রম বলুন।

গুরু। এইরূপে মস্তকে জলের ছিটা দিয়া, মূল মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করতঃ বামহস্তের তলে একটু জল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন পূর্ব্বক "হং যং বং লং রং এই মন্ত্র দুইবার পাঠ করিবে ও বামহস্তের অঙ্গুলী হইতে নির্গত ঐ জলের ছিটা সাতবার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া সাতবার মস্তকে দিবে। তৎপরে অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্ত-তলে লইয়া শুঁকিয়া "ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে হস্ত ধুইয়া বৈদিক আচমন (স্ত্রী ও শূদ্রের বিহিত) করিয়া দেবতার গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক তিনবার জল দিবে ও তিনবার তর্পণ করিবে।

সায়ং সন্ধ্যোপাসনার সময়ে তর্পণ করিতে নাই। কাহারও কাহারও মতে প্রাতঃসন্ধ্যাতেও তর্পণ নাই। কেবল মধ্যাহ্নসন্ধ্যাকালে তর্পণ করিতে হয়।

শিষ্য। কাহার তর্পণ করিতে হয়?

গুরু। দেবতার।

শিষ্য। কোন্ দেবতার?

গুরু। যাহার যে ইষ্ট দেবতা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবতা ও ঋষি এবং গুরুর তর্পণ করিতে হয়।

শিষ্য। কি বলিয়া তর্পণ করিতে হয়?

গুরু। বলিতেছি। তর্পণের মন্ত্র যথা,—

"দেবাংস্তর্পয়ামি, ঋষিংস্তর্পয়ামি পিতৃংস্তর্পয়ামি, মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি, গুরূংস্তর্পয়ামি, পরমগুরূংস্তর্পয়ামি, পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি, পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি।"

তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক—"অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ।" এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার তর্পণ করিতে হয়। তৎপরে যে দেবতার যে যে আবরণ দেবতা, তাঁহাদিগকে পূজা করিতে হয়।

শিষ্য। তাহা জানা যাইবে কি প্রকারে?

গুরু। যিনি দীক্ষাগুরু, তিনি তাহা বলিয়া দিয়া থাকেন, মৎপ্রণীত "দীক্ষা-দর্পণ" নামক পুস্তক পাঠ করিলেও তাহা অবগত হইতে পারিবে।

শিষ্য। তাহাতে কি আছে?

গুরু। যে দেবতার যে মন্ত্র, যে গায়ত্রী, যে আবরণ দেবতা—অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতার সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে,—নিজ ইষ্টদেবতার বিষয় অনুসন্ধান করিলে, সমস্তই অবগত হইতে পারিবে।

শিষ্য। এস্থলে বলা বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে?

গুরু। অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও, সময়ের সঙ্কুলান হইবে না,—যে বিষয় লক্ষ্য করিয়া কথা আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহা এখনও বহু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ একবার

যাহা বলিয়াছি, পুনঃ পুনঃ তাহারই আলোচনা অপ্রীতিকর, সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তার পরে তান্ত্রিকী-সন্ধ্যায় কি করিতে হইবে, বলুন ?

গুরু। আবরণদেবতাগণকে এক একবার তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে।

ব্রাহ্মণের পক্ষে,—"ওঁ হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।"

স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর সকলের পক্ষে,—"ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য এষোঽর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"

শিষ্য। তান্ত্রিকী-সন্ধ্যা ব্রাহ্মণেও করিতে পারে কি ?

গুরু। হাঁ, তান্ত্রিকী-সন্ধ্যায় সকলেরই অধিকার,—সকলেই ইহা করিয়া থাকেন।

শিষ্য। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক-সন্ধ্যা করিবে, না, তান্ত্রিকী-সন্ধ্যা করিবে ?

গুরু। বৈদিক-সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া তান্ত্রিকী-সন্ধ্যা করিবে।

শিষ্য। তার পর বলুন ?

গুরু। তার পরে, গায়ত্রীপাঠ করিয়া নিম্নমন্ত্রে দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যথা,—

"সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।"

শিষ্য। স্ত্রী ও শূদ্রের গায়ত্রীপাঠে অধিকার নাই, তবে তাহারা গায়ত্রীপাঠ করিবে কি প্রকারে ?

গুরু। দেবতার গায়ত্রী। যাহার যে ইষ্টদেবতা, তাহারই গায়ত্রী।

শিষ্য। বুঝিলাম—তারপর ?

গুরু। তার পর, গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। বৈদিক-সন্ধ্যার ন্যায়, তান্ত্রিকী-সন্ধ্যায়ও তিনসন্ধ্যায় তিনপ্রকার ধ্যান। যথা,—

প্রাতে ;—"উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে ॥"

মধ্যাহ্নে ;—"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥"

সায়াহ্নে ;—"সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌-যতি। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যসেৎ ॥"

শিষ্য। গায়ত্রীর ভাবার্থ প্রায় বৈদিকগায়ত্রীর সমান ?

গুরু। হাঁ,—পৃথক্ হইবে কেন ? ভাগবত পার্থক্য সম্ভবে না।

তৎপরে দশবার দেবতার গায়ত্রী জপ করিয়া "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া পাঠ করিবে,—

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।

ইষ্টদেবতা পুরুষ হইলে, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

তৎপরে "রং" এই মন্ত্রে শিরোদেশে জলের ছিটা দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থান সকল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

(বামনেত্রপ্রান্তে)—গুরুভ্যো নমঃ, পরমগুরুভ্যো নমঃ, পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণনেত্রপাস্তে) গণেশায় নমঃ, (ললাটদেশে) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।—(অমুকদেবতাস্থলে ইষ্টদেবতার নাম করিতে হয়।)

তৎপরে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিয়া দেবতার ধ্যান পাঠ করিবে এবং তদনন্তর একশত আটবার (কলিতে চারিশত বত্রিশবার) মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপ সমাপ্ত হইলে, উপরিউক্ত "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জলপ্রদানপূর্ব্বক জপ সমর্পণ করতঃ পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া দেবতার প্রণামমন্ত্রে দেবতার প্রণাম করিবে।

তৎপরে গুরুপ্রণাম করিবে। গুরুপ্রণামের মন্ত্র,—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শিষ্য। এই যে সন্ধ্যোপাসনার কথা বলিলেন, ইহাও

বৈদিক সন্ধ্যাতত্ত্ব হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে,—আমি ভাবিয়াছিলাম, শাস্ত্রকারগণের স্বার্থপরতা আছে।

গুরু। শাস্ত্রকারগণের স্বার্থপরতা?—কি স্বার্থপরতা ভাবিয়াছিলে?

শিষ্য। ভাবিয়াছিলাম, শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ,—তাই ব্রাহ্মণজাতির উপাসনা-পদ্ধতি উন্নত প্রকারের প্রবর্ত্তন করিয়া অন্য জাতিগণের পক্ষে নিকৃষ্টতম পন্থা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

গুরু। কেবল তুমি কেন, বিংশ শতাব্দির অনেক সাম্যবাদীর মুখেই এমনতর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কি তোমার আমার মত, কামী না স্বার্থপর ছিলেন? তাঁহারা [illegible] জগৎটা তোমার আমার মত বিভিন্ন দেখিতেন? [illegible] তাহা দেখিতেন, তবে সংসারের রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ [illegible]রিয়া গভীর জঙ্গলে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিতেন না। যদি তাঁহাদের স্বার্থপরতা থাকিত, ঘৃত দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন ও অন্নব্যঞ্জনাদি সুস্বাদ ভোজ্য পরিত্যাগ করিয়া, বনে গিয়া হরীতকীর কষায়রসে উদর পূর্ণ করিতেন না। তাঁহারা জগৎটাকে এক অখণ্ড—অদ্বৈত জানিতেন। জানিতেন, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়ার খেলাই জগৎ। যাহাতে জীব সেই ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাই তাঁহাদিগের

চেষ্টা ও চিন্তনীয় ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—যাহার যেমন গুণ, তাহার জন্য তেমনই ধর্ম্ম ও সাধন ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ৩৫ শ্লোঃ।

"সম্যক্ (সুন্দর) অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।"

ঋষিগণ যদি স্বার্থপর হইতেন, তবে না হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে উন্নত ধর্ম্মপন্থা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ভক্তিস্থানীয়া মাতা, প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহময়ী কন্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণকন্যাগণকেও কেন উন্নত ধর্ম্মের অধিকারিণী না করিলেন? তাঁহাদের অধিকার দিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু গুণের মত ধর্ম্ম চাই, কর্ম্ম চাই—নতুবা কার্য্য হয় না। আত্মার উন্নতি হয় না। তাই বলিয়া গিয়াছেন, যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাহাই আচরণীয়। কিন্তু কেহ যদি উন্নতি করিতে পারে, দ্বিতীয় স্তরে উঠুক,—সেখানে সকলেরই সমান অধিকার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাকারোপাসনা।

শিষ্য। সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেই বলে, ঈশ্বর নিরাকার। কেবল এক হিন্দুধর্ম্মের মতে ঈশ্বর সাকার। হিন্দুগণ ঈশ্বর বলিয়া জড়ের উপাসনা করেন। এই জড়োপাসনাও অবশ্য স্বধর্ম্মাচরণ,—কেন না, হিন্দুর পূজা অর্চ্চনা সমস্তই জড় প্রতিমায়।

গুরু। তুমি কি সাকার উপাসনার কথা বলিতেছ?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। হিন্দু, সাকার উপাসনা করিলেও নিরাকার ঈশ্বর অবগত আছেন।

শিষ্য। যদি নিরাকার ঈশ্বর অবগত আছেন, তবে হিন্দু সাকার উপাসনা করেন কেন?

গুরু। হিন্দু নিরাকার ঈশ্বর অবগত আছেন,—ইহা ঠিক কথা নহে। আগে স্থির কর,—হিন্দু নিরাকার ঈশ্বর বুঝেন কি না,—হিন্দু যাঁহাকেই সাকার বলেন, আবার তাঁহাকেই নিরাকার বলেন,—উদাহরণ শোন,—

বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে বলিতেছেন,—

ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকারী, বিষ্ণুরূপে পালনকারী এবং রুদ্র-রূপে সংহারকারী; এই ত্রিমূর্ত্তিধারী হরিকে প্রণাম করি।

এখানে প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে মূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিলেন, ভগবান্‌ও শরীরী হইয়া প্রহ্লাদকে দর্শন দান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে প্রণাম করিল,—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বে নোপলভ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

সুতরাং সাকার দেখিয়াও ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া প্রণাম করিয়া, প্রহ্লাদ আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিলেন।

সুরথরাজাকে গুরু মেধস দেবীমাহাত্ম্য বলিয়া দিতেছেন,—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণম্।

সেই মহামায়া নিত্যা, তিনি বিশ্বরূপিণী। এই সমস্ত বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তথাপি লোকে

তাঁহারও উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকে,—তাহা আবার বহু প্রকার। উহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবতাগণের কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ যখন তিনি প্রকাশমানা হয়েন, তখনই লোকে তাঁহাকে "উৎপন্না" বলিয়া বর্ণনা করে। কিন্তু তিনি নিত্যা।

অতএব, হিন্দুর ঈশ্বর নিরাকার, এবং হিন্দুর ঈশ্বর সাকার।

শিষ্য। হিন্দুর গৃহে গৃহে যে, খড়দড়ি মাটীর প্রতিমা পূজা, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা, শিলানুড়ি প্রভৃতি পাষাণের পূজা,—এক কথায় সমুদয় জড়ের পূজা যাহা দেখা যায়, সে পূজা করা কেন? হিন্দু যদি নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত, তবে এ অধর্ম্মভোগ করা কিসের জন্য?

গুরু। উহা কি অধর্ম্মভোগ?

শিষ্য। অধর্ম্মভোগ বৈ কি। ইংরেজেরা এজন্য হিন্দু-ধর্ম্মের উপর বড় চটা।

গুরু। আর ইংরেজী শিক্ষিত তোমরা,—তোমরা আরও চটা সেইজন্য, যেহেতু তোমাদের আদর্শ ইংরেজ এ কাজে চটা। কিন্তু এ সম্বন্ধে কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

শিষ্য। কি ভাবিয়া দেখিব? মাটির পিণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড, বৃক্ষকাণ্ড এ সকল পূজা করা, উপাসনা করা—

তার মধ্যে আবার ভাবিবার, বুঝিবার, চিন্তা করিবার কি আছে ?

গুরু। তবে কি হিন্দুগণ বাতুল, এরূপ মনে করিয়া থাক ?

শিষ্য। আমি না করিলেও, ইংরেজেরা করেন।

গুরু। ইংরেজেরা বাতুল ভাবেন, এই জন্য যে, তাঁহারা উহা বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারেন না, এই জন্য যে, ঐ তত্ত্ব আলোচনায় কখনও মনঃসংযোগ করেন নাই। আরও কথা আছে।

শিষ্য। আর কি কথা ?

গুরু। সে কথা তোমার না শুনিলেও ক্ষতি নাই।

শিষ্য। যদি আপত্তি না থাকে, বলুন।

গুরু। কথাটা এই যে,—ধর্ম্মচর্চ্চায় তাঁহারা বড় অধিকদূর অগ্রসর হয়েন নাই,—স্থূলজগতের আলোচনা লইয়া তাঁহারা যত ব্যতিব্যস্ত, অধ্যাত্ম চিন্তায় তত মনঃসংযোগী নহেন ; কাজেই এ সকল তত্ত্বের দিকে অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

শিষ্য। ভাল। আপনিই বলুন,—কেন হিন্দুর গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, বাড়ীতে বাড়ীতে এ মাটীর দেবতা, পাষাণের দেবতা, কাষ্ঠ-ধাতুর দেবতার আরাধনা হয়,—কেন হিন্দুর গৃহে গৃহে দেবমন্দির,—কেন হিন্দুর বাড়ীতে বাড়ীতে জড়োপাসনার শঙ্খঘণ্টা নিনাদ ?

গুরু। হিন্দু জানে।

হৃদয়কমল-মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং,
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যং।
জনন-মরণ-ভীতিধ্বংসি সচ্চিৎ স্বরূপং,
সকলভুবন-বীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে।

ব্রহ্ম, পরতত্ত্ব স্বরূপ। তিনি সকল ভুবনের বীজ,—সমস্ত ভুবনের হৃদয়-কমল-মধ্যে নিরীহ ও নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অবস্থিত। হরি-হর-বিধি তাঁহাকে জানেন, এবং যোগিগণ ধ্যান-দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন। তিনি সৎ, চিৎ এবং জনন-মরণ ভীতি বিধ্বংসি।

কিন্তু, যোগী ভিন্ন—কেবল স্বধর্ম্মাচরণাচরিত ব্যক্তি তাঁহার পূজা করিবার জন্য, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য,—কাজেই সে তাহার মনের মত করিয়া প্রতিমা গড়াইয়া বলে,—"ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান্! তুমি ত সর্ব্বত্রই আছ, আমি যেখানে তোমাকে আরোপিত করিতেছি, আমার জন্য তুমি সেখানে এস। কাঠ খড় দিয়া এই যে, পুতুল গড়াইয়াছি—ইহার মধ্যেও ত তুমি; তুমি ভিন্ন জগতে আর কি আছে,—এই জড়ে অধিষ্ঠান হইয়া আমার পূজা গ্রহণ কর। প্রত্যেক দেবতার প্রতিমা সম্মুখে বসিয়া পূজাকালে পূজক তাহার অভীষ্ট দেবতাকে ডাকিয়া একথা বলিয়া থাকে। সে কাঠ-পাথর পূজা করে না। শিবপূজা

বোধ হয় জান; মাটীর শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া লইয়া, ধ্যান পাঠ করিয়া পূজক বলে,—

পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।—
স্থাং স্থীং স্থিরোভব, যাবৎ পূজাং করোম্যহং।

কাহাকে ডাকিয়া পূজক বলিল,—“যতক্ষণ আমার পূজা সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তুমি স্থির হইয়া থাক এবং হে পিণাকধৃক্, এই স্থানে—এই জড় মাটীর মধ্যে এস, এই স্থানে তিষ্ঠ—এই স্থানে অধিষ্ঠান কর।” তবে সে কাহার পূজা করে, বুঝিতেছ? সেই মাটির পিণ্ডকে না অন্য কোন পদার্থকে?

তার পরে, তাহার পূজা সমাপ্ত হইলে,—বিসর্জ্জন করে; যাঁহাকে সে পূজার্থে ভক্তিভাবে ডাকিয়া আনিয়া পূজা করিয়াছিল, তাঁহার পূজা সমাপ্ত হইলে, তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিতেছে,—সে জানে, তাহার আবাহনে তিনি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়াছিলেন, তাহার পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, এখন তাহার পূজা সমাপ্ত হইল,—তাঁহার নিত্য স্থানে তাঁহাকে পাঠাইতেছে,—

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

আবাহন ও পূজা আমি কি জানি প্রভু!—কিছুই জানি না। বিসর্জ্জনও জানি না,—কিন্তু এ সকল আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল,—যাহা জানি না, তাহাতে অবশ্যই অঙ্গহানি হইয়াছে,—তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

এইরূপে বিসর্জ্জন করিয়া, তাহার গঠিত শিবলিঙ্গটিকে দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ পূজা,—ততক্ষণই তাহারা কাঠ-পাথর বা মাটির তাল পূজা করে—বিসর্জ্জন হইলে তখন পদদ্বারাও দলিত করিতে ভয় করে না,—তাহারা জড়ের পূজা করে না, চৈতন্যেরই আরাধনা করিয়া থাকে।

নিরাকার—নির্ব্বিকার—অবাঙ্মনসোগোচর—এই বড় কথা-গুলা আমরা সহজে বলিতে পারি, কিন্তু ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ,—অন্তর্যামী,—সকলেরই হৃদয়-দেশে তিনি বিরাজমান। যদি নিরাকার উপাসকের মনের ভাব তাঁহার গ্রাহ্য হয় বা প্রীতি উৎপাদনে সক্ষম হয়,—তবে সাকার উপাসকের আরাধনাও তাঁহার চরণতলে পঁহুছিবে। নিরাকার উপাসক পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহ দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া থাকেন, আর সাকার উপাসকও তাহাই করিয়া থাকে,—পার্থক্য এই যে, সে একটা মনের মত প্রতিমা গড়াইয়া তদুপরি তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া দিয়া দিশেহারা হয় না। হিন্দুরা বিবেচনা করেন,—প্রথম সাধকের সেটা আরও উত্তম

উপায়। মানুষ সান্ত,—অনন্তকে ধারণা করিতে হইলে, সান্তের মধ্যে আনাই যুক্তিযুক্ত। তবে যাঁহারা যোগের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জগৎময় তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন,—অথবা হৃদয়-মধ্যে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু যে সান্ত, যে ক্ষুদ্র—সে যদি তাহার মনের মত মূর্ত্তি গড়াইয়া তাঁহার চরণে তুলসী-চন্দন অর্পণ করে, তাহাতে দোষ কি?

শিষ্য। তবে সাকারোপাসনা সাধকের প্রথম অবস্থায়?

গুরু। তা বৈ কি।

শিষ্য। দ্বিতীয় অবস্থায়?

গুরু। দ্বিতীয় অবস্থায় যাহা,—তাহা চৈতন্যদেবের প্রশ্নে রামানন্দ রায় মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

শিষ্য। প্রথম অবস্থায় বা ধর্ম্মের প্রথমস্তরে বিচরণ-শীল মানবগণ স্বধর্ম্মানুসারে জপ-যজ্ঞ-পূজা-হোমাদি করিবে,—ইহাই বুঝিয়া আসিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয়স্তরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি,—তাহা আমাকে বলুন ?

গুরু। চৈতন্যদেব প্রথমে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে এতক্ষণ বলিলাম। অর্থাৎ

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি হয়॥"

এই স্বধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে তুমি অনেক প্রশ্ন করিয়াছ, আমিও যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিয়াছি। কিন্তু ইহাতে চৈতন্যদেব সাধ্য নির্ণয় হইল না বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাই,—

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥"

চৈতন্যচরিতামৃত ; মধ্যলীলা।

স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়,—এই কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, 'এহো বাহ্য' অর্থাৎ ইহা বাহিরের কথা, যাহা সার কথা,—যাহা নিগূঢ় কথা— আরও অগ্রসর হইয়া তাহা বল।

তদুত্তরে রায় রামানন্দ বলিলেন,—সমস্ত কর্ম্ম কৃষ্ণে অর্পণ করাই সাধ্যের সার।

গীতায় শ্রীভগবান্ সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৯ম অঃ, ২৭শ শ্লোঃ।

"হে অর্জ্জুন! তুমি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর এবং যে কিছু দান ও যেরূপ তপঃ সাধনা করিয়া থাক, তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও।"

কিন্তু কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? কর্ম্মই বন্ধনের হেতু। কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ;—অতএব কর্ম্ম না করিয়া একেবারে জ্ঞানী হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিলে হয় না। অর্জ্জুনও সে কথা শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন,—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অ, ১ম শ্লোঃ।

"হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই মারাত্মক কর্ম্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ?"

অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন? জ্ঞান শিক্ষাই দাও না কেন? যে পথ শ্রেষ্ঠ, যে কার্য্য উত্তম, তাহাই শিক্ষা করি। কিন্তু ভগবান্ তদুত্তরে বলিলেন যে, জ্ঞানের পথ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে কি প্রকারে? কর্ম্মত্যাগ করিব বলিলেই কর্ম্মত্যাগ করা যায় না। কোন কর্ম্ম না করিলেই কি নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইবে? না নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে?

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ৩—৫ শ্লোঃ।

"হে পার্থ! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই লোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার; প্রথম শুদ্ধচেতাদিগের জ্ঞানযোগ, দ্বিতীয় কর্ম্মযোগিদিগের কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে, কেবল

সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কেহ কখনও কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও, প্রাকৃতিক গুণ সমুদয়ই তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে।”

শিষ্য। প্রাকৃতিক গুণ সমুদয় মানুষকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে,—সেই প্রাকৃতিক গুণ কি? যদিও পূর্ব্বে একথা বলিয়াছেন, তথাপি এখন একবার বলিলে, কথাটা পরিষ্কার হয়।

গুরু। সাঙ্খ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী,—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এই তিন গুণই ক্রিয়াশীল,—এই তিন গুণেই জগতের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। গুণবিশিষ্ট হইলে, তাহার কার্য্যকরণ শক্তি অবশ্যই হইবে,—কার্য্য না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। তমঃ—অন্ধকার বা কর্ম্মালস্য-প্রবণতা। রজঃ—কর্ম্মশীলতা; প্রত্যেক পরমাণুই যেন আকর্ষক কেন্দ্র হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করে; আর সত্ত্ব—ঐ দুইটির সাম্যাবস্থা,—উভয়েরই সংযম। জগতের সমস্ত মানুষেই অল্পাধিক পরিমাণে এই গুণত্রয় অবস্থিত আছে,—প্রত্যেক ব্যক্তিই এই উপাদানত্রয়-নির্ম্মিত। মানুষ-মাত্রেরই কখনও তমঃপ্রধান, কখনও রজঃপ্রধান বা সত্ত্বপ্রধান অবস্থা আসিয়া থাকে।

যখন তমঃপ্রধান অবস্থা আইসে, তখন মানুষ নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমহীন হইয়া আলস্যে জড়াইয়া পড়ে,—কতক ভাবে

তাহার হৃদয় বিজড়িত হইয়া পড়ে,—সে কাজ করিতে চাহে না, কিন্তু তাহার মন কর্ম্মশূন্য হয় না,—সে বসিয়া বসিয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা ও অহঙ্কারের সুউচ্চ মঞ্চ গড়াইয়া লয়। পর-নিন্দা, পর-কুৎসা, পরচর্চ্চা; ইহাই তখন তাহার প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়ে। কাজ করিতে পারে না, কিন্তু কাজের ভাব তাহার মন হইতে দূরীভূত হয় না,—অধিকন্তু কুকার্য্যের চিন্তাতেই তখন তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

যখন রজোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন কর্ম্মশীলতা প্রবল হইয়া উঠে। মানুষ তখন কর্ম্মবীর হয়। কাজ করিবার জন্যই যেন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—কাজেই তখন তাহার আনন্দ। কাজ না করিয়া সে থাকিতে পারে না,- ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কাজ করা—তখন তাহার রজোগুণেরই কার্য্য। রজোগুণে কাজে পরিলিপ্ত করে।

আবার যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ প্রাগুক্ত উভয়ভাবের সংযত অবস্থায় পঁহুছে,—সত্ত্বগুণের উদয়ে উভয়টিরই সংযতভাব হয়।

বিভিন্ন মানুষে এই উপাদানত্রয়ের কোন একটি প্রবল-ভাবে বিদ্যমান থাকে। সকলগুলি গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণের সমানাবস্থা প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। কাহারও হয়ত তমোগুণ অধিক,—সে, কর্ম্মন্যতা, অথচ অহঙ্কারশূ

মাৎসর্য্য কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগকে লইয়া কাজের কল্পনা-জল্পনা ও আলস্য লইয়াই দিন কাটাইয়া দিতেছে। আবার কেহ হয়ত রজোগুণ-প্রধান, কর্ম্মশীলতা, কার্য্য-করণেচ্ছা, দেশের; দশের ও আপনার কাজ লইয়া সে ব্যতিব্যস্ত—জ্ঞানোন্নতি করিতে, নবদীপ্তি প্রকাশ করিতে, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে সে ব্যস্ত,—শক্তি-সঞ্চালন করিতে,—মহাশক্তির বিকাশ করিতে ঈপ্সিত। আর যাহার সত্ত্বগুণ-প্রধান,—তাহাকে দেখিবে, শান্ত, মৃদুমধুর-ভাবে—উপরি উক্ত গুণদ্বয়ের সংযম অবস্থা লইয়া সংসারের পথ বহিয়া চলিয়াছে।

কেবল যে, মানুষেই এই গুণত্রয় আছে, তাহা নহে। পৃথিবীস্থ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ সকলেই এই গুণত্রয়ের উপাদান—বা এই ত্রিগুণোপাদান গুলির প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন কথা হইতেছে, আমি কর্ম্ম করিব না,—কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ,—অতএব, জ্ঞানেরই অনুশীলন করি, এই যে মনের ইচ্ছা,—ইহা অযৌক্তিক; কেন না, কর্ম্ম করিব না বলিলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করা যায় না,—আমরা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও, কর্ম্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কেন না, গুণ যতক্ষণ আমাদের আছে, কর্ম্মও ততক্ষণ আছে,—গুণ না গেলে, কর্ম্ম যাইবে কেন? অতএব, কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে হইলেই

আবার কর্ম্মফল সঞ্চয় হইবে,—সেই ফলে আবার গুণ হইবে, গুণ হইলেই আবার কর্ম্ম করিতে হইবে। বৃক্ষের পুষ্প হইলেই, তাহাতে বীজ হয়, বীজ হইলেই তাহাতে অঙ্কুর জন্মে, গাছ হয়—গাছ হইতে আবার পুষ্প হয়, পুষ্প হইলেই আবার ফল হয়,—আবার ফলে বীজ হয়, বীজে অঙ্কুর হয়,—অঙ্কুরে গাছ হয়, গাছে ফুল হয়, ফুলে বীজ হয়—এইরূপ ধারাবাহিক ক্রমে—এইরূপে সৃষ্টি অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে,—তুমি আমি ইচ্ছা করিলেই, সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কাজেই ভগবান্ বলিলেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৩য় অঃ, ৬—৯ শ্লোঃ।

"যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করে; সেই মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

অতএব, তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অকর্ম্ম বা সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে, তোমার শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মবদ্ধ হয়; অতএব হে কৌন্তেয়! বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মের প্রভাব।

শিষ্য। কর্ম্ম না করিলে যখন মানুষ থাকিতে পারে না, তখন কর্ম্মই করুক, তাহাতে আপত্তি কি?

গুরু। এ স্থলে তাহাই বলা হইয়াছে,—কর্ম্ম না করিয়া মানুষের যখন উপায় নাই, তখন মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কিন্তু কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্মের একটা সংস্কার জন্মে,—কর্ম্মের সংস্কারটা বড় বালাই। সংস্কার অর্থে মনের আসক্তি। এই আসক্তি চিত্তে দাগ লাগাইয়া দেয়। মনের মধ্যে যে কোন কর্ম্মেচ্ছা-আসক্তির উত্থান হয়, তাহা একেবারে যায় না, চিত্তমধ্যে তাহার একটা দাগ থাকিয়া যায়,—এই দাগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে,—তাহাকেই সংস্কার বলা যাইতে পারে। সংস্কার থাকিলেই

অদৃষ্ট থাকে, কেন না, অদৃষ্ট আর সংস্কার পৃথক্ জিনিষ নহে। এই অদৃষ্ট লইয়াই মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ঘোরা-ফেরা। অতএব কর্ম্ম না করিলে যখন উদ্ধারের উপায় নাই—তখন কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য হইয়া করিবে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ১৯—২০ শ্লোঃ।

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করা উচিত।"

শিষ্য। কর্ম্ম করিবে, অথচ তাহাতে আসক্ত হইবে না,—আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা যায়, ইহা বলিতে যত সহজ, কিন্তু কাজে করা তত কঠিন।

গুরু। কঠিন, কিন্তু করা যায় না, এমন নহে। সর্ব্বদাই চিত্ত ভগবানে বিন্যস্ত রাখিতে পারিলেই এমন হইতে পারে। সহস্র লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর যখন নিজ আশ্রম কুটীরে আসিয়া

নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তখন যে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই মুখখানি মনে পড়ে—সহস্র জনের মুখ কিছু মনে আসে না ;—ভগবানে যদি দৃঢ়তা থাকে, আমি ভোজন করিলে তিনি খান, আমি গমন করিলে তিনি গমন করেন, আমি রোদন করিলে তিনি কাঁদেন, আমি ব্যথা পাইলে তিনি ব্যথা পান,—অন্ততঃ আমি ভোক্তা নহি, কর্ত্তা নহি, জ্ঞাতা নহি—অতএব, আমাদ্বারা যাহা কৃত হয়, আমাদ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তাঁহাতে অর্পিত হোক্,—কাজ করিতে হয়, করিয়া যাই—ফলাফল বা আসক্তি চাহি না। চাহি কাজ, কাজের ফলাফল চাহি না। কাজ করিব,—তাহার তুষ্ট্যর্থে ; কেন না, তিনি বলিয়াছেন, কাজ কর—কাজ না করিলে, তোমার যাওয়া আসার কাজ ফুরাইবে না, তাই কাজ করিতেছি,—ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্য কাজ করিব না,—তাঁহার —ভগবানের সুখের জন্য কাজ করিব।

শিষ্য। কাজ করা ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য, কিন্তু সে সুখাদি আসক্তি না-থাকিলে, তবে কাজ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ?

গুরু। সেই যে প্রবৃত্তির বিনাশ, তাহাই জীবের মুক্তিপ্রদ।

শিষ্য। বুঝিলাম, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে ধাবিত ও প্রতিকূল বিষয়ে বিমুখ হইবে। আসক্তি আমার, না ইন্দ্রিয়ের ?

গুরু। হাঁ, ঐ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা ইন্দ্রিয়ের। ইন্দ্রিয়গণও কম প্রতাপশালী নহে,—তাহারা মানুষকে মরণ বাঁচনের পথে লইয়া যায়। তাহারাই মানুষকে তাহাদের হাতের ক্রীড়নকের ন্যায় খেলাইয়া লইয়া বেড়ায়।

শিষ্য। সেই ইন্দ্রিয়গণের নিরোধের উপায় কি? কেন না, ইন্দ্রিয় নিরোধ না করিলে, স্ব ইচ্ছায় কর্ম্ম করা যাইতে পারে না।

গুরু। ইন্দ্রিয় নিরোধ করা সহজ কথা নহে। মুনি ঋষিগণ কত সহস্র সহস্র বৎসর অনাহারে, বাতাহারে বা অল্পাহারে লোকসমাগমশূন্য গহনারণ্যে ভগবানের আরাধনায় কাটাইয়া দিয়া সহসা একদিন ভোগ্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অধীনে আত্মহারা হইয়াছেন। ইন্দ্রিয় জয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ৩৩—৩৪ শ্লোঃ।

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল

বিষয়ে দ্বেষ আছে, ঐ উভয়েই মুমুক্ষুর প্রতিবন্ধক, অতএব উহাদের বশবর্ত্তী হইবে না।”

শিষ্য। ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইবে না, অথচ তাহাদের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে স্বাধীনতা বজায় থাকিবে, এ কেমন কথা হইল,—বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তা পারা যায়।

শিষ্য। কি প্রকারে?

গুরু। তাহাদের অধীন না হইলেই পারা যায়। মনে কর, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ইচ্ছা হইল—‘সেই মুখখানি কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি,’ দেখিতে ইচ্ছা হইল; ইহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তখনকার অনুকূল বিষয়—কিন্তু আমি পুরুষকারের বলে, তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইব—আমার মনের দৃঢ়তা আছে যে, আমি ইন্দ্রিয়ের অধীন হইব না—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যেমন “সেই মুখখানি” দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইল, আমার অমনি তাহার বিপরীত তরঙ্গ উত্থাপন করা কর্ত্তব্য। মনে তখনই বিচার করা কর্ত্তব্য—কিসের সেই মুখখানি, কাহার সেই মুখখানি,—সেই মুখখানির সহিত আমার সম্বন্ধই বা কয় মুহূর্ত্তের? এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতে গঠিত সেই মুখ,—মরিলে পুড়িয়া ছাই হইবে,—জীবন্তে ক্ষত হইলে পচিয়া দুর্গন্ধ হইবে। তবে কে সে? সেও যা, আমিও তা—তার মধ্যেও যিনি, আমার মধ্যেও তিনি—সেই চৈতন্য—সেই বিরাট পুরুষ। তবে ইন্দ্রিয়ের

বশে যাইব কেন,—কেন ইন্দ্রিয়-বশে যাইয়া মরীচিকায় মজিব? যিনি চির সাথের সাথী, যিনি হৃদয়ের হৃদয়—প্রাণের প্রাণ—জগতের নাথ—সেই দিকে মনকে ঢালিয়া দিলেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইতে হয় না।

ক্রমে অভ্যাসের বলে মানুষ সব করিতে পারে। অভ্যাসে মানুষ দেবতা হইতে পারে, আবার অভ্যাসে মানুষ পশু হইতে পারে,—অতএব, অভ্যাস করিলে নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করিতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বধর্ম্মত্যাগ।

শিষ্য। কর্ম্মেই কর্ম্মের বন্ধন বিনষ্ট করে,—কর্ম্মাচরণেই কর্ম্মের সংস্কার দূরীভূত হয়। ইহা উত্তম কথা,—কিন্তু ইহা হইতে আরও উত্তর সাধ্য কি?

গুরু। চৈতন্যদেবও তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলেন নাই, তিনি রামানন্দের নিকট নিষ্কাম কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া তদনন্তর বলিলেন,—

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার॥"

চৈতন্য দেব বলিলেন,—"তুমি যে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিলে, অর্থাৎ আমি যাহা আচরণ করিব, যাহা কিছু ভোজন করিব, যে কিছু হোম করিব, যাহা দান করিব, এবং যে কিছু তপস্যা করিব,—তৎসমস্তই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিব,—ইহাতে আমার কর্ম্মসংস্কার দূরীভূত হইতে পারে—কর্ম্মের দাগ মুছিয়া যাইতে পারে, কিন্তু আনন্দ কৈ? রস কৈ—প্রাণ যা চায়, তা মিলে কৈ? অতএব ইহা বাহিরের কথা। ইহার আগে যে সাধ্যের কথা আছে, তাহাই বল?" রায় রামানন্দ কহিলেন,—"স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধ্যের সার।"

শিষ্য। কি ভয়ানক কথা! স্বধর্ম্মত্যাগ ধর্ম্ম? স্বধর্ম্মাচরণ করাই কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায় বলা হইয়াছে,—আবার একই নিশ্বাসে বলা হইল, স্বধর্ম্মত্যাগ সাধ্য সার?

গুরু। স্বধর্ম্মাচরণ কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায়,—কিন্তু স্বধর্ম্ম ত্যাগ সাধ্য সার,—এই দুইটি কথার পার্থক্য নাই কি?

শিষ্য। হাঁ, তা আছে।

গুরু। কি আছে বল দেখি?

শিষ্য। স্বধর্ম্মাচরণ করিলে কৃষ্ণ-ভক্তি-হীন জনের কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর-বিমুখ নাস্তিকজনেরও ঈশ্বরে ভক্তি আইসে। আর স্বধর্ম্মত্যাগ সাধ্যসার; সাধ্যের শ্রেষ্ঠ।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। এক্ষণে কিছু শুনিবার ও বুঝিবার আছে।

গুরু। বল।

শিষ্য। স্বধর্ম্ম যাহা, তাহা স্বধর্ম্মাচরণেই বলিয়াছেন, মোটের উপরে আমি এই মনে রাখিয়াছি যে, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড,—যথা সন্ধ্যা, বন্দনা, পূজা পদ্ধতি, দেবার্চ্চনা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি। কিন্তু ঐ সমস্ত পরিত্যাগই কি সাধ্য সার?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই কি,—স্বধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করা যায়?

গুরু। গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ আশ্রম,—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই সকল আশ্রমের ধর্ম্ম সাধনা হইয়া থাকে, সে সকল কথার এ স্থান নহে।

শিষ্য। ভাল, তাহা না হয়, সময়ে শুনিয়া লইব। কিন্তু এই কথাটা শুনিয়া আমার কেমন একটা বিস্ময় জন্মিয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেব, রায় রামানন্দ প্রভৃতি সেই সময়ে একটা নূতন মত ও নূতন দলের সৃষ্টি করিতেছিলেন,—বোধ হয়, মানুষকে গৃহস্থাশ্রম হইতে—স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া লইয়া তাঁহাদের দলপুষ্টির জন্য ঐ কথা বলিয়া থাকিবেন। আমাদের কোন শাস্ত্রগ্রন্থে ঐ কথা আছে কি?

গুরু। তুমি নির্ব্বোধ, তাই, চৈতন্যাদির চরিত্রে অমন কলঙ্কারোপ করিয়া ফেলিলে। শাস্ত্রে আছে বৈ কি ?

শিষ্য। আমি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হিন্দুর অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অঃ, ৪২-৪৪ শ্লোঃ।

"হে পার্থ! যাহারা আপাততঃ মনোহর শ্রবণ রমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফল প্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর, যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করেন না; যাহারা কামনা-পরায়ণ; স্বর্গই যাহাদিগের পরম পুরুষার্থ; জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভের সাধনভূত নানাবিধ (যাগাদি) ক্রিয়া-প্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত আসক্ত; সেই বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।"

শিষ্য। শুনিয়া বড়ই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, যে বেদকে হিন্দুশাস্ত্রে অপৌরুষেয়, অবিনশ্বর ও হিন্দু-ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া জানে,—যে বেদ-বাক্য হিন্দুর একমাত্র প্রতিপাল্য, সেই বেদকে স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখে নিন্দা করিলেন? ভাল, আর কোন শাস্ত্রে ঐরূপ কথা আছে কি?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কিসে?

গুরু। মহাভারতে।

শিষ্য। মহাভারতের কোথায় আছে?

গুরু। অনেক স্থলেই আছে। আমি তোমাকে কর্ণ-পর্ব্ব হইতে একটু শুনাইতেছি।

শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্ত্বে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে॥
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং॥

মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ৬৯ অঃ, ৫৬-৫৭ শ্লোঃ।

"অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক-স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।"

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষাময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ স্কঃ; ১১ অঃ, ৩২ শ্লোঃ।

টীকা,—হে উদ্ধব! ময়া বেদরূপেণ আদিষ্টান্ অপি স্বকান্ নিজান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য বিহায়, গুণান্ দোষাংশ্চ আজ্ঞায় বিদিত্বা যো জনঃ মাং ভজেৎ, সঃ এব পূর্ব্ববৎ সত্তমঃ সাধূনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ স্যাৎ।

"হে উদ্ধব! মৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট বেদোক্ত স্বধর্ম্ম সকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ পরিজ্ঞাত হইয়া যে ব্যক্তি আমার আরাধনা করে, পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির ন্যায় সেই ব্যক্তিও সাধুকুলের শ্রেষ্ঠ হয়।"

শিষ্য। আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম,—বেদের অর্থ যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই হিন্দুশাস্ত্রে গ্রহণীয়,—অন্য সকল গ্রন্থ অপ্রামাণ্য এবং অগ্রাহ্য,—এই কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি, আজি সহসা এই কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছে। তবে কি বেদটা কিছু নহে?

গুরু। কিছু নয় কেন,—বেদ যেমন অপৌরুষেয়, বেদ যেমন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, তেমনই। তবে কথা এই যে, বেদ সকাম ক্রিয়ার প্রকাশক। প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় বচনাদিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, বেদ অসম্পূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ,—তাহাতে ধর্ম্মের সমস্ত কথা বলা হয় নাই। যাগ যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞান ভক্তি বড় একটা তাহাতে নাই। দেবতাদিগকে বা সূক্ষ্মশক্তিকে আবাহন করিয়া আনিয়া পূজা করিয়া পার্থিব কার্য্য বা নিজ সম্পত্তি

আদি লাভ করা হইত। কিন্তু আত্মার উন্নতি বিষয়ে তাহাতে কিছু নাই। না থাকিবারই কথা,—যখন ভগবান্ বেদের প্রবর্ত্তয়িতা, তখন মানব-সমাজ নূতন প্রতিষ্ঠিত—তখন স্বধর্ম্মাচরণেরই প্রয়োজন, তাই বেদের প্রকাশ। তার পরে, দ্বাপরে প্রয়োজন বোধে রস ও শক্তির সাধনা।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বেদশাস্ত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে,—"ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ।"—"বেদ ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক।"

অতএব, বুঝিয়া দেখ যে, প্রাগুক্ত বচনাদিতে বেদের নিন্দা করা হয় নাই; কেবল বলা হইয়াছে যে, বেদোক্ত ধর্ম্ম সকাম কর্ম্মময়। মানুষ যত দিন স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ গুণ-কর্ম্ম করিতে থাকিবে, ততক্ষণ বৈদিকধর্ম্মের আচরণ করিবে, কিন্তু তৎপরে সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। তাই রামানন্দ বলিয়াছেন,—"স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্ব সাধ্য সার। বেদোক্ত ধর্ম্মই এখানে স্বধর্ম্ম বলা হইয়াছে। বেদোক্ত ধর্ম্ম সকাম—স্বর্গাদি তাহার ফল; অতএব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮ অঃ, ৬৬ শ্লোঃ।

"তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, এক্ষণে তুমি শোকাকুল হইও না।"

কেন না,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাঃ শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অঃ, ৬১-৬২ শ্লোঃ।

"হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।"

শিষ্য। বৈদিককর্ম্ম অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিবে?

গুরু। এ পর্য্যন্ত পঁহুছিলে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ যে ধর্ম্মপথের এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সে বৈদিক ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে বা করিয়া থাকে।

শিষ্য। তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না?

গুরু। না।

শিষ্য। শুনিয়াছি, বৈদিক-আচরণ পরিত্যাগ করিলে মানুষের গতি হয় না?

গুরু। তা হয়,—কেন হয়, তাও শোন।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

শ্রীমদ্ভবদ্গীতা—২য় অঃ, ৪৫-৪৬ শ্লোঃ।

"হে অর্জ্জুন! বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম-ফল প্রতিপাদক; অতএব তুমি নিষ্কামী হও। তুমি শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হও, নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত হও। অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণে যত্নশূন্য হও এবং অনাসক্ত হও। যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র মহা হ্রদে সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত, বুদ্ধিবিশিষ্ট, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিয়া বৈদিককর্ম্ম পরিত্যাগ করা, ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। প্রথম ও দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম না করিয়া যে ব্যক্তি এই তৃতীয় সোপানে পদার্পণ করে, সে নিশ্চয়ই পতিত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকে।

শিষ্য। স্বধর্ম্মাচরণ সময়ে মানুষের যাগ, যজ্ঞ, সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনার কতকগুলি কার্য্য আছে,—কিন্তু স্বধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া তখন মানুষের সাধ্য কি; অর্থাৎ তখন মানুষ কি প্রকারে সাধ্যের সাধনা করিবে?

গুরু। তখন কি করিবে,—ইহা কঠিন প্রশ্ন হইলেও সঙ্গত। অতএব, এস্থলে তাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

তখনও কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের অর্থ কার্য্য, কিন্তু তাহার আর একটি অর্থ আছে,—কার্য্যকারণ ভাব। চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে থাকিয়া যে কোন কার্য্য ফল উৎপাদন করে, তাহাকেই কর্ম্ম বলে। এই জগৎটা কর্ম্মবিধান বা কর্ম্মসমষ্টি। কর্ম্মহীন হইলে জগতের অস্তিত্ব হীন হইয়া যাইবে। বৈদান্তিকেরা বলেন,—জগৎ ত হয় নাই, বা জগৎ ত নাই—আছে মায়া। কর্ম্মফলই বুঝি, তাঁহাদের মতে মায়া-শৃঙ্খল। এখন মানুষের উদ্দেশ্য কি? মানুষের উদ্দেশ্য এই জগৎ বা মায়া-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া।

এই জগতে আমরা যাহা দৃষ্ট করি, তাহা সমুদয়ই কৃতকর্ম্ম-ফল। আবার যাহা ঘটিবে, তাহাও কর্ম্মফলে ঘটিবে,—ইচ্ছা বল, চিন্তা বল, সকলই কর্ম্মফলের প্রসূতি। অতএব, সেই কর্ম্মফল বিনাশ করাই মুক্তির হেতু। কেবল কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিলেও, ফলাফল জন্মিবে,—ইচ্ছা, চিন্তা—ইহাতেও কর্ম্মফল জন্মে। তবেই আমাদিগকে এমন কিছু করিতে হইবে, যাহাতে তাহা উৎপত্তি না হইতে পারে। তদর্থে যাহা করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্ ॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তো হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অঃ, ৪৭-৫৩ শ্লোঃ।

"কর্ম্মেই (নিষ্কামকর্ম্মে) তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন বাসনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হউক। হে ধনঞ্জয়! তুমি ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য-জ্ঞান করতঃ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান কর; সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্যজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত। হে ধনঞ্জয়! সংশয়রহিত বুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ; কাম্যকর্ম্ম সমুদয় অতি অপকৃষ্ট; অতএব তুমি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর; সকাম-ব্যক্তিরা অতি দীন। যাঁহার কর্ম্মযোগ বিষয়িণী

বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি এই জন্মেই পরমেশ্বর-প্রসাদে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন; অতএব কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর; সুকৌশল কর্ম্মই যোগ। কর্ম্ম-যোগ-বিশিষ্ট মনীষিগণ কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেন, সুতরাং জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময় পদ (বিষ্ণুপদ) প্রাপ্ত হন। যখন তোমার বুদ্ধি অতি দুর্গম মোহ (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি) হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতবিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিবে। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আছে, যখন উহা বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে; তখনই তুমি যোগফল (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিবে।"

শিষ্য। তাহা হইলে মোটের উপরে তখনকার সাধ্য এই যে, ফলকামনাশূন্য হইয়া কাজ করা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। ভগবান্‌কে ভাবিতে হইবে না? তাঁহাকে ডাকিতে হইবে না? তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে না?

গুরু। ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামকর্ম্ম সমাধা করিবে কেমন করিয়া? উদরাময়গ্রস্ত রোগীর ঘৃতভোজনে অপকার হয়, কিন্তু সেই ঘৃত যদি ভেষজে (ঔষধে) অন্বিত হয়, তবে তাহার পীড়া আরোগ্য করে। তদ্রূপ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, কিন্তু ভগবানে সেই কর্ম্ম সংযুক্ত হইলে বিমুক্তির কারণ হয়।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। কি বুঝিলে না?

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন।

গুরু। আমি ত অনেক কথাই বলিয়াছি,—তুমি কি বুঝিলে না, কেমন করিয়া জানিব?

শিষ্য। আপনি এইমাত্র বলিলেন,—আসক্তি-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলেই মুক্তি হয়,—তবে আবার ভগবানে কি প্রয়োজন?

গুরু। জগৎ-প্রাণ ভগবান্,—জগতের হিতার্থে যে কার্য্য করা যায়, তাহা তাঁহারই কাজ। আত্মভাবনা বিনাশ করিয়া, ভগবানের কাজ বলিয়া জগতের কাজ করিবে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮ অঃ, ৫৩-৫৪ শ্লোঃ।

"অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতা-শূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না; সকল প্রাণিগণের

প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়-ভক্তি জন্মে।

কর্ম্মযোগ সাধনায় কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়, এবং কর্ম্মযোগ কি, তাহা তোমাকে পূর্ব্বে শুনাইয়াছি; সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

শিষ্য। স্বধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, ফলকামনা পরিবর্জ্জন করতঃ কর্ম্ম করাই কি সাধ্যের শ্রেষ্ঠ? ইহাই কি মানুষের চরম উন্নতি?

গুরু। না, ইহাঁর পরেও আছে।

শিষ্য। যাহা আছে, তাহা বলুন।

গুরু। রামানন্দের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, চৈতন্যদেব আরও অগ্রবর্ত্তী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।"

---

* মৎপ্রণীত "যোগ ও সাধন-রহস্যে" কর্ম্মযোগ অধ্যায় দেখ।

যাহা শুনা গেল, তাহা বাহিরের কথা। তাহার পরে অনেক আছে,—অতএব এই বাহিরের কথা পরিত্যাগ করিয়া আরও আগের কথা বল। চৈতন্যের নিকট এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন,—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যের সার বা শ্রেষ্ঠ। অতএব, মানুষ যাহাতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি লাভ করিতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মানুষের পক্ষে এই সাধ্যই সাধনার লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। জ্ঞান ও ভক্তি কি, তাহা জান ত?

শিষ্য। উভয়েরই লক্ষণ আপনি আর একবার বলুন।

গুরু। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাকে জ্ঞান বলে। জ্ঞানকে বুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। গীতায় বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে;—যথা—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ১ শ্লোঃ।

"হে জনার্দ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?"

এস্থলে বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান। ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন,

যে গুণে জন্মলাভ করিয়াছ, কর্ম্ম করিয়াই তাহার ক্ষয় করিতে হইবে,—কর্ম্ম না করিলে, কর্ম্ম তোমাকে ছাড়িবে না,—কর্ম্ম তোমাকে করিতেই হইবে—কেন না, কর্ম্মের বীজ তোমাতে নিহিত রহিয়াছে। তৎপরে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বুঝাইবার জন্য জ্ঞান যে কর্ম্ম হইতে প্রধান, তাহা বলিলেন। তচ্ছ্রবণে অর্জ্জুন কিছু গোলযোগে পতিত হইলেন,—হইবারই কথা। একবার তিনি শুনিলেন, কর্ম্ম প্রধান; আবার শুনিলেন, জ্ঞানই প্রধান। তাই বলিলেন,—"জনার্দ্দন! যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে এই আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সংহাররূপ মারাত্মক কার্য্যে আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ?" সে কথার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে,—এস্থলে, এই কথা বলিতে চাহি যে, বুদ্ধি অর্থে এখানে জ্ঞানই বলা হইয়াছে। অন্যত্রও বলা হইয়াছে; যথা—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অঃ, ৪৯ শ্লোক।

"হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট।"

বুদ্ধিযোগ অর্থে এখানে জ্ঞানযোগই বলা হইয়াছে। এক্ষণে বুদ্ধির অর্থ কি, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়।

এক্ষণে আমাদের জ্ঞানকে আমরা এইরূপ ভাবে বুঝিতে পারি যে, যাহা দ্বারা আমরা সদসৎ কি, তাহা জানিয়া, ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির আরোপ করিতে পারি।

শিষ্য। উৎকৃষ্ট কথা,—কি সৎ, কি অসৎ,—কি করিলে আমাদের ভাল হইতে পারে, কি করিলে আমাদের মন্দ হইতে পারে, কি করিলে আমরা মায়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, কি করিলে আমাদের আত্মার উন্নতি হইতে পারে, কি করিলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রামের প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইতে পারি, এই সকল বিচার দ্বারা সদসৎ বুঝিয়া লইয়া ভগবানে অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির আরোপ করাই উৎকৃষ্ট সাধনা,—ইহা যদি জ্ঞান হয়। সে জ্ঞান সাধনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহার সহিত আবার ভক্তির প্রয়োজন কি? রামানন্দ বলিলেন,—'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।'

গুরু। কেবল যে শুষ্ক জ্ঞান, তাহা ভগবানের চরণ-সমীপে পঁহুছিতে পারে না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। আমি তোমাকে উত্তমরূপে জানি,—জানি বেশ! কিন্তু তোমায় যদি ভক্তি না করি, তবে তোমাকে কি দিয়া সাধনা করিতে পারি?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বলিতেছি, শোন,—

জ্ঞান শুষ্ক অন্তঃকরণ-বৃত্তি। জানা বৈত নয়,—শাস্ত্র পাঠে, সাধু সঙ্গে, ভূয়ো দর্শনে তুমি বুঝিতে পারিলে, এই জগৎ যন্ত্রের এক রচয়িতা আছেন। ঐ দেশালাইয়ের বাক্সটা দেখিলে উহার নির্ম্মাতা আছে বলিয়া মনে হয়, আর এই অসংখ্য, অগণ্য, অপরিজ্ঞেয় গ্রহ নক্ষত্র সাগর ভূধর পরিব্যাপ্ত কোটী কোটী বিশ্বেরও নির্ম্মাতা, পাতা ও সংহর্ত্তা আছেন। কিন্তু এই জ্ঞানই কি সাধনা? আছেন, ভালই,—তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই,— পিতা আছেন, জানি; কিন্তু পিতৃ-ভক্তির কি প্রয়োজন হয় না? পিতৃ-ভক্তি না হইলে পিতৃ-সেবার জন্য কায়মনো-বাক্যে লালসা জন্মিবে কেন? হয় ত জ্ঞানের কথা এই যে, পিতৃ-সেবা করা কর্ত্তব্য—কিন্তু তাহা শুষ্কভাব। সেবা করিতে হয়, করা যাইবে। কিন্তু সেবা করিবার জন্য যে লালসা, তাহা থাকে না। সেই প্রকার ঈশ্বর জানা এক কথা, আর ঈশ্বরে ভক্তি থাকা আর এক কথা। জ্ঞান পুরুষ মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে—তবে সহজে চিনিয়া ঈশ্বরের বাড়ীর সন্নিকটে পঁহুছিতে পারে, আর ভক্তি স্ত্রীলোক,—স্নেহ মায়া মমতা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, সে তাঁহার দেখা পাইলে, তাঁহাকে সেবা করিতে পারে। তাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

শিষ্য। বুঝিলাম; কিন্তু এই সাধ্য সাধনার উপায় কি?

গুরু। এই জ্ঞানকে বা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান করিবার জন্য তত্ত্ব বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিতে হয়।

শিষ্য। এ জগতে এমন লোক কম আছে, ঈশ্বর আছেন, ইহা যে না জানে। ঈশ্বর আছেন, ঐ জ্ঞান না থাকিলেও ঈশ্বর বলিয়া একটা কথা যে, আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাতে নিষ্ঠাবান্ আছে, কেহ কেহ নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রাণের মানুষের ন্যায় ভক্তি করে, কেহ তাঁহাকে জানে, কিন্তু ডাকে না, কেহ তাঁহার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে না। জ্ঞান যখন মানবহৃদয়ের বৃত্তিবিশেষ, তখন সকল মানবেই জ্ঞান আছে, সন্দেহ নাই; তবে কোন মানব ভগবান্‌কে জানিতে পারে, কোন মানব জানিতে পারে না কেন?

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ৩৮-৪১ শ্লোঃ।

"যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের চিরবৈরী দুষ্পূরণীয় অনলস্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি; ইহার (কামের) আবির্ভাব স্থান; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহিকে বিমোহিত করে। হে ভরতর্ষভ! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।"

কাম কি, তাহা তোমাকে পরে বলিব। আপাততঃ তুমি যে প্রশ্ন করিরাছিলে, তাহার উত্তর বোধ হয় হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয় হউক, মন হউক বা বুদ্ধি হউক, এই সকলেতেই কাম আবির্ভাব হয়, অতএব কাম দমনই জ্ঞান-লাভের উপায়। তদর্থে ভগবান্ বলিতেছেন,—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অঃ, ৪২-৪৩ শ্লোঃ।

"দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সংশয়রহিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা। হে মহাবাহো!

তুমি আত্মাকে এইরূপ অবগত হইয়া এবং মনকে বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর।”

জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিচার বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে হইবে, সুখ বল, দুঃখ বল, সমস্তই ইন্দ্রিয়াদির। ইন্দ্রিয়াদির সুখ দুঃখে আত্মার সুখ দুঃখের সম্বন্ধ নাই। আত্মা এক, অবিনাশী—অজর ও অমর। অতএব, যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর, যাহা ক্ষণস্থায়ী—অধিকন্তু বন্ধনের হেতুভূত, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইব কেন? একমাত্র সত্য ও চিদানন্দ ভগবানই উপাস্য;—কেন না, এই সীমাহীন অনন্তরাজ্যের অনন্তস্বামী তিনি। ক্রমে সাধনায় এই সাধ্য-পথে অগ্রবর্ত্তী হওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অহৈতুকী ভক্তি।

শিষ্য। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে বোধ হয়, বিশুদ্ধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ?

গুরু। রামানন্দের নিকট জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে সাধ্যের সার বলিয়া বিবেচনা করিলেন না,—

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥"

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে অহঙ্কার আছে।—জ্ঞানও কতকটা অহঙ্কার। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভক্তি করা অহঙ্কার নাশ।

শিষ্য। ভক্তি কাহাকে বলে?

গুরু। শাস্ত্রকারগণের মতে সাগ্রহ অবিচ্ছেদ স্মৃতিকে ভক্তি বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—

তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপাস্ত ইতি চ যস্মাৎ পর্য্যায়েণ গুর্ব্বাদীনমুবর্ত্ততে স এব মুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিত নাথা পতিমিতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈব মভিধীয়তে। বেদান্তসূত্রং॥ ৪র্থ অঃ, ১ পাঃ ১ সূঃ শাঙ্কর ভাষ্য।—

"লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে,—অমুক রাজার ভক্ত, অমুক গুরুর ভক্ত।" যে গুরুর নিদেশানুবর্ত্তী হয়, ও তাঁহাকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে, তাহাকেই গুরুভক্ত বলে। আরও এইরূপ লোকে বলিয়া থাকে যে,—পতিপ্রাণা স্ত্রী পতি ধ্যান করিতেছে।—এখানেও সেই একরূপ সাগ্রহ, অবিচ্ছেদ স্মৃতিই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব, ইহাকেই ভক্তি বলা যায়?

নারদ বলেন,—

"সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।

নারদসূত্র ;—১ অনুবাক্, ২ সূঃ।

"ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।"

"সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ॥"

নারদসূত্র ;—২ অনুবাক্, ৭ সূঃ।

"জীব, ইহা লাভ করিলে সকল ভূতে ঘৃণাশূন্য ও প্রেমপরায়ণ হয় এবং অনন্তকালের জন্য আত্মতুষ্টি লাভ করিয়া থাকে।"

"সা তু কর্ম্ম জ্ঞানযোগেভ্যোঽধিকতরা।"

নারদসূত্র ;—৪ অনুবাক্, ২৫ সূঃ।

"ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। যেহেতু উহারা ফলাভিসন্ধি-যুক্ত। আর ভক্তি নিজেই সাধ্য এবং সাধনস্বরূপা।"

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে পূজা, উপাসনা, জপ, তপ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু হেতুশূন্য যে ভক্তি, তাহাতে সে সকলের কিছুই প্রয়োজন হয় না। তাহাতে কেবলই ঈশ্বরানুরাগ,—কোন কারণ নাই, কোন হেতু নাই, কিন্তু ভক্তিতে প্রাণ পুলকিত থাকে,—তাঁহার সাগ্রহ অবিচ্ছেদ স্মৃতিতে হৃদয়পূর্ণ থাকে,—ইহাকেই অহৈতুকী ভক্তি বলা হয়। এইরূপ অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বর সন্নিধানে পঁহুছাইয়া দিবার একটি সহজ ও উৎকৃষ্ট পন্থা। ভক্তিশূন্য জ্ঞান বা কর্ম্ম দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। আর ভক্তি তাঁহার চরণ সমীপে সত্বরে পঁহুছাইয়া দেয়। ভক্তি ব্যতীত প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমের উদয় হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ভক্তিতে নিষ্ঠা আনিয়া দেয়,—ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত রতি জন্মে না।

রতি ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে পৌরাণিক কথা কিছু শ্রবণ করাইতেছি।

শিষ্য। হাঁ, পৌরাণিক কাহিনীতে দর্শনাংশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন।

গুরু। বলিতেছি,—কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহা উপাখ্যান নহে। তোমার কথার ভাবে বুঝিতে পারিলাম, তুমি যেন উপাখ্যানাংশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। আমি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তিতত্ত্ব বলিব।

ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে ভক্তি-যোগের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"মা! ভক্তিযোগ বহুপ্রকার। বিশেষ বিশেষ পথ দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়, অতএব স্বভাব-স্বরূপ যে সকল গুণ, তাহাদের বৃত্তিভেদে পুরুষের অভিপ্রায় বিভিন্ন হয়, অর্থাৎ পুরুষের গুণানুসারী ফলসংকল্পভেদে ভক্তিভেদ হইয়া থাকে। হিংসা অথবা দম্ভ, মাৎসর্য্য করিয়া ক্রোধী পুরুষ ভেদ দর্শন পূর্ব্বক আমাতে যে ভক্তি করে, ঐ ত্রিবিধই তামস ভক্তি। বিষয় অর্থাৎ স্রক চন্দন বনিতাদি, কিম্বা যশঃ অথবা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া ভেদদর্শন পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে আমার যে অর্চ্চনা করে, অর্থাৎ ভক্তি করে, তাহা রাজস। আর কর্ম্ম নির্হার অর্থাৎ পাপক্ষয় অথবা ভগবানের প্রীতি কিম্বা কেবল "যজ্ঞ করিতে হইবে" এই উদ্দেশ করিয়া ভেদদর্শন পূর্ব্বক

যে যজ্ঞ করে অর্থাৎ ভক্তি প্রকাশ করে, তাহা সাত্ত্বিক।” *

মা! নির্গুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি শুন;—আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি, আমাতে অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানশূন্যা এবং ভেদদর্শনরহিতা মনোগতি রূপ যে ভক্তি হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। অর্থাৎ যেমন গঙ্গার জল সাগরেতে সাগরেরই স্বরূপ হয়, তাহার ন্যায় আমার প্রতি অবিচ্ছিন্না ভক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের স্বরূপ। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহাদের কোন কামনাই থাকে না, অধিক কি বলিব, তাহাদিগকে সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত এক লোকে বাস, সার্ষ্টি অর্থাৎ আমার সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য, সারূপ্য অর্থাৎ আমার সমান রূপত্ব অথবা সাযুজ্য অর্থাৎ আমার সহিত ঐক্য, এই সকল বস্তু দিতে চাহিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। এই

* তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক; এই তিন প্রকার ভক্তির মধ্যে পরপর শ্রেষ্ঠ। ঐ তিন প্রকার ভক্তিতেই তিন তিনটি করিয়া অভিসন্ধি আছে, ইহাতে ঐ সকল ভেদে সগুণ ভক্তিভাব প্রথমে নয় প্রকারে বিভক্ত হইয়া পরে প্রত্যেকের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নয় প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহাতে সগুণ ভক্তি অশীতি প্রকার হয় বলিলেও বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত;—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আঢ় মহাশয়ের প্রকাশিত অনুবাদের টীকা, ৯৭ পৃঃ।

কারণেই ভক্তিযোগ পরম পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মা! ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল ইহা প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মা! ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতি-হিংস্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পূজাদি করণ, আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎলোকের মানদান, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আপনার সমান ব্যক্তিতে মিত্রতা, যম (বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযম), নিয়ম (অন্তরিন্দ্রিয় সংযম), আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সাধুসঙ্গ করণ এবং নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন; এই সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষের চিত্ত সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তি আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় যোগরত অধিকারী চিত্তও বিনা প্রযত্নেই আত্মাকে আয়ত্ত করে।

এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সকল প্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়, কিন্তু আমি সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ হইয়া সর্ব্ব-ভূতে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছি, তথাচ কোন কোন মনুষ্য

আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাতে পূজা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পরন্তু আমি সকল ভূতে বর্ত্তমান, সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূর্খতাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে হোম করা হয়। সে পরদেহে আমার দ্বেষ করে এবং স্বয়ং অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণির সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং মনের শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

যে ব্যক্তি প্রাণিপুঞ্জের নিন্দক, সে যদ্যপি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্না ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে পূজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। হে দেবি! আমার এই কথায় এমত মনে করিও না যে, প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করা বিফল, পুরুষ যাবৎ সকল ভূতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে তাহার আপনার হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া দেবপ্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। পরন্তু যে মূঢ়লোক আপনার এবং পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির উপরে মৃত্যুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। একারণ পুরুষের কর্ত্তব্য, আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণিতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান ও সকলের সহিত মিত্রতা এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দ্বারা অর্চ্চনা করে।

মা! অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ সচেতন

পদার্থ শ্রেষ্ঠ, সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণবৃত্তিশালী ব্যক্তিরা প্রধান, প্রাণধারীদের অপেক্ষা জ্ঞানবানেরা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের হইতে আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট জীব সকল প্রধান। হে দেবি! তরু সকলে স্পর্শনেন্দ্রিয় বৃত্তিই অধিক। কিন্তু স্পর্শবেদী জীব যে বৃক্ষাদি, তাহাদের অপেক্ষা রসবেদী জীব অর্থাৎ মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ। ঐ রসবেদী জীব অপেক্ষা গন্ধবেত্তা ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা শব্দবেদী সর্পাদি আবার উৎকৃষ্ট। শব্দবেদী সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেত্তা কাকাদি প্রধান, তাহাদের হইতে যে সকল জীবের বদনে উভয় পার্শ্বে রদন অর্থাৎ দন্তপংক্তি আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ; পদহীন ঐ সকল জীব অপেক্ষা বহুপদ জীব শ্রেষ্ঠ, বহুপদ জীব অপেক্ষা চতুষ্পদ জীব ভাল, তাহাদের অপেক্ষা দ্বিপদ জীব উৎকৃষ্ট। দ্বিপদ জীব সকল মধ্যে চারিবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা শ্রেষ্ঠ, ঐ বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ উত্তম। ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উত্তম, বেদজ্ঞ অপেক্ষা আবার অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ যে সকল বিপ্র বেদের অর্থজ্ঞ, তাহাদের অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী প্রধান। পরন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী, তিনি ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহার আপনার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মেরও ফল লাভার্থ আকাঙ্ক্ষা নাই। ঐ ব্যক্তি আপনার অশেষ কর্ম্ম ও

কর্ম্মফল এবং দেহ আমার প্রতি অর্পণ করেন, অতএব আমার অব্যবহিত হইয়া থাকেন, অপর তাঁহার আত্মা আমাতে অর্পিত ও তাঁহার কর্ম্ম সকল আমাতেই সংন্যস্ত হয় এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হেতু কর্ত্তৃত্ব অভিমান শূন্য হন, ইহাতে তিনিই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা আর কোন জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বোধ হয় না।

অতএব ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামিত্ব রূপে এই সকল ভূতে প্রবিষ্ট আছেন, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মনের দ্বারা বহু মান পুরঃসর সকল ভূতকেই প্রণাম করিবে। *

শিষ্য। একটা বিশেষ সন্দেহ আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। কপিলদেব কি অবতার?

গুরু। বুঝিয়াছি, অনেকস্থলে কপিলদেব বলিয়াছেন, 'আমাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া' ইত্যাদি। কপিলদেব অবতার নহেন,—হিন্দুশাস্ত্র মতে অবতার দশটি। তাহার অধিক অবতার নাই।

শিষ্য। আমিও তাহাই জানিতাম। কপিলদেব তবে আমাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া ইত্যাদি বাক্য বলিলেন, কি প্রকারে?

---

* শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আঢ্য প্রকাশিত অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ২৯ অঃ।

গুরু। কপিলদেব যে সকল কথা বলিয়াছেন, উহা ভগবদ্ভক্তি, কপিলদেব মাতাকে ভগবদ্ভক্তি শুনাইলেন মাত্র।

শিষ্য। সে কথার কোন প্রসঙ্গও ঐ অধ্যায়ে নাই।

গুরু। না থাকিলেও কপিলদেব ভগবদ্ভক্তি শুনাইয়াছেন,—ক্রমপর্য্যায়ে তাহাই বুঝিতে হইবে। কপিলদেব সর্ব্ব পরিশেষে বলিয়াছেন ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, এই কথাতেই আসল কথা বুঝিয়া লইতে হইবে।

শিষ্য। কেহ কেহ কপিলদেবকেও অবতার বলেন।

গুরু। কপিলদেব, ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অবতার হইতে পারেন—কিন্তু কলাবতার। তুমিও অবতার, আমিও অবতার। কারণ সকলেরই হৃদ্দেশে ভগবান্ বিরাজিত। তখন অবতার নহে ত কি?

শিষ্য। আপনি যে ভক্তিযোগের কথা বলিলেন, তাহা সাধনার উপায় কি?

গুরু। গীতা হইতে তোমাকে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কিছু শুনাইতেছি,—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১২ অঃ, ৩-৪ শ্লোঃ।

"যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, কূটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।"

এখানে ভক্ত অর্জ্জুনের এক প্রশ্ন ছিল, সে প্রশ্ন এই যে,—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা জীবের পক্ষে হিতকর, কি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই হিতকর? তাই ভগবান্ বলিলেন— "সগুণের উপাসনাই হিতকর,—কেন না, মানুষ যখন সান্ত, তখন অনন্তের ধারণা করিবে কি প্রকারে? মানুষ যখন গুণসম্পন্ন, তখন নির্গুণের উপাসনা কি করিয়া তাহার আয়ত্তীভূত হইতে পারিবে?" ভগবান্ তাই আরও স্পষ্ট করিয়া কথাটা বলিয়া দিয়াছেন,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১২শ অঃ, ৫ শ্লোঃ।

"দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখভোগ করিয়া থাকে।"

তজ্জন্য দেহধারী মানুষের কর্ত্তব্য এই যে, অবাঙ্-মনসোগোচর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ভগবান্ বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১২শ অঃ, ৬-৮ শ্লোঃ।

"যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে; হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তুমি আমাতে স্থিরতররূপে আহিত (স্থাপিত) ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এক্ষণে কি প্রকারে ঈশ্বরপরায়ণ হইতে হইবে,—কি করিয়া তাঁহাতে ভক্তিমান্ হইবে? কোন পদার্থের সম্বন্ধে যে অনুরক্তি, প্রেম, ভালবাসা, তাহারই নাম ভক্তি। এই ভক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত। পরা ভক্তি ও অপরা ভক্তি। ঈশ্বরে ভালবাসার নাম পরা ভক্তি এবং পুত্রকলত্রাদির প্রতি ভালবাসার নাম অপরা ভক্তি বা গৌণীভক্তি, কিন্তু ভালবাসা বা অনুরাগ বিষয় একই,—কেবল আধেয় ভেদে নাম-ভেদ হয় মাত্র। ঈশ্বরে যে ভালবাসা বা ভক্তি, তাহা 'আমি ভগবানকে ভালবাসি' এইরূপ চিন্তা করিলেই হইবে

না, পুত্রকলত্রাদির উপরে যেমন প্রাণের টান,—যেমন তাহাদিগকে দেখিলে, তাহাদিগকে ভাল ভোজন করাইলে, ভাল বসন ভূষণ পরাইলে, সুরম্যগৃহে বসবাস করা লে আত্মসুখ ও পরিতৃপ্তি লাভ হয়,—ভগবানকেও সেইরূপ করিলে আত্মতৃপ্তি লাভ হওয়া প্রয়োজন।

শিষ্য। পুত্রকলত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে,—তাহাদের উপকার করিলে, তাহাদিগের সেবা করিলে, তাহাদিগের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই আনন্দের প্রতিঘাতে মনে আনন্দের উদয় হয়,—কিন্তু ভগবানকে ভালবাসিতে, ভগবানকে সেবা করিতে, কেবল অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ। তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যায়? তাঁহার অনুসন্ধান মিলে না—তাঁহার সেবা করিলে, তাঁহার মনে আনন্দ জাগে না, কাজেই তাহার প্রতিঘাতে ভক্তিকারীর—সেবাকারীরও হৃদয়ে আনন্দ-রসের উদয় হয় না।

গুরু। মূর্খ! ভগবানকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না?

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮ অঃ, ৬১-৬২ শ্লোঃ।

"হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধার দারু যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।"

ভগবান্ সর্ব্বভূতে—সর্ব্বপ্রাণিতে অবস্থিত। তাঁহার অনুসন্ধান কোথায় না পাইবে? বিশ্বের প্রতি অনুরাগই তাঁহার প্রতি অনুরাগ—বিশ্বপ্রেমই ভগবৎপ্রেম। ভগবান্ অর্জ্জুনকে একথা অতি স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিয়াছেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথাবর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৬ অঃ, ২৯-৩২ শ্লোঃ।

"সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না,—সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না। যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত

হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতস্থ মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।”

কি প্রকারে ঐরূপ বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তি পাওয়া যাইতে পারে,—তুমি যে এই প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহার উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ॥
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মীভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮ অঃ, ৫১-৫৪ শ্লোঃ।

মনুষ্য, বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বিরহিত হইবে। বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে, এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতা শূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে,

তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না; সকল প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ় ভক্তি জন্মে।”

এই ভক্তিলাভ করিতে পারিলে কি হয়, তাহাও জলদ্‌গম্ভীর স্বরে সেই বিধুমুখে কথিত হইয়াছে,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮ অঃ, ৫৫ শ্লোঃ।

“যিনি প্রাগুক্ত সাধনা দ্বারা ভক্তি লাভ করেন,—তিনি ভক্তি প্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপীত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন।”

এই জগতে সমস্ত কার্য্যই শিক্ষা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। বৃত্তি সমুদয়ের অনুশীলন দ্বারা সৎ বা অসৎ, যে পথে লইবার চেষ্টা করা যায়, চিত্ত সেই পথেই চালিত হইয়া থাকে। চিত্তই দশেন্দ্রিয়ের অধিপতি,—অধিপতি যেরূপ হইবে, অধীন ইন্দ্রিয়গ্রামও সেইরূপ হইবে। অতএব ভক্তি লাভে ইচ্ছুক জনের সাধনা করা কর্ত্তব্য।

জ্ঞানশূন্যা যে পরাভক্তি বা অহৈতুকী ভক্তির কথা বলা হইতেছে, তাহাই শ্রেষ্ঠা। সে আমাকে ভালবাসে—সে আমাকে স্নেহ করে,—সে আমাকে কত দিয়াছে,—কত দুর্দ্দিনে রক্ষা করিয়াছে,—অতএব আমার চিত্ত তাহার

উপর অনুরক্ত হইয়াছে, আমি তাহাকে ভক্তি করি,—এই ভক্তি নিকৃষ্ট। কোন হেতু নাই, কোন কারণ নাই—তথাপি সমস্ত হৃদয়খানি যুড়িয়া ভক্তির প্রখরস্রোত বহিতে থাকে,—তাহার নাম শুনিলে, তাহার গুণকীর্ত্তন শুনিলে, তাহার রূপ বর্ণনা শুনিলে, আপনিই প্রাণে ভক্তির তরঙ্গ খেলিয়া যায়—আপনিই পুলক অশ্রু কল্পনা প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ উদয় হয়,—সেই ভক্তিই জ্ঞানশূন্য ভক্তি।

তিনি কেমন, তিনি কোথায় থাকেন, তিনি কি করেন, তাঁহার গুণ কি,—ইত্যাকার জ্ঞানচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার উপরে ভক্তি করাই জ্ঞানশূন্য ভক্তি। শাস্ত্রে এইরূপ ভক্তি করিবার জন্যই উপদেশ আছে।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্তএব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাং শ্রুতিগতাং তনুবাংমনোভি-
র্যেপ্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ স্কঃ, ৩ শ্লোঃ।

ব্রহ্মা ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে প্রভো! যাহারা জ্ঞানানুসন্ধানে বিন্দুমাত্রও যত্ন না করিয়া স্বস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুপ্রমুখাৎ তৎ-কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে সৎকার সহকারে তোমাকে অবলম্বন করে, ত্রিভুবনমধ্যে তুমি অপরের দুর্লভ হইলেও সেই সকল ব্যক্তি প্রায়ই তোমাকে প্রাপ্ত হয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—~~~—

প্রেমভক্তি।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, ভক্তিতেই ভগবান্ বশীভূত। একটা শ্লোক আছে, তাহাতেও এই কথারই পোষকতা করিতেছে। শ্লোকটি এই—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

ভগবান্ বলিতেছেন,—"আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হৃদয়ে থাকি না,—আমার ভক্তগণ যেখানে ভক্তিভরে আমার নাম গান করেন, আমি তথায় অবস্থান করি।"

বোধ হয়, জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ?

গুরু। হাঁ, এতক্ষণে চৈতন্যদেব বলিলেন, জ্ঞানশূন্য বা অহৈতুকী ভক্তি যে সাধ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই,—কিন্তু ইহাই সাধ্যের চরমোৎকর্ষ নহে। অহৈতুকী ভক্তি ভগবান্ প্রাপ্তির উপায় বটে,—কিন্তু সাধ্যশ্রেষ্ঠ নহে।

শিষ্য। অহৈতুকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ নহে, তবে শ্রেষ্ঠ কি ?

গুরু। রামানন্দের নিকটে জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া—

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥"

শিষ্য। হেতুশূন্য যে ভক্তি, বোধ হয় তাহা কাম গন্ধ-শূন্য,—অতএব অহৈতুকী ভক্তি হইতে প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ কিসে?

গুরু। আপনার ইন্দ্রিয় পরিতুষ্টির নাম কাম, আর ভগবানের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি প্রেম,—তাঁহার যাহাতে আনন্দ হয়, তাঁহার ইন্দ্রিয়ের যাহাতে পরিতুষ্টি হয়,—তাহাই প্রেম। সেই প্রেমের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হইলে, তাহা কি অহৈতুকী প্রেম হইতেও শ্রেষ্ঠ নহে? তাঁহার নাম করিলে আমার ভক্তি হয়, কিন্তু প্রাণের টান হয় কি? তাঁহার সুখ হইলে আমি সুখী হই কৈ? আমি গুরু, তুমি শিষ্য,—তুমি আমার নামে ভক্তি করিতে পার, কিন্তু আমায় সুখ প্রদান করিতে, আমাকে আনন্দ দান করিতে, তোমার যদি ইচ্ছা না হয়,—তবে শুধু ভক্তিতে কি ফল হয়?

শিষ্য। হাঁ, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয় কি? ভগবান্ যখন দেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবন-লীলা করিয়াছিলেন, বা অর্জ্জুনের সমীপে থাকিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় ছিল,—এখন তিনি সম্ভবতঃ জ্যোতির্ম্ময় বা বিদেহী—এখন তাঁহার ইন্দ্রিয় সুখার্থে কি করা যাইতে পারে?

গুরু। মূর্খ! এই জ্ঞানে তোমরা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাক? এতদিন শাস্ত্রালোচনায় কি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছ? ভগবান্ কি মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মানব হইয়াছিলেন বলিয়া, এখন মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া বদ্ধজীবের ন্যায় পরলোকের পথে বিদেহী অবস্থায় বিচরণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি চিরদিনই আছেন,—চিরদিনই থাকিবেন। আর সকলই অনিত্য—কেবল তিনিই নিত্য। কখন তিনি স্থূল, কখন বা সূক্ষ্ম।

তিনি কি, এক সময়ে তাঁহার সখা ও শিষ্য অর্জ্জুন অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন দেখিতেছিলেন, সখার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায়, স্বজনের ন্যায়, রথের অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া বসিয়া তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছেন। অর্জ্জুন ভাবিলেন, এই-ত। সখা, তোমার রূপ এই সান্ত! ভগবান্ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোমরা সান্ত, তাই আমিও সান্ত; কিন্তু আমি অনন্ত। ভক্ত অর্জ্জুন আব্দার করিয়া বলিলেন,—যদি তুমি অনন্ত, তবে সে রূপ আমাকে একবার দেখাও। ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বলিলেন,—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১১ অঃ, ৫-৮ শ্লোঃ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—হে পার্থ! তুমি আমার নানাবর্ণ ও নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। হে ভারত! অদ্য আমার কলেবরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ, অশ্বিনীতনয়দ্বয়, এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বহুতর বস্তুসকল দেখ। হে গুড়াকেশ! আমার দেহে সচরাচর বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি, তুমি তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১১ অঃ, ৯ শ্লোঃ।

"মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পার্থকে পরম ঐশিক-রূপ প্রদর্শন করাইলেন।"

পার্থ কি দেখিলেন? দেখিলেন,—

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১১ অঃ, ১৩ শ্লোঃ।

"ধনঞ্জয় তাঁহার দেহে বহুপ্রকারে বিভক্ত একস্থানস্থিত সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন।"

যখন ভগবান্ অর্জ্জুনের রথাগ্রে উপবিষ্ট, তখনও তিনি সান্ত হইয়াও অনন্ত। ভগবানই বিশ্বমূর্ত্তি—এই বিশ্বের বীজ তিনি,—সর্ব্বপ্রাণী তিনি,—এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়ই তাঁহার ইন্দ্রিয়। বিশ্বের ইন্দ্রিয়সুখই তাঁহার ইন্দ্রিয়-প্রীতি। অতএব বিশ্বের সেবা ও বিশ্বের আনন্দদানই প্রেম! ইহার সহিত ভক্তি মিশ্রিত হইলেই তাহা প্রেমভক্তি—সেই প্রেমভক্তিই সাধ্য।

শিষ্য। কথাটা গুরুতর,—আর একবার ভাল করিয়া খুব সরলভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু।* ভগবান্ বিশ্বময়,—বিশ্বের মহান্ মহীরুহ হইতে ক্ষুদ্র বালুকণা, এবং জীবজগতের সুপ্রধান মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্রতম অণুটি পর্য্যন্ত সকলই সেই বিশ্বেশ্বর,—তিনি সকলের, সকলে তাঁহার। এই বিশ্বের সেবা, তাঁহারই আত্মতুষ্টি। যিনি ভক্ত, তিনি জানেন,—"এই বিশ্ব সমুদয়ই তাঁহার—তিনি আমার প্রিয়তম, তাঁহাকে বড় ভালবাসি।" অতএব বিশ্বও ভালবাসার পদার্থ,—বিশ্বের সমুদয় পদার্থ—সমুদয় ভূতই ভক্তের ভালবাসার ধন; যদি সমুদয় বিশ্ব

ভগবানেরই মূর্ত্তি, তবে কাহার উপরে ভক্ত ঘৃণা করিবে, রাগ করিবে, দ্বেষ করিবে, হিংসা করিবে,—কাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়া আনিবে? শাস্ত্র বলেন,—

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিং॥

"হরিকে সর্ব্বভূতময় এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।"—প্রবল সর্ব্বগ্রাসী এই ভাবের দ্বারা আত্ম-নিবেদনের তত্ত্ব উপস্থিত হয়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে, এ জগৎ আমারই প্রাণের জিনিষ—এ জগতের সারই আমার প্রাণের পদার্থ।

এখন কথা এই যে, সেই যে জগতের প্রতি ভালবাসা—প্রাণের ঐকান্তিকী টান—হৃদয়ের নেশা—তাহা হয় কি প্রকারে? প্রেম-ভক্তিতে,—তাই প্রেমভক্তি সাধ্য। তাই এতক্ষণ পরে চৈতন্যদেব প্রেমভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"এহো হয়"!

প্রথমে সমষ্টিকে ভাল না বাসিলে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায় না, ভগবান্ই সমষ্টি—সমুদয় জগতের যেন একটা অসাধারণ ভাব, আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যষ্টি। সমষ্টিকে ভালবাসিলেই সমুদয় জগতকে ভালবাসিতে পারা যায়। এই সমষ্টিই যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ খণ্ডের সংযোগ-লব্ধ একত্বস্বরূপ।

কেবল ভক্তিতে প্রাণের নেশা আসে না,—সকল ভুলিয়া তাঁহারই জন্য আকুল হৃদয়ে বসিয়া থাকা যায় না। তাই প্রেমভক্তিই সাধ্য।

প্রেম আনন্দ,—প্রেম আকর্ষণ। লৌহ চুম্বকের প্রতি ছুটিয়া যায়, সে বোধ হয়, তাহার প্রেমেরই আকর্ষণে। পতঙ্গ জ্বলন্ত বহ্নিতে আত্ম সমর্পণ করে—সেও তার অফুরন্ত প্রেমের আসক্তির জ্বালায়। সে যে পুড়িয়া মরিবে, তাহার যে জীবনের অবসান হইবে, একথা সে মনেও ভাবে না,—আগুণের মধ্যে না গেলে, সে থাকিতে পারে না, তাই যায়।

ভালবাসিয়া প্রতিদান পাইবে,—প্রেমের এই ভাবকে কেনা বেচা বলে। ভালবাসিয়া সুখী হইব, ইহা ব্যবসা-দারী। ভালবাসিয়া সুখ, তাই ভালবাসা। না বাসিয়া থাকিতে পারি না, তাই ভালবাসা, ভালবাসিলে সে সুখী হবে, তাই ভালবাসা। সে আমার না হউক, সে আমার দিকে ফিরিয়া না চাহুক,—তার জন্য প্রসারিত বক্ষঃ সে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাউক,—আমি ভালবাসিব। আমি কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি। এই ভাবের সহিত ভক্তি বা তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যান হইলেই প্রেম-ভক্তি হয়। এই প্রেমভক্তি-বলে জগৎ ও জগন্নাথের সেবাধিকারী হওয়া হয়। জগতের সেবা করিয়া জগন্নাথের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারা যায়।

প্রেম আকর্ষণ বা লালসা,—কেবল ভক্তিতে ছুটিয়া যাওয়া, আকর্ষণের বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বিজড়িত করিয়া ধরিতে যাওয়া। না পাইলে প্রাণকাঁদা আকর্ষণে আকুল হওয়া প্রভৃতি ভাব প্রেম ভিন্ন কেবল ভক্তিতে হয় না। তাই প্রেমে মিশ্রিত যে ভক্তি, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

নানোপচারকৃতপূজনমাত্মবন্ধোঃ প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

পাদবল্লী।

"যাবৎকাল উদরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই ভোজন ও পান সুখপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়; ঈশ্বরারাধনাও তদ্রূপ। ভক্ত-সকাশে নানাবিধ উপচারে আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পূজা সুখজনক হয় না,—প্রেমবশেই তদীয় হৃদয় আর্দ্র হইয়া পড়ে।"

আকর্ষণ আকুলতা লইয়া যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া যায়, সে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে ভালবাস—প্রেমের আকর্ষণে ডাকিয়া দেখ,—সমস্ত বিশ্ব তোমার হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ ক্রীড়তাং যদি কুতোঽপিলভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপিমূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে॥

পাদবল্লী।

"কৃষ্ণভক্তি রসদ্বারা শোধিতা মতি উপার্জ্জন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। লালসাই উহার একমাত্র মূল। তদ্ব্যতীত

কোটি-জন্মার্জ্জিত পুণ্য দ্বারাও তাদৃশ মতিলাভের সম্ভাবনা নাই।”

প্রেম ভিন্ন লালসা হয় না,—অতএব তাই কেবল ভক্তি বিশ্বরূপের প্রাপ্তির উপায় নহে। তাই কেবল ভক্তি সাধ্য নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দাস্যপ্রেম।

শিষ্য। কথাটা একটু নূতন প্রকারের হইয়া গেল। এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, ভক্তিই ভগবানের অতীব প্রিয়তমা,—ভক্তিতেই ভগবান্ বশীভূত হয়েন, এখন তাহার বিপরীত কথা শ্রবণ করিতেছি। ভাল, রামানন্দের মুখে ‘প্রেমভক্তি সাধ্য’ এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব কি বলিলেন?

গুরু। যাহা জিজ্ঞাস্য, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥”

শিষ্য। প্রেমভক্তিকেও বলিলেন,—‘এহো হয়—আরও অগ্রসর হইয়া বল।’ তাহা হইলে প্রেমভক্তিই সাধ্যসার

নহে? ভক্তিতে যে মুক্তি মিলে না, তাহা তাঁহাদের কথোপ-কথনেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভক্তি সাধ্য বটে—কিন্তু সাধনার শেষে নহে। তবেই ইহাতে মুক্তি হয় না, বুঝা যাইতেছে। ভক্তিতে আত্ম নিবেদনের ভাব জন্মে, ভক্তিতে ভগবানে আত্মনির্ভরতা জন্মে—কিন্তু মুক্তি হয় না; ইহাই কি অভিমত?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। ভক্তিতে মুক্তি, ইহা একরূপ প্রবাদ বাক্য। আজ ইহার বিপরীত কথা শুনিলাম,—অতএব, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। ভক্তির পরে সাধ্য আছে,—ভক্তিই যে মুক্তির কারণ নহে, তাহা বলা হইয়াছে। কথাটা শাস্ত্রসঙ্গত। ভজনীয়, ভজনকর্ত্তা এবং ভজনীয় বিষয়ক মানসিক চিন্তা ধ্যানাদি এই সকলের সমষ্টি না থাকিলে ভক্তি হইতে পারে না,—ইহার কোনটির অভাব হইলে প্রকৃত ভক্তি আসিতে পারে না, অথচ এইরূপ মানসিক ব্যাপার ও বুদ্ধি ভগবানের সংযোগমূলক। বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হইতে পুরুষ সমস্ত বিষয়ের উপভোগ করেন, সুতরাং যতক্ষণ ভজনীয়, ভজনকর্ত্তা, ভালবাসা ইত্যাদির উপলব্ধি হইবে, ততক্ষণ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগও থাকিবে, অবিবেকও থাকিবে,—পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অনুরঞ্জিতও হইবেন,—

অতএব সে অবস্থায় মুক্তি হইতে পারে না। যদি বল, বুদ্ধি পুরুষ সংযোগে থাকিবে না, অথচ মুক্তি হইবে,—তাহা অসম্ভব; কারণ, বুদ্ধি-পুরুষ সংযোগ-বিনাশের নিমিত্তই সমস্ত যত্ন, সমস্ত প্রক্রিয়া,—তাহাই যদি না থাকিল তবে ভক্তিরই বা আবশ্যকতা কি? আরও কথা এই যে, বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগমূলকই এই নিখিল বিষয়ের উপলব্ধি, যদি তাহাই না থাকে, তবে কে ভালবাসিবে? তখন ত পুরুষ স্বরূপে উপস্থিত হন, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি, সত্তামাত্রে অবস্থিত। কাজেই যতক্ষণ ভক্তি থাকিবে, ততক্ষণ বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগরূপ-বন্ধন অনিবার্য্য। আর যখন বুদ্ধি পুরুষের সংযোগে থাকিবে না, তখন ভক্তিও হইতে পারে না। কারণ, ভক্তি বা ভালবাসা মনের ক্রিয়া, মনের ধর্ম্ম,—কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাদির স্বরূপতঃ উপলব্ধি থাকে না, সুতরাং ভক্ত কেমন করিয়া হইবে?

শিষ্য। ভক্তিই মুক্তির কারণ, এই প্রচলিত বাক্য তবে কি মিথ্যা?

গুরু। না না, একেবারে যে উহার মূল নাই, তাহা নহে। ভক্তি যদিও সাক্ষাৎরূপে মুক্তির কারণ নহে, তথাপি তাহাকে যে মুক্তিপ্রদা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, ভক্তি বিবেক জ্ঞানের সাক্ষাৎরূপে সাহায্যকারিণী এবং উদ্দীপনী। 'মুক্তি সাধনের কারণ ভক্তি' এই কথা বলিতে বিবেকজ্ঞান মুক্তির কারণ, বিবেক জ্ঞানের কারণ

ভক্তি, এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্তিকে মুক্তিপ্রদা বলা হইয়াছে।

ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।

বোধসার।

অন্যান্য শাস্ত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে।

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়ঃ,
ততো ভবেৎ জ্ঞানমতীব নির্ম্মলং।
বিশুদ্ধ তত্ত্বানুভবেস্ততঃ
সম্যক্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিষ্ণুভক্তি দ্বারা নির্ম্মল জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়,—সুতরাং ইহাই মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ নহে। তাই,—

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥"

প্রেমের আকুল হৃদয়ে তাঁহার সেবা করিলে—দাস্য-প্রেমের সাধনা হয়। এই অবস্থায় মানুষ আপনাকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। তাঁহারা ভাবেন,—এই বিরাট জগতটা ভগবানেরই মূর্ত্তি, আমি তাঁহার ভৃত্য। আমি যাহা করি, তাহাও সেই নিখিলনাথ ভগবানেরই কার্য্য। তাঁহার কার্য্য করিব—প্রাণপণেই করিব, কিন্তু ইহার যে ফল হইবে, তাহা প্রভুর, আমি তাঁহার ভৃত্য,—ভৃত্য কাজ করিয়াই

সুখী। কিন্তু দাসভাবে যে কার্য্য করা, তাহাতেই যদি হেতু থাকে, তবে তাহা নিম্ন স্তরের সাধনা। ভগবান্ আমাকে এই বাড়ী ঘর দুয়ার, স্ত্রীপুত্রপরিবার, সুরম্য প্রাসাদ—অগাধ ধন রত্ন দিয়াছেন—আমি তাঁহার দাস তাই দিয়াছেন—কাজেই আমার কর্ত্তব্য, আমি কায়মনো-বাক্যে তাঁহার সেবা করিব। ইহা নিকৃষ্ট পন্থা। আমি তাঁহার দাস—আমি তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য। আমাকে জগতে পাঠাইয়াছেন,—জগতটা তাঁহার বড় সাধের কর্ম্ম-শালা। কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করিবার জন্যই তাঁহার ভৃত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যাহারা আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেছে—তাহারা কি বাস্তবিক আমার? কৈ 'তাত' নয়। তাদের যখন ব্যাধির যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারি না, মরণের পথে যাত্রা করিলে শত রোদনেও ফিরাইয়া রাখিতে পারি না,—তখন আমার বলিব কি প্রকারে? সবই তাঁহার—সবই তিনি। আমি তাঁহার ভৃত্য—তাঁহারই কাজ করিতেছি। কিন্তু এই দাস্য-ভাব আবার প্রেম-মূলক হইবে,—প্রেমমূলকই শ্রেষ্ঠ। প্রাণের আকুল লালসায় তাঁহার কাজ করিতেছি। কর্ত্তব্য বলিয়া করি না,—না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই করি। যদি জগতের সেবা এবং জগন্নাথের সেবা না করি, তবে প্রাণ ফাটিয়া যায়—দুই চক্ষু পূরিয়া জল আসে,—প্রাণে বিরহ জাগে।

এই দাস্যপ্রেম নিষ্কাম সেবা,—নিষ্কামসেবা উত্তম সাধ্য।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯ স্ক, ৫ম অঃ, ১১ শ্লোঃ।

দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে অম্বরীষ! যাঁহার নাম শ্রুতিমাত্র জীব পবিত্র হয়, সেই ভগবানের ভক্তগণের পক্ষে কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ হইতে পারে?"

যাঁহারা প্রেমের টানে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবায় নিরত, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—ww—

সখ্যপ্রেম।

শিষ্য। দাস্যপ্রেমের পরে সাধ্য কি, তাহা বলুন? কারণ, চৈতন্যদেব দাস্যপ্রেমকেও সাধ্য সুনিশ্চয় বলেন নাই,—দাস্যপ্রেমকেও 'এহো হয়' বলিয়াছেন।

গুরু। হাঁ,—ইহা সাধ্যোত্তম নহে। তাই—

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥"

শিষ্য। সখ্যপ্রেম কাহাকে বলে?

গুরু। সখার উপরে—বন্ধুর উপরে যে প্রেম হয়, সেই রূপ প্রেমকে সখ্যপ্রেম বলে। মনে রাখিও, কাম আর প্রেম এক নহে। আমি যেস্থলেই প্রেমের কথা বলিব, সেইস্থলেই বুঝিও, কাম আত্মতুষ্টির ইচ্ছা, আর প্রেম ঈশ্বর-প্রীতির সাধনা। সখ্য-প্রেম অর্থাৎ সখা বা বন্ধুর প্রীতি বা আনন্দ-বিধানার্থ নিজ হৃদয়ের আনন্দপূর্ণ লালসা।

সখ্যপ্রেম দুইপ্রকার আছে। এক ব্রজের শ্রীদামাদি-রাখালগণের সখ্যপ্রেম,—দ্বিতীয় অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেম।

শিষ্য। শ্রেষ্ঠ কোন্ সখ্যপ্রেম? বোধ হয়, অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেমই শ্রেষ্ঠ হইবে?

গুরু। সে সিদ্ধান্ত স্থির করিলে কি প্রকারে? অর্জ্জুন অধীতশাস্ত্র,—অর্জ্জুন বীর—অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য, রসাতল জয় করিতে পারিতেন, সেই জন্যই কি অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেম উৎকৃষ্ট? আর অশিক্ষিত গোপনন্দন রাখালগণের যে সখ্যপ্রেম, তাহা অবশ্যই নিকৃষ্ট—এই ধারণা হইয়াছে, বোধ হয়? শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং সতানাং পরদৈবতেন॥
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ স্ক, ১২ অঃ, ১১ শ্লোঃ।

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যাঁহাকে ব্রহ্মসুখানুভূতিতে এবং ভক্তেরা যাঁহাকে সর্ব্বারাধ্যরূপে আর মায়াশ্রিত ব্যক্তি যাঁহাকে

নরশিশুজ্ঞানে প্রতীতি করেন, মায়ামুগ্ধ গোপবালকেরা যে সাধারণ নরশিশুবোধে তাঁহার সহিত এইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের রাশি রাশি পুণ্যের ফলে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তাহারা কি পুণ্য করিয়াছিল? তাহাদের পুণ্যার্জ্জনের জ্ঞানই বা তখন কোথায়?

গুরু। যে জন্মে লোকে ভগবানের কৃপা-ভাগ্য লাভ করে, সেই জন্মের কৃতপুণ্যফলেই কি ঘটিয়া থাকে? কত কত দীর্ঘ দীর্ঘ জন্ম—কত দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ সাধিয়া কাঁদিয়া চাহিয়া থাকিয়া তবে সে ভাগ্য লাভ করিতে পারে। ব্রজের গোপবালকগণের জন্মজন্মান্তরের সে সাধনা ছিল।

শিষ্য। অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেম ও ব্রজবালকগণের সখ্যপ্রেমে যে প্রভেদ আছে, তাহা বলুন। তাহা হইতে সখ্যপ্রেমের ভাব অবগত হইতে পারিব।

গুরু। অর্জ্জুন হৃষীকেশকে নিকটে পাইয়াছিলেন, ভক্তির প্রভাবে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তির সখা,—শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে তাঁহার আনন্দ নহে,—শ্রীকৃষ্ণের তিনি খেলার সাথী নহেন। দুষ্পূর বিষয় বাসনার বিনাশ বা তৃপ্তি সাধনার্থ কৃষ্ণ তাঁহার সখা,—যখন যথার্থরূপে তিনি অবগত হইতে পারিলেন, কৃষ্ণ অসান্ত—কৃষ্ণ বিশ্বরূপ, তখন তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, তখন ভক্তি-ভয়ার্দ্র হৃদয়ে ডাকিয়া বলিলেন,—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহম প্রমেয়ম্॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যোলোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১১ অঃ, ৪১-৪৩ শ্লোক।

"তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়-পূর্ব্বক আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক, বা বন্ধুজন-সমক্ষেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন বিষয়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে অমিতপ্রভাব! তুমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু; ত্রিলোক-মধ্যে তোমাপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই।"

অসীম বিরাট—জগদ্ব্যাপ্ত ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া, অর্জ্জুন আর সখাভাবে ভাবনা করিয়া স্থির থাকিতে পারি-লেন না। কারণ অর্জ্জুনের সখ্যভাব ছিল, সখ্যপ্রেমের ভাব ছিল না। ইহার একটু পার্থক্য আছে।

আর শ্রীদামাদি ব্রজবালকগণ ভাগবানের খেলার সাথী,

তাঁহার সহিত গোচারণে যাইত, তাঁহার সহিত নিকুঞ্জে বিহার করিত, কদম্বতলে দাঁড়াইয়া মোহন বাঁশরী বাজাইত,—যমুনার কালজলে নামিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সাঁতার কাটিত,—ব্রজবাসিনীগণের রূপ যৌবন লইয়া আনন্দ করিত, গান গাহিত, ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিত। এ সকল তাহারাও করিত,—কৃষ্ণও করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ-সুখে তাহাদের সুখানুভব হইত—কৃষ্ণ পুষ্পমালা গলায় পরিলে, তাহাদের পুষ্পমালা গলায় পরার সাধ মিটিত, কৃষ্ণ ক্ষীর সর খাইলে, তাহাদের রসনা পরিতৃপ্ত হইত,—কৃষ্ণ রাধার সনে বিহার করিলে, তাহাদের অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত হইত। কেন না, তাহারা কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক। যাহার উপরে প্রেম হয়, তাহার সুখেই সুখ,—ইহাই প্রেমের লক্ষণ।

কৃষ্ণ প্রধান,—কৃষ্ণ রাখালের রাজা, যে খেলা কৃষ্ণ ভালবাসিতেন,—গোপবালকেরাও সেই খেলায় তৃপ্তিলাভ করিত। খেলিয়াই তাহারা সুখী হইত।

এ জগতাটা এক মহা খেলার ঘর। ভগবানের লীলাস্থলী। দার্শনিকতত্ত্বে বা বিজ্ঞানের কূটার্থ লইয়া যতই আন্দোলন আলোচনা করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলা যাউক,—আসল কথা কিন্তু লীলাময় লীলা করিবার জন্য এই জগত-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই জগতটা লইয়া খেলা করিতেছেন। আমরা তাঁহার খেলিবার সামগ্রী—খেলিয়াই মরিতেছি। দীন দুঃখীর অনশনের দীর্ঘশ্বাসই বল, আর

ধনকুবেরের বিলাস স্বপনই বল, সকলই খেলা। যৌবনগর্ব্বিতা স্বপ্নসুন্দরীর সৌন্দর্য্যনেশাই বল, আর বিগতযৌবনা কামিনীর ভস্মরাগই বল, সবই খেলা। দু-দণ্ডের খেলা—তার পরে সব মিথ্যা। আবার খেলা—এইরূপে সকলেই সেই খেলোয়াড়ের হাতে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন হইতে খেলিয়া মরিতেছি।

এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই খেলার খেলোয়াড় কে?

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮ অঃ, ৬১ শ্লোঃ।

ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়দেশে অবস্থান করিয়া সূত্রধর যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকাগুলিকে তাহার হাতের সূতা ধরিয়া নাচাইয়া থাকে, তেমনি তিনিও ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া সূত্র ধরিয়া নাচাইতেছেন।

তবে ঈশ্বরই আমাদের খেলোয়াড়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার এই বিরাটবিশ্ব-খেলাঘরে নাচাইয়া নাচাইয়া—খেলাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন।

সাধক যদিও স্থির জানিতে পারেন, আমরা খেলা করিতেছি—ঘর দুয়ার টাকাকড়ি বিষয় আশয় স্ত্রী পুত্র পরিবার—সুখ দুঃখ আশা ভরসা যাহা কিছু সবই খেলা, তবে মনে হয়, এই জগৎ আর জগন্নাথ আমারই খেলার সাথী। এ জন্মে কতজনের সঙ্গে খেলিয়া, পরজন্মে আবার

অন্য লোকেদের সঙ্গে খেলিতে থাকিতাম! কেবল মর্ত্ত্য জগতে নহে দেবলোক, পিতৃলোক, পরলোক—সর্ব্বত্রই খেলা করিয়া ফিরিতেছি। এ খেলার সাথী ভগবান্,—ভগবান্ সখা—তাঁহারই সহিত খেলিতেছি, তাঁহার আনন্দ-বিধানার্থ খেলা করিতেছি—তাঁহার সহিত একত্র মিলিয়া খেলা করিতেছি। তিনি পুরুষ, প্রকৃতিকে বামে করিয়া বংশীবাদন করিতেছেন, আমরা নাচিয়া নাচিয়া কেবলই খেলা করিতেছি। তাঁহারই খেলায় আমার খেলা,—তিনি আনন্দ লাভ করিলে, আমারও আনন্দ। তাঁহাকে সাথী পাইলে—তাঁহাকে নিকটে পাইলে বড় আনন্দ। তাই খেলার সাথীর সহিত সখ্যপ্রেম।

এই সখ্যপ্রেমের ভাবে কামনা দূরীভূত হয়। কেন না, মুহূর্ত্তের খেলায় কামনা কিসের? তাঁহার খেলায় আমরা খেলিতেছি—তাঁহার সুখেই আমার সুখ।

সখ্যপ্রেমে আসক্তির আগুণ নিবিয়া যায়। কেন না, কিসের আসক্তি? দু দণ্ডের খেলা ধূলার জিনিষে আবার আসক্তি কেন? সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিলেই খেলার ঘর, খেলার জিনিষ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

সখ্যপ্রেমে সমস্ত জগৎ এক অখণ্ড সখ্যরূপে প্রতীয়-মান হয়। কেন না, সকলেই খেলিতে আসিয়াছি; রাজারও খেলা, প্রজারও খেলা; ধনীরও খেলা, দরিদ্রেরও খেলা; সুস্থেরও খেলা, রোগীরও খেলা;—খেলা সর্ব্বত্র।

এই খেলার সাথী বিশ্বেশ্বর। বিশ্ব তাঁহার মূর্ত্তি,—বিশ্বের সহিত সখ্যতা, বিশ্বের সহিত প্রেম—এই সখ্যপ্রেম। সর্ব্বত্রই সেই ব্যষ্টি আর সমষ্টির কথা, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। অতএব, সখ্যপ্রেম, সাধ্যবিধি উত্তম। চৈতন্যদেবও তাই বলিলেন,—"এহোত্তম।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বাৎসল্যপ্রেম।

শিষ্য। চৈতন্যদেব কি ইহাকেই উত্তম সাধ্য বলিয়া স্থির করিলেন?

গুরু। হাঁ, কিন্তু সাধ্যের শেষ ইহাই নহে। সেই জন্য—

"প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

সখ্যপ্রেম উত্তম সাধ্য—সখ্যপ্রেমের সাধনায় ভগবানের সাযুজ্য লাভ হয়। সখ্যপ্রেমের সাধনায় জীব সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—কিন্তু ইহাই সাধনার চরমোৎকর্ষতা নহে। ইহা হইতে অগ্রসর হও,—আর কি আছে, বল? রামানন্দ বলিলেন,—"বাৎসল্য প্রেম ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ।"

শিষ্য। বাৎসল্য প্রেম কি?

গুরু। নন্দ যশোদা যে ভাবে ভগবানকে ভাল-বাসিতেন, সেই ভাবের নাম বাৎসল্য প্রেম।

শিষ্য। নন্দ যশোদা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল-বাসিতেন, জগতের সকলেরই পিতা মাতা সকল সন্তানকেই সে ভাবে ভালবাসে, তাহা কি বাৎসল্য প্রেম নহে?

গুরু। হাঁ, তাহাও বাৎসল্য প্রেম। তবে মানবে সেই প্রেম অর্পিত হইলে তাহা ক্ষুদ্র; আর ভগবানে অর্পিত হইলে, তাহা বৃহৎ। নন্দ যশোদা যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ভগবানকে পুত্ররূপে ভালবাসিতেন,—আর অন্য লোকে মানুষকেই বাৎসল্য প্রেমে ভালবাসিয়া থাকে।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না?

শিষ্য। নন্দ যশোদা ভগবানকে বাৎসল্য ভাবে ভাল-বাসিতেন, আর মানুষ, মানুষকে ভালবাসে। নন্দ যশোদার সেই বাৎসল্য মুক্তির কারণ হইয়াছিল,—আর অন্যের বন্ধের কারণ হয়। কেন, জীবও ত ভগবান্,—জীবও ত তিনি। সমস্ত বিশ্বইত তিনি,—তবে মানুষের বন্ধনের কারণ হইবে কেন?

গুরু। মানুষ ভালবাসে কাহাকে? জড়কে, না চৈতন্যকে? জীবমাত্রেই জড় ও চৈতন্যের মিশ্রণ পদার্থ। জড়াশ্রিত চৈতন্য জীব। কিন্তু মানুষ চৈতন্যকে পরিত্যাগ করিয়া জড়কে ভালবাসে—বাঁধিতে চেষ্টা করে, ভক্তি

করে। মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার জড়ের সুখই ইচ্ছা করে,—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সবই জড়। মানুষ যদি জড়কে না ভালবাসিবে, তবে জড়ের বিয়োগে অর্থাৎ মৃত্যুতে লোকে শোক করিবে কেন? পুত্রাদির কোন ইন্দ্রিয় বিলোপ হইলে কাঁদিবে কেন?

শিষ্য। নন্দ যশোদাও কি শ্রীকৃষ্ণের জড় ভাগের জন্য আকুল ছিলেন না?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণের জড় কোথায়? তিনি পূর্ণ চৈতন্য।

শিষ্য। এটা নিতান্ত অন্ধ ভক্তির কথা। যখন মানুষী দেহ ধারণ করিয়াছেন,—যখন মনুষ্যগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানুষ হইয়াছেন, তখন জড় ও চৈতন্য যেমন মানুষে থাকে,—তিনি যিনি হউন, তাঁহাতেও তাহাই আছে।

গুরু। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণটা শোন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার আমার ন্যায় তিনি জড়াশ্রিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। তোমার আমার বা সাধারণ মানুষের ন্যায় তিনি জড়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"অনন্তর কংস কর্ত্তৃক ক্রমে দেবকীর ছয় বালক নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর কলা, যাঁহাকে অনন্ত বলা যায়, তিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভ হইলেন। আনন্দরূপ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, ইহাঁতে ঐ গর্ভ—যেমন হর্ষ-

বর্দ্ধক হইল, পূর্ব্ব গর্ভের সহিত সাধারণ দর্শনে তেমনি শোক বর্দ্ধন হইতে লাগিল। সে যাহা হউক, হে মহা-রাজ! বিশ্বাত্মা ভগবান্ কংস হইতে নিজাশ্রিত যদুদিগের ভয়ের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, অতএব স্বয়ং যোগ-মায়ার প্রতি এই আদেশ করিলেন যে, হে দেবি! হে ভদ্রে! গোপ এবং গোসমূহে অলঙ্কৃত ব্রজপুরে গমন কর। বসুদেব-রমণী রোহিণী নন্দ গোকুলে অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল তিনিই নহেন, বসুদেবের অন্যান্য মহিলারাও সেখানকার অলক্ষ্য স্থানে এক্ষণে বসতি করি-তেছেন। তুমি গিয়া দেবকীর জঠরে যে শেষ নামক সন্তান আছে, আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। হে দেবি! আকর্ষণ করিলে গর্ভ কিরূপে জীবিত থাকিবে, এ আশঙ্কা করিও না, তাহা আমারই অংশ। পরে আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মিও। * * *

অপর হে দেবি! তোমা কর্ত্তৃক গর্ভ আকৃষ্ট হওয়াতে তত্রস্থ শিশুকে পৃথিবীর লোকেরা সঙ্কর্ষণ বলিবে! তোমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পরে তিনি সকল লোকের রতি উৎপাদন করিবেন, ইহাতে লোকে তাঁহাকে 'রাম' বলিয়া অভিহিত ও সম্বোধন করিবে, অধিকন্তু তিনি নিজ বলে অতিশয় বর্দ্ধিত হইবেন, তাহাতে লোকে তাঁহাকে বলভদ্রও বলিবে।

ভগবান্ কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া মায়া তাঁহা
বচন গ্রহণ করিলেন। * * * যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক দেবকী
সেই গর্ভ রোহিণীর উদরে নিহিত হইলে পুরবাসী সক
"দেবকীর গর্ভ বিস্রস্ত হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়াছি
কিন্তু তদ্বিবরণ কিছুই জানিতে পারে নাই। সে যা
হউক, তৎপরে ভক্তজনের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ হ
পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন
জীব সকলের ন্যায় তাঁহার ধাতু সম্বন্ধ হয় নাই
হে রাজন্! বসুদেব ঐ প্রকারে পৌরষধাম অর্থাৎ শ্রীমূ
মনোমধ্যে ধারণ করতঃ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হই
সর্ব্বভূতের দুরাসদ এবং সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইলেন।

অনন্তর প্রাচীদিক্ যদ্রূপ আনন্দকর চন্দ্র ধারণ করে
তদ্রূপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বেদ
দীক্ষা দ্বারা অর্চ্চিত অচ্যুতাংশ অর্থাৎ অচ্যুতের অংশসদৃশ
অংশ, যাহা ভক্তানুগ্রহার্থ পরিচ্ছিন্ন শরীর তুল্য হইয়াছিল
তাহা আপনার মনোদ্বারাই ধারণ করিলেন। ভগবানে
ঐ অংশ সর্ব্বাত্মা, অতএব অগ্রেও দেবকীর আত্মাতে বর্ত্তমা
ছিলেন। * * *

অনন্তর যখন সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন পরম রমণীয় শোভন
সময় উপস্থিত হইল, সেই সময় পূর্ব্বদিকে যেমন চন্দ্র
প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে
সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ হরি ঐশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন।

ভগবান্ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন, সেই বালক অতিশয় অদ্ভুত। তাঁহার কমলতুল্য লোচন, চারিহস্ত,—শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন বিদ্যমান, গলদেশে কৌস্তুভমণি শোভমান। তাঁহার পরিধান পীতবসন, বর্ণ নিবিড় জলধর সদৃশ সুভগ,—মহামূল্য বৈদূর্য্য, মুকুট ও কুণ্ডলের দ্যুতিতে অপরিমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান। আর তিনি অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্তি পাইতেছেন। ভগবান্ হরিকে উক্তরূপে আবির্ভূত হইতে দেখিবামাত্র যদিও বসুদেবের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল, কারণ কৃষ্ণাবতারোৎসবের সম্ভ্রম জন্মিল, তথাপি পুত্র মুখদর্শন হইল বলিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মনোদ্বারা দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন। সে সময় বন্ধনাবস্থায় ছিলেন, তাহাতে বস্তুতঃ দান হইবার সম্ভাবনা কি ?

তদনন্তর শুদ্ধবুদ্ধি বসুদেব ঐ পুত্রকে পরম পুরুষ অবধারণ করিয়া প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে বালকের শরীর-কান্তি দ্বারা সূতিকা গৃহ সাতিশয় উদ্দ্যোতিত হইতেছিল।

বসুদেব পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অহো!

আপনাকে জানিতে পারিলাম,—আপনি প্রকৃতির পর পুরুষ;—কি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইলেন। ভগবন্! কেবল অনুভব ও আনন্দই আপনার স্বরূপ এবং আপনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্যামী! এতদ্রূপ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কখনও দৃশ্য হন নাই, ইহাতেই আপনাকে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া আমি আশ্চর্য্য মানিতেছি। ভগবন্! আপনার স্বরূপ এই প্রকারই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই,—আপনি দেবকী-জঠরে প্রবিষ্ট নহেন। নিজমায়ায় ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় লক্ষ্য হইতেছেন। প্রভো! যদ্রূপ অবিকৃতভাব (অর্থাৎ মহদাদি পদার্থ সকল) বিকৃতভাবের সহিত (অর্থাৎ ষোড়শ বিকারের সহিত) মিলিত হইয়া বিরাজ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। ভগবন্! অবিকৃতভাব মহদাদির সহিত বিকৃতভাব মিলিত হইবার কারণ এই, ঐ সকল ভাব পরস্পর পৃথক্ হইলে বিশিষ্ট কার্য্যে সমর্থ হয় না। অপর অবিকৃত ভাবসকল ষোড়শ বিকার সহ মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করণানন্তর যদ্রূপ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট ন্যায় দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ প্রবিষ্ট নহে, কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণত্বরূপে বিদ্যমান ছিল, সুতরাং কার্য্য সৃষ্ট হইলে পশ্চাৎ প্রবেশ সম্ভবে না। তদ্রূপ আপনিও ইন্দ্রিয় ও বিষয় সহিত বর্ত্তমান হইয়াও ঐ সকলের সহিত গৃহীত হন না। হে ভগবন্! পরিচ্ছিন্ন

ব্যক্তিরই নীড়ে পক্ষ্যাদির প্রবেশের ন্যায়, অন্যত্র প্রবেশ সম্ভবে, আপনি অনাবৃত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, আপনার অন্তঃর্ব্বহিঃ ভেদই নাই, প্রবেশ কোথা হইতে হইবে? আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সকলের আত্মা, ব্যাপক এবং পরমার্থ বস্তু,— আপনার আবরণ হইতে পারে না। আপনার অন্তর্যামিত্ব-রূপে প্রবেশই মুখ্য নহে, ইহাতে দেবকীগর্ব্ভে প্রবেশ কিরূপে হইবে? অতএব আপনি কেবল অনুভব ও আনন্দস্বরূপ, আপনাকে যে জানিতে পারিলাম,—আমার পরম ভাগ্য। ভগবন্! যে পুরুষ আত্মার দৃশ্য গুণ দেহাদি মধ্যে দেহাদিকে আত্ম ব্যতিরেকে পৃথক্ বর্ত্তমান বলিয়া নিশ্চয় করে, ব্যতিরেক দর্শন হেতু সে নিতান্ত অবিদ্বান্, যেহেতু দেহাদি পদার্থ বিচারিত হইলে বাক্যমাত্রের আরম্ভ ব্যতিরেকে ঐ সকল যথার্থ হইতে পারে না, অতএব অগ্রে যে বস্তু অবস্তুরূপে বাধিত, যে পুরুষ বুদ্ধিদ্বারা তাহাই বস্তু বলিয়া স্বীকার করে, তাহাকে অবিদ্বান্ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

বিভো! তত্ত্বদর্শীরা বলেন, আপনা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে, অথচ আপনি নির্গুণ, সুতরাং নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী। ভগবন্! যদিও নিষ্ক্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব ও অবিকারিত্ব বিরুদ্ধ, তথাচ আপনি ঈশ্বর এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আপনাতে অকর্ত্তৃত্ব ও অবিকারিত্ব বিরুদ্ধ হইতে পারে না, গুণ সকল সৃষ্ট্যাদি করে, আপনি তাহাদের

আশ্রয় বলিয়া আপনাতে সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয়,— যেমন ভৃত্যকৃত কার্য্য রাজাতে আরোপিত করা গিয়া থাকে। প্রভো! আপনি উক্তরূপ হইয়াও ত্রিলোকীর পালনার্থ স্বীয় মায়া দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন, সৃষ্টিনিমিত্ত রজো-গুণান্বিত রক্তবর্ণ গ্রহণ করেন, অপর প্রলয় সময়ে তমো-গুণ দ্বারা শুক্লবর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন। হে অখিলেশ্বর! হে বিভো! আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষা ইচ্ছা করিয়া আমার আলয়ে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন।”

শুদ্ধমতি বসুদেব তাহার নবজাত পুত্রকে যে ভাব দর্শন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলেন,— দেবকী কি ভাবে পুত্রকে দর্শন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও শোন।

পুত্রদর্শনে দেবকী কহিলেন,—“ভগবন্! বেদ সকলে যাহাকে অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকল্প যে বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন, অর্থাৎ যাহাকে নিরীহ (সন্নিধিমাত্র কারণ), নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, জ্যোতিঃস্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্তু, সাক্ষাৎ বিষ্ণু। * * * ভগবন্! আপনি পরম পুরুষ, প্রলয়া-বসানে স্বীয় শরীরে চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার দেহে জগৎ অসঙ্কোচে ছিল, কোন পদার্থের স্থান সঙ্কীর্ণ হয় নাই, সেই আপনি আমার গর্ভে জন্মিয়াছেন,—ইহা মনুষ্যলোকের একপ্রকার বিড়ম্বনা। অতএব এতাদৃশ

রূপবান্ পুত্রদ্বারা আমার শ্লাঘা হওয়া দূরে থাকুক, লোক-সমাজে বরং উপহাস্যতা হইবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্তও এ অদ্ভুত রূপ সংহার করুন।”

এক্ষণে তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছ,—কৃষ্ণ জন্ম-গ্রহণ করিলে, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্মব্যাপারই বা জীবের মত কি না ?

শিষ্য। হাঁ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি,—বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিয়াছিলেন, জীব বলিয়া জানেন নাই। কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমের সাধনায় নন্দ যশোদারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, নন্দ যশোদা মায়ামুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাকৃত বালক বলিয়াই পালন করিতেন।

শিষ্য। নন্দ-যশোদা বালক কৃষ্ণকে যে ভাবে দর্শন করিতেন, ভাগবত হইতে তাহারও একটু বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

“একদিন রাম প্রভৃতি গোপবালকগণ ক্রীড়া করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিয়া যশোদার নিকটে নিবেদন করিল,—তোমার কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন।” ইহাতে হিতৈষিণী জননী তনয়ের করধারণ পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাতা ধরিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের দুইচক্ষু ভয়ে ব্যাকুল হইল। যশোদা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওরে চপলমতি

পুত্র! একান্তে মাটী খাইলি কেন? এই যে তোরই সঙ্গী ঐ সকল বালক এবং তোর অগ্রজ এই রামও বলিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মা! আমি কিছুই ভক্ষণ করি নাই, (ইহার তাৎপর্য্য বাহিরে কিছু ভক্ষণ করি নাই, আগে হইতেই আমার কুক্ষি মধ্যে সমুদায়ই আছে), ইহারা সকলেই মিথ্যা বলিতেছে। ইহারা কেমন সত্যবাদী, প্রত্যক্ষে তুমিই আমার মুখ নিরীক্ষণ কর না। যশোদা বলিলেন,—মুখ প্রসারণ কর্, দেখি।

যশোদা এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ হরি,--যিনি লীলার্থ অনুজ বালক হইয়াছিলেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত,—তৎক্ষণাৎ বদন ব্যাদান করিলেন। যশোদা তাঁহার আস্য-মধ্যে অখিল বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্ সকল এবং পর্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্র সহিত ভূর্লোক, প্রবহ বায়ু, বৈদ্যুৎ অগ্নি, চন্দ্র, তারা সহিত জ্যোতিষ্ক-চক্র অর্থাৎ স্বর্লোক ও জল, বায়ু বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, ইন্দ্রিয় সকল, মনঃ ও শব্দাদি বিষয় এবং সত্ত্বাদি তিন গুণ ইত্যাদি সমুদায় তন্মধ্যে বিরাজমান দৃষ্ট হইল।

পুত্রের শরীরে ঈষদ্বিদারিত বদনাভ্যন্তরে এই প্রকার বিচিত্র বিশ্ব,—যাহাতে গুণক্ষোভক জীব, পরিমাণহেতু কাল কর্ম্ম এবং তাহার সংস্কার, আশয় এই সকল দ্বারা চরাচর যাবতীয় শরীরের ভেদ বর্ত্তমান ছিল, তাহা এবং এক প্রদেশে

আত্মসহিত ব্রজপুরী অবলোকন করিয়া যশোদার যৎপরো-নাস্তি বিস্ময় হইল। তিনি আপনা আপনি কহিতে লাগি-লেন—একি স্বপ্ন! পরে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই বলিলেন,—স্বপ্ন নয়, ইহা বুঝি ভগবান্ হরির মায়া। তদনন্তর বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—দেবমায়া নয়, তাহা হইলে অন্যে দেখিতে পায় না কেন? আমারই বুঝি বুদ্ধি বিপর্য্যয় হইয়াছে,—দর্পণে যদ্রূপ মুখ দেখে, তদ্রূপ এতন্মধ্যে বিশ্ব দেখিতেছি। তারপর আপনিই বিচার করিয়া বলি-লেন, ঐরূপও নহে; তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণও এতন্মধ্যে প্রতীয়মান কেন হইবেন? পরিশেষে আশঙ্কা করিতে করিতে কহিলেন,—অন্তরে ও বাহিরে একরূপে বুঝি জগৎ প্রতীত হইতেছে। ক্ষণেক পরে আপনিই কহিলেন,—তাহাও নহে, তাহা হইলে বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় পরস্পর বৈপরীত্যে প্রতীত হইত। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অন্য প্রকার বিতর্ক করতঃ কহিলেন,—আমার বালকের বুঝি ইহা স্বাভাবিক কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য হইবে। পরে শেষ পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই ঐশ্বর্য্য অত্যন্ত অচিন্ত্যই বটে। অহো! যাহা চিত্ত, মনঃ, বাক্য এবং কর্ম্ম-দ্বারা বিতর্কের বিষয় নয়, যাহা জগতের আশ্রয়, যাহার অধিষ্ঠান হেতু বুদ্ধিবৃত্তি অভিব্যক্ত হয় এবং যে পদ হইতে এই জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই পদে প্রণত হই। হায়! আমি যশোদা নাম্নী গোপী, আমার পতি এই নন্দ—

বিনষ্ট করিয়া তালবনকে মথিত ও পরিপক্ক তালফলে সমন্বিত করেন? অধিকন্তু ইনি বলশালী বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া কি প্রকারে প্রলম্বাসুরের নিপাত পূর্ব্বক ব্রজবাসী পশু ও গোপদিগকে পরিত্রাণ করেন? আবার ইনি কিরূপে অতিক্রূর ভুজগেন্দ্র কালিয়ের দমন পূর্ব্বক বলে তাহাকে নির্ম্মদ ও নির্ব্বাসিত করিয়া যমুনার জল নির্ব্বিষ করেন? আর হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের প্রতি আমাদের সমুদয় ব্রজবাসীর দুস্ত্যজ অনুরাগ এবং ইঁহারও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ কেন হইয়াছে? ইনি তো সকলের আত্মা নহেন! হে ব্রজনাথ! সপ্তবর্ষ বয়স্ক বালক কোথায় আর প্রকাণ্ড পর্ব্বত ধারণ করিয়াছে? তোমার আত্মজের কর্ম্ম সকল অত্যন্ত অদ্ভুত ও অলৌকিক, তজ্জন্যই আমাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে।

নন্দ কহিলেন,—"গোপগণ! আমার বাক্য শুন, এই বালকের প্রতি তোমাদের ভয় অপগত হউক। এই কুমারটির উদ্দেশে গর্গমুনি আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—এই বালক প্রতি যুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন প্রকার বর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইদানী কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কোন সময়ে ইনি বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু অনভিজ্ঞ জনগণ এখনও ইঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ বহু বহু

নাম রূপ আছে, সে সকল আমিও জানি না,—অন্য লোকেও জানে না। ইনি গোপ ও গোকুলের আনন্দজনক হইয়া তোমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করিবেন। তোমরা ইহাঁর দ্বারা বস্তুতঃ সমস্ত দুর্গ (বিপদ) উত্তীর্ণ হইবে। * * * তোমার এই কুমার গুণ, শ্রী-কীর্ত্তি এবং অনুভব দ্বারা নারায়ণের সমান। মুনিবর গর্গ আমাকে এইরূপ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন, যদিও তৎকালে আমার মনে ঐরূপ প্রতীতি হয় নাই; তথাচ এক্ষণে আমি কৃষ্ণকে নারায়ণাংশ বলিয়াই মান্য করি, যেহেতু ইনি অক্লিষ্টকারী।”

এই নন্দ ও যশোদার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ধারণা ও যেরূপ মনের ভাব, তাহা তোমাকে বলিলাম।

শিষ্য। হাঁ, সমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলাম। এক্ষণে এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন।

গুরু। হাঁ,—যে সকল কথা তোমাকে আমি বলিলাম, তাহার মধ্যে যে জানিবার কথা আছে, তাহা আমিও বুঝিতেছি,—ভাল, তুমি কোন্ কোন্ বিষয় অবগত হইতে চাহ, বল?

শিষ্য। বসুদেব ও দেবকী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভাবিয়াছেন বা জানিয়াছেন,—নন্দ-যশোদাও কি ঠিক সেই ভাবে জানিয়াছেন, বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে?

গুরু। না।

শিষ্য। কাহাদের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ?

গুরু। বসুদেব ও দেবকীর।

শিষ্য। কিন্তু নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-প্রেমই আদর্শ।

গুরু। বাৎসল্য-প্রেম নন্দ-যশোদার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইবে কেন ? জ্ঞান হারাইয়া, ভক্তি হারাইয়া, ভয় হারাইয়া, শাসন হারাইয়া, বাৎসল্য-প্রেম। নন্দরাণী তাঁহাতে অখিল বিশ্ব দেখিলেন, তখন জ্ঞানের বিকাশ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রবাৎসল্যে সে সকল ভুলিয়া গিয়া ভগবানকে পুত্ররূপে স্নেহ করিতে লাগিলেন। নন্দ মুনিবাক্য বিশ্বাস করিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নারায়ণের অংশ, তাই এই সকল অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম,—তা বলিয়া কৃষ্ণ যে ভগবান্ বা অনন্ত, সে ধারণা তাঁহার নাই। বিশ্বনাথ বিরাট বিশ্বময়,—তাঁহাতে সমুদয় ঐশ্বর্য্য, সমুদয় বিভূতি দেখিয়া, ত্রিলোকবিজয়ী মহাপরাক্রমশালী পরন্তপ কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনেরও প্রাণ বিকম্পিত হইয়াছিল,—তাই কাতরে বলিয়াছিলেন,—তুমি অনন্তবীর্য্য, অনন্তমূর্ত্তি, কিন্তু ও-রূপ সম্বরণ কর। তোমার রূপ দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে,—হে অনন্ত! শান্ত হও। আমি তোমার এই দুর্দ্ধর্ষ বিরাট বিশ্বরূপ আর দর্শন করিতে পারিতেছি না। আর বদ্ধজীব আমরা,—আমরা কেমন করিয়া সমস্ত বিশ্বকে পুত্ররূপে পালন করিব—স্নেহ করিব ? তিনি ত বিশ্বময়।

তাই সমষ্টি ভাবে—পুত্রভাবে নন্দ যশোদার ন্যায় বাৎসল্য প্রেম শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে ভগবৎ জ্ঞান থাকিলে নন্দ যশোদার পুত্রবাৎসল্য পূর্ণরূপে প্রতিভাসিত হইত কি? তবে কেবল পুত্ররূপ মায়াজালে জড়াইয়া পড়িলেও অধঃপতন হয়, তাই কৃষ্ণ নারায়ণের অংশজ্ঞান। তাই যশোমতির মধ্যে মধ্যে ঐশ্বর্য্য দর্শন। আমরাও যখন বিশ্বকে নারায়ণের অংশ বলিয়া জানিব,—আমরাও সমস্ত জগতে নারায়ণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিব, তখন মুগ্ধ হইয়া পড়িব। কিন্তু সমষ্টি-ভাবে পুত্ররূপে জগতকে সেবা করিতে পারিলে, কৃতকৃতার্থ হইব না কি? তখন মুক্তির আর বাকি থাকিবে কি? কিন্তু আমি বলিতেছি, জগৎ নারায়ণ—এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়া চাই—আমি পিতা বা মাতা, আর ব্যষ্টি বিশ্ব বা সমষ্টি বিশ্বেশ্বর আমার পুত্র—আমার স্নেহের সন্তান, আমি প্রাণের টানে—বাৎসল্য প্রেমের আকর্ষণে সেবা করিয়া, যত্ন করিয়া,—প্রতিপালন করিয়া সুখী হইব।—তাই বাৎসল্য প্রেম। এই বাৎসল্যপ্রেম সাধ্যের শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। এভাবে ঈশ্বরকে ভাবিলে, তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয় না কি? ঈশ্বর ছোট, আমি বড়,—এ ভাব কি ভাল?

গুরু। প্রেমের কাছে ছোট বড় নাই। ঈশ্বর বৃহৎ—বিরাট-বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং আমাদের শাসক ও কঠোর দণ্ডদাতা—এ ভাব মনে থাকিলে, অনেক দূরে দূরে থাকিতে হয়। ঐশ্বর্য্যভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আইসে। কিন্তু ভাল-

বাসায় ভয় থাকা কর্ত্তব্য নহে। চরিত্র গঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাসের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে, প্রেমের ভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলে, তখন আর সাধক তত দূরে থাকিতে পারেন না। তাঁহার হৃদয় তখন তাঁহাকে সেবা করিতে, যত্ন করিতে, নিকটে পাইতে আকুল হয়। এই আকুলতাই সন্তানবাৎসল্য—এই আকুলতার শেষাবস্থার নামই বাৎসল্য-প্রেম। পিতা মাতার নিকটে—সন্তানের সর্ব্বদাই আব্দার,—সর্ব্বস্ব দিয়া, সর্ব্বশক্তির সংযোগ করিয়া সন্তান পালন করিয়া তথাপি পিতা মাতার সাধ পূরে না। সন্তানের জন্য পিতামাতা সহস্রবার আত্মত্যাগ করিতে পারেন। আপনি উপবাসী থাকিয়া সন্তানের উদর পূর্ণ করেন, আপনি চীরবস্ত্র পরিয়া সন্তানকে নববস্ত্রে সুসজ্জিত করেন,—আপনি রোগ শয্যায় পড়িয়া সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই—কেবলই পুত্রের মঙ্গল কামনা। পুত্রের গুণ শ্রবণে—পুত্রের প্রশংসা শ্রবণে পিতা মাতার হৃদয় পুলকিত হয়,—সর্ব্বস্ব দিয়াও সন্তানের সুখ-সাধনা সম্পন্ন করিতে পিতামাতা আনন্দ বোধ করেন। ঈশ্বরকে এমনই ভাবে ভালবাসিতে পারিলে, তাহাকেই বাৎসল্য প্রেম বলে। সকল কাজেরই আদর্শ চাই, তাই ভগবান্ এই বাৎসল্যপ্রেম শিক্ষা দিবার জন্য নন্দগৃহে পালিত,—তাই নন্দ যশোদা যে প্রকারে ভগবানকে বাৎসল্য

প্রেমে প্রতিপালন করিয়াছিলেন,—তাহাই আমাদের আদর্শ। তাই সাধ্যের মধ্যে বাৎসল্য প্রেম উত্তম।

দশম পরিচ্ছেদ।

কান্তাপ্রেম।

শিষ্য। বাৎসল্য প্রেমে যে সাধনা, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সাধ্য কি ?

গুরু। চৈতন্যদেবের প্রশ্নে রামানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার ॥"

পত্নী যেমন পতিকে ভালবাসে, কান্তের উপরে কান্তার যেমন প্রেম, তেমনি ভগবানের উপরে প্রেম সাধ্যসার, ইহার নাম মধুর,—সর্ব্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ইহা জগতের সর্ব্বোচ্চ প্রেমের উপর স্থাপিত—আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্ব্বোচ্চ; স্ত্রীপুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট-পালট করিয়া ফেলে, আর কোন্ প্রেমের বলে তাহা করিতে পারে ? কোন্ প্রেম লোকের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত

হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে-নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়, প্রকৃত সতী ভার্য্যার প্রেম যথার্থ আত্ম-ত্যাগ। স্ত্রী, স্বামী-প্রেমে মগ্ন হইয়া জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করে,—তাহার আত্মজ্ঞান থাকিলে কি সে তাহা পারে? প্রেমে আপনহারা হয়-কেবল প্রেমিকের ভাবনাতেই তাহার হৃদয় ভরিয়া যায়। আপন ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া পত্নী পতিকে পূজা করিয়া থাকে। তাহার জীবন, যৌবন, রূপ, রস, আহার, বিহার সমস্তই তখন স্বামীর জন্য। তাহার আব্দার, তাহার অভিমান, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই স্বামীর জন্য! স্বামীর যাহা তাহা তাহার,-তাহার যাহা তাহা স্বামীর; সন্তান হইলে সমান স্নেহ, সমান বাৎসল্য এমন হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, ত্বচে ত্বচ্, অণু অণুতে সম্বন্ধ আর কোথায়? প্রেমিকা স্ত্রী স্বামীর ছায়ার ন্যায়—কায়া যে কাজে রত, ছায়াও তাহাই করিয়া থাকে। স্বামী যাহাতে সুখী, স্ত্রী সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই করিয়া থাকেন। একদণ্ডের বিরহ অনন্ত যাতনা প্রদান করিয়া থাকে,—একটু মুখ অবহেলা প্রাণে প্রলয়ের আগুণ সৃষ্টি করিয়া দেয়, ডাকিয়া একটু সাড়া না পাইলে নয়নাসারে দৃষ্টি রোধ করিয়া বসে, অন্যের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে দেখিলে অভিমানের অনলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। মুহূর্ত্তের বিরহে জগৎ শূন্য—অগ্নিময় বোধ হয়। যেখানে শোভা-যেখানে সৌন্দর্য্য—সেই স্থানেই আগুণ। প্রাণ

কেবল উধাও হইয়া—সে আমার কোথায় বলিয়া প্রাণের ভিতরে প্রাণ লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিতে থাকে। ডাকিলে না আসিলে, আব্দারের কথা না শুনিলে, অভিমান হয়।

এই স্ত্রীর ভালবাসা—স্ত্রীর প্রেম লইয়া জীব তাঁহাকে ভাল বাসিলে—এইরূপ প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিলে, জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। যতপ্রকার রসের কথা তোমাকে বলিয়াছি, সেই সকল রসই কান্তাপ্রেম বা মধুরে বর্ত্তমান আছে।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

চৈতন্যচরিতামৃত; মধ্যলীলা।

ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার ভাব অতি সূক্ষ্ম। প্রথম স্থূল কথা এই যে, শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; এই পঞ্চবিধ রসের ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ী ভাব আছে। দাস্যে শান্তির স্থায়ীভাব, সখ্যে দাস্যের ভাব, বাৎসল্যে সখ্যের ভাব, এবং মধুর রসে ঐ ভাব চতুষ্টয়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহার একটা কথা আছে। আকাশাদি ভূত পর পর ভূতে অনুসৃত হইয়া পঞ্চীকরণরূপে এই জগৎ প্রপঞ্চের এবং তাহা হইতে স্থূল শরীরের উৎপত্তি করিয়াছে,—আকাশাদি ভূত যেমন পঞ্চীকরণ সমবায়ে স্থূলের উৎপত্তি করিয়াছে,—তেমনি শান্তাদি রসও ক্রমে ক্রমে অনুসৃত হইয়া জীব-হৃদয়ে মধুর রস রূপে বিদ্যমান আছে। কিন্তু সে কথা আরও পরিষ্কার করিয়া ইহার পরে বলিব। এক্ষণে কান্তাপ্রেমের কথা যাহা বলিতেছিলাম,—তাহারই শেষ হউক।

শিষ্য। ভাল, তাহারই আগে শেষ করিয়া অন্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। ভগবানকে পতিরূপে ভালবাসিলে, তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়,—কিন্তু প্রেম পতি পত্নী উভয়েরই সমান। ভগবানকে পত্নীরূপে ভাবিলে কি মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না?

গুরু। পত্নী আত্মহারা হইয়া পতির জন্য উন্মত্তা হয়,—পতির একটু সাম্য থাকে। আরও এক কথা আছে,—পতি-পত্নী একটু গুরু লঘু সম্বন্ধ আছে। আমি প্রেমে তিনি হইয়া থাকিব—কিন্তু তাঁহাকে আমার সেবা করিতে হইবে। তিনি আমার সব—তিনি না থাকিলে, আমার

আমিত্ব নাই। আর আমি ত একা নহি,—তিনি সমুদ্র, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী—আমরা প্রেমের আকুল উচ্ছ্বাস লইয়া সকলে গিয়া তাঁহাতে মিশ্রিত হইব। তখন সমস্ত বিশ্বের পদার্থ তাঁহাতে মিশিয়া এক হইয়া যাইব। নদী যখন পৃথক্ থাকে,—তখন কেহ গঙ্গা, কেহ যমুনা, কেহ চন্দ্রভাগা, কেহ গোমতী; কাহারও জল নীল, কাহারও জল শ্বেত, কাহারও জল লোহিত। কোন জলের আস্বাদ মিষ্ট, কেহ লবণাক্ত, কেহ অম্লাস্বাদযুক্ত,—কিন্তু সেই সকল নদী যখন সাগরে মিশে,—তখন তাহাদের সেই বিভিন্নতা দূরীভূত হইয়া যায়। আমরা যখন পতিরূপ—মহাসাগর-স্বরূপ ভগবানে মিশ্রিত হইব, তখন আমাদের আর ব্যবচ্ছেদ বা বিভিন্নতা থাকিবে না; আমরা তখন সকলেই পতির ক্রোড়ে পতিরূপ প্রাপ্ত হইব।

জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। নিজ অন্তরঙ্গা শক্তিতে শ্রীভগবানের যেরূপ প্রকাশ, জীব-শক্তিতে অবশ্যই তাহা নহে। সঙ্কীর্ণ জীবে ঈশ্বরের বিকাশ অতি সামান্য। যথা,—

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

ঈশ্বর অনন্ত অগ্নিরাশি, জীব তাহার স্ফুলিঙ্গের কণা-মাত্র। সুতরাং জীব অংশশক্তি, ঈশ্বর পূর্ণশক্তিমান্। ঈশ্বর পরম পুরুষ—জীব অণুপ্রকৃতি।

অতএব হীনশক্তি স্বামী-প্রেম লাভ করিবে কি প্রকারে? পুরুষ আর প্রকৃতি—পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। বদ্ধ-জীব প্রকৃতি আবদ্ধ,—নিত্য শুদ্ধ পুরুষ ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বর-রতিতে প্রকৃতির বা মায়া অথবা অবিদ্যাবন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। তাই এই কান্তা প্রেমের উপমা নাই। তাই

"এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।"

শিষ্য। এস্থলে আমার একটি কথা আছে।

গুরু। কি কথা আছে, বল?

শিষ্য। ভক্তির কথা বলিবার সময় আপনি বলিয়াছিলেন, ভক্তি, ভজনীয় এবং ভজনকর্ত্তা; এরূপ পৃথক্ জ্ঞান থাকায়, মুক্তির বিরোধী হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কান্তা-প্রেমেও এই বিভিন্নজ্ঞান বর্ত্তমান থাকায়, মুক্তির বিরোধ ভাব উপস্থিত হয় কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। এই কান্তা-প্রেমে প্রেমিক আর প্রেমিকার ঐকাত্ম সম্পাদিত হয়, সুতরাং আপনা হইতেই তখন সমাধির অবস্থা আসিয়া পড়ে, ক্রমে গাঢ়তর সমাধি অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির রজ ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া যায়, সত্ত্বগুণ অতি প্রবলভাবে আবির্ভূত হইয়া উঠে এবং যতই সত্ত্বগুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই রজো ও তম ক্ষীণ হইয়া পড়ে,

ক্রমে ঐ অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে রজস্তম একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধিই হয় না। তখন সত্ত্বগুণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, সেই সময়ে বুদ্ধি ও বিবেকজ্ঞান হয়, জীব আর বুদ্ধি যে পৃথক্, স্বতন্ত্র তাহারই উপলব্ধি হয়,—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ঈশ্বরের সংযোগ শ্লথ হইয়া পড়ে, এই অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায়, যে সত্ত্বগুণ বুদ্ধি জীবের তাদৃশ বিবেক বুদ্ধি জন্মাইয়া দিয়াছিল, সেই সত্ত্বগুণও এককালে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন আর গুণবন্ধন থাকে না—তখন জীব স্বরূপে অবস্থিত হন,—তখন তিনি কেবল সেই অবস্থা মাত্রেই থাকেন,—তাই মুক্তিকে "কৈবল্য" বলে।

এখন ভাবিয়া দেখ, প্রেমিকা যখন প্রেমের স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে প্রেমিকের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইবেন,—এই প্রকারে প্রেমিকে যতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের অন্য বিষয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে,—তখন একমাত্র সেই প্রেমিক—সেই ধ্যেয় বিষয়েরই মাত্র জ্ঞান থাকিবে,—ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মাখাইয়া নিজের স্বরূপোপলব্ধি হইবে,—সুতরাং উপাস্য, উপাসনা এবং উপাসক,—প্রেম, প্রেমিকা ও প্রেমিক থাকিবে না। কারণ তখন কেবলই স্বরূপে প্রকাশমান হইবেন।

কিন্তু এই ভাব মানবীপ্রেমে সম্যক্ সাধিত হয় না।

কেননা, যাহাকে চিন্তা করা যাইবে—চিন্তাতরঙ্গের পরিচালনার দ্বারা তৎ স্বরূপই লাভ হইবে! ভগবান্ শুদ্ধ সত্ত্ব-কাজেই তাঁহাকে পতির মত চিন্তা করিলে, শুদ্ধ সত্ত্বে পরিণত হওয়া যায়।

সখার নিকটে সখার প্রেম, পিতার নিকটে পুত্রের আব্দার, বন্ধুর নিকটে বন্ধুর কথা—এ সকলই নিকট বটে, কিন্তু প্রাণের এত অসঙ্কোচ-এমন হৃদয় বিনিময় আর কোথাও নাই। তাই আমরা প্রকৃতি হইয়া পরম পুরুষকে পতিপ্রেমে সাধনা করিতে চাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গোপীভাব

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডময় জগতে নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে ভগবান্ অবতার হইয়াছিলেন,—সেই ধর্ম্ম রসতত্ত্ব প্রচার। সেই রসতত্ত্ব কি এই কান্তাপ্রেম?

গুরু। না, ইহার পরেও কিছু আছে। কান্তাপ্রেমের পরেই প্রেমের এক স্তর বা মূর্ত্তি আছে, তাহা কেবল আনন্দ, কেবল সুখ,—এবং সুখ বা রসের জন্যই জীবের

কণ্ঠ সদা জড়িত,—সেই সুখের আশাতেই জীবের সুখানুসন্ধানে আত্মহত্যা।

শিষ্য। এই কথাগুলা ভাল করিয়া আমাকে আর একবার বুঝাইয়া দিন।

গুরু। কি বুঝাইতে হইবে, তুমি একে একে জিজ্ঞাসা কর?

শিষ্য। ভগবান্ কোন্ ধর্ম্ম স্থাপনার্থ দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

গুরু। প্রেমরস নির্যাস এবং আস্বাদন করিতে ও এই রাগমার্গ জগতে প্রচার করিতে। বিধিমার্গ ও রাগমার্গ এই বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বে এক বিধিমার্গই ছিল।

শিষ্য। বিধিমার্গ ও রাগমার্গ কাহাকে বলে?

গুরু। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ভগবানকে ভয় করিয়া, পাপ ও নরক ভয় করিয়া, স্বর্গবাসের অন্তরায় ভাবিয়া কর্ম্ম করাকেই বিধিমার্গ বলে। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি এই বিধিমার্গের প্রযোজক। সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রই এই বিধিমার্গ। কেহ বলিতেছেন, এই বিরাট বিপুল বিশ্ব ঈশ্বরসৃষ্ট—ঈশ্বর আমাদিগকে মানুষ করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমরা এখানে আসিয়া তাঁহার প্রচারিত শাস্ত্রবাক্য মানিয়া কাজ না করিলে, তিনি আমাদিগকে অনন্ত কাল নরকে পাঠাইবেন। কেহ বলিতেছেন, যাগ-

যজ্ঞ-উপবাস ব্রতাদি শাস্ত্রবিহিত কার্য্য না করিলে, নরকে পতিত হইবে, এমন যে স্বর্গসুখ, তাহা অদৃষ্টে ঘটিবে না,—কেহ বলিতেছেন, রোজা নেমাজ প্রভৃতি ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্যই একমাত্র উদ্ধারের উপায়, তাহা না করিলে দোজখে থাকিবে। অতএব ঈশ্বরাদিষ্ট বিধিবিহিত কার্য্য কর,—এই কর্ম্মফলের ভয়ে, এই স্বর্গ-নরকের আশা ও ভয়ে—এই ফলাকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়, তাহাকেই বিধি আচার বা বিধিমার্গ বলে। আর প্রাণের অনুরাগে—আনন্দের রসে মত্ত হইয়া, আকুল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়, তাহাকেই রাগ-মার্গ বলে।

এই রাগমার্গের সাধনা প্রচার করিতেই দ্বাপরে অবতার। যখন যে ধর্ম্মের সংস্থাপন প্রয়োজন, তখনই তাহার পূর্ণ আদর্শের প্রয়োজন,—আদর্শ ভিন্ন মানব শিক্ষালাভ করিতে পারে না, তাই ভগবান্ শরীরী হইয়া ইচ্ছাদেহ ধারণ করিয়া ব্রজধামে লীলা করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা জগৎ—ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে ভগবানের প্রীতি হয় না। কাহারই হয় না। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে "আপনি, মহাশয়, কেমন আছেন?" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করেন,—এবং সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে, খাতিরে খাতিরে চলেন—কেন না, তুমি তাঁহার ভর্ত্তা, পালক, অলঙ্কারদাতা প্রভৃতি এই ভাবিয়া যথাশাস্ত্র বিধি অনুসারে চলেন, তবে কি তোমার

প্রেমের ভাগী হইতে পারেন? অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, উচ্চ-নীচতা থাকে থাকুক,—কিন্তু সে সংস্কারসূত্র-গ্রথিত মাত্র। তোমার উপর তাহার একাত্মভাব,—মান, অভিমান, সোহাগ-আদরের ছায়া প্রভৃতি ওতঃপ্রোতভাব না থাকিলে তোমার প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় কি? তদ্রূপ ভাবে ঈশ্বরকে ভাবিতে না পারিলে, তাঁহারও তদ্রূপ প্রীতি ও প্রেম হয় না। আপনাকে ক্ষুদ্র, হীন ও শান্ত; ঈশ্বরকে বিরাট, বিপুল ও অনন্ত এরূপ ভাবিলে, তিনি দূরে থাকেন,—কাজেই তাঁহার সহিত প্রণয় হয় না। তাঁহাকে ডাকিয়া না পাইলে, কাছে না আসিলে, গোপবালার মত আকুল-আহ্বানে প্রাণের গানে বাহির হইবে,

"বঁধু কি আর বলিব তোরে,
অপল বয়সে পীরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।"

তখনই বুঝিবে, প্রাণের ঠাকুর ঈশ্বর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া আসিয়াছেন। ডাকিয়া যখন তাঁহাকে না পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তখন গোপীভাবের সাধকে নয়ন-জল নয়নে মুছিয়া বলিতেছেন,

"সাগরে মরিয়া কামনা করিয়া
সাধিব মনের সাধা,
আপনি হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমাকে করিব রাধা।"

আমি এত ডাকিতেছি, এত সাধিতেছি, এত কাঁদিতেছি—তবু তুমি প্রাণের নিকটে আসিতেছ না,—তুমি না আসিলে, তুমি না কথা কহিলে, তুমি না পার্শ্বে দাঁড়াইলে, আমার প্রাণ যে কি করে, তা' ত তুমি জান না,—জানিবে কি করিয়া? তোমার যে অনেক আছে,—আর আমার কেবল তুমি। তাইতে ত ইচ্ছা করে, এবার মরিয়া তুমি হইব,—তোমাকে আমি করিব। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, প্রেম করিয়া দেখা না পাইলে,—তোমায় ডাকিয়া কাছে না পাইলে, প্রাণে কি জ্বালা জ্বলে।

এই ভাবে যে ঈশ্বরানুসরণ, তাহার নামই রাগমার্গ। এই রাগমার্গের সাধনা প্রবর্ত্তনার্থ ব্রজলীলা। ব্রজগোপীগণ এই রাগমার্গের সাধিকা। তাহারা স্বামী, পুত্র, কুল, মান কিছুই চাহে না,—চাহে কৃষ্ণকে। কিন্তু তার মধ্যেও এক কথা আছে। একেবারে কুল ছাড়িয়া, সংসার ছাড়িয়া, বৈধ-বিচার ছাড়িয়া বনে বনে ভ্রমণ করা বা বাঞ্ছিতের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ানও ঠিক রাগের পথ নহে। এক সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব রূপসনাতনকে এক পত্র লেখেন। রূপসনাতন তখন গৌড়েশ্বরের কর্ম্মচারী। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের সাধন-প্রতিভায় তাঁহাদের প্রাণে রসের উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে,—এদিকে সংসারবন্ধনও আছে। প্রাণের পিপাসায় তাঁহারা গৌরাঙ্গদেবকে অনেক করিয়া লিখিলেন যে, বিষয়-শৃঙ্খলও ছিঁড়িতে পারিতেছি না, কিন্তু

ভগবানের প্রেমের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে,—প্রভু! আমরা এখন কি উপায় করি? তদুত্তরে শ্রীচৈতন্য লিখিয়া পাঠাইলেন,—

"বরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত র্নব-সঙ্গরসায়নং॥"

"পরাধীনা রমণী গৃহকার্য্যে লিপ্তা থাকিলেও চিত্তমধ্যে যেমন নব-সহবাস-রসের আস্বাদন করে,—সেইরূপ ভাবে বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত থাকিও, কিন্তু সেই নবকিশোর কৃষ্ণের প্রেম-রসের আস্বাদন মনে মনে অনুভব করিও।"

বৈধদৃষ্টিতে উপমাটা অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু রাগমার্গে উপমাটি সুন্দর। চৈতন্যদেব বিধি দেন নাই যে, স্ত্রীগণের এইরূপ অনুরাগই শ্রেষ্ঠ,—তিনি লিখিলেন, সেইরূপ ভাব।

শিষ্য। তিনি ঐরূপ বিধি দেন নাই বটে, পরন্ত গোপীগণ ঠিক ঐরূপ অবিধিপূর্ব্বক—শাস্ত্রাচার—সমাজ-নিয়ম প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করিয়া, পরপুরুষে উপগত হইত। গোপী-ভাবে যাহারা সাধনা করিবে, তাহারা কি ঐরূপ করিবে?

গুরু। যাঁহারা গোপীভাবে সাধনা করিবে,—তাঁহারা ঐরূপ করিবেন, বৈ কি!

শিষ্য। কি সর্ব্বনাশের কথা! এমন যদি হয়, তবে সে সাধনাকে কর্ম্মনাশার গভীর জলতলে মজ্জমান করাই ভাল।

গুরু। কর্ম্মনাশার জলে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ডুবাইতে না পারিলে এই সাধনা হয় না, তাহা সত্য! সাধক যখন সকল পথ উত্তীর্ণ হইবেন,—তখনই পূর্ণ গোপীভাবে অধিকারী হইবেন।

এখন একটা কথা তোমাকে শুধাইতে চাহি।

শিষ্য। আমাকে? কি বলুন?

গুরু। গোপীভাবে যাহারা সাধনা করিবে, তাহারা কাহার সহিত রতিরসাশ্রয় করিবে বলিয়া ধারণা করিতেছ?

শিষ্য। যাহার যাহার সহিত মন।

গুরু। এ কথার অর্থ কি?

শিষ্য। যে যাহাকে ভালবাসে।

গুরু। মূর্খ! এত যে বকিয়া মরিলাম,—তাহার সার সংগ্রহ কি ইহাই করিলে?

শিষ্য। কি অন্যায় বলিয়াছি।

গুরু। মানুষের উপরে প্রেম কি, গোপীভাব?

শিষ্য। আপনি আগাগোড়া বলিয়া আসিতেছেন, ঈশ্বর যখন ব্যষ্টি, তখন জগৎ,—আর সমষ্টি যখন, তখনই ঈশ্বর।

গুরু। তাহাতে ক্ষতি হইল কি?

শিষ্য। মানুষ সেই ব্যষ্টি ঈশ্বরে যদি প্রেম করে?

গুরু। তাহা হইলে কি একটি মানুষকে বুঝায়? সমস্ত জগতে—সমস্ত বিশ্বে—মহদাদি অণু পর্য্যন্ত যদি

গোপীভাবে ভালবাসিতে পারে, তবে ত তিনি পরম দেবতা। তাহা হইলে কি তাঁহাতে কামগন্ধ থাকে? তিনি ঈশ্বর সদৃশ।

শিষ্য। এক একটি মানুষ এক একটি মানুষকে লইয়াও ত এ সাধনায় প্রবর্ত্ত হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি তাহার প্রমাণ। তান্ত্রিকগণ স্ত্রী সাধনা করেন।

গুরু। সে প্রথম মনস্থির কামনায়। আমি সে কথা পরে তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে জানিয়া রাখ, জীব প্রকৃতি হইয়া পরম পুরুষ ভগবানকে পতিরূপে ধারণা করিয়া, আপনার রতি রস বাসনা প্রভৃতি লইয়া, গোপীদের মত তাঁহার চরণে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া যে সাধনা করেন,—তাহারই নাম গোপীভাব।

গোপীগণের নিজের বলিয়া কিছুই নাই; রূপ বল, যৌবন বল, শোভা, সৌন্দর্য্য, লালসা বাসনা যাহা কিছু বল,—সমস্তই সেই কালাচাঁদের জন্য। তাহারা কাজ করে, সন্তান পালন করে, গৃহের কর্ম্ম করে, কিন্তু নিরন্তর প্রাণ সেই ভগবানের প্রেম-রসে মজিয়া থাকে। তাঁহারই কথা, তাঁহারই কার্য্যের আলোচনা, তাঁহারই নামগানে পরিতুষ্ট—এইরূপ ভাবে যে সাধক সাধনা করে, তিনিই পরম মুক্ত। আপনাকে স্ত্রীরূপে—আর পরমপুরুষ কৃষ্ণকে পুরুষরূপে ভাবনা করিবে,—তাঁহাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়া, তাঁহারই রসতত্ত্বে

লীন থাকিবে। আর ইহাতেই নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায়।

শিষ্য। অন্য ভাব হইতে এই ভাবে আনন্দলাভ হইবার কারণ কি ?

গুরু। যে রস আস্বাদন করিতে জীব, ইহাতে সেই ভাব বা তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিষ্য। কি প্রকারে ?

গুরু। এই রস আস্বাদনার্থই ভগবানের সৃষ্টিকার্য্য ;—জীব সেই বাসনা বিদগ্ধ হইয়া, রসের পিপাসু হইয়া, ঘুরিয়া মরিতেছে। গোপীভাবের সাধনায় সেই রস-রতি জ্ঞান হয়,—হৃদয়ে তাহার প্রকাশ পায়।

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসমষ্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥

ভক্তিরসামৃত।

"উত্তরোত্তর স্বাদভেদে উল্লাসময়ী এই মধুরা রতি বাসনা-বিশেষে স্বাদযুক্ত হইয়া কোন স্থলে কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়।"

শিষ্য। ইহার বিকাশ কোথায় ?

গুরু। রাধাতত্ত্বে।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না,—আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলুন।

গুরু। চৈতন্যদেব রামানন্দ রায়কেও সে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"প্রভু কহে এই সাধ্যবিধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।"

শিষ্য। রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি কেন?

গুরু। পূর্ণরস বলিয়া। ভগবানের যে রস প্রাপ্তি কামনা, সেই রস পূর্ণভাবে রাধায় বিরাজিত বলিয়া।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রসাশ্রয়।

শিষ্য। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে নিকুঞ্জলীলা প্রভৃতি তাহা কি রসের আশ্রয় বা রসসাধনা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণেশ্বর,—এই কথাই পুনঃপুনঃ বলিয়া-

ছেন। যিনি ভগবান্, তিনি এই প্রকার কার্য্যে কি প্রকারে লিপ্ত হইলেন ?

গুরু। মনুষ্যের উর্দ্ধগতি দানজন্য—পিপাসিত কণ্ঠে মধুর রসের পূর্ণধারা প্রদান জন্য। শ্রীভাগবতেও বলা হইয়াছে—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতং।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিকাশার্থ মানুষদেহ আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ—মানবগণ তাহা করিতে পারে।" সেই ক্রীড়া কি ? রাধা প্রেমাস্বাদ।

শিষ্য। রাধা কি ?

গুরু। ভগবানের হ্লাদিনীশক্তি। ভগবানে তিনটি শক্তির বিকাশ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

বিষ্ণুপুরাণ।

ভগবানকে সম্বোধন করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—"প্রভো! তুমি সর্ব্বাধার; তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ; এই শক্তিত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থিত। হ্লাদিনী-শক্তি আহ্লাদজননী, সন্ধিনী তাপকারী, সম্বিৎশক্তি উভয় মিশ্রিতা। তুমি গুণবর্জ্জিত বলিয়া তোমাতে স্থিতি করিতে পারে না।"

রাধা আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে রসতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে ও তৎসাধনা শিক্ষাদানার্থ ব্রজধামে উভয় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

> আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
> গোকুলানন্দঃ নন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যভিধীয়তে॥
>
> সাধনতত্ত্বসার।

"যিনি অখিল আনন্দ ও সুখের একমাত্র কর্ত্তা, এবং যিনি গোকুলে পূর্ণতম পরমানন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া ব্রজবাসীমাত্রেরই নন্দন অর্থাৎ আনন্দবিধায়ক ছিলেন, সেই আনন্দলীলা রসবিগ্রহ কমললোচন শ্রীশ্যামসুন্দরই কৃষ্ণনামে অভিহিত।"

আর রাধা?

> হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
> অতো হরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥
>
> সাধনতত্ত্বসার।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হরা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মনোহরা (সম্বোধনে হরে) কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী শ্রীরাধাই এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

> হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
> ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
> মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
> সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥
>
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কৃষ্ণের কান্তাকুলের মধ্যে রাধিকাই হ্লাদিনী শক্তি, এবং মহাভাব-স্বরূপা।

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥

উজ্জ্বল নীলমণি।

"চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা; এই উভয়ের মধ্যে রাধিকাই অধিকা। ইনি মহাভাব-স্বরূপিণী ও গুণে বরীয়সী।"

যেহেতু রাধিকার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত, এবং তিনি কৃষ্ণের নিজ হ্লাদিনী শক্তি, রসক্রীড়ার সহায়। এই হ্লাদিনী শক্তি অব্যভিচারিণী— ইহা ঈশ্বরেই অধিষ্ঠিত, জীবাদিতে নাই। ইহার স্বাদানু-ভাবকতা আছে মাত্র, কেননা জীবও ঈশ্বরাংশ।

আনন্দচিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মসংহিতা।

"যাঁহারা পরম প্রেমময় সমুজ্জ্বল শৃঙ্গাররসদ্বারা ভাবনা-যুক্ত, আর যাঁহারা নিজ দাররূপে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি-স্বরূপিণী, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে যে অখিলাত্মা গোলোকে অবস্থান করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"

শিষ্য। ক্রমে ক্রমে সেই নেড়ানেড়ীর সাধনপদ্ধতি

পথে যাইয়া উপস্থিত হইতেছি। তান্ত্রিকগণ এইরূপ কদর্য্য পথের অনুসারী।

গুরু। তুমি কি বলিতেছ?

শিষ্য। সেই রতিরস প্রভৃতি কদর্য্য সাধন ও ঘৃণ্য পন্থারই কথা উঠিয়া পড়িতেছে।

গুরু। ঘৃণ্য কথা উঠিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্যজ্ঞান-বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবক! ইহা ঘৃণারও কথা নহে। যাহা সত্য—যাহা বিচারিত—যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ঘৃণ্য! হায় মোহান্ধ যুবক! কৃষ্ণ কি রমণেচ্ছা লইয়া এবং তাহারই পূরণ জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তোমার ধারণা হইতেছে? যাঁহার ত্রিজগতমধ্যে কিছুরই প্রয়োজন নাই, কিছুই অপ্রাপ্য নাই, মায়া যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি মায়ারও মোহকারক, সামান্য জীবের ন্যায় তিনি রমণার্থ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই কদর্য্য সাধনা জীবকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, ইহাই তোমার হৃদয়ে ধারণা হইল? তোমার ন্যায় অনেক সাধক নামধারীও সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুখস্বরূপ সাধন-পথকে দুঃখের মরণ জ্বালায় জড়িত করিয়া ফেলিয়াছেন।

কিন্তু রমণ করেন বলিয়াই ঈশ্বর, ঈশ্বর। সেই রমণ-লীলাই ব্রজের লীলা। শ্রীধর স্বামী বলেন,—

"স্ব এব ধামম্ স্ব স্বরূপ এব রমমাণং অতএব ঈশ্বরম্।"

শ্রীধরস্বামী।

"তিনি নিজ ধামে আপনার স্বরূপেই রমমাণ, এই জন্যই ঈশ্বর। জীব আর শক্তি লইয়াই তাঁহার সকল। জীব আর শক্তি না থাকিলে, তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। জীব যখন সাধন বলে—নিষ্কাম ভাবে প্রকৃতির বন্ধন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করে—তখন ভগবানের স্বরূপ শক্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু জীব তখন নিষ্কাম—সে তখন শক্তি লইয়া কি করিবে? তাহার কামনা গিয়াছে,—কর্ম্ম গিয়াছে, শক্তির তাহার প্রয়োজন কি? তাই জীব সে শক্তি তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করে। সে শক্তি নিজ শক্তি বলিয়া—আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া শ্রীভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন, এবং মধুরভাবে আলিঙ্গন করিয়া মিলিত হয়েন। এই ভগবানও ভক্তের স্বরূপগত অভেদাত্মক। মিলনের নামই রমণ। শ্রীভগবান্ ভক্তের সহিত রমণ করিবেন; ভক্তও ভগবানের সহিত রমণ করিবেন। এ রমণ বা মিলন পরস্পরের ইচ্ছায় নহে, স্বাভাবিক। ভগবান্ এই প্রকারে যে নিজ শক্তি বা প্রকৃতির সহিত রমণ করেন,—এ মিলন মায়িক জগতের কেহ জানিতে পারে না,—ইহাই ব্রজের অমানুষী গূঢ় লীলা! এই স্বরূপ শক্তির শীর্ষস্থানীয়া হ্লাদিনী শক্তি আছেন,—সেই আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী ভগবানকে আনন্দাস্বাদন করান এবং হ্লাদিনী দ্বারায় ভক্তের পোষণ হইয়া থাকে। এই হ্লাদিনী শক্তির অপর নাম গোপী। শ্রীরাধাই গোপী-

কুলশিরোমণি,—তাই রাধার প্রেমও সাধ্যের শিরোমণি। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়িনী হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার সহিত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন, তাহাই রমণ নামে অভিহিত।

জগদাকর্ষক মন্মথ শৃঙ্গাররসকে মধ্যগত করিয়া উভয়ের চিত্ত দ্রবীভূত করতঃ পরস্পরের সম্ভোগ-মিলন সঙ্ঘটন করিয়া দেন, তাহাতে সমস্ত প্রকার ভেদ-ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়। তাহাতেই কখনও শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাবে বিভোর হইয়া রাধা-প্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, কখনও বা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আচরণ করিয়া লীলানন্দ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহারই নাম 'বিবর্ত্ত-বিলাস'—বিবর্ত্তবাদ অবগত হইলে এ তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শিষ্য। আপনি বিবর্ত্তবাদটা একবার বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যে বিষয় লইয়া আলোচনা হইতেছে, তাহাতে প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব, শক্তিবাদ ও বিবর্ত্তবাদ; এই তিনটি বিষয়েরই একবার আলোচনা করিবার প্রয়োজন। কিন্তু তাহার আগে আরও কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে।

শিষ্য। সেগুলি কি?

গুরু। রাধা-কৃষ্ণের রমণভাবের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি? রমণ বিষয়ের আকুলতা ও প্রয়োজনীয়তা, রমণ ও

প্রেমভাব—ইত্যাদি। আমি বিবেচনা করিতেছিলাম,—আগে শক্তিবাদ প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া পরে এগুলির আলোচনা করিব,—কিন্তু আগে এগুলি বলিয়া সেই সকল তত্ত্বের আলোচনা করা সঙ্গত কি না,—তাহা তোমার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। উভয় বিভাগই উভয়ের মুখাপেক্ষী—একটির জন্যই অপরটি। তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়,—তাহাই বল, সেই বিষয়েরই আলোচনা আগে করা যাউক।

শিষ্য। আমি বিবেচনা করি, আগেই প্রকৃতি পুরুষ, শক্তিবাদ ও বিবর্ত্তবাদের কথা বলিয়া, তবে ঐ ভাবতত্ত্বগুলি অবগত হইলে, বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

গুরু। তবে তাহাই হউক।

শিষ্য। এই স্থলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তি,—কিন্তু ঐ শক্তি কি জীবে কিছুমাত্র নাই?

গুরু। অনুভূতি মাত্র আছে।

শিষ্য। বোধ হয়, তাই জীব সেই আনন্দ বা সুখের অন্বেষণে জলভ্রান্ত মৃগের মরীচিকায় ছুটিয়া যাওয়ার ন্যায়—এই সংসার-মরু-ভূ-খণ্ডে এত ব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে?

গুরু। হাঁ, ঠিক অনুমান করিয়াছ।

শিষ্য। জীব তবে ঈশ্বরে মিলিত না হইলে কি, সে সুখ উপলব্ধি করিতে পারে না?

গুরু। জীবন্মুক্ত হইলেই পারে।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। জীবে যখন তাঁহার অনুভূতি মাত্র আছে,—শক্তি নাই। তখন জীব এই জীবনেই কি করিয়া সেই আনন্দ লাভ করিতে পারে?

গুরু। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি,—হ্লাদিনী আহ্লাদ-করী, সন্ধিনী সত্তা, সম্বিৎ বিদ্যাশক্তি। হ্লাদিনী মুখ্যা,—অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা। সন্ধিনী তাপকরী,—সম্বিৎ ঐ উভয় ভাব মিশ্রা,—জীবে এই সম্বিৎ শক্তি। সাত্ত্বিক ভাবো-খিতা আনন্দানুভূতি এবং বিষয়-বিয়োগাদি জনিত তাপ-করী। এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার উত্তর সহজ হইয়া আসিয়াছে। বিষয়ানুরাগ কাম হইতে উৎপন্ন হয়,—কাম দমন করিতে পারিলেই অর্থাৎ কাম নষ্ট হইলে, কেবল আনন্দ লাভ ঘটিয়া থাকে। কাম দমন করাই এই প্রেমের সাধনা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কামের আকর্ষণ কোথায়? তুমি অবশ্যই বলিবে, কামিনীতে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সুতাগারাদি সঞ্চয়ঃ।
যথা বীজাঙ্কুরাদ্বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্‌॥

"বীজের অঙ্কুর হইতে ফলপত্রাদি-যুক্ত বৃক্ষের জা-

যোষিৎ সঙ্গ হইতে পুত্র গৃহ প্রভৃতি বিষয় সকলে পুরুষদিগের সংসারে আসক্তি জন্মে।”

কেন জন্মে, তাহা বোধ হয় তোমার জানা আছে। রমণী প্রকৃতির কঠিন শৃঙ্খল,—মায়ার মোহিনী শক্তি। এই রমণীকে আত্মশক্তিতে মিশাইয়া লইতে পারিলে, সে শক্তি আত্মভূত হয়,—তখন জীব সম্পূর্ণ। আনন্দানুভূত বাসনা রমণীতে বর্ত্তমান,—সে বাসনার নিবৃত্ত্যর্থই তন্ত্রের স্ত্রীসাধনা ও চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির রস-সাধনা। সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চৈতন্য ও শক্তি।

শিষ্য। প্রথমেই আমাকে চৈতন্য ও শক্তির কথা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। চৈতন্য পুরুষ,—প্রকৃতি শক্তি। এই প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব লইয়া আমি ইতঃপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছি। * সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা আর সঙ্গত বলিয়া মনে করি না,—বোধ হয়, সে বিষয়ে তুমি অনেক কথা স্মরণও রাখিতে পারিয়াছ। যাহা হউক, আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের বোধ-সৌকর্য্যার্থ যতটুকু আলোচনার প্রয়োজন,—এস্থলে তাহা করা যাইতেছে।

পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি মায়া। প্রকৃতি আবার দ্বিবিধা; এক মূল প্রকৃতি,—দ্বিতীয় স্থূল প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি পুরুষের হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী, আর স্থূল প্রকৃতি জগদ্-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রী ও রচয়িত্রী।

---

* মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" ও "যোগ ও সাধন-রহস্য" এবং "দেবতা ও আরাধনা" প্রভৃতি গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

পুরুষ অনাদি ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং নিঃসঙ্গ। শাস্ত্র বলেন,—"সেই পুরুষের নিকটে অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি লীলাবশতঃ উপগতা হইয়া আপনার গুণদ্বারা প্রজাসৃষ্টি করেন। তখন ঐ পুরুষ সেই মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাহার পরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয়, ঐ প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে তদ্দ্বারা পুরুষ আপনাকে সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পুরুষ কেবল সাক্ষী মাত্র; তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন,—স্বয়ং সুখস্বরূপ,—তাঁহার ঐ প্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইলেই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ এবং কর্ম্মদ্বারা বন্ধ ও বন্ধকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হয়। কার্য্য অর্থাৎ শরীর কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ দেবতাবর্গ,—এ সকলের তত্তদ্ভাব প্রাপ্তি বিষয়ে প্রকৃতি কারণ বটে, কেন না, কূটস্থ আত্মার স্বতঃ বিকার নাই, কিন্তু সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতির পর যে পুরুষ, তাঁহাকেই কারণ বলিয়া থাকে। অর্থাৎ যদিও কার্য্যাদি এবং ভোক্তৃত্ব এই দুই অহঙ্কার-কৃত, তথাপি কার্য্য মাত্রেই জড়াবসান,—এ কারণে তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য, পরন্তু ভোগ-জ্ঞানাবসান প্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যের প্রাধান্য।"

শিষ্য। প্রকৃতির বিষয়ে যদিও আমাকে অনেক বলিয়াছেন, তথাপিও আমার তাহাতে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয় নাই। সকল কথা মনেও রাখিতে পারি নাই। অতএব, তৎসম্বন্ধে

বর্ত্তমানে কিছু বলুন। আমার বোধ হইতেছে,—প্রকৃতি আর পুরুষের সম্মিলন সম্বন্ধে রসতত্ত্ব সাধনার অনেক কথা উঠিবে।

গুরু। প্রকৃতিতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক কথা আছে। সংক্ষেপতঃ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি—"নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধান ত্রিগুণ, অতএব তাহা ব্রহ্ম নহে, এবং তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অকার্য্য, অতএব মহত্তত্ত্বও নহে,—অপিচ তাহা কার্য্য ও কারণস্বরূপ, অতএব কালাদিও নহে, এবং তাহা নিত্য, অতএব জীবের প্রকৃতিও নহে। উক্ত প্রধানের কার্য্য স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি গণ আছে, তাহা পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ, এই প্রকার সংখ্যার সংকলনে সংখ্যাত হইয়াছে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ; এই পঞ্চ মহাভূত। গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র; এই পঞ্চ তন্মাত্র; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ; এই দশ ইন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত; এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণই অন্তরিন্দ্রিয়, তথাচ তাহার বৃত্তিভেদে উক্ত চারিপ্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান, এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। এই কালের প্রতি মতদ্বয় আছে,—কতকগুলি পণ্ডিতে

পরমেশ্বরের বিক্রমকেই কাল বলিয়া থাকেন। ঐ কাল হইতে প্রকৃতি প্রাপ্তদেহে অহং বুদ্ধি দ্বারা বিমূঢ় জীবের ভয় উৎপন্ন হয়। অপরেরা কহেন, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় রূপ প্রকৃতির চেষ্টা যাহা হইতে হয়, সেই ভগবানই কাল।

শিষ্য। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন,—যিনি কাল আখ্যায় আখ্যায়িত, সেই ভগবান্ সম্বন্ধেও কিছু শুনিবার বাসনা হইতেছে। অতএব সংক্ষিপ্তভাবে, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। যিনি আত্মমায়া দ্বারা প্রাণিসকলের অন্তরে নিয়ন্তৃস্বরূপে এবং বহির্ভাগে কাল স্বরূপে সম্যক্ প্রকারে অর্থাৎ তাহাদের বিকারে অসংস্পৃষ্ট হইয়া অনুস্যূত আছেন, তিনিই ভগবান্, তিনিই কাল,—দার্শনিকেরা এই তত্ত্বকেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

শিষ্য। আমার ধারণা ছিল, কাল ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। কাল পদার্থ—ঈশ্বর অপদার্থ।

গুরু। ঈশ্বর যখন নির্গুণ, তখন অপদার্থই বটেন, কিন্তু যখন তিনি সগুণ, তখন পদার্থ বৈ কি;—কিন্তু যে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে প্রকৃতি, তিনি তাহার অতীত। ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিযুক্ত, তখনই তিনি কাল বা তত্ত্ব।

নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎতমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাংস্তদাসীৎ॥

অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
অবিচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ॥
গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্পুংসি ব্যবস্থিতে।
কালস্বরূপং রূপং তদ্বিষ্ণোর্মৈত্রেয় বিদ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণ,—১।২।৩২৩।

তখন দিন কিম্বা রাত্রি ছিল না। আকাশ, ভূমি, আলোক কি অন্ধকার কিছুই ছিল না। কেবল জ্ঞানের অগম্য প্রকৃতিযুক্ত এক ব্রহ্মপুরুষ কালই ছিলেন। হে দ্বিজ মৈত্রেয়! সেই ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, কালের আদি বা অন্ত নাই। সেই মহাকাল হইতেই অবিচ্ছিন্নভাবে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। সেই প্রলয়ের সময় প্রকৃতি হইতে পুরুষ, পৃথক্‌রূপে অবস্থিত ছিলেন। সেই পুরুষ অন্য কেহই নহেন, পরন্তু ঈশ্বর স্বরূপ কালই।

কালঃ কলয়তে লোকং কালঃ কলয়তে জগৎ।
কালঃ কলয়তে বিশ্বং তেন কালোঽভিধীয়তে

হারীতসংহিতা—১ স্থান ৪র্থ শ্লোঃ।

"কালই জগতের স্রষ্টা; কালই সৃষ্ট জগতের পালক; আবার কালই পালিত জগতের বিনাশক; সেই জন্ত তাঁহার নাম কাল।"

অনাদিরেষ ভগবান্ কালোঽনন্তোঽজরঃ পরঃ।
সর্ব্বগশ্চ স্বতন্ত্রত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বান্মনোহয়ঃ॥
ব্রহ্মাণা বহবো রুদ্রা অন্যে নারায়ণাদয়ঃ।

একো হি ভগবানীশঃ কালঃ কবিরিতি স্মৃতঃ ॥
ব্রহ্ম নারায়ণেশানাং ত্রয়াণাং প্রাকৃতোলয়ঃ।
প্রোচ্যতে কালযোগেন পুনরেব চ সম্ভবঃ ॥
পরং ব্রহ্ম চ ভূতানি বাসুদেবোঽপি শঙ্করঃ।
কালেনৈব চ সৃজ্যন্তে স এব গ্রসতে পুনঃ।
তস্মাৎ কালাত্মকং বিশ্বং স এব পরমেশ্বরঃ ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

"ভগবান্ কাল—অনাদি, অনন্ত, অজেয়, সর্ব্বব্যাপী, স্বতন্ত্র ও সকলের আত্মা। এই হেতুই কাল পরমেশ্বর। কালক্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ উৎপন্ন হন; কালক্রমেই লীন হন; একমাত্র কালরূপ ঈশ্বরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেবরূপে ব্যবদিষ্ট হন। কালই পরব্রহ্ম। তিনি সমস্ত প্রাণী, বিষ্ণু ও শিবকে উৎপাদন করেন এবং যথাকালে আবার গ্রাস করেন। অতএব কালস্বরূপই বিশ্ব, কালই পরমেশ্বর।"

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষিতং।
অপ্রতর্ক্যমসংবেদ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥

মনুঃ।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই অন্ধকারময় ছিল, সেই অন্ধকার প্রজ্ঞার অবিষয়; তাহার লক্ষণ করা যায় না। সেই অন্ধকারকে তর্কে বুঝান যায় না, যেন সমস্তই প্রসুপ্ত—নিস্তব্ধ।"

এই কালশক্তিতেই প্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতেও হইবে। এই শক্তিই সাংখ্যমতে স্বরূপা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি

হইতেই আদি সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা যে, অভাব হইতেই জগতের উৎপত্তি বলেন, সাংখ্যদর্শনের সেই বৌদ্ধের অভাব পদার্থই প্রলয়াবস্থা—স্বরূপা প্রকৃতি।

এই প্রকৃতি মূল ও স্থূল ভেদে দুই প্রকার। যিনি ভগবানে কেবল হ্লাদিনী অবস্থায় অরূপা, তিনিই মূলা প্রকৃতি; আর পরিদৃশ্যমান জগতে বিদ্যমানা এবং বন্ধন-কারিণী প্রকৃতি স্থূলা। স্থূল প্রকৃতির সহিত মূল প্রকৃতির প্রভেদ এই যে, প্রধান নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়,- কেবল পুরুষকে রস উপভোগ করান। আর স্থূল প্রকৃতি সগুণ ও সক্রিয়। স্থূলে শক্তি সমূহের সামঞ্জস্য, প্রধানে গুণের সাম্যভাব। মূল প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থায় ব্রজের রাধা। আর স্থূল প্রকৃতি সর্ব্বত্র,—তিনি ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী, রুদ্রের রুদ্রাণী, নারায়ণের নারায়ণী, তিনি জগদ্ব্যাপ্ত—তিনি গুণত্রয়-সমন্বিত সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তত্ত্বের উৎপত্তি ও লক্ষণ।

শিষ্য। বুঝিলাম। এক্ষণে ঐ পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে যে প্রকার তত্ত্ব সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এবং সে সকলের যেরূপ লক্ষণ, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। জীবের অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে পরম পুরুষ সেই প্রকৃতিতে আপনার বীর্য্য অর্থাৎ চিৎ-শক্তি আহিত করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। ঐ তত্ত্ব হিরণ্ময়, অর্থাৎ প্রকাশ বাহুল্যই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। ঐ তত্ত্ব কূটস্থ অর্থাৎ লয় বিক্ষেপ শূন্য এবং জগতের অঙ্কুর স্বরূপ, ঐ সময়ে তাহা আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে প্রকটিত করিয়া প্রলয় সময়ে যে তমঃ ঐ মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে লীন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে দূরীভূত করিয়াছিল। সত্ত্বগুণ মুক্ত বিশদ, রাগাদি রহিত, এবং উপলব্ধি স্থান যে চিত্ত, সেই চিত্তই ঐ মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। অর্থাৎ এক চিত্তই অধিভূত রূপে মহত্তত্ত্ব, অধ্যাত্মরূপে চিত্ত, উপাস্যরূপে বাসুদেব, এবং অধিষ্ঠাতৃ রূপে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা সেই চিত্তের স্বচ্ছত্ব ও ভগবদ্বিম্ব গ্রাহিত্ব অধিকারিত্ব অর্থাৎ লয় বিক্ষেপ রাহিত্য এবং শান্তত্বরূপ লক্ষণ জানিও। ফলতঃ যেমন জলের দ্বারা প্রকৃতি ভূমি সংসর্গভেদে মধুর এবং স্বচ্ছ হয়, তাহার ন্যায় চিত্তেরও বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হইয়া থাকে।

শিষ্য। অহঙ্কার কিরূপে উৎপন্ন হয়?

গুরু। শাস্ত্র বলেন,—"মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহারই ক্রিয়া বিষয়ে শক্তি আছে। অহঙ্কার তিন প্রকার,—বৈকারিক, তৈজস,

এবং তামস। এই অহঙ্কার হইতে মন, ইন্দ্রিয় এবং মহাভূত সকলের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারের মধ্যেও উপাস্যদেব বিদ্যমান আছেন। যে সংকর্ষণ নামক পুরুষের সহস্র শীর্ষ, যাঁহাকে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ অনন্ত বলা হইয়াছে,—সেই পুরুষ এই অহঙ্কারের কার্য্য যে ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মন, এ সকলের স্বরূপ। অপর এই অহঙ্কারে দেবতারূপে কর্তৃত্ব ও ইন্দ্রিয়রূপে কারণত্ব ও ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে, আর শান্তত্ব ও ঘোরত্ব এবং বিমূঢ়ত্ব; এ তিনও এই অহঙ্কারে বর্ত্তমান, কিন্তু এ তিন ইহার তিন কারণের গুণ, কারণ গুণ স্বরূপে ইহাতে আছেন। ব্রজলীলায় প্রকটভাবে ইনিই বলরাম।

শিষ্য। মনের উৎপত্তি ও তাহার লক্ষণ কি, তাহা বলুন ?

গুরু। পূর্ব্বে যে বৈকারিক অহঙ্কারের কথা বলিলাম, সেই বৈকারিক অহঙ্কার বিকৃত অর্থাৎ সৃষ্টি-বিষয়ে উন্মুখ হইলে, তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাহারই সঙ্কল্প (চিন্তা) এবং বিকল্প (বিশেষ চিন্তা) দ্বারা কামের সম্ভব হয়, অর্থাৎ কামরূপা যে বৃত্তি, তাহা মনের লক্ষণ। পণ্ডিতেরা ঐ মনস্তত্ত্বকেই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা বলেন। কৃষ্ণাবতারের অনিরুদ্ধই এই মনস্তত্ত্ব। অনিরুদ্ধ শরৎকালীন ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যোগিরা যোগাবলম্বনে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন।

এই প্রকারে তৈজসতত্ত্ব বিকৃত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা দ্রব্য-স্ফুরণ-রূপ যে বিজ্ঞান, তৎস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহ-রূপও বটে। বুদ্ধির বৃত্তিভেদে সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাণ, স্মৃতি এবং নিদ্রা, এই কয়টি লক্ষণ।

শিষ্য। ইন্দ্রিয় সকল কি প্রকারে উৎপত্তি হয়, এবং তাহাদের লক্ষণ কি, তাহা বলুন?

গুরু। শাস্ত্রে বলেন,—ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ হয়, যথা—কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই তৈজস অর্থাৎ তেজঃপ্রভব অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, যেহেতু প্রাণের ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সকল ও তৈজস এবং বুদ্ধির তৈজসত্ব হেতু তদীয় জ্ঞানশক্তি-যুক্ত ইন্দ্রিয় সকলেরও তৈজসত্ব জানিও।

শিষ্য। তন্মাত্র ও মহাভূত সকলের উৎপত্তি ও লক্ষণ বলুন?

গুরু। শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—তামস অহঙ্কার-তত্ত্ব ভগবানের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ঐ তন্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দ গ্রহণকারী শ্রোত্র হয়। আকাশের যে তন্মাত্রত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব আছে, তাহাকেই শব্দ লক্ষণ বলিয়া জানিও। ঐ শব্দ অর্থের আশ্রয় এবং দ্রষ্টার লিঙ্গ অর্থাৎ ভিত্তি ইত্যাদির ব্যবধানে থাকিয়াও কেহ কথা কহিলে,

উহাই সেই বক্তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাণি সকলের আকাশ দান এবং বাহিরে ও অন্তরে ব্যবহারাস্পদ হওয়া, আর প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মন, এই তিনের আশ্রয় হওয়া আকাশের বৃত্তি ও লক্ষণ।

উক্ত শব্দ তন্মাত্ররূপ আকাশ কালগতিক্রমে বিকার-মাত্র হইলে, তাহা হইতে স্পর্শ তন্মাত্র এবং তদনন্তর বায়ু ও ত্বক্ উৎপন্ন হয়, সেই ত্বক্ হইতেই স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শীতত্ব এবং উষ্ণত্ব, এই সকলের নাম স্পর্শত্ব,—স্পর্শত্বকেই বায়ুতন্মাত্র বলে। বৃক্ষশাখাদি সঞ্চালন, তৃণাদি মিলাইয়া দেওন, সংযোজন এবং গন্ধান্বিত দ্রব্যকে প্রাণের প্রতি, অথবা শৈত্যাদি-বিশিষ্ট দ্রব্যকে স্পর্শের প্রতি ও শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি সন্নয়ন, এই সকল বায়ুর কর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন সকল ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব অর্থাৎ সঞ্চালকত্বও তাহার কর্ম্ম, অর্থাৎ এই সকল দ্বারাই বায়ুর জ্ঞান হইয়া থাকে।

উক্ত স্পর্শ তন্মাত্ররূপ বায়ু বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রূপ, তদনন্তর তেজঃ এবং রূপের গ্রাহক চক্ষু উৎপন্ন হয়। দ্রব্যের আকার সম্পর্ক হওয়া, গুণতা অর্থাৎ দ্রব্যের উপসর্গরূপে জ্ঞান এবং দ্রব্যের পরিণামস্বরূপে প্রতীতি, এই সকল তেজের তেজস্ব অর্থাৎ অসাধারণ লক্ষণ। প্রকাশকরণ, পাককরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পান, ভোজন, শোষণ এবং হিমমর্দ্দন; এই তেজের বৃত্তি।

এইরূপ তন্মাত্র স্বরূপ তেজ হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে জল এবং রসনেন্দ্রিয় হয়।

সেই রস এক (মধুর মাত্র) হইয়াও সংসর্গি দ্রব্য সকলের বিকার বশতঃ কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণ; এইরূপ অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। ঐ জলের বৃত্তি অনেক প্রকার; আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদি পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তিদান, প্রাণন, আপ্যায়ন, মৃদুকরণ, তাপ নিবারণ এবং উদ্ধৃত হইলেও পুনঃ পুনঃ উপগত হওন।

রসতন্মাত্র স্বরূপ জল বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়,—তাহাতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারী ঘ্রাণ জন্মে। ঐ গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গি দ্রব্যের বৈষম্য হেতু মিশ্রগন্ধ, পূতিগন্ধ, সৌরভ, শান্ত এবং উগ্র; এইরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। উহার বৃত্তি বাহুল্য,—ব্রহ্মের ভাবন, নৈরপেক্ষে স্থিতি, ধারণ, আকাশাদির অবচ্ছেদক এবং সকল প্রাণীর ও প্রাণীগুণের প্রকটীকরণ।

পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—উপরিউক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে প্রভৃত সপ্ত পদার্থ যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত ছিল, তখন জগদাদি ঈশ্বর কালধর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া ঐ সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে ঐ সকল পদার্থ ক্ষোভিত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইল,—তদনন্তর তাহাদের হইতে অচেতন একটি অণ্ড উত্থিত হইল। সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হয়েন,—তাহার নাম বিশেষ, তাহা

বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুণ বর্দ্ধিত প্রধানাবৃত জলাদি দ্বারা বেষ্টিত আছে। সেই অণ্ডতেই ভগবানের মূর্ত্তি স্বরূপ লোক সকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

শিষ্য। এই সকল তত্ত্বকথা শ্রবণে পরম প্রীত হইলাম। আমি অধিকতর সন্তুষ্ট হইলাম যে, সৃষ্টিক্রম আমাদের শাস্ত্রে যেমন বিজ্ঞান-সম্মত এবং সূক্ষ্মাদি রূপে লিখিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও নহে। এক্ষণে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার থাকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শক্তিবাদ।

গুরু। চৈতন্য ও শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেই কি কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

শিষ্য। আজ্ঞা, হাঁ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত। বিশেষ হইতে অবিশেষে পরিণত হওয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও স্বীকার করেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন ;—

Knowledge of the lowest kind is ununified knowledge.

Science is partially unfied knowledge.

Philosophy is completely unified knowledge.

First Principles, Part II, Chap. I.

গুরু। কি জিজ্ঞাস্য আছে ?

শিষ্য। আপনাকে আমি অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছি, ভরসা করি, অজ্ঞান্ শিষ্যের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

গুরু। শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য-পালনে বিরক্ত হইব না। তোমার যাহা জানিবার থাকে, বল।

শিষ্য। স্থূলা প্রকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গুরু। কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

শিষ্য। মূলা প্রকৃতি স্বরূপ শক্তি,—সে সম্বন্ধে বিশেষ জানিবার আর কি আছে ? যখন তাহা জানিবার শক্তি জন্মিবে, তখন বুঝিব। বর্ত্তমানে এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিকেই বোধ হয় স্থূলা প্রকৃতি বলিতেছেন ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থ। জড় পদার্থকে প্রকৃতি বা শক্তি আখ্যা প্রদান করেন কি প্রকারে ?

গুরু। জগতে জড়ের মূর্ত্তি যাহা দেখিতেছ, সে সমস্তই শক্তিরই বিকাশ।

শিষ্য। জড়ও শক্তি। কথাটা কেমন অসঙ্গত বোধ হইল। ইহার যুক্তি ও প্রমাণাভাব।

গুরু। প্রমাণাভাব নহে। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, সমস্তই জড়—কিন্তু জড়ও প্রকৃতি।

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রকৃতি, অহঙ্কার প্রকৃতি, বুদ্ধি প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয় প্রকৃতি, পঞ্চ তন্মাত্র প্রকৃতি,—প্রকৃতি চিন্ময়ী, আনন্দময়ী। যাহা দেখিতেছ, তাহা প্রকৃতি,—শুনিতেছ প্রকৃতি, ঘ্রাণ লইতেছ প্রকৃতি, স্পর্শ করিতেছ প্রকৃতি, ভোজন করিতেছ প্রকৃতি, প্রকৃতি ছাড়া দৃশ্যমান কিছু নাই।

শিষ্য। আমাদের সম্মুখে ঐ যে কাঠের শুষ্ক বাক্সটা পড়িয়া রহিয়াছে, উহাকে কি বলিতে চাহেন?

গুরু। প্রকৃতি।

শিষ্য। শক্তি?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। জড়েরও কি শক্তি আছে?

গুরু। তোমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? তোমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-গুরুগণ এখন আর জড়া প্রকৃতি স্বীকার করিতেই চাহেন না। তাঁহারা এখন বলেন, জড়ও শক্তি—শক্তির বিকাশই সকল।

"Matter consists not of solid particles but of mere mathematical centres, from which proceed forces according to certain mathematical laws by virtue of which such forces become at certain small distances attractive, at certain other distances repulsive, and at greater distances attractive again,"—A Dictionary of Science by Rodwell,

অন্যত্র ;—

"I therefore use the term force, in reference to them as meaning that active principle inseparable from matter which is supposed to in duce its various changes."

Grove's Correlation of Physical Forces.

প্রকৃতি শক্তিময়ী। তিনি ব্যক্তাব্যক্তরূপে অবস্থিতা—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। প্রকৃতি যখন মূর্ত্ত, তখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,—আর যখন অমূর্ত্ত, তখন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, কিন্তু কারণরূপে ক্রিয়াশীল। হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হসি॥

* * * *

ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীত্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥
মহত্তত্ত্বাদি ভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
সদ্রূপঃ সর্ব্বতো ব্যাপী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু ॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মনসোগোচরম্ ॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যান্তর্জ্জগদেতচ্চরাচরম্ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৪র্থ উল্লাস।

"তুমিই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি,—হে শিবে! তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী। হে ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ। তুমিই সমুদয় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি; তুমি সমুদয় জগতকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা।—তুমিই অন্নপূর্ণা,

সরস্বতী ও লক্ষ্মী;—তুমি সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী;—তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপিণী। তুমি নিরাকার হইয়া সাকার, তোমার প্রকৃতিতত্ত্ব কেহই অবগত নহেন।”

“দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী এবং সকলের প্রধানা জননী; তুমি তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে। তুমি সৃষ্টির আদিতে তমোরূপে অদৃশ্যভাবে বিরাজিত ছিলে,—তুমিই পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার বাসনা,—তোমা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্যান্ত নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টি। সর্ব্বকারণের কারণ পরব্রহ্ম, কেবল নিমিত্ত মাত্র। ব্রহ্ম সৎরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি সমুদয় জগতকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন,—তিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তিনি চিন্ময় এবং সর্ব্ববস্তুতে নির্লিপ্ত। তিনি কিছুই করেন না,—ভোজন করেন না, গমন করেন না এবং অবস্থিতি করেন না। তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ,—আদ্যন্ত বর্জ্জিত এবং বাক্য মনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক।”

মহদাদি অণু পর্য্যন্ত যত কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য আছে, সমস্তই প্রকৃতি—সমস্তই শক্তি। জড় যে শক্তি, তাহা বোধ হয় তোমার প্রতীতি হইয়াছে?

শিষ্য। হাঁ। এই স্থলে আমার একটি কথা মনে আসিয়াছে।

গুরু কি ?

শিষ্য। ব্রজগোপী রাধিকাকে আপনি পরমা প্রকৃতি বা রসস্বরূপা বলিয়া গিয়াছেন এবং অনেক মনীষিই তাহা বলেন, কিন্তু প্রকৃতির ঐ যে মূর্ত্তি সকলের কথা বলিলেন, তাহাতে রাধার কোন উল্লেখই নাই ?

গুরু। থাকিবার কথা নহে।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। যে প্রকৃতির কথা হইতেছে, তিনি স্থূলা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপা এবং রাধা প্রাণস্বরূপা। জ্ঞানের নিকটে প্রাণের কথার প্রয়োজন কি ?

শিষ্য। একটা কথা বলিতে ভয় হইতেছে,—যদি বাচালতা মার্জ্জনা করেন, বলিতে পারি।

গুরু। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারা যাইবে, তজ্জন্য ক্ষমা অক্ষমা কিছুই নাই। যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে,—বল।

শিষ্য। বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশক শাস্ত্রগ্রন্থে রাধা-শক্তির কথা আছে, কিন্তু কোন শক্তিবিষয়ক গ্রন্থে কি রাধার কথা আছে ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। আমায় যদি তাহা একটু শোনান, বড়ই বাধিত হই।

গুরু। দেবীভাগবত নামক মহাপুরাণের নাম শুনিয়াছ কি ?

শিষ্য। হাঁ, শুনিয়াছি,—এবং ইহাও শুনিয়াছি, শ্রীমদ্‌-ভাগবত যেমন বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রামাণিক গ্রন্থ, শাক্তধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় দেবীভাগবতও তদ্রূপ প্রামাণিক গ্রন্থ।

গুরু। হাঁ, তাহা ঠিক। আমি তোমাকে ঐ গ্রন্থ হইতেই রাধাতত্ত্ব শুনাইতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমার নিকটে ঐ গ্রন্থের মূল নাই,—একখানা অনুবাদ আছে, তবে অনুবাদটি তুমি অভ্রান্ত ও মূলের অনুবাদ বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে। এই অনুবাদ শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও দুই জন বিখ্যাত পণ্ডিতের দ্বারা অনুবাদিত। *

ঐ শক্তি বিষয়ক মহাগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—

"বেদবর্ণিত রাধা ও দুর্গারহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সারাৎসার ও পরাৎপর রহস্য আমি আর কাহা-রও নিকটে বর্ণন করি নাই। এই রহস্য অতীব গোপনীয়, ইহা শ্রবণ করিয়া আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা, এই মূল প্রকৃতি ভুবনেশ্বরী হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ উভয় শক্তিই জগতের পরিচালক।"

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ তর্কবাচস্পতি ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ কৃতানুবাদ।

এক্ষণে ইহাতে কি অবগত হইতে পারিলে?

শিষ্য। অবগত হইতে পারিলাম, রাধা বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায়েরই আরাধ্য।

গুরু। কেবল তাহাই নহে। ঐ টুকুতে আরও অনেক কথা নিহিত আছে।

শিষ্য। কি?

গুরু। যে টুকু উপরে পঠিত হইল, তাহাতে আছে,—"বেদবর্ণিত রাধা ও দুর্গারহস্য কীর্ত্তন করিতেছি,—এই সারাৎসার ও পরাৎপর রহস্য"—ইহাতে সমসংখ্যার ক্রমান্বয় নিয়মানুসারে বুঝিতে হইবে, রাধারহস্য সারাৎসার রহস্য এবং দুর্গারহস্য পরাৎপর রহস্য। আর রাধা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী এবং দুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান,—জ্ঞানই ঐশ্বর্য্য। দশমহাবিদ্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ঐশ্বর্য্য—সমস্ত জ্ঞেয়, সমস্তই জ্ঞানের স্বরূপ, সুতরাং দুর্গা শক্তি; আর বুদ্ধিতত্ত্বের অতীত যে প্রাণতত্ত্ব, তাহাই রাধা।

শিষ্য। তাহা হইলে রাধা প্রকৃতির অব্যক্ত মূর্ত্তি,—আর দুর্গা ব্যক্ত মূর্ত্তি?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। অব্যক্ত মূর্ত্তিকে মূলা প্রকৃতি এবং ব্যক্ত মূর্ত্তিকে স্থূলা প্রকৃতি বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন,—কিন্তু উক্ত পুরাণের উদ্ধৃতাংশে উভয় শক্তিকেই মূলা প্রকৃতি বলা হইয়াছে,—তাহার কারণ কি?

গুরু। মূলায় আর স্থূলায় প্রভেদ নাই। যাহা মূলা, তাহাই আবার স্থূলা। অপ্রকট আর প্রকট দ্বৈত নয়! যাহা বাহিরে জ্ঞান স্বরূপ, তাহাই অন্তরে আনন্দ স্বরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবর্ত্ত-বিলাস।

শিষ্য। বিজ্ঞানে যাহা বিবর্ত্তবাদ, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, রাধা-কৃষ্ণের রসোপভোগ বা রমণ, তাহাই; এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। কথাটা বুঝিতে হইলে, একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিতে হইবে। পরমতত্ত্ব পরাত্মা ব্রহ্ম স্বইচ্ছায় বিশ্ব সৃষ্টি করেন বা বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এই বিশ্বরূপ ধারণ করিলেই তিনি কার্য্যকারণাত্মক শক্তিরূপে পরিণত হইয়া যান। কার্য্য ও কারণ দ্বিবিধ,—কারণ উপাদান, কার্য্য নিমিত্ত। নিমিত্ত আনন্দাস্বাদন,—এবং ভক্ত-জীবগণকে আনন্দ আস্বাদন করান।

প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে সমস্ত জড় জগৎ সৃষ্টি হইলেও তাহা একা নিশ্চল,—কার্য্যকরণে অক্ষম। পুরুষও একা কার্য্য করিতে পারেন না,—উভয়ের মিলন না হইলে,

বিশ্বকার্য্য সম্পন্ন হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের যে মিলন,—তাহাই বিবর্ত্তবাদ এবং তাহাই ব্রজের রাধাকৃষ্ণের মিলন। এই বিরাট বিপুল বিশ্বে আনন্দকারণে প্রকৃতি পুরুষের যে কামগন্ধহীন মিলন, তাহাই রাধাকৃষ্ণের বিহার এবং ইহাই প্রেম-বিলাসের অত্যুজ্জ্বল বিবর্ত্তবাদ। বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় ভাব বশতঃ সম্ভোগ স্ফূর্ত্তির নাম বিবর্ত্ত-বিলাস।

শিষ্য। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতেছে।

গুরু। সাধনতত্ত্ব গুহ্য বিষয়,—গুরুর নিকটে তদ্বিষয় বলিতে লজ্জা নাই,—কি বল?

শিষ্য। রাধাকৃষ্ণের যে স্ত্রীপুংভেদভাবে বিহারাদির কথা আছে, তাহার সহিত এই বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবিলাসের কি সম্বন্ধ আছে? সে সকল বর্ণনার সহিত এরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না।

গুরু। গোড়ার একটা কথা বলিয়া রাখি,—আমরা মানুষ, মানুষ হইয়া আমরা যে বিষয়েরই আলোচনা করি, যে বিষয়েরই কথা বলি, তাহা আমাদিগকে মানুষী ভাষাতেই বলিতে হয়। মানুষী-ভাষা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাষা ব্যবহার করিবার আমাদের উপায় নাই,—শক্তি নাই। মানুষের প্রেমও যে ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, ভগবানের প্রেমও সেই ভাষায়,—সেই কথায় এবং সেইরূপ ভাবেই আলোচনা ও ব্যক্ত করিতে হয়, কাজেই মনে হয়, ভগবানের

প্রেমেও বুঝি মানুষ-কলুষিত ভাবপূর্ণ। মানুষীভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় যখন কথা ব্যক্ত করিবার উপায় নাই, তখন মানুষী ভাষায় ভগবৎপ্রেম পরিব্যক্ত করিতেই হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া সে প্রেমে মানবীয় কামগন্ধ নাই। এখন তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ব্যতিরেকে বিশ্বকার্য্য রক্ষিত, শৃঙ্খলিত বা পরিচালিত হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের গতি "অন্ধ-খঞ্জবৎ" এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন এই উভয়ের মিলন জন্য যে আকর্ষণ শক্তি, তাহাকেই প্রেম বলে। কিন্তু সেই প্রেমের অভ্যন্তরে এক মধুর স্বাদ এবং মিলন-বন্ধন আছে,—তাহার নাম শৃঙ্গার রস। "নির্ধৃত-ভেদভ্রমং যথা স্যাৎ তথা যুঞ্জন্"—শিল্পীশৃঙ্গাররস এমনভাবে উভয়ের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া পরস্পরের সম্ভোগ বা মিলন ঘটান, যাহাতে সমস্ত প্রকার ভেদ-ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। আবার রমণ "পীরিতিরূপ" অর্থাৎ প্রীতি বা প্রেমের স্বরূপ রক্ষিয়া কথিত হইয়াছে,—সুতরাং পুরুষ রমণ স্বরূপ ও প্রেমের কর্ত্তা হইয়া প্রেমেতেই বিরাজ করেন। এই জন্যই কেবল প্রেমভক্তির সাধনাতেই শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু এই অমায়িক প্রেমতত্ত্ব মায়ার জগতে সম্ভবে না,—এই ব্রজভাবোৎফুল্ল প্রেম মায়ার ভাষায় ব্যভিচার। এই যে রমণ,—স্বরূপ শক্তির সহিত আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহা অপ্রাকৃত ও কামগন্ধ শূন্য।

শিষ্য। রতি অর্থে আমরা কদর্য্য অর্থ জানি। কিন্তু আপনি পূর্ব্বে যে শ্লোক পাঠ করিয়াছেন, তাহা এই—

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥

অর্থাৎ "উত্তরোত্তর স্বাদভেদে উল্লাসময়ী এই মধুরা রতি বাসনাবিশেষে স্বাদযুক্ত হইয়া কোনও স্থলে কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়।"

এ সকলের ভাব আমি বুঝিতে পারি নাই, বা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

গুরু। প্রেম-সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ উজ্জ্বল ভাবকে রতি কহে। এই রতির কর্ম্ম সাত্ত্বিক সঞ্চারী প্রভৃতি ভাব।

শিষ্য। কাম ও প্রেম সম্বন্ধ কি এক?

গুরু। কাম ও প্রেম যদি এক হইবে, তবে উভয় পদার্থ বলিয়া নির্ণীত হইবে কেন? কাম আর প্রেম সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।

শিষ্য। শাস্ত্রে কিন্তু গোপীভাবকে প্রেম বলা হইয়াছে।

গুরু। কোন্ স্থানে?

শিষ্য। বলিতেছি,—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

ইহার টীকা এইরূপ করা হইয়াছে,—"গোপরামাণাং

প্রেমৈব কাম ইতি প্রথা অগমৎ। ভগবৎপ্রিয়াঃ ভগবদ্ভক্তাঃ উদ্ধবাদয়োঽপি এতং বাঞ্ছন্তি।”

অর্থ—“গোপিকাদিগের শুদ্ধপ্রেমের নামই কাম। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ উদ্ধবাদি মহাত্মারা ঐ কামই অভিলাষ করিয়া থাকেন।”

অতএব গোপীপ্রেমও কাম। তবে কাম ও প্রেম এক নহে কি?

গুরু। কাম প্রাকৃতভাব, গোপীদিগের প্রেমে যে কিছু প্রাকৃত ভাবাংশ আছে, তাহা যোগমায়ার বাসনাসঞ্জাত। ফলতঃ গোপীদিগের যে প্রেম, তাহা প্রকৃত কাম নহে; কারণ তাহাদিগের প্রেমে আত্মপ্রীতি-ইচ্ছা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের যে প্রেম, তাহা রূঢ়; এই রূঢ়কেই মহাভাব বলে। এই প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল,—ইহা সামান্য কাম নহে। যে মহাভাবে সাত্ত্বিকভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকেই রূঢ়ভাব বলে। গোপীদের যে কৃষ্ণপ্রতি অনুরাগ, তাহা কেবলই কৃষ্ণের সুখ ইচ্ছায়, আত্ম সুখেচ্ছায় নহে। গোপীভাব-ভাবিত সাধকেরও আত্মসুখ বলিয়া জ্ঞান থাকে না, ভগবানের সুখ লইয়াই তাঁহাদিগের সুখ;—ভগবান্ সুখী হইবেন বলিয়াই তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য করা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাম ও প্রেম।

শিষ্য। কাম ও প্রেমের অর্থ, ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। অতএব আরও একটু বিস্তৃত করিয়া এই বিষয় দুইটি বুঝাইয়া দিন।

গুরু। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ;—চারিটি অপবর্গ বা পুরুষার্থ। অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; পুরুষকার দ্বারা জীব ইহাদিগের অর্জ্জন করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ইহকালের সুখসৌভাগ্যাদি প্রয়োজক ধনরত্ন এবং মোক্ষ বা মুক্তি, এই তিনের ব্যতিরিক্ত যাহা, তাহাই কাম। তাহা হইলে, ধর্ম্মও কাম নহে, অর্থ-চিন্তন বা উপার্জ্জনও কাম নহে এবং মুক্তির চেষ্টা বা তদ্বিষয়ক কার্য্যও কাম নহে। এই তিন কার্য্য ভিন্ন কাম। তবে কাম কি? কামনাই ত কাম। ধর্ম্মাচরণ,—যাগ-যজ্ঞাদি সমস্তই কাম্য কর্ম্ম, অর্থ-চিন্তা, অর্থ-উপার্জ্জন, অর্থ সংগ্রহ ঐ সকলও কামসম্ভূত বা সকাম কর্ম্ম,—অতএব উহাও সকাম। মোক্ষ চাই,—আমি এই দুঃখ-জাল-জড়িত সংসার হইতে মুক্তি চাই এবং তজ্জন্য আমার যে চেষ্টা বা তৎসম্বন্ধে আমার যে কার্য্য, তাহাও সকাম,—কেন না,—তাহাতেও আমার ইচ্ছা বা কামনা আছে।

পণ্ডিতগণ এ সকলকেই কাম বলিয়াছেন,—কিন্তু এ সমুদায়ই যদি কাম হইল,—তবে আবার কাম একটি পৃথক্ বিষয় বলিয়া অভিহিত হইল কেন? অতএব বুঝিতে হইবে—কাম স্বতন্ত্র পদার্থ বা বিষয়।

যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মই বল, আর অর্থসংগ্রহই বল এবং মোক্ষ চেষ্টাই বল, এ সকল যদি আত্মসুখবর্জ্জিত হইয়া হয়, তবে তাহা কাম নহে। আত্ম-সুখ-জন্য যাহা করা যায়, তাহাই কাম,—এবং ভগবানের প্রীতির জন্য যাহা করা যায়, তাহাই প্রেম। যাহা সকাম, তাহাই বন্ধনের কারণ, যাহা নিষ্কাম, তাহাই মুক্তির হেতু। শাস্ত্র বলেন,—

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্॥

মহাভারত।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয়; ইহারা আপন আপন বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিলে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, আমার বুদ্ধিতে এই উদয় হয় যে, তাহাই কাম। তাহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।

ইহাতে কামের কথা অতি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই কাম কি প্রকারে মানুষকে বন্ধনের পথে লইয়া যায়, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩ অঃ, ৩৭ শ্লোঃ।

"এই কামই প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র; ইহাকেই মুক্তি-পথের বৈরি বলিয়া জানিবে।"

এখন কথা হইতেছে, কাম ও ক্রোধ কি পৃথক্? তাহা নহে। কাম ও ক্রোধ দুইটির নামোল্লেখ হইলেও একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে,—অতএব কাম ও ক্রোধ পৃথক্ বিষয় নহে। কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়। তবেই দেখ, কামই ক্রোধ হয়, কামই দুষ্পূরণীয় এই মহাশন। কাম দুষ্পূরণীয় এই জন্য যে, আমি যখন দারিদ্র্যের কঠোর জ্বালা মস্তকে লইয়া পিতৃ-পরিত্যক্ত সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রার একটি চাকুরী জুটাইতে পারিলেই কৃতার্থ হই। তাহা হইলেই আমার কামনার সাফল্য হয়। মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রার কামনা বুকে করিয়া কত লোকের দ্বারস্থ হইয়াছি। তারপর মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রার সংস্থান হইল,—যেমন হইল, অমনি বাসনার আগুণ আরও বর্দ্ধিত তেজে লক্ লক্ করিয়া উঠিল,—বিংশতি মুদ্রার আশা হইল। তারপরে বিংশতিও হইল,—তবু কামনার নিবৃত্তি নাই। বিংশতি হইতে পঞ্চ-বিংশতি, পঞ্চবিংশতি হইতে পঞ্চাশৎ, পঞ্চাশৎ হইতে শত, শত হইতে পাঁচশত,—তথাপিও কামনার কি নিবৃত্তি আছে? ক্রমেই অভাব—ক্রমেই কামনার যাতনা; এইরূপ পর্য্যায়। দরিদ্র ভিখারী ভিক্ষাদাতা গৃহস্থ হইতে চায়, গৃহস্থ ধনী

হইতে চায়, ধনী রাজা হইতে চায়, রাজা সম্রাট্ হইতে কামনা করে। এইরূপ কামনার অনল সর্ব্বত্র। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ কামকে মহাশন বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মহাশন অর্থে যাহার আহারে তৃপ্তি নাই। তাই শ্রীভগবান্ সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেব জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩ অঃ, ৩৮-৪১ শ্লোঃ।

"যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীগণের চিরবৈরী, দুষ্পূরণীয় অনল-স্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি; ইহারা (কামের) আবির্ভাব স্থান; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। হে ভরতর্ষভ! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।"

এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে জানা গেল এই যে, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই করা হউক, অর্থোপার্জ্জন বা অর্থ সংগ্রহই করা হউক, আর মোক্ষজনক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান কৃত হউক,—সে সকল নিজের সুখের জন্য, আত্ম প্রীতিভাবের জন্য হইলেই তাহা কাম; আর অনাসক্ত হইয়া বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের প্রীত্যর্থ কৃত হইলে তাহা কাম না হইয়া, প্রেম।

প্রেমে আত্ম-বলিদান। আপনাকে না বুঝিতে পারিলে প্রেম হয় না। কিন্তু সেই আপনার সুখ, আপনার প্রীতি ভগবানে অর্পিত হইবে। তিনি আছেন, আর আমি আছি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্বরূপ ভগবান্, আমার কি আছে,—তাঁহার শত শত আছে। প্রভো! তোমাকে কত লোকে কত দিতেছে, আর আমি ক্ষুদ্র—আমার ত কিছু নাই, আমি তোমাকে কি দিব? তুমি কি আমার পানে চাহিবে না? এ হৃদয় যে তোমারই—যাহা তোমার, তাহা তুমি নিবে না কেন?

তার পরে প্রেমের অভিমান আছে। তিনি না আসিলে, কথা না কহিলে, জ্বালায় শান্তি না ঢালিলে, অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাকেই গোপীভাব বলে। চিত্ত যখন কৃষ্ণপদে অর্পিত হইয়াছে, তখন জাতি, কুল, মান, ধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুরই বিচার নাই,—কিন্তু সমস্ত হৃদয় তাঁহাকে দিলাম, তবু তিনি আসিলেন না? প্রেমের আবেগে তখন সাধক গাহিল,—

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা।
করম জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা ॥
ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারনু
অব্ পাছু তরইতে চাই ॥
মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানন ন ভেলা।
আপন চতুর পণ পরহাতে সোঁপনু
দুদিসে গরব দূরে গেলা ॥
এত দিনে আন ভালে হাম আছনু
অব্ বুঝনু অবগাহি।
আপন পুণ হাম আপনি চাঁচনু
দোখ দেয়ব অব্ কাহি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কি কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কো নাহি জানে ॥

প্রেমের এমনই অভিমান, এমনই আত্মদান। এই অভিমানের আকর্ষণে ভগবান্ নিকটস্থ হন,—এই প্রেমের কাছে তিনি ঋণী হয়েন। ইহাতে যে আনন্দ, যে রস, তাহা অন্যত্র

নাই। প্রেমের বিরহে যে মধুরতা আছে,—তাহা প্রেমিক ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। কামে অনল দহন, প্রেমে শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সম্মিলনী-শক্তি।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, এই জগতে এমন এক আকর্ষণীশক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন ঘটিয়া থাকে এবং সেই শক্তির এক নাম প্রেম। মানুষ মানুষের সহিত যে প্রেম করে, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের যে ভালবাসা,—তাহার মধ্যে কি ঐ আকর্ষণী শক্তিও আছে?

গুরু। এ জগতে যাহা আছে, তাহা সর্ব্বত্রই আছে। মহদাদি অণু পর্য্যন্ত সমস্তই এক সূত্রে গাঁথা। সেই আন্তর আকর্ষণ শক্তির বলেই স্ত্রী পুরুষের উপরে প্রধাবিত হয়, স্ত্রী পুরুষের অনুরক্ত হইয়া পড়ে।

শিষ্য। স্ত্রীপুরুষের এই যে আকর্ষণ, ইহা কি প্রেম না কাম?

গুরু। যাহা আত্ম-সুখেচ্ছায় সম্পাদিত হয়, তাহাই কাম; যাহা নিষ্কামভাবে সম্পাদিত হয়, তাহাই প্রেম।

শিষ্য। মানুষের মধ্যে আত্মসুখের জন্যই বোধ হয় এই প্রেম বর্ত্তমান আছে।

গুরু। সর্ব্বত্র নহে। সতী স্ত্রীর প্রেম, আত্মসুখার্থ নহে। স্বামীর সুখের জন্য—সন্তানের সুখের জন্য—আত্মার উন্নতি জন্য, সতীর পতির প্রেম। নতুবা স্বামীর মরণে জ্বলন্ত চিতায় সতী পুড়িয়া মরিতে পারিত না,—ব্রহ্মচর্য্যের সংযম-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত না।

শিষ্য। কিন্তু সে সহস্রে একটি।

গুরু। তা হইতে পারে,—ফল, আছে।

শিষ্য। কিন্তু মানব যে কামের অনল-উত্তেজনা বুকে করিয়া ছুটাছুটি করে—নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি আকাঙ্ক্ষার শত বাহু লইয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রধাবিত হয়,—কামের এ কোন্ মূর্ত্তি? এত আকাঙ্ক্ষা, এত উচ্ছ্বাস বোধ হয় আর কিছুতেই নাই। ইহার কারণই বা কি, এবং নিবৃত্তির উপায়ই বা কি,—তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন?

গুরু। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনজন্য যে নির্ম্মল আনন্দ প্রকৃতি অংশসম্ভূতা রমণীর উপরে পুরুষ সেই মিলনানন্দের অনুভূতি স্মরণ করিয়া ছুটিয়া পড়ে। আর প্রকৃতির যে রস উপ-ভোগ করাইবার বাসনা,—সেই বাসনাতে রমণী পুরুষে আসক্ত হয়। এই মিলনের দেবতার নাম মদন। এ মদন প্রাকৃত।

শিষ্য। রমণী কি প্রকৃতির অংশ?

গুরু। হাঁ।

সর্ব্বাঃ প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমামধ্যমাধমাঃ।
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমাঃ জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—২।১।১৪০।

এই জগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমুদয় স্ত্রীলোকই প্রকৃতির অংশসম্ভূতা। তন্মধ্যে যাঁহারা সুশীলা, পতিপরায়ণা ও উত্তমা, তাঁহারা সত্ত্বগুণের অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন।

মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সুখসম্ভোগবত্যশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—২।১।১৪১।

যাঁহারা স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই মধ্যম অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃ কুলটা ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—২।১।১৪৩।

"যাহারা দুর্ম্মুখা, কুলটা, ধূর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া এবং অজ্ঞাত-কুলোৎপন্না, তাহারা তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতি বিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—২।১।১৩৭।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রীলোক আছে, তৎসমস্তই হয়

প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। অতএব তাহাদিগের অবমাননা করিলে, প্রকৃতির অবমাননা করা হয়।

শিষ্য। প্রকৃতির অংশ বলিয়াই তবে পুরুষের তাহাতে ভোগ বাসনার আকুল উন্মাদনা হইয়া থাকে?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। বিবেকীগণ রমণীকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গুরু। কাজেই তাহা। কারণ, রমণীর উপরে আসক্তি থাকায় মানুষ বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া তাহাতে মজিয়া পড়ে এবং তখন পুত্রকন্যাদি উৎপন্ন হইয়া মোহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে।

স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সুতাগারাদি সঙ্গমঃ।
যথা বীজাঙ্কুরাদ্‌বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্‌॥

"বীজের অঙ্কুর হইতে ফল পত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় যোষিৎ সঙ্গ হইতে পুত্র গৃহ প্রভৃতি বিষয় সকলে পুরুষের আসক্তি জন্মে।"

এই মহাবাক্যের দ্বারা অবগত হইতে পারা যাইতেছে যে, পুরুষগণকে সংসার-আলানে বাঁধিবার জন্যই বিধাতা প্রকৃতির অংশ দিয়া রমণীরূপা মোহময়ী প্রতিমা সৃজন করিয়াছেন।

শিষ্য। সকলে বলিয়া থাকে, বিধাতার সৃষ্টি কার্য্যের ইচ্ছা মঙ্গলময়ী। তবে কেন, যাহাতে পুরুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে, মুক্তি হইতে দূরে রহে,—মোহে মজিয়া অধোন্নতির অর্গলহীন পথে প্রধাবিত হয়, এমন মোহরূপ রমণীর সৃষ্টি করিলেন?

গুরু। শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—ব্রহ্মা সনক সনাতনাদি মানস পুত্রগণকে সৃষ্টি করিয়া মানুষ-প্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই সংসারে আসক্ত হয়েন না। সকলেই ভগবানে চিত্ত সংন্যাস করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হয়েন। তখন ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলে, তিনি উপদেশ দেন,—আনন্দের আকর্ষণ না থাকিলে, বৃথা কেন জীব মত্ত হইতে যাইবে? আকর্ষণ চাই। অতএব প্রকৃতির অংশ-স্বরূপা রমণীর সৃষ্টি কর,—পুরুষ আসক্ত হইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হউক,—আবদ্ধ হইয়া পড়ুক। তাই—

স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং সৃষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ।
অন্যথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—৪।৬১।৩৪

"বিধাতা সৃষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবার নিমিত্তই নারীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তদন্যথায় সৃষ্টি সম্ভব না হওয়ায়, ঈশ্বর আজ্ঞায় হইয়াছে।"

সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাং।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ং পরং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—৪।৬১।৩৫

"নারীরূপ সর্ব্বমায়ার করণ্ড (চুপড়ী), মানবগণের ধর্ম্মমার্গের অর্গল, তপস্যার বিঘ্নকর এবং অশেষ দোষের আকর-স্বরূপ।"

কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধানাং নিগড়ং কঠিনং সুত।
প্রদীপরূপ কীটানাং মীনানাং বড়িশং যথা॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখমারম্ভে মধুরোপমং।
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানং নরকস্য চ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—৪।৬১।৩৬।৩৭

"রমণী কর্ম্মবন্ধ নিবদ্ধ পুরুষগণের কঠিন নিগড়-স্বরূপ এবং উহা পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় আপাততঃ মধুর জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে বিষম দুঃখের বীজস্বরূপ হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করে। কীটগণ যেমন সুখভ্রমে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে পতিত হয় এবং মীনগণ যেমন পিশিত লোভে বড়শি গ্রাস করে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ জনগণ আত্মবিনাশার্থ সেই নরকের সোপানস্বরূপ নারীরূপে আসক্ত হইয়া থাকে।"

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

"অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করতঃ তাহার ভাবে সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গবৎ অন্ধ হইয়া নরকে পতিত হয়।"

নানারসবতী চিত্রা ভোগভূমিরিয়ং মুনে।
স্ত্রিয়মাশ্রিত্য সংযাতা পরামিহ হি সংস্থিতিঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—১।২১।২২

"হে মুনে! নানাবিধ রসবিশিষ্টা ও বহুরূপে চিত্রিতা

এই ভোগভূমি কেবল স্ত্রীলোকদিগকে সমাশ্রয় করিয়াই চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে।”

মন্দুরাঞ্চ তুরঙ্গাণামালানমিব দন্তিনাং।
পুংসাং মন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনাং॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—১।২১।২১

“বামলোচনাগণ তুরঙ্গগণের মন্দুরার ন্যায়, মাতঙ্গ-গণের আলানের ন্যায় এবং ভুজঙ্গগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় পুরুষদিগের সংসার-বন্ধনের কারণ হয়।”

মায়ারূপং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতং পুরা।
বিষরূপা মুমুক্ষূণামদৃশ্যা অপ্যবাঞ্ছিতা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—২।১৬।৬১

“পূর্ব্বে বিধাতা স্ত্রীজাতিকে মায়াজীবনের মায়াস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা বিশ্বরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছে,—অতএব ইহারা মুমুক্ষুদিগের দর্শনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে, (এই সংসারে স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে।) প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবসমূহকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ঘোর-রূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।”

শিষ্য। কামিনীগণকে যেরূপ বীভৎসচিত্রে শাস্ত্রকারগণ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ! কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, রমণীই এই সংসার-মরুভূমে জলপাদপ। রমণী না থাকিলে, জীব-প্রবাহ বর্দ্ধিত হইত না এবং মানুষ দু'দণ্ডের জন্য সংসারে তিষ্ঠিতে পারিত না।

গুরু। হাঁ, তাহা নিশ্চয়। জীবপ্রবাহ পরিবর্দ্ধন ও সংসারের শান্তি-বাধন বলিয়াই মুক্তিপ্রার্থী পুরুষগণ স্ত্রীজাতিকে অত ভয় করিয়াছেন।

শিষ্য। সে দোষ স্ত্রীলোকের, না পুরুষের?

গুরু। পুরুষের দোষ নাই,—লৌহ যে চুম্বুকের দিকে প্রধাবিত হয়, ইহা চুম্বুকের আকর্ষণ; লৌহের দোষ নহে?

শিষ্য। তবে আপনি বলিতে চাহেন, স্ত্রীলোকে এমন কোন আকর্ষণ আছে, যাহাতে পুরুষ তাহার দিকে না গিয়া থাকিতে পারে না?

গুরু। তাত নিশ্চয়।

শিষ্য। কিন্তু অনেক লোক রমণীর সেই স্বাভাবিক আকর্ষণ পদদলিত করিয়া, রমণীকে অতি ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া রমণীকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

গুরু। সাধন-বলে তাহা হইতে পারে। কিন্তু রমণীকে ঘৃণা করিলে, রমণীকে উপেক্ষা করিলে, রমণীকে জয় করা

যায় না। বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি যোগবলশালী মুনি ঋষিগণের কথা বোধ হয় জান,—তাঁহারা রমণীকে ঘৃণা করিয়া জয় করিতে পারেন নাই। এক একদিন সেই বহুদিনের সংযম-বাঁধ ধসিয়া তপোভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

শিষ্য। আমি ভর্তৃহরি, বিল্বমঙ্গল, শিহ্লনাচার্য্য প্রভৃতির কথা বলিতেছি।

গুরু। কি বলিতেছ ?

শিষ্য। তাঁহারা রমণীর আকর্ষণ হইতে দূরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়োদ্ভূত বিবেকবাণী আজিও জ্বলন্ত অক্ষরে মানবগণকে আলোকদানে কৃতার্থ করিতেছে। শিহ্লনাচার্য্যের একটি কবিতা আমি জানি। কবিতাটি এই,—

> কতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক তদধর-মধু ক্কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
> ক্কালাপাঃ কোমলাস্তে ক চ মদনধনুর্ভঙ্গুরোভ্রূবিলাসঃ।
> ইত্থং খট্বাঙ্গকোটৌ প্রকটিতরদনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরং
> রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালং॥

একদা শ্মশানে একটি বংশদণ্ডের অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের একটি মাংসচর্ম্ম-বিহীন মস্তক-কঙ্কাল দেখিয়া শিহ্লনের মনে হইল,—মস্তক-কঙ্কালের মধ্যে এই দন্তাক্ষিগুলি দৃষ্ট হইতেছে, আর উহার গলরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মুখরন্ধ্র হইতে নিঃসরণকালে বায়ুর যে শব্দ শোনা যাইতেছে,—এতদুভয়ের দ্বারা জ্ঞান হইতেছে, যেন কপাল ঘোর কামান্ধ

মানবগণকে বলিয়া দিতেছে, "মূঢ় মানব! এই শ্মশানের নিকট দাঁড়াইয়া একবার এই মুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখ। আর যাহার জন্য তুমি অন্ধ হইয়া কতই না পশ্বাচার করিয়াছ; সেই স্ত্রীর মুখখানিও স্মরণ কর। এই দেখ তাহার পরিণাম,—সেই মুখারবিন্দই বা কোথায়, আর কোথায় বা ঈদৃশ অবস্থা! এই কঙ্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব দেখি, যাহা সুধার ন্যায় সমাদরে পান করিতে, সেই অধর-মধু কোথায়? সেই মধুমাখা সুমধুর আলাপই বা কোথায়, এবং সেই মদনধনুর বিলাসের ন্যায় ভ্রূভঙ্গীর বিলাসই বা কোথায়? এখন তাহারই এইরূপ পরিণাম, তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগান্ধ হইয়া চর্ম্মাবৃত এই কঙ্কালকেই কত মধুমাখা দ্রব্য মনে করিয়া কত আদর-গৌরব করিয়াছ,—কত সুখ, কত আনন্দ মনে করিয়াছ! অন্ধ! সেই সময়ে যদি তোমার এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর ঐরূপ দ্রব্য লইয়া অত আহ্লাদিত হইতে না, স্ত্রীমুখে অত সম্মান দান করিতে না।"

গুরু। শিহ্লনাচার্য্যের এই কবিতা অতি মধুর,—অতিশয় ভাব-ব্যঞ্জক এবং তত্ত্বোপদেশে পূর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া যে শিহ্লনাচার্য্য প্রভৃতি রমণীর আকর্ষণ-জাল হইতে অব্যাহত ছিলেন, তাহা মনে করা যায় না, তবে যখন সত্তা হারাইয়া মানুষ বিফলমনোরথ হয়, তখন কাজেই

বিবেক জন্মিয়া থাকে। আর যদি ঐকান্তিক প্রেমের বলে রমণীর আনন্দানুভূতিতে পরমানন্দের পানে চিত্ত ধাবিত হয়, তবে তখন নারী পরিত্যাগ ঘটিতে পারে।

শিষ্য। এ কথার ভাবার্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। রমণীতে প্রকৃতির এক শক্তি আছে, তাই রমণী প্রকৃতির অংশ। সেই শক্তিতেই রমণী পুরুষকে আকর্ষণ করে! তাহাকে মাতৃশক্তিও বলা যাইতে পারে। কেবল রমণী নহে,—জগতের যাবতীয় জীব, যাবতীয় কীট পতঙ্গ, যাবতীয় উদ্ভিদ প্রভৃতি সমুদয় স্ত্রীজাতিতেই ঐ মাতৃ-শক্তি বিদ্যমান আছে। মাতৃশক্তির যখন বিকাশ হয়, তখন ঐ শক্তি পুরুষের শক্তি বা পিতৃশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

প্রকৃতি জগত প্রসবকারিণী, সুতরাং তিনি জগন্মাতা। প্রকৃতির অংশরূপিণী স্ত্রী-জাতি,—স্ত্রীজাতিও জগতের সৃষ্টি-প্রবাহ বর্দ্ধিত ও মাতৃশক্তিকে আকর্ষণ করিতেছেন। পুরুষগণ রমণীতে আসক্ত হইয়া রমণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতেছে,—তাই পত্নীর এক নাম জায়া। রমণীর মাতৃশক্তি জানিতে হইলে প্রকৃতির মাতৃশক্তি বুঝিতে হয়। আগে সেই কথাটারই আলোচনা করা যাউক।

জগন্মাতা প্রকৃতির শক্তি দুই প্রকার। এক প্রকার ব্যাপক, দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপ্য। প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপিকা, তিনি অনন্ত বিরাট বিশ্বের বহিরন্তরে বিরাজিতা, তখন

সম্বিৎ ও সন্ধিনী,—আবার যখন নিত্যে অবস্থিতা, তখন হ্লাদিনী! অগ্নি থাকিলে, দাহিকা-শক্তি থাকে,—তিনি যেখানে যেখানে যে যে শক্তিতে বিরাজিত, সেই সেই স্থলে সেই শক্তির পূর্ণ বিরাজ হইলেও সমস্ত শক্তির অনুভূতি থাকে। ইহাই প্রকৃতির ব্যাপিকা শক্তি।

প্রকৃতির এই এই শক্তি যেমন পরিব্যাপক পদার্থ, ইহার ক্রিয়াও তেমনি সর্ব্ব-পরিব্যাপক। সমুদয় জড় বস্তুর মধ্যেই সমভাবে ইহার ক্রিয়া হইতেছে। ইহা অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া সমুদয় জড় বস্তুর সৃজন, পালন ও বিলয় সাধন করিতেছে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের গোচরীভূত হয় না। যাহা ব্যাপকভাবে থাকে, ব্যাপকভাবে সমান ক্রিয়া করে, তাহা বুদ্ধিরও বিষয়গোচর হয় না। 'আছে কি নাই' বলিয়া মনে নানাবিধ সন্দেহ ও বিচার বিতর্ক উপস্থিত হয়। অনেকে প্রকৃতির এই ব্যাপিকা শক্তিকে স্বভাবের ক্রিয়া বলিয়াও বর্ণনা করিয়া থাকেন। মতবিশেষে, অতি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ও অনুত্তোলনীয় ভাবে তড়িৎ পদার্থের ব্যাপক সত্তা স্বীকৃত হয়, কিন্তু তাহার কোন ক্রিয়া দেখাইবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে জড় পদার্থের ক্রিয়াতে তাহার সহায়তা থাকিলেও প্রত্যক্ষের গোচরে আনিবার উপায় নাই। কেন না, তাহার ক্রিয়াদিও তাহার মত ব্যাপক,—তাহার খণ্ড বিভাগ নাই। তাহা সর্ব্বত্র সমান, সর্ব্বত্র অবিশেষ, মনুষ্যদেহ এবং মেঘ প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে

সময়ের তাড়িতের ক্রিয়া দেখান যায়, সেই তড়িৎ, ব্যাপক তড়িৎ নহে,—তাহা ব্যাপ্য তড়িৎ। সমুদ্র-গর্ভের তরঙ্গাবলীর মত উহা সেই তড়িৎ-সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ বিশেষ। তরঙ্গ সমুদ্রেরই রচিত পদার্থ হইলেও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা প্রভেদে উহা ভিন্ন, গুণক্রিয়া প্রভেদেও ভিন্ন। সমুদ্র ব্যাপক, তরঙ্গগুলি ব্যাপ্য। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ক্রিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না,—তরঙ্গের ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারা যায়। [মনুষ্য দেহাদিতে যে তাড়িতের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও ঐ বৃহত্তাড়িত হইতেই আত্মলাভ করিয়াছে; অথচ ব্যাপ্য-ব্যাপকতা ও ক্রিয়া-গুণাদির দ্বারা তাহা হইতে বিভিন্ন।] ব্যাপকত্তাড়িৎ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, কিন্তু উহারা কেবল এক একটি স্থানবিশেষে বিকাশ পাইতেছে,—এজন্য উহারা ব্যাপ্য,—সর্ব্ব বৃহৎটি ব্যাপক। বৃহৎটির ক্রিয়া-গুণাদি ধরিতে পারা যায় না, কিন্তু ব্যাপ্যটির ক্রিয়া-গুণ নির্দ্দেশ করা যায়। অথচ বৃহৎটি না থাকিলে ব্যাপ্যটি জন্মিতেই পারে না। [সমভাবে যাবৎ জগতের অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্রিয়াও তাহার আছে, কিন্তু তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রকৃতির ব্যাপক মাতৃশক্তিও তদ্রূপ সবিশেষ ভাবে জগতের অস্তিত্ব রক্ষা বিকাশ ও সংহার করিতেছে—সেই জন্য তাহা ধরিয়া পাওয়া যায় না। জগতের ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আধারে যে মাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই

ব্যাপক মাতৃশক্তির ক্রিয়ার ন্যায় ব্যাপক নহে, অবিশেষও নহে। সেই মাতৃশক্তিই ব্যাপ্য মাতৃশক্তি। ইহা সেই সর্ব্বব্যাপক মাতৃশক্তি সমুদ্রেরই তরঙ্গাবস্থা বিশেষ। তরঙ্গের উপাদান যেমন সমুদ্র, সেইরূপ ঐ ব্যাপক মাতৃশক্তি ব্যাপ্য-মাতৃশক্তির উপাদান। আর ব্যাপ্যটি তাহার উপাদেয়।

ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয় প্রকার মাতৃশক্তি, ফলতঃ এক পদার্থ হইলেও, ঐ ব্যাপ্য-ব্যাপকতা প্রভেদে এবং ক্রিয়াগুণের প্রভেদে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক মাতৃশক্তির ক্রিয়া-গুণাদি সমস্তই সার্ব্বভৌম ও অবিশেষ; এ নিমিত্ত তাহার কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-গুণ প্রকাশিত হয়; এ নিমিত্ত উহা লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য। ব্যাপ্য মাতৃশক্তি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া একরূপ ক্রিয়া করিতেছে, এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে থাকিয়া অন্যরূপ ক্রিয়া করিতেছে, আবার মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মধ্যে থাকিয়া এক এক প্রকার ক্রিয়া করিতেছে,—প্রত্যেক আধারের প্রভেদে ইহার অনুগামী গুণগুলিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। আর এতৎ সমস্তই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপক মাতৃশক্তির সমস্তই অবিশেষ, সুতরাং তাহা বুঝাইবার কোন উপায় নাই, কাজেই তাহার গুণ ও

মহিমা প্রকাশক কোন নামও নাই। অতএব তাহা অন্যকে কি প্রকারে বুঝান যাইতে পারিবে? তবে একমাত্র উপায় আছে, ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সহায়তা। ব্যাপ্য মাতৃশক্তি আগে বুঝিয়া লইলে, তাহার সাদৃশ্য ধরিয়া ব্যাপক মাতৃশক্তি বুঝা যাইতে পারে। প্রথমে ব্যাপ্য মাতৃশক্তিগুলি চিনিয়া লইতে হইবে, তৎপরে তাহার প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বাদ দিতে হইবে। পরে তাহাদের সর্ব্ব সাধারণের সমান যে গুণগুলি আছে, তাহা ধরিতে হইবে। তৎপরে তাহার দ্বারা সেই ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব ও ধর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে হইবে। তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্র চিনিতে হইলে, যেমন অগ্রে সেই তরঙ্গগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে হয়, তৎপরে তরঙ্গাবলীর মধ্যে যে পরস্পরের প্রভেদকারী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুণ আছে, যেমন কোন তরঙ্গ নিষ্ফেন, কোন তরঙ্গ সফেন, কোন তরঙ্গ অধিক ফেন, এবং কোনটি অল্প ফেন, কোনটি অত্যুত্তুঙ্গ, কোনটি অল্পতুঙ্গ এবং কোনটি দ্রুতগামী, কোনটির গতি ধীর ও মন্দ, ইত্যাদি,—এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে তাহার শৈত্য এবং দ্রব্যত্বাদি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে তাহার সাদৃশ্যে সমুদ্রের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। ঠিক এইরূপ নিয়মেই ব্যাপ্য মাতৃত্বের দ্বারা ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথম ব্যাপ্য মাতৃশক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। তৎপরে তাহাদের

পরস্পরের প্রভেদকারক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে সেইগুলি বাদ দিয়া সমস্ত ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সমান ক্রিয়া, সমান ধর্ম্মগুলি ধরিতে হইবে। পরে তাহার সাদৃশ্যে লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হইতেছে। কোন্ কোন্ আধারে ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিকাশ হয়, তাহা অন্বেষণ করিয়া পরে তাহার ক্রিয়া গুণের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

শিষ্য। সে পর্য্যালোচনা করা আমার কর্ম্ম নহে। আপনি না বুঝাইয়া দিলে, আমার কি সাধ্য, আমি তাহাতে প্রবেশ লাভ করি।

গুরু। কেন? তোমাকেত সমস্ত কথাই বলিয়া দিলাম্।

শিষ্য। আপনি যতদূর বুঝাইলেন, তাহাতে মনে হয়, জড়ের রাজ্যে মাতৃশক্তির মহাবিকাশ হইতেছে।

গুরু। হাঁ, তাহাই। কিন্তু কেবল জড়ে নহে, চেতন পদার্থেও মহাশক্তির মহদ্বিকাশ বিদ্যমান,—তাহা পরে বলিতেছি। কথাটার আরও একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। জড়রাজ্যে পঞ্চ মহাভূত বা পদার্থ আছে, যাহা আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি—যাহা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ নামে অভিহিত। তাহা এই জড়রাজ্যের সর্ব্বত্র—এবং সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। তুমি আমি তাহার সমস্তগুলা না বুঝিতে পারিলেও সকলই বিদ্যমান আছে। একটা বস্তু ধরিয়া লও,—ঐ

যে আমাদের সম্মুখে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া আছে, উহারই বিষয় চিন্তা কর। রূপ উহার সর্ব্বত্র,—যাহা দেখা যায়, যাহা বর্ণবিশিষ্ট, তাহাই রূপ—ফুলেরও রূপ আছে, রং আছে, সৌরভ আছে। উহার স্পর্শে কোমলতায়, মৃদুতায় সর্ব্ব শরীর পুলকিত হয়,—ত্বক্-প্রান্ত উজ্জীবিত হয়, পঞ্চপ্রাণ সমাশ্বস্ত হয়। সৌরভ গোলাপে আছে,—গন্ধ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

এখন রসের কথা। রস উহার বাহিরে নাই;—উহার অন্তর্গতই রস-পীযূষের খনি। অভ্যন্তরে রসের কূপ-খাত রহিয়াছে। সর্ব্বোত্তম রস বুঝাইতে হইলে লোকে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে উপনীত করে,—প্রাণপ্রিয়তা প্রতিপাদন করিতে লোকে যাহার সঙ্গে রূপক করিয়া থাকে, সেই মধুর রসের আকর মধুই ঐ স্থানে সঞ্চিত আছে।

এইরূপে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সকলই কুসুমে বিদ্যমানতা বুঝা গেল। বাকী এক শব্দ। তুমি বিজ্ঞান বোঝ, সুতরাং তোমাকে বোধ হয় আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে, যে স্থানে আণবিক গঠন, সেই স্থলেই শব্দ আছে,—ফাঁক থাকিলেই শব্দ থাকে। তবে চেতন পদার্থের ন্যায় ইচ্ছাধীন শব্দ নির্গত করিতে পারে না,—এই যা প্রভেদ।

প্রত্যেক বস্তুতেই এইরূপ মহাভূতপ্রপঞ্চ বিরাজিত, তবে যাহা যত চৈতন্য, তাহাতে ততই ইহার অধিকতর

বিকাশ; সমস্ত পদার্থেরই ক্রমবিকাশ আছে,—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একবিন্দু বালুকাকণায় যাহা আছে, একটি পাদপে তাহা হইতে অনেক অধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পাদপ হইতে পশুরাজ্যে আরও অধিক,—পশু হইতে মনুষ্যে সমধিক প্রস্ফুটিত। এইরূপ মহাশক্তির মাতৃশক্তি ক্রমবিকশিত হইয়া জগতের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে, মাতৃশক্তি পঞ্চমহাভূতে বিদ্যমান থাকিলেও রসে তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। রস অন্তরের পদার্থ। রূপ বল, স্পর্শ বল, শব্দ বল, গন্ধ বল,—সকলই বাহিরের পদার্থ। ঐ সকল পদার্থের সহানুভূতিতে রসের সৃষ্টি। কেন না, রস অন্তর্-পদার্থ। রসই মাতৃশক্তির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা। রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ যেমন রসের কথা প্রাণে জাগাইয়া দেয়,—রসও আবার অন্তর্ হইতে তাহাদের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি করিয়া দেয়। রস মাতৃশক্তির পূর্ণতম অধ্যায়। রস মাতৃশক্তির পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা।

রসের আরও অনুসন্ধান আছে। রস মাতৃশক্তির পূর্ণতম অধ্যায় ও মাতৃশক্তির পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রস যখন পূর্ণভাবে বিরাজিত হয়—মাতৃশক্তির যখন পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন রূপাদিরও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সকল তরু লতায় এখনও ফুল ফুটে নাই, কিন্তু গর্ভমধ্যে বিকাশ হইয়াছে, সেই

স্থানে লক্ষ্য করিয়া দেখ, মাতৃশক্তির পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে। ঐ দেখ, গর্ব্ভধারণোন্মুখ বৃক্ষলতাগণ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। গর্ব্ভস্থ শশধর উদয়োন্মুখ হইলে জলধির ন্যায় অন্তরে অন্তরে ক্ষোভিত হইতে থাকে। কি যেন, একরূপ গৌরবের ছটা ফুটিয়াছে। অন্তর্ম্মন হর্ষোৎফুল্লভাবে ইঙ্গিত করিতেছে। ঐ দেখ, কি মধুর রূপের প্রকাশ। যাহা অন্য সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, আসন্ন গর্ব্ভধারণকালে তরুগণ আজ সেই বেশে সজ্জিত হইয়াছে। ইহাই মাতৃশক্তির পূর্ণবিকাশ-চিহ্ন। শরৎকালের শ্যামল ধান্যক্ষেত্র দর্শন করিয়াছ? তখন দেখিয়াছ, গর্ব্ভধারণোন্মুখ ধান্যবৃক্ষের কি মধুর শোভা! গর্ব্ভধারণোন্মুখ যে কোন বস্তুর নিকটে গমন করিবে, যে কোন পদার্থ দর্শন করিবে, সেই স্থলে মাতৃশক্তির পূর্ণ প্রতিমা দেখিতে পাইবে।

উদ্ভিদ্ রাজ্যের যে ব্যবস্থা, প্রাণি-রাজ্যেও তাহাই। তবে ক্রমবিকাশে প্রাণি-জগৎ ক্রমোন্নত,—যেখানে যত উন্নতি, সেখানে শক্তির বিকাশ তত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাইবে। গর্ভধারণোন্মুখী স্ত্রী কীটপতঙ্গেরও রূপ উছলিয়া উঠে। শূকরী কুক্কুরীও ফলোন্মুখী হইলে মাতৃশক্তির প্রকাশ চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে।

জাগতিক জীবের শ্রেষ্ঠ জীব মানবে সর্ব্ব লক্ষণ অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। রমণীও গর্ব্ভধারণোন্মুখী হইলে, তাহার শোভার বিকাশ হইয়া থাকে। যে সময় হইতে ঋতু আরম্ভ

হয় এবং যতদিন তাহা বন্ধ হইয়া না যায়, তাবৎ কালই গর্ব্ভধারণের কাল। তখন রমণী-জাতির শরীর হইতে আকর্ষণের ভাব সর্ব্বদাই নির্গত হইতে থাকে,—উহা মাতৃশক্তি বা রসেরই আকর্ষণ। অধিকন্তু ঋতুকালে উহার অতি পরিস্ফুট, অধিকতর বিকাশ,—আর অন্য সময়ে আপেক্ষিক অল্প। ঋতুকালই পূর্ণরসের কাল বা মাতৃশক্তির বিকাশ কাল। উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ এবং সর্ব্ববিধ পশুতে কেবল ঋতুকালে মাতৃশক্তির বিকাশ, কিন্তু মানবীতে সর্ব্বদাই রসের বিকাশ,—কেবল ঋতুকালে অধিক। সুতরাং এখানে মায়ের সর্ব্বদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। তাই দেবগণ বলিয়াছেন,—

"স্ত্রিয়াঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

আবার মহাশক্তি দুর্গাও বলিয়াছেন,—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

শিষ্য। কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,—ঐ সকল স্থানে মাতৃ-শক্তির কি ক্রিয়া হইতেছে?

গুরু। ফুলের কথা প্রথমে বলিয়াছিলাম, সেই ফুলের উদাহরণই প্রথমে ধরিয়া লও। পুষ্পের মধ্যে মাতৃশক্তির ক্রিয়া কিরূপে এবং কি ক্রিয়া হইতেছে,—তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনা করা যাউক। কিন্তু সে কথা বুঝিবার আগে,

আর একটা কথা শুনিয়া রাখ। এই কুসুমাদির মধ্যে যেমন মাতৃশক্তি বিকাশের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি উহাতে পিতৃশক্তিরও বিকাশ আছে। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি এক সঙ্গে বিকশিতভাবে বিরাজ করে।—হয় সেই কুসুমের মধ্যেই না হয় তাহার সন্নিহিত সজাতীয় আর একটি বৃক্ষের কুসুমে। আবার চেতন প্রাণীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই পুং-দেহেতে পিতৃ-দেবের বিকাশ, স্ত্রীদেহে মাতৃশক্তির বিকাশ। কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলে, প্রতিদেহে পিতামাতা উভয়েরই সন্দর্শন হইবে। জীবমাত্রেরই দক্ষিণার্দ্ধে পিতৃশক্তি বিরাজ করিতে-ছেন এবং বামার্দ্ধে মাতৃশক্তি ক্রিয়া করিতেছেন। আবার আরও কিছু দৃষ্টি প্রসাদ হইলে দেখিবে, পিতৃশক্তি আর মাতৃশক্তি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; তাহার পর দেখিতে পাইবে, পিতা মাতা উভয়ের পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। তখন এক বস্তুকেই একবার পিতা, একবার মাতা বলিবে।

এখন যাহা বলা হইতেছিল, তাহা শোন।—ঐ যে কুসুমটি দেখিতেছ, উহা দেখিতে একটি কুসুম হইলেও, পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি এবং উহার গঠনপারিপাট্যে অনেক খুঁটিনাটি আছে। উহার গঠনের মোটামুটি অবস্থা এই-রূপ,—উহার মধ্যে এক গোল গোটা ও গর্ব্তকেশর আছে। কুসুমমাত্রেরই মধ্যে মধুস্থান আছে এবং কুসুমের মধুস্থানেরও নিম্নে একেবারে মূলপ্রদেশে অতি সূক্ষ্ম আর এক প্রকার রেণু সঞ্চিত থাকে। আর পুষ্পের বাহির হইতে শ্বেতবর্ণ

ধ্বজ প্রবিষ্ট থাকে। ঐ ধ্বজান্তর্ব্বর্ত্তী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ দ্রবাকার পদার্থ সমুদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রে আসিতেছে এবং রেণুর সহিত সঙ্গত হইতেছে। তৎপরে কুসুমাভ্যন্তরস্থ গোলাকার গোটাটি দেখিতেছ, উহা আবার একটা জিনিষ নহে। উহা গর্ত্তস্থ ধান্যকোষের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শত শত কোষের সমষ্টি মাত্র। ঐ কোষগুলির মধ্যে এক একটু ফাঁক আছে। তাহাতে একপ্রকার অমৃত রস এবং তন্মধ্যে এক একটি মধ্যদ্বারী ডিম্বাকার মন্দির আছে; উক্ত কোষসমূহের মুখদেশ হইতেই পূর্ব্বোক্ত সেই ধ্বজ-সঙ্গত কেশরসমূহ বাহির হইয়াছে।

এখন বুঝিতে হইবে, উহার কোন্ স্থানে মাতৃশক্তি এবং কোন্ স্থানে পিতৃশক্তি বিদ্যমান আছে।

কুসুম-কোষ বা বীজ-কোষের অন্তর্গত অমৃতরসে ভাসমান যে মন্দিরের কথা বলিয়াছি, উহাই মাতৃশক্তি এবং পিতৃ-শক্তির লীলা-নিকেতন। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি উভয়েই ঐ স্থানে বিকশিত।

উক্ত উভয় শক্তির পরস্পরের সমাগমোৎসুক্য হইয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি বা বিক্ষোভ হইলেই তদ্দারা ঐ অপত্যাশয়রূপ ডিম্বাকার মন্দির নির্ম্মিত হয়। বীজকোষও তদ্দারাই বিনি-র্ম্মিত। [মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি যখন এইরূপ ক্রিয়াপর হয়, তখনই উহাকে সৃষ্টিশক্তি বলে।] কারণ ঐ ক্রিয়াই ভবিষ্যৎ পুষ্পবৃক্ষের সৃষ্টিক্রিয়া। পরে ঐ দ্বিবিধ শক্তি-

দ্বারাই দ্বিবিধ রেণু বা বীর্য্যবিশেষ নির্ম্মিত হয়। উহা পুষ্পবৃক্ষের সার সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা গঠিত। উহার মধ্যে পুষ্পবৃক্ষের মূল প্রকৃতি ও আর উহার শরীর গঠনের অতি সূক্ষ্মতম মূল উপাদান সন্নিবেশিত আছে,—এই রেণু নির্ম্মাণও সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া। তৎপরে, যে রেণু বা বীর্য্য পিতৃ-শক্তির দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা ঐ ধ্বজের অন্তর্ব্বর্ত্তী,—পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মপথে উদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রভাগে উপস্থিত হয়, আবার মাতৃশক্তির দ্বারা যাহা নির্ম্মিত, তাহা উদ্গীর্ণ হইয়া পুষ্পটির মূলপ্রদেশে আগমন করে,—ইহাও পিতৃ-মাতৃ-শক্তির সেই সৃষ্টিক্রিয়ার অন্তর্গত ক্রিয়া—সুতরাং সৃষ্টি-ক্রিয়াই বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, উক্ত উভয়বিধ বীজের মধ্যেও যথাযথভাবে পিতৃ-মাতৃ-শক্তির আবির্ভাব আছে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের সমাগমের চেষ্টায় পিতৃশক্তি ঐ ধ্বজাগ্র-বর্ত্তী পৈতৃক-বীজ লইয়া মাতৃবীজের নিকট অধঃপতিত হয়, আবার মাতৃশক্তিও ঐ বীজ-শরীরের দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখে। তৎপরে পরস্পরালিঙ্গিত বীর্য্যদ্বয় সেই মূল বীজকোষে প্রত্যাহৃত করিয়া লয়। পিতৃশক্তির এই ক্রিয়ার নাম ব্যঞ্জনা ক্রিয়া,—এই নিমিত্ত এই অবস্থায় পিতৃশক্তিকে ব্যঞ্জনা-শক্তি বলা যায়। আর মাতৃশক্তি যে ঐ সম্মিলিত বীজদ্বয় বীজকোষে আনিয়া আত্মসাৎ করে, তাহার নাম ধারণা-ক্রিয়া। এই অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ধারণাশক্তি বলা যায়। তৎপরে পিতৃশক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা হইয়াই মাতৃশক্তি

ঐ বীজদ্বয়কে একত্রিত করিয়া পুষ্পবৃক্ষের প্রকৃতি ও তদীয় দেহের সার রস সমাকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা উহার পুষ্টি ও নির্ম্মাণ করিতে থাকে। ঈদৃশ পোষণ-ক্রিয়ার নাম ভাবনা-ক্রিয়া। এ নিমিত্ত এ অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ভাবনা-শক্তি বলা যাইতে পারে।

তোমাকে যে ধ্বজ আর কুসুমের কথা বলিয়াছি, তাহার অপর দুইটি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধ্বজের নাম পুংলিঙ্গ, আর কুসুমের নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ধ্বজের মধ্যে পিতৃ-শক্তির ক্রিয়া হইতেছে;—পিতৃশক্তি অন্য নাম পুংশক্তি, অতএব ধ্বজটি পিতৃশক্তি বা পুংশক্তির লিঙ্গ, অর্থাৎ পরি-চায়ক চিহ্ন, এই জন্য উহার নাম পুংলিঙ্গ। আর কুসুমের নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ওখানে মাতৃশক্তির বিকাশ হইতেছে,—মাতৃশক্তিরই নামান্তর স্ত্রীত্বশক্তি।

এখন মাতৃ-শক্তির পরবর্ত্তী ক্রিয়া শ্রবণ কর। উক্ত বীজ-কোষে রাখিয়া পোষণ করিতে করিতে যখন উহা বৃক্ষত্ব লাভের উপযুক্ত হইবে, তখন দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় ঐ পুষ্পবৃক্ষের মাতৃ-পিতৃ-শক্তি দ্বিধাভূত হইবে। একাংশে যে জাতীয় পুষ্প সেই জাতীয় বৃক্ষেই থাকিবে, অপরাংশে ঐ বীজগুলি কোলে করিয়া বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্টা হইবে। পরে উহাকে মৃত্তিকারসে সমবেত করিয়া ক্রমে একটি বৃহৎ বৃক্ষাকারে উপস্থিত করিবে। ভাবনাক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এই ক্রিয়া পর্য্যন্ত পালন ক্রিয়া। অতএব এই অবস্থায়

মাতৃ-পিতৃ-শক্তিকে পালন-শক্তি বলা যায়। পরে যখন মাতৃ-পিতৃ-শক্তির সমাগম শেষ হইবে, তখন তাহারা অন্তর্হিত হইবে। তখন ঐ বৃক্ষের দেহাবয়ব-সমূহ বিশ্লিষ্ট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি অদৃশ্য হইবে। অতএব এ অবস্থায় মাতৃ-পিতৃ-শক্তির নাম লয় বা সংহৃতি-শক্তি। মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি যখন সংহারশক্তির ক্রিয়ারত, তখন মাতৃশক্তি সংহর্ত্রী, আর পিতৃশক্তি সংহর্ত্তা। পালনশক্তির ক্রিয়াকরণ কালে পালয়িত্রী আর পালয়িতা। আর সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া-কালে স্রষ্ট্রী আর স্রষ্টা।

ঐ যে কুসুমগুলি গর্ব্ভধারণ, রক্ষণ ও পোষণের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার এক রেখা ব্যতিক্রম হইলেও উহার কিছুই হইতে পারে না, ইহা ঐ ভাবনা নামক মাতৃ-শক্তির কার্য্য। ফুলের মধ্যে মধু-গন্ধাদির সমাবেশও ঐ শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে এবং ঐ বিচিত্র আকার গঠনও তাহারই ক্রিয়া। এই প্রকার আরও নানাবিধ ক্রিয়া আছে।

পুষ্প সমস্ত পদার্থেই আছে, ধ্বজও সমস্ত পদার্থে আছে। পুষ্পের উদাহরণে যে কথা বলা হইল, সেই নিয়ম সর্ব্বত্র জানিবে। এখন এই উদাহরণ দ্বারা সমস্ত জগতে—মানব মানবীতে সর্ব্বত্রই এই শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া লও।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলনের উদ্দেশ্য।

শিষ্য। আপনি পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা অতি গুহ্যতম কথা। এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। যাহা যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, একে একে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে থাক।

শিষ্য। স্ত্রী ও পুরুষ-সম্মিলন স্বাভাবিক, ইহা আপনার পূর্ব্বোক্ত কথাতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য বিষয়ে ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারি নাই, আমাকে তাহা বলিয়া চরিতার্থ করুন।

গুরু। তাহা বলিতেছি, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না, বর্ত্তমানে এই প্রশ্ন করিবার তোমার উদ্দেশ্য কি?

শিষ্য। আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

গুরু। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার এই প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কি?

শিষ্য। উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে। কেবল জানিবার বাসনা, যে নারী বন্ধনের কারণ, তাহার সহিত নর সম্মিলিত হয় কেন? শাস্ত্রাদিতে বলিয়াছেন, নারীই নরকের কারণ।

গুরু। সে কথার আলোচনা অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ত হইয়া গিয়াছে।

শিষ্য। গিয়াছে বটে, কিন্তু আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। কি বুঝিতে পার নাই?

শিষ্য। স্ত্রীপুরুষ-সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

গুরু। উদ্দেশ্য-রসতত্ত্বের পূর্ণ সাধনা।

শিষ্য। ঘৃণ্য কথা!

গুরু। কেন?

শিষ্য। সেই বাউলের কথা—সেই তন্ত্রের অপকৃষ্ট সাধনার কথা।

গুরু। মূর্খ! তুমি আমি জগতের কি বুঝি বল? নারী যেমন নরকের দ্বার, তেমনই মুক্তির হেতুভূতা। এ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বেও অনেক কথা বলিয়াছি, বর্ত্তমানে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্যও বুঝিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমি এই মাত্র যে মাতৃ-পিতৃ-শক্তির কথা তোমাকে বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই তুমি বুঝিতে পারিতে—এই সম্মিলন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য। যাহা হউক, পুনরায় এ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর।

স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন কেবলমাত্র মানুষে বা পশু ও কীট পতঙ্গাদিতেই আবদ্ধ নহে,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়-রাজ্যেও উহা বিস্তৃত। কুসুমে ইহার ক্রিয়া। এখন দেখিতে

হইবে, এই স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন-ক্রিয়া কি কেবল ইন্দ্রিয়-বিশেষে সুখ বা আনন্দ, না আর অন্যবিধ কিছু আছে? মানুষই না হয়, ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে, আহার নিদ্রা আদি যেরূপে সম্পাদিক করিয়া পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি সুখী হয়, ইহাতেও না হয়, সেইরূপই সুখী হইয়া থাকে,—কিন্তু কুসুমে-কেশরে যে সম্মিলন, তাহা কোন্ উদ্দেশ্যে সংসাধিত হইয়া থাকে? তাহারা জড়,—জড়ের আবার সুখ-দুঃখ কি? আসঙ্গ-লিপ্সা জড়ের নাই,—তবে তাহারা এ কার্য্য কেন করে বলিতে পার?

শিষ্য। আমার বোধ হয়, উহা ঈশ্বরাভিপ্রেত,—সৃষ্টি-কার্য্য রক্ষার জন্য ঐ কার্য্য জগতের সর্ব্বত্র সংস্থাপিত।

গুরু। কেবল সৃষ্টি নহে,—সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য ঐ ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত। যাহা হউক, সে কথা তোমাকে আগেই বলিয়াছি। বর্ত্তমানে তুমি যে কথা বলিলে, তাহাই ধরিয়া লওয়া যাউক। সৃষ্টি-স্রোত প্রবাহিত রাখিবার জন্য স্ত্রী-পুং-সম্মিলন হয়,—কিন্তু তাহা হইলে, জড় হইতে প্রাণী-রাজ্য পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে এত আকর্ষণ, এত আকুলতা, এত মোহ থাকিত না।

শিষ্য। তবে সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য স্ত্রীপুং-সম্মিলন নহে?

গুরু। হাঁ, সেও একটি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় আর এক উদ্দেশ্য আছে।

শিষ্য। সে উদ্দেশ্য কি?

গুরু। আত্ম-সম্পূর্ত্তি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি হওয়া।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ইহা বোঝা নিতান্ত সহজও নহে। এ রসে রসিক না হইলে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে এ তত্ত্ব অনুভূত হইবার নহে। যাঁহারা যোগবলে—সাধন-প্রভায় আন্তর্-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন।

শিষ্য। তবে কি আমি ঐ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিব না?

গুরু। আমি সাধ্যমতে বলিতেছি, যদি সক্ষম হও—বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। দয়া করিয়া বলুন।

গুরু। আমি তোমাকে বলিয়াছি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম ইহারই সূক্ষ্মাংশ, রূপ দেখিয়া রসের কথা মনে হয়। রসের জন্যই জীব উন্মত্ত এবং বর্দ্ধিত, পালিত মৃত। কিন্তু রসের এক অনুভূতি আছে—সে রস এ প্রপঞ্চের নহে, তাহা মূল রস। মূল রস কোথায় জান?

শিষ্য। আমাকে বৃথা জিজ্ঞাসা;—আপনার উপদেশ না পাইলে আমি কি বুঝিব?

গুরু। বলি শোন। যদি রসের আকর্ষণ ও লালসা বিদ্যমান না থাকিত, তবে কেবলমাত্র সৃষ্টিকার্য্যের স্রোত অব্যাহত রাখিবার জন্য কেহই ঐ ক্রিয়ায় পরিলিপ্ত হইত না। দরিদ্র সন্তানভারে নিপীড়িত,—যাহা জন্মিয়াছে, তাহারই ভরণ-পোষণে অক্ষম,—তথাপি সন্তানোৎপাদন-ক্রিয়ায় পরিলিপ্ত। নিঃসম্পর্কীয় যুবক যুবতী, সন্তান-অকামী নর-নারী কেন সংমিলিত হয়,—ঐ লালসার আগুনে দগ্ধ হইয়া থাকে। সে লালসা কি জান? সুখের অনুভূতি। যেমন সুখের অনুভূতির আকুল আকর্ষণে আত্মহারা হইয়া পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয়, নর নারী তদ্রূপ সুখের আকর্ষণ-লালসায় আবদ্ধ হইয়া সংমিলিত হয়। হিতাহিত-জ্ঞান পরিশূন্য হয়,—আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু মুহূর্ত্তের সংমিলনান্তেই ক্লান্ত ও কবিত্ব হীন হয়,—আবার পরক্ষণেই সেই আকুল আকর্ষণ,—সেই মরণ তাণ্ডব! কেন এমন হয়, জান? সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির সংমিলনেচ্ছা। ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃশক্তি যাহা, তাহা ঈশ্বর; আর মাতৃশক্তি যাহা, তাহা প্রকৃতি;—এই প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি, পালন ও লয় হইতেছে। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনাশাতেই জীবের সুখানুভূতি। আত্মবান্ পুরুষগণ নিজদেহে উহার উপলব্ধি করিতে পারেন,—অন্যে তাহা পারে না। অন্যে কেবল আকর্ষণেই আকর্ষিত। স্ত্রী ও পুংজাতীয় তড়িৎশক্তি ও চুম্বক শক্ত্যাদির সম্মিলন

ফল দেখিয়াও, এই অনুমানের প্রতিপোষণ করা যাইতে পারে। পৃথিবীর কোন স্থানেই ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য হইতে তির্য্যক্ এবং উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই স্ত্রীপুংসম্মিলনের দুইটি ফল দেখা যায়,—এক সৃষ্টি বা সন্তানোৎপত্তি, দ্বিতীয় আত্মসম্পূর্ত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন। তাই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মিলন,—তাই শ্রীকৃষ্ণাবতারে এই মধুর ধর্ম্মের প্রচার ও সংস্থাপন। কি করিয়া এই আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করিতে হয়, তাহাই মধুররসের সাধনায় উক্ত হইয়াছে।

শিষ্য। লজ্জায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না।

গুরু। ইহা সাধনাঙ্গ,—সুতরাং জিজ্ঞাসায় কোন দোষ নাই। কি জিজ্ঞাসা করিবে, বল?

শিষ্য। স্ত্রীপুরুষ বা মানব-মানবীর দৈহিক সম্মিলনে সেই প্রকৃতি পুরুষের সংমিলন বা আত্মসম্পূর্ত্তি কি প্রকারে ঘটিয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রায় সব কথাই বলিয়াছি। যদি না বুঝিয়া থাক,—আরও একটু স্থূল করিয়া কথাটা বলিতেছি, শোন—

মানুষ, পশু ও কীট পতঙ্গ আদি জীবন্ত প্রাণীগণ না হয়, ইন্দ্রিয়-সুখে সুখী হয় বলিয়া স্ত্রীপুরুষ-সম্মিলন করিয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভিজ্জ জগতে সে কথা হইতে পারে না; কারণ

তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই,—উহার স্পৃহাও নাই। অতএব উহার মূল কারণ এমন কিছু হওয়া চাই, যাহা কোনরূপ জীবরাজ্যেই অব্যাহত হইবে না এবং তাহা বোধ হয়, পুংস্ত্বশক্তি আর স্ত্রীত্বশক্তির আত্মলাভের স্পৃহা। জড়পদার্থের শক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে, পরস্পরে বিরুদ্ধ এক শক্তিই অপর শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করে। অপর একটি বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ভর না করিয়া,—তাহাকে আশ্রয় না করিয়া, কোন শক্তিই আত্মলাভ কিম্বা কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না। এই ঘটনায় সর্ব্বদাই শক্তিরাজ্যে পরস্পরের উপমাই চলিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এমন কি, মনে হয় যেন, এক শক্তিকে পরাভব করিবার নিমিত্তই অপর শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবর্ত্তী থাকা। চুম্বকশক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, যদি সমাকর্ষক চুম্বকশক্তি না থাকিত, তবে বিপ্রকর্ষক চুম্বকশক্তিও এ পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হইত না। আবার বিপ্রকর্ষক না থাকিলেও বোধ হয়, সমাকর্ষক চুম্বকশক্তির চিহ্ন পাওয়া যাইত না। এইরূপ, সংযোজক তড়িৎশক্তির অসদ্ভাব থাকিলেও বোধ হয়, জগতে বিয়োজক তড়িতের অস্তিত্ব থাকিত না। আবার বিয়োজকের অভাবেও সংযোজক তড়িৎ পাওয়া যাইত না। দেহের দক্ষিণাঙ্গের শক্তি নষ্ট হইলে, বামাঙ্গের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে না। শক্তির ক্রিয়া

এইরূপ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব এক একটি শক্তি, যাহা দ্বারা স্ত্রীদেহ স্ত্রী-আকারে এবং পুরুষ-দেহ পুরুষ-আকারে গঠিত হইতেছে, তাহাই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব,—তাহাই এক একটি শক্তিবিশেষ। তবে অবশ্যই উহা তড়িৎ চুম্বকাদি শক্তির ন্যায় স্থূল শক্তি নহে, কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম পদার্থ এবং নিতান্ত অবিপশ্চিতের এক-কালেই অনভিজ্ঞ বিষয়। বাস্তবিক ঐ তাড়িতাদি শক্তিও স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব শক্তির স্থূলতম রূপান্তর মাত্র। সংসারে যত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমস্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। ঐ দুইটি শক্তিই পরস্পরের ভবাবিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আলিঙ্গিত থাকিয়া নানা স্থানে নানা ভাবে বিকশিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তবে আমাদের এস্থলে প্রাণীজগতের স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব লইয়াই কথা,—অতএব জড়জগৎ পরিত্যাগে তদালোচনাই করা যাইতেছে।

যে স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্বের কথা বলা হইল, ঐ স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা এবং পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পরস্পরের আলম্বনে চেষ্টা করিতেছে। তদ্দ্বারা উভয়েরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ওজস্বিনী শক্তিদ্বয়ই মানব মানবীকে একীভূত করে। লৌহখণ্ডদ্বয়ে পরিস্ফুরিত বিরুদ্ধ চুম্বকশক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সংমিলনের ইচ্ছায় আলম্বিত লৌহদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া সংমিলিত হয়;

অথবা পরমাণুদ্বয়ে উত্তেজিত শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের একতা ইচ্ছায় আশ্রিত পরমাণু দুটিকে সঙ্গে করিয়া একত্রিত হয়, স্ত্রীপুরুষে উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব শক্তিও সেইরূপ নিজ নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া একত্রিত হয়; তদ্দ্বারা আনুভাবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনোদ্বয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়।

এই একতা বন্ধনের আশ্রয়ী বা কারণস্বরূপ মনসিজ বা কাম। কাম শ্রীকৃষ্ণের পুত্র;—কেন না, প্রথমে কাম বা কামনা শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রহ্মের মানস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। এখনও জীবের মন হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল,—স্ত্রীপুরুষের সংমিলনের দুইটি উদ্দেশ্য আছে, এক সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা,—দ্বিতীয় আত্মসম্পূর্ত্তি। ভাল, তবে ঐ বিষয়কে সাধুগণ,—বিবেকীগণ নিন্দার্হ বলিয়া এবং সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া ঘোষণা করেন কেন?

গুরু। ঘৃতে বল, বর্ণ ও আয়ুঃ প্রদান করে, কিন্তু অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ঘৃত ভোজনে যেমন বল, বর্ণ, আয়ুঃ বর্দ্ধন না করিয়া উদরের পীড়া জন্মে, তদ্রূপ এই ক্রিয়াও জ্ঞানের সহিত সংসাধিত না হইলেও আত্মপুষ্টি দূরের কথা—আত্মহত্যাই হইয়া থাকে।

শিষ্য। সে কি প্রকারে হয়?

গুরু। সাধনা দ্বারা।

শিষ্য। সে সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়?

গুরু। উহাকে মধুর রসের সাধনা বলে,—কামে এই সাধনা সিদ্ধ হয় না, প্রেমে হয়। ইহার সাধনা-সিদ্ধ-স্থল ব্রজধামে।

শিষ্য। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা কি এই সাধনা করিয়াছিলেন?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণের লীলাও তবে কামসম্ভূত?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে কি?

গুরু। প্রেমসম্ভূত।

শিষ্য। কাম আর প্রেমে পার্থক্য কি?

গুরু। অনেকবার তাহা বলিয়াছি। সংক্ষেপে আবারও বলি,—কাম আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতুষ্টি, আর প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি।

শিষ্য। এই জন্যই কি তান্ত্রিকেরা আর বৈষ্ণবেরা স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করেন?

গুরু। পূর্ব্বে তেমনই একটা প্রথা ছিল,—প্রকৃতির নিকটে শক্তি সংগ্রহ করিয়া আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করা হইত। অপূর্ণ মানুষ, পূর্ণ হইয়া লইত, এখন কিন্তু বিপরীত ভাব হইয়াছে।

শিষ্য। এখন যাহা করে, তাহা কি কুক্রিয়া?

গুরু। কেহ কেহ প্রকৃত সাধক থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যে, কুক্রিয়াই সাধিত হইয়া থাকে, তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। আত্মসম্পূর্ত্তি লাভের কি অন্য উপায় নাই?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির একত্ব না ঘটিলে সম্পূর্ত্তি কি প্রকারে ঘটিবে?

শিষ্য। কিন্তু ঐরূপ সাধনায় পাপ আছে?

গুরু। সাধন-পথ অবগত নহ বলিয়া পাপের কথা বলিতেছ।

শিষ্য। আপনি তবে সে বিষয় আমাকে শিক্ষা দিন।

গুরু। সে বিষয় বলিবার আগে, আরও কিছু বলিতে চাহি। এখন যাহা বলিতে প্রস্তুত হইতেছি,—তাহা বলিবার কারণ ছিল না, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমার মনে সন্দেহ হইয়াছে যে, তুমি হয়ত ভাবিয়াছ যে, স্ত্রীপুরুষের ঐন্দ্রিয়িক সম্মিলনে আধ্যাত্মিক সম্পূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। হাঁ, আমি তাহাই বুঝিয়াছি।

গুরু। সেইরূপ বুঝিয়াছ বলিয়াই, আমার ধারণা হইয়াছিল। মানুষ সুখ চায়,—কেবল মানুষ কেন, জগতে জীবমাত্রেই সুখ চায়। সুখপ্রাপ্তির অন্যতম নামই আত্ম-

সম্পূর্ত্তি। আত্মসম্পূর্ত্তি হইলেই সুখলাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ সংমিলন-জনিত ঐন্দ্রিয়িক-সুখে কি পূর্ণ সুখ আছে? ঐ সুখ ত ক্ষণকালস্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ। উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজ অপহারক ও পরিণাম-দুঃখে সুপরিপূর্ণ। যাহারা এই সুখের লোলুপ, তাহারা যৌবনান্তকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ঐ সুখের অভাব-জনিত যন্ত্রণানুভব করে এবং সুখভোগ সত্ত্বেও তাহারা ঐরূপ পরিণাম মনে করিয়া সর্ব্বদা প্রব্যথিত হয়। কেবল ইহাই নহে, যৌবন সত্ত্বেও অহোরাত্র—সর্ব্বদাই কোন প্রাণী ঐ সুখের অনুভব করিতে পারে না,—তাহা কোন মতে সম্ভবযোগ্যও নহে। উহা দিবারাত্রি মধ্যে অত্যল্পক্ষণ ব্যতিরেকে কাহারই লব্ধব্যও নহে। স্পৃহা কিন্তু সর্ব্বদাই থাকিবার কথা। অহোরাত্র মধ্যে যে যে ক্ষণে ঐ সুখের উপলব্ধি হয়, সেই সময়টুকু ব্যতীত সর্ব্বদাই তাহার অভাবজনিত ক্লেশানুভব হয়। এতদ্ব্যতীত মনোরম সংঘটনের অভাবজনিত ক্লেশ অনুভব হয়, বাঞ্ছিতের পীড়া বা মৃত্যুজনিত ক্লেশানুভব হয়, অনুরাগভঙ্গ জন্য ক্লেশানুভব হয়, নিজ দেহে ব্যাধিজন্য ক্লেশানুভব হয়, দু'দণ্ডের বিচ্ছেদজনিত ক্লেশানুভব হয়,—এই প্রকার কত সময় কত বিষয়ে ক্লেশানুভব হয়। অতএব ঐন্দ্রিয়িক মিলনে স্থায়ী সুখ কোথায়?

শিষ্য। তবে স্ত্রী-পুং-সম্পর্কে সুখ কোথায়?

গুরু। স্ত্রী-পুং-শক্তি মিলনে যে আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ হয়, তাহাতেই সুখ।

শিষ্য। তাহা হইলে, কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে, জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে হয়?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিভক্ত ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, ঐ দুই শক্তির মিলনে আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ ঘটিয়া থাকে,—তখন মানুষ পূর্ণ হয়। পূর্ণ হইলে জগতের যে প্রধান আসক্তি—নর-নারীর মিলনেচ্ছা, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। তখন ভগবানে নিশ্চিন্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কার্য্য করা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ না করিয়া নারীসম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে, তাহা পরিত্যাগ না করারই সমান হয়। দিনকতক পরি-ত্যাগ করিয়া থাকিলেও, আবার আসক্তি জন্মে,—আবার পতন হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহা করিতে হয়?

গুরু। সাধনা দ্বারায়।

শিষ্য। সেই সাধনাই বোধ হয় রসের সাধনা বা তান্ত্রিকের পঞ্চমকার সাধনা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। আমাকে সেইগুলিই বলুন।

গুরু। এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, পিতৃ-

শক্তি ও মাতৃশক্তির পরস্পর একটা মিলনেচ্ছা প্রবলরূপে প্রবাহিত হয়। যে কোনরূপে স্থায়ীভাবে তাহাদের মিলন করিয়া লইতে পারিলে, তবে আর ঐ মিলনেচ্ছা-আসক্তিতে পড়িতে হয় না।

শিষ্য। হাঁ, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

গুরু। আরও মনে রাখিও যে, ঐরূপ সাধনায় অপূর্ণ মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সে সাধনায় উপযুক্ত আধ্যাত্মিক বল লাভ করিতে পারে। তাই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ নদিয়ার পূর্ণ-চৈতন্য। তখন মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তির একতা বিধান-বিগ্রহ। আর একবার এ কথা বলিতে হইবে,— এখন সাধনা পদ্ধতির কথাগুলি বলি।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চতত্ত্ব।

শিষ্য। দয়া করিয়া এইবার আমাকে তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। হাঁ, তৎসম্বন্ধে তুমি যাহা শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল; আমি যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিতেছি।

শিষ্য। পঞ্চতত্ত্ব ব্যাপারটা কি, তাহাই আমার আদৌ জানা নাই,—তবে মোটামুটি শুনিয়াছি যে, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন; এই পঞ্চমকার;—যাহাকে পঞ্চমকার বলে, তাহাকেই কি পঞ্চতত্ত্ব বলে?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কাহারও কাহারও নিকটে শুনিয়াছি, পঞ্চতত্ত্ব ও পঞ্চমকার পৃথক্।

গুরু। না, এক। মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা; এই পঞ্চ মকার,—আবার উহাকেই পঞ্চতত্ত্ব বলে। যথা,

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র,—৫ম উল্লাস।

"শক্তিপূজা-প্রকরণে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন; এই পঞ্চতত্ত্ব সাধনস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

তবে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ; এই পঞ্চ মহাভূতকেও অনেক স্থলে পঞ্চতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। কিন্তু তন্ত্র যে স্থলে পঞ্চ মকার বা পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনই বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। এই পঞ্চ মকার বা পঞ্চতত্ত্ব কি, যথার্থ মদ্য, মাংস প্রভৃতি?

গুরু। কি বলিলে, বুঝিতে পারিলাম না?

শিষ্য। মদ্য, মাংস প্রভৃতি বলিয়া তন্ত্রাদিতে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কি যথার্থই আমাদের এই পার্থিব মদ, মাংস, আদি?

গুরু। নতুবা কি তাহা অপার্থিব?

শিষ্য। অপার্থিব না হউক, অন্ততঃ অনেকে বলেন, রূপক।

গুরু। রূপক কি প্রকার?

শিষ্য। উহার প্রকৃত অর্থ মদ্য মাংসাদি নহে।

গুরু। তবে কি?

শিষ্য। অন্যরূপ।

গুরু। অন্যরূপ কি প্রকার?

শিষ্য। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদকালে একজন পণ্ডিত

"তান্ত্রিক উপাসনার মূল মর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব" ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ঐ গ্রন্থের প্রথমেই সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে ঐরূপই লিখিত আছে।

গুরু। যদি তোমার স্মরণ থাকে, সেগুলি বলিতে পার।

শিষ্য। পুস্তকখানি আমার সঙ্গেই আছে,—আমি সেটুকু পাঠ করিতেছি।

গুরু। তবে তাহাই কর। কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে কাজ নাই,—সংক্ষেপে মুখেই বল।

শিষ্য। না, এমন দীর্ঘ প্রবন্ধ নহে। শুনুন,—

"তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন; এই পঞ্চ মকারের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে ইহার উদ্দেশ্য ও মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া এতৎসম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালের শিক্ষিত লোকে মদ্যপানের ব্যবস্থা, মাংস ভোজনপ্রথা, মৈথুনের প্রবর্ত্তনা ও মুদ্রার ব্যবহার জানিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ইহা নহে, তান্ত্রিকলোকের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন। যাহা হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম ও পঞ্চ মকারের মূল উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে যতদূর উদ্বোধন করা হইয়াছে এবং ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ

বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে তন্ত্রে পঞ্চ মকারের ব্যবস্থা, তাহাতেই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

আগমসারে প্রকাশ,—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

তাৎপর্য্য,—হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়; তাহা পান করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে; ইহারই নাম মদ্যসাধক। মদ্যসাধনার ন্যায় মাংস-সাধনা সম্বন্ধেও ঐ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে;—

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥

তাৎপর্য্য;—হে রসনাপ্রিয়ে! মা রসনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশ-সম্ভূত; যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায়। মাংসসাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যসংযমী মৌনাবলম্বী যোগী। এইরূপ মৎস্য সাধকের তাৎপর্য্য যে—প্রকার, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত আছে। যথা;—

গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ মৎস্যসাধকঃ॥

তাৎপর্য্য,—গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সতত চরিতেছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি মৎস্য ভোজন করে, তাহার নাম মৎস্যসাধক। আধ্যাত্মিক মতে গঙ্গা ও

যমুনা অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা; এই উভয়ের মধ্যে যে শ্বাস-প্রশ্বাস, তাহারাই দুইটি মৎস্য;—যে ব্যক্তি এই মৎস্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ যে প্রাণায়াম সাধক শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া কুম্ভকের পুষ্টি সাধন করেন, তাঁহাকেই মৎস্যসাধক বলা যায়। এইরূপ মুদ্রা সম্বন্ধেও শাস্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্॥
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে॥

তাৎপর্য্য;—হে দেবেশি! শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি; যদিও ইহার তেজঃ কোটি সূর্য্য সদৃশ, কিন্তু স্নিগ্ধতায় ইনি কোটি চন্দ্রতুল্য; এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনীশক্তি-সমন্বিত, যাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক হইতে পারেন। মৈথুনতত্ত্ব অতিশয় দুর্ব্বোধ্য এবং এ সম্বন্ধে গুরু পরম্পরায় দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের মতে মৈথুনসাধক পরমযোগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা বায়ুরূপ * * শূন্যরূপ স্ত্রী * * প্রবেশ করাইয়া কুম্ভকরূপে রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মতান্তরে তন্ত্রে প্রকাশ আছে; যথা,—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

তাৎপর্য্য ;—মৈথুন ব্যাপার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা পরমতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুনক্রিয়াতে সিদ্ধিলাভ ঘটে, এবং তাহা হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তন্ত্র শাস্ত্র ও তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের প্রতি ঘোরতর ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বাস্তবিক, আমাদের চর্ম্মচক্ষে যে কার্য্য ঘোরতর কদর্য্য ও কুৎসিত, করুণানিধান মহেশ্বর যে শাস্ত্রে তদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ কথা কখনও মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে না। যদিও আপাততঃ মৈথুন ব্যাপারটী অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে, তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার কতদূর গূঢ়ভাব সন্নিবেশিত আছে, তাহা বুঝা যাইতে পারে। যেরূপ পুরুষজাতি * * * * * রমণীতে উপগত হইলে প্রচলিত মৈথুন কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ র এই বর্ণে আকারের সাহায্যে ম এই বর্ণ মিলিত হইয়া তারকব্রহ্ম রাম নাম উচ্চারণরূপে তান্ত্রিক অধ্যাত্ম মৈথুন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়। প্রমাণ স্বরূপে তন্ত্রেই প্রকাশ, যথা ;—

রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসকুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপঃ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥

আকারো হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদাজাতো মহানন্দো ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রাম রাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্॥

তাৎপর্য্য ;—রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ড মধ্যে অবস্থিতি করে, মকার বিন্দুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! আকাররূপী হংসের আশ্রয়ে যখন ঐ উভয়ের একতা ঘটে, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া, ব্রহ্ম পদার্থ রাম নামে কথিত হইয়া থাকেন,—তিনিই তারকব্রহ্ম নামের কারণ।

যেরূপ মৈথুন কার্য্য আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপ, রমণ ও রেতোৎসর্গ; এই ছয়টি অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মৈথুন ব্যাপারেও এই প্রকার ছয়টি অঙ্গ দেখা যায়। প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা ;—

আলিঙ্গনাৎ ভবেন্ন্যাসশ্চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্।
আবাহনাৎ শীৎকারঃ স্যাৎ নৈবেদ্যমনুলেপনম্॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে॥

তাৎপর্য্য ;—যোগক্রিয়ার তত্ত্বাদি ন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীৎকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন, জপের নাম রমণ, দক্ষিণান্তের নাম রেতঃপাতন। হে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিকা,

তোমাকে বলিতেছি, তুমি এই মৈথুন তত্ত্ব অতিশয় গোপন করিবে। ফল কথা, ষড়ঙ্গযোগে এইরূপ ষড়ঙ্গ সাধন করার নামই মৈথুন সাধন। সাধারণে যে অর্থ সহজে গ্রহণ করেন, শিবের উক্তি তাহা নহে, এবং ধর্ম্মের উপাসনাকে এরূপ কুৎসিত আকারে পর্য্যবসিত করাও তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। যুবতীর কণ্ঠাশ্লেষ ন্যাস, মুখচুম্বন ধ্যান, স্পর্শশীৎকার আহ্বান, অঙ্গবিলেপন নৈবেদ্য, রমণ রূপ ও রেতঃ পরিত্যাগ দক্ষিণা বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে উপদেশ থাকিতে পারে না এবং পারিবারিক কথাও নহে, কলির জীব পঞ্চমকারের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না বলিয়া কলিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি মদ্যপান ও মৈথুনাদি ব্যাপার উপাসনার অঙ্গ হইত, তাহা হইলে এই ঘোরতর কলির অধিকারে ঐরূপ সাধনার অধিকারী ও উপাসকের ভাবনা কি? বাস্তবিক, ইহা যদি নীচজন-সেব্য নীচকার্য্যানুষ্ঠানের উপযোগী ব্যবহার হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি এবং শিববাক্যে লোকের আস্থাই বা কিরূপে জন্মিতে পারিবে? যখন শাসনের জন্য শাস্ত্রের নামকরণ, তখন এরূপ কদর্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া কি ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে? বিশেষতঃ শিবের শাসন এই যে, দিব্য ও বীরভাবে পঞ্চমকার সাধন করিতে হইবে, কলির জীব তাহাতে অসমর্থ ও অনুপযুক্ত বলিয়া দয়াময় দীনবন্ধু

সদাশিব এই উপাসনার পরিবর্ত্তে পশুভাবের সাধনাকেই বর্ত্তমান কালের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন!" *

গুরু। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অপূর্ব্ব তত্ত্বোপদেশ শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। হইয়াছে কি জান,—এখন একজন গোটা কয়েক শব্দ সংযোজনা করিয়া কিছু ছাপার কালীতে তুলিয়া দিতে পারিলেই তাহা প্রবন্ধ হইল, আর গোটাকয়েক সংস্কৃত শ্লোক গুছাইয়া তাহার যেরূপ সেরূপ অর্থ করিয়া গোটাকয়েক বাঙ্গালা অনুবাদ দিতে পারিলেই তিনি পণ্ডিত হইলেন। যদি শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াই এরূপ পণ্ডিত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হয়েন, তবে নিতান্ত অন্যায় হয় না,—নিজ নিজ মন্তব্য গ্রথিত না করিলেই আর লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না। তুমি যাহা পাঠ করিলে, উহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অশ্রদ্ধেয় প্রলাপ কাহিনী।

শিষ্য। প্রলাপ! বলেন কি?

গুরু। নিশ্চয়!

শিষ্য। আমি কিছু শুনিতে চাহি।

গুরু। তন্ত্রের সারমর্ম্ম লিখিতে গিয়া তন্ত্র-তত্ত্বের আত্মশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। আগে বাজে কথারই একটু

* বসুমতী প্রেস হইতে প্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মুখবন্ধ স্বরূপে লিখিত।

বলি,—অনুবাদক বলিতেছেন,—"কলির জীব তাহাতে অসমর্থ ও অনুপযুক্ত বলিয়া দয়াময় দীনবন্ধু সদাশিব এই উপাসনার (পঞ্চমকারের) পরিবর্ত্তে পশুভাবের সাধনাকেই বর্ত্তমান কালের (কলিকালের) পক্ষে সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" ইহা যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও মিথ্যা কথা—তাহা তাঁহার অনুবাদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতেই দেখান যাইতেছে।

পশুবীরদিব্যভাবা দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ।
শবাসনং চিতারোহো মুণ্ডসাধনমেব চ ॥
লতাসাধনকর্ম্মাণি ত্বয়োক্তানি সহস্রশঃ।
পশুভাবদিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—১ম উঃ।

পার্ব্বতী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাহাতে দেবতাগণের মন্ত্রসিদ্ধি ঘটে, আপনি তাদৃশ পশু, বীর ও দিব্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শবাসন, চিতারোহণ ও মুণ্ডসাধনও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি লতাসাধন প্রভৃতি অসংখ্য অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং পশুভাব ও দিব্যভাব স্বয়ং নিবারিত করিয়াছেন।"

ইহাতে স্পষ্টই কি নির্দ্দেশ করা হয় নাই যে, কলিতে পশুভাব ও দিব্যভাব তাদৃশ ফলদায়ক নহে, বীরভাবই আশু সিদ্ধির উপায়? আর প্রাগুক্ত পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া

গেলেন, কলিতে পশুভাবই অবলম্বনীয়। অন্যত্র একথা আরও স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে; যথা,—

তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্।
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতস্ত্রিয়ঃ॥
পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্ল্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে॥
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৪র্থ উঃ।

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—"সকল তন্ত্রে তোমার নানাপ্রকার রূপভেদ, যন্ত্রভেদ ও মন্ত্র-ভেদ-কথার উল্লেখ আছে এবং তোমার ত্রিবিধ ভাবময় উপাসনার কথাও প্রকাশ আছে। কলিযুগে পশুভাব নাই এবং দিব্য-ভাবও সুদুর্ল্লভ,—এই যুগে বীরসাধনানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ ফল-বিধায়ক। দেবি! কুলাচার ভিন্ন কলিযুগে সিদ্ধ হইবার উপায় নাই, এই কারণে সর্ব্ব প্রযত্নে কুল ধারণ করা সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে? পঞ্চতত্ত্বের মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া কতটা মিথ্যার আবিষ্কার করা হইয়াছে। এ প্রকারে ধর্ম্মের প্রকৃত পথ পরিষ্কৃত না হইয়া আরও অপবিত্র হয়, সন্দেহ নাই। প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া মনগড়া একটা অর্থ করিতে গেলে

নিজে হাস্যাস্পদ হইতে হয় এবং শাস্ত্রের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেওয়া হয়।

শিষ্য। পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও কি ঐ প্রকার সত্য গোপনই?

গুরু। নিশ্চয়।

শিষ্য। আমি শুনিতে চাই।

গুরু। মদ্য মাংসাদি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, প্রকৃত মদ্য মাংসের কথা বুঝিয়া বা ব্যবহার করিয়া লোকে শিক্ষিত লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছে,—কি পরিতাপ! তিনি যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—তন্ত্রের মদ্য মাংস ও সকল রূপক,—কিন্তু তাঁহারই অনুবাদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র যখন লোকে পাঠ করিবে, তখন তাঁহাকে কতদূর বিচারক বলিয়া ভাবিবে এবং তাঁহাকে কতদূর সত্যবাদী বলিয়া স্থির করিবে, তাহা তিনিই জানেন।

শিষ্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কি লেখা আছে?

গুরু। কেবল কি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে? সমগ্র তন্ত্রেই ঐ পঞ্চমকারের কথা লিখিত আছে।

শিষ্য। তাহাতে কি স্পষ্ট মদ্য মাংসাদির কথা আছে?

গুরু। নয়ত কি রূপকের কথা আছে? আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোক ভুল বুঝিয়া আসল মদ্য মাংসাদির দ্বারা সাধনা করিয়া আসিতেছে?

শিষ্য। আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা শ্রবণ করা কঠিন কাজ নহে। কিন্তু হায়! যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, যে বিষয়ে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সেই ঐ ব্যক্তি সকল অনধিকার চর্চ্চা করিয়া অসত্যের প্রচার করতঃ হাস্যাস্পদ হয়, এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে! যাহা হউক, পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা॥
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥
যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা।
নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

"সদাশিব কহিলেন,—গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী; এই ত্রিবিধ সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য; এই সকল সুরা তাল, খর্জ্জুর ও অন্যান্য দ্রব্যরসে সম্ভূত হইয়া থাকে; দেশ ও দ্রব্যভেদে নানাপ্রকার সুরার সৃষ্টি হইয়া থাকে;—দেবার্চ্চনাপক্ষে সকল সুরাই প্রশস্ত। এই সকল সুরা যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে যে কোন লোকদ্বারা আনীত হউক না কেন, শোধিত হইলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে জাতিবিচার নাই।"

ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে এবং ইহা যখন পাঠ করিবে, তখন পণ্ডিত মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মার্থের প্রতি লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা থাকিবে? এ স্থলে কি স্পষ্টতর-রূপে প্রকৃত মন্ত্রের কথাই বলা হয় নাই?

শিষ্য। ইহাতে আর দ্বিবিধ মত পোষণ করা যাইতে পারে না।

গুরু। অতঃপর মাংস সম্বন্ধেও কিছু শোন;—

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ কস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্॥
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে।
যদ্ যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ॥
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

"মাংস ত্রিবিধ;—জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যে কোন লোক দ্বারা ঘাতিত বা যে কোন স্থান হইতে আনীত হউক, নিঃসন্দেহ তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু দেয়, তাহা সাধকের ইচ্ছানুগত;—যে মাংস যে বস্তু নিজের তৃপ্তিকর, ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তাহা প্রদান করাই কর্ত্তব্য। দেবি! পুংপশুই বলিদানক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে,—স্ত্রীপশু বলি দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা দিতে নাই।"

ইহাতেই বলা যাইতে পারে যে, জান্তব মাংস দ্বারা সাধনা করা তন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে,—উহার অর্থ বাক্য-সংযত করা বা মৌনী হওয়া?

শিষ্য। কথনই নহে। এরূপ স্পষ্ট করিয়া জান্তব মাংস ও বলিদানের কথা লিখিত হইয়াছে। ভাল, মৎস্যের কথা বলুন।

গুরু। তাহাও বলিতেছি,—

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীনরোহিতাঃ।
মধ্যমা কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ॥
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যাঃ যদি সুষ্ঠু বিভর্জ্জিতাঃ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

"মৎস্যের পক্ষে শাল, বোয়াল ও রোহিত; এই তিন জাতি প্রশস্ত। কণ্টকহীন অন্যান্য মৎস্য মধ্যম এবং বহু কণ্টকশালি মৎস্য অধম; যদি শেষোক্ত মৎস্য সুন্দররূপে ভর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে।"

এখনও কি বলিতে হইবে যে, তন্ত্রের মৎস্য রূপক নহে; তাহা আমাদের নিত্য খাদ্য শাল বোয়াল রুই প্রভৃতি মৎস্য।

শিষ্য। আর কেন? এক্ষণে মুদ্রার বিষয় বলুন।

গুরু। শ্রবণ কর,—

মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিপ্রভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভব।

যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্বং মনোরমম্ ॥
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা।
ভর্জ্জিতান্যন্যবীজানি অথবা পরিকীর্ত্তিতা ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

"মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যাহা চন্দ্রবৎ শুভ্র, শালিতণ্ডুল অথবা যব-গোধূম প্রস্তুত, যাহা ঘৃতপক্ক ও মনোহর, তাহাই উত্তম মুদ্রা বলিয়া গণ্য হয়। যাহা ভৃষ্টধান্য,—অর্থাৎ খৈ মুড়কীতে প্রস্তুত, তাহা মধ্যম এবং যাহা অন্য শস্য ভর্জ্জিত, তাহাই অধম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।"

শিষ্য। অতঃপর শেষ তত্ত্বটির বিষয় অবগত হইতে পারিলেই পঞ্চতত্ত্বের বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে পারি।

গুরু। শেষ তত্ত্বের কথাও বলিতেছি,—

শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যং প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

"কলি প্রবল হইলে, শেষ তত্ত্ব সর্ব্বদোষবর্জ্জিত আপনার স্ত্রীতেই সম্পন্ন হইবে।"

শেষতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য কথার উদ্ধার না করিয়া যে শ্লোকটি বলিলাম, তাহাতেই তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, উহা সহস্রারে জীবাত্মার রমণ নহে।

শিষ্য। সমস্ত কথাই বুঝিলাম,—কিন্তু এক মহান্ সন্দেহ হৃদয়ে উদ্ভূত হইল।

গুরু। সে সন্দেহ কি?

শিষ্য। তন্ত্র কি এই সকল কদর্য্য-ক্রিয়ার উপদেষ্টা?

গুরু। এ সকল কি কদর্য্য ক্রিয়া?

শিষ্য। যাহা করিলে অন্যান্য শাস্ত্রের মতে পাতক হয়, তন্ত্রমতে তাহাই সাধনার অবলম্বন?

গুরু। তন্ত্র বৈজ্ঞানিক সাধনোপায়, ইহা নিশ্চয় জানিও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পঞ্চতত্ত্বের তত্ত্ব।

শিষ্য। আমি নিতান্ত অজ্ঞান এবং বহুজনের মতামত শ্রবণ করিয়া চিত্তকে একরূপ সংশয়-দুল্যমান্ করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে সেই সকল সংশয় ছেদন ও অজ্ঞানবিনাশের জন্য আপনাকে একই বিষয় লইয়া বহুপ্রকারে বিরক্ত করিতেছি;—শিষ্য বলিয়া, অজ্ঞান বলিয়া, অধমকে ক্ষমা করিবেন।

গুরু। ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন কি? শাস্ত্র-বিষয় লইয়া যতই আলোচনা করিবে, ততই হৃদয়ে আনন্দ হইয়া থাকে। এক্ষণে আর যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা বল।

শিষ্য। যে বিষয় শুনিতেছিলাম, এখনও তাহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

গুরু। কোন্ বিষয় বুঝিতে পার নাই?

শিষ্য। তন্ত্রে যে মদ্য, মাংস প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের বিষয় উল্লেখ আছে, তাহা রূপক শুনিয়া তথাপি মনটাকে একটু আশ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম,—এক্ষণে আপনি যে সকল তান্ত্রিক বচন উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন, তাহাতে আর যে সকলকে কথনই রূপক বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না,—তবে কি সত্য সত্যই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে, মানুষ ঐ সকল ঘৃণ্য কাজে পরিলিপ্ত হয়?

গুরু। উহা ঘৃণ্য কাজ নহে। জগতে যাহা আছে, সমস্তই কাজ,—কোন কাজের হাত হইতেই নিস্তার পাইবার কাহারও উপায় নাই, তাই ভোগের পথ দিয়া মানুষকে বিবেকের পথে লইবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের ঐ বিধান।

শিষ্য। ভাল, আর একটা কথা।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। পূর্ব্বে আগমসার হইতে পঞ্চতত্ত্বের যে শ্লোকগুলি আপনাকে শুনাইয়াছি, উহাও অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রের কথা,—তবে সেগুলি কি মিথ্যা লিখিত হইয়াছে? এই উভয় তন্ত্রের বিরোধিতা নিরাকরণের উপায় কি?

গুরু। উপায় সুন্দরই আছে।

শিষ্য। তাহা কি?—আমাকে বলুন?

গুরু। এখন কথা হইতেছে, সদাশিব বলিয়াছেন,—কুলাচারই সাধনার শ্রেষ্ঠ,—কুলাচার ব্যতিরেকে মানুষের উদ্ধারের উপায় নাই। কুলাচারে পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে সাধনা হয় না,—কিন্তু যাহারা প্রথম সাধক, তাহারাই না হয়, ঐ সকলের সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যাহারা সাধনার দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়াছে, তাহারা কি করিয়া ঐ সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে এবং কেনই বা করিতে যাইবে, তাহাদের দেহই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—এ ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই বিদ্যমান। তাহারা তখন দেহ হইতেই ঐ পঞ্চতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দেবীকে প্রদান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রথম স্তরের সাধকের দেহের উপরে সে প্রকার ক্ষমতা জন্মে না বলিয়াই, তাহাদিগকে ঐ সকল তত্ত্ব বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

শিষ্য। পঞ্চতত্ত্বের কথা যাহা বলিলেন,—তাহাতে মানুষের কি উপকার হইয়া থাকে ?

গুরু। সে কথা তন্ত্রেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বলিতেছি—শ্রবণ কর।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কুলং কিং পরমেশানি কুলাচারশ্চ কিং বিভো।
লক্ষণং পঞ্চতত্ত্বস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"পার্ব্বতী কহিলেন,—হে পরমেশ! কুল কি, কুলাচার কাহার নাম এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ কি,—আমি তোমার নিকট হইতে তাহার যাথার্থ্য শুনিতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং কুলেশানি সাধকানাং হিতৈষিণী।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ যথাবদবধারয়॥
জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"সদাশিব কহিলেন,—কুলেশ্বরি! তুমি সাধকগণের হিতৈষিণী, তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি তোমার প্রীতি সাধনের জন্য যথাযথ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ও বায়ু; এই নয়টি কুল বলিয়া কীর্ত্তিত। এই নয়টি কুলে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক কল্পনাশূন্য অনুষ্ঠানই কুলাচার বলিয়া অভিহিত।"

কুলাচারগতা বুদ্ধির্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা।
তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে॥
সদ্‌গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্।
কুলাচাররতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈ কুলেশ্বরীম্॥
যজন্তঃ কালিকামাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ সাধকোত্তমাঃ।
ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ ব্রজত্যন্তে নিরাময়ান্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"যদি বুদ্ধি কুলাচারের অনুগামিনী হয়, তাহা হইলে তাহার নির্ম্মল ভাব ঘটে, সুতরাং সে সময়ে অনায়াসে সেই

বুদ্ধি আত্মাদেবীর চরণ-কমলে প্রধাবিত হয়। যে সকল ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সেবা দ্বারা পরাৎপরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতঃ কুলাচারে রত ও পঞ্চতত্ত্বে স্থিরচিত্ত হইয়া কুলেশ্বরী কালিকার পূজা করে, তাহারা কুলজ্ঞ ও সাধকশ্রেষ্ঠ ;—তাহারা ইহ-সংসারে নিখিল ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া চরমে নিরাময় ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে।"

এখন, পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে সদাশিব যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি।

মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিস্মারকং মহৎ।
আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণং॥
অসংস্কৃতঞ্চ যত্তত্ত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্।
বিবাদরোগজননন্ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"আদ্যতত্ত্বের লক্ষণ এই,—ইহা মহৌষধি-স্বরূপ, ইহার আশ্রয়ে জীবগণ নিখিল দুঃখ-ভোগ বিস্মৃত হয় এবং ইহা অতিশয় আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। যদি আদ্যতত্ত্ব সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে, উহা হইতে মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! কৌলগণের পক্ষে অসংস্কৃত তত্ত্ব পরিত্যাগ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।"

গ্রাম্যবায়ব্য বন্যানামভূতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়ং তত্ত্বলক্ষণম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"দ্বিতীয় তত্ত্ব,—গ্রাম্য-ছাগাদি, বায়ব্য—তিত্তিরী প্রভৃতি পক্ষী ; বন্য-মৃগাদি ; ইহাদের দেহোৎপন্ন পদার্থ পুষ্টিকর, বুদ্ধি, তেজ ও বলবিধায়ক।"

জলোদ্ভবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্।
প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"তৃতীয় তত্ত্ব,—কল্যাণি! তৃতীয় তত্ত্ব—প্রজাবৃদ্ধিকর, জীবের জীবন স্বরূপ, জলজাত এবং সুখপ্রদ।"

সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ।
আয়ুর্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"চতুর্থ তত্ত্ব,—সুলভ, ভূমিজাত এবং জীবের জীবন-স্বরূপ ও ত্রিজগতের জীবের আয়ুর মূলস্বরূপ।"

মহানন্দকরং দেবিং প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্।
অনাদ্যন্ত জগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

পঞ্চমতত্ত্ব,—"মহা আনন্দজনক, প্রাণি সৃষ্টি কারক, আদ্যন্ত রহিত জগতের মূল।"

আদ্যতত্ত্বং বুদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে।
আপস্তৃতীয়ং জানী হি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে॥
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে।
ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলতত্ত্বানি পঞ্চ চ।
আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮ম উঃ।

"প্রিয়ে! তেজ আদ্যতত্ত্ব, দ্বিতীয় পবন, তৃতীয় জল, চতুর্থ পৃথিবী। হে বরাননে! পঞ্চতত্ত্বকে জগতের আধার বলিয়া জানিও। কুলেশ্বরি! যে লোক এই প্রকারে তত্ত্ব, কুল ও কুলাচার পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্মে রত হয়। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।"

এখন বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, পঞ্চতত্ত্বের সাধনা করা আমোদ বা ব্যভিচার নহে। ইহা পঞ্চ ভূতের মহা সাধনা। মানুষ সুখ চায়,—সুখ না পাইলে তাহার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হয় না। কিন্তু সুখ কোথায়, তাহা সে খুঁজিয়া পায় না। যাহাতে হস্তক্ষেপ করে, তাহাতেই সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ-লাভ করিয়া থাকে। সেই সুখপ্রদানার্থই ঐ পঞ্চতত্ত্বের সাধনা।

শিষ্য। মদ খাইলে আনন্দ বা সুখ হয়, তাই কি মদ খাইবার ব্যবস্থা?

গুরু। এই কি এত আলোচনার পরিণাম? মদ খাইলেই কি সুখ হয়! সেত মুহূর্ত্তের ক্রীড়া। যাহারা মদ খায়, তাহাদের নিকট শুনিয়াছি, যতক্ষণ হাতে গ্লাস থাকে, ততক্ষণ সুখ,—তারপর জড়তা, উন্মত্ততা আর কষ্ট। কিন্তু হাতে গ্লাস থাকিলেই বা সুখ কোথায়? আরও ঢাল,—দ্রব বহ্নি উদর দগ্ধ করুক—চৈতন্য বিলোপ করুক—এই আকাঙ্ক্ষা; ইহাই ত অসুখ বা দুঃখ। তবে মদে সুখ কোথায়? তারপর যকৃৎ বৃদ্ধি, হাঁপ-কাশ প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি,—তবে সুখ কোথায়?

শিষ্য। কেন, তন্ত্র ত বলিয়াছেন, আদিতত্ত্ব বা মদ্য—"মহৌষধ স্বরূপ; ইহার আশ্রয়ে জীব নিখিল দুঃখ ভোগ বিস্মৃত হয়, এবং ইহা অতিশয় আনন্দ বিধান করিয়া থাকে।"—আমরাও জানি, মদ সকল রোগের ঔষধেই লাগিয়া থাকে, তার পর পান করিলে, দুঃখের কার্য্য ভুলিয়া 'নবাবী চাল' চালিয়া বসে, একটু আনন্দও দেয়।

গুরু। সে আনন্দকে শাস্ত্র আনন্দ বলিয়াই স্বীকার করেন না,—তাহা দুঃখেরই পূর্ব্বাবস্থা।

শিষ্য। তবে ইহাতে কি আনন্দ হয়?

গুরু। উহা মন্ত্রপূত ও সংস্কৃত হইলে তেজধর্ম্মী হয়, তখন উহা কুণ্ডলিনী শক্তির মুখে আপতিত হইয়া তাঁহাকে উদ্বোধিতা করে,—এই জন্যই সাধকের মদ্য পান।

শিষ্য। কিন্তু এমন বিষবৎ পদার্থকে তৎস্থানীয় না করিলেই ভাল হইত।

গুরু। বিষ কি?

শিষ্য। মদ্য।

গুরু। সংসারে পরমার্থতঃ হিতকর বা অহিতকর বস্তু কি আছে? শ্রুতি বলিয়াছেন,—"কোন বস্তু বস্তুতঃ অহিতকর বা বিষ নহে, প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতা নিবন্ধন কোন বস্তু হিতকর-বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুকূল বা সংবাদী এবং কোন বস্তু অহিতকর-বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রতিকূল, বাধাপ্রদ বা বিসংবাদী বলিয়া

প্রতীয়মান হয়।" বিষয়-বৈষম্যই বিষ, বিষ বস্তুতঃ পরমার্থতঃ বিষ নহে। ডাক্তার হার্টমন্‌ও (F. Hart man. M. D.) অনেকাংশে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন *। চরক সংহিতা বলিয়াছেন,—"যে অন্ন প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, অযুক্তি-পূর্ব্বক ভক্ষিত হইলে, সেই অন্নও জীবন সংহার করিয়া থাকে, আবার বিষ প্রাণহর হইলেও যদি যত্ন পূর্ব্বক ব্যবহার হয়, তবে রসায়ন প্রাণপ্রদ হয়।" সংসারে কোন দ্রব্যই একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর নহে। প্রয়োজন ও কার্য্য সাধনজন্য যথোচিত ব্যবহারই শুভকর। তেজঃ পদার্থের প্রয়োগ ব্যতিরেকে যাহার কুণ্ডলিনী জাগিবে না, তাহার জন্য যথাবিধি মদ্য প্রয়োগে দোষ কি? আর

* বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।—মহোপনিষৎ।

"Nothing is poisonous or impure if it stands by itself, only if two things whose natures are incompatible with each other come into contact, can a poisonous action take place or an impure condition be produced."

"Everything is in itself perfect and good, only when it enters into relation with another thing does relative good and evil come into existence, if anything enters into the constitution of Man, which is not in harmon with its elements, the one is to the other an impurity and can become a poison."

যাহার কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে, যাহার সুষুম্নামার্গ পরিষ্কৃত হইয়াছে,—তাহার সে কাজে প্রয়োজন কি? শাস্ত্র তাই তাহাদিগকে মদ্যপানে একান্ত নিষেধ করিয়া পাতকজনক কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

শিষ্য। তন্ত্রশাস্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রে?

গুরু। না,—তন্ত্রশাস্ত্রেই।

শিষ্য। আমি শুনিতে চাই।

গুরু। বলিতেছি, শোন,—

অত্যন্তপানান্মদ্যস্য চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী।
বুদ্ধির্ব্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্॥
বিভ্রান্ত বুদ্ধের্ম্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
স্বানিষ্টং বা পরানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে॥
অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু।
অত্যাসক্তজনান্ কায়ধন দণ্ডেন শোধয়েৎ॥
নিখিলা নর্থ যোগস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ।
দাহজিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তঞ্চ পার্থিবঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"যাহাদের অতিশয় মদ্যপান করিতে করিতে চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী বুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। মদিরা পানের দ্বারা বিভ্রান্তবুদ্ধি মনুষ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারে সম্পূর্ণ অশক্ত, সুতরাং নিজের অনিষ্ট বা পরের অনিষ্ট আচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়

না, অতএব রাজা বা সম্রাট্ সুরামত্ত ব্যক্তিকে শারীর ও আর্থিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করিবেন। মদ্যপায়ী সমস্ত প্রকার অকর্ম্ম করিতে পারে, এবং উহাদের আত্মা এতই পাপাক্রান্ত হয় যে, ঈশ্বরেতেও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে না। এতাদৃশ নরাধমকে রাজা জিহ্বা দগ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত অর্থ কাড়িয়া লইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।”

এখন বোধ হয়, তোমাকে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে যে, মানুষ মাতাল হইয়া আনন্দ লাভ করুক। মদ্যপায়ী যে মনুষ্যত্বের বাহিরে চলিয়া যায়, মদ্যপায়ী যে পশুরও অধম হইয়া পড়ে, মদ্য-পায়ীর যে সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞানী মহাযোগ-বলশালী মহাদেব অবগত ছিলেন, কিন্তু ঐ তেজঃ প্রদান দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণ জন্য উহা দ্বারা তন্ত্রের সাধনা প্রচারিত হইয়াছে।

এক্ষণে স্থির হইল যে, শাস্ত্রকার অবগত ছিলেন, মদ্যপান অতি দূষণীয়; তথাপি ঐ তেজঃতত্ত্ব সাধনার জন্য গ্রহণে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রে অধিকারী-বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার সমাবেশ আছে, সুতরাং শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ বাক্যে দোষ নাই। এক প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মদিরা পানের বিধি করিয়াছেন, আবার যে প্রকার অধিকারীর পক্ষে অতীব অহিতকর, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে,—

মদ্যপানাৎ দ্বিজাতীনাং গর্হিতং পাতকং নহি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ স্পৃষ্ট্বা পীত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥

দেবীপুরাণ।

"দ্বিজাতিগণের পক্ষে মদ্যপান অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় পাপ আর নাই। মদ্য স্পর্শ করিলে দ্বিজাতি-গণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এবং পান করিলে নরকগামী হইতে হয়।"

আবার বলিতেছেন,—

কলৌ তু সর্ব্বশাক্তানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
মদ্যং বিনা সাধনন্তু মহাহাস্যায় কল্পতে॥

যোগিনীতন্ত্র।

"কলিযুগে সমস্ত শাক্তের পক্ষে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য ব্যতীত মহাদেবীর সাধন হাস্যকর কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; অর্থাৎ সাধন সম্পন্ন হয় না।"

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেব চ।
পঞ্চমাত্তু পরং নাস্তি শাক্তানাং ভোগমোক্ষয়োঃ॥

কালীকুলার্ণব।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন এই পাঁচটিকে তত্ত্ব বলে। এই পঞ্চতত্ত্বের অবলম্বন ব্যতীত শাক্তদিগের ভোগ ও মুক্তির উপায় নাই।"

শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরোদ্গমঃ।
মদ্যং বিনা তথা দেব্যাঃ পূজনং নিষ্ফলং মতম্॥

কামাখ্যাতন্ত্র।"

"প্রস্তরের উপরে শস্য বপন করিলে, তাহা হইতে কদাচ অঙ্কুরের উদ্গম হয় না, তেমনি মন্ত্র ব্যতীত জগদম্বার অর্চ্চনা নিষ্ফল হয়।"

এই যে বিরোধ বচন দৃষ্ট করা যায়, ইহার কারণ ঐ অধিকারী ভেদ। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, যাহার কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়াছে, যাহার ব্রহ্মভাব হৃদ্‌গত হইয়াছে, তাহার আর এই পার্থিব জড় সাধনা কেন? তন্ত্রশাস্ত্রেও একথা লিখিত হইয়াছে।

শিষ্য। কি লিখিত হইয়াছে?

গুরু। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট হয়।

শিষ্য। আমাকে তাহা বলুন।

গুরু। ইহা বুঝিতে হইলে তান্ত্রিক 'আচার ও ভাব' বিষয়ে কিছু জানিতে হইবে।

শিষ্য। আপনি দয়া করিয়া তাহাও বলুন।

গুরু। তাহা হইলে আমাদের আলোচ্য বিষয় একটু পশ্চাতে পড়িয়া যাইবে।

শিষ্য। পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করা যাইবে। এক্ষণে "আচার ও ভাব" সম্বন্ধে কিছু বলুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আচার ও ভাব।

শিষ্য। আপনি যে আচার ও ভাব সম্বন্ধে বলিবেন, তাহা না শুনিলে, এই পঞ্চতত্ত্বের অধিকারী সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝিতে পারিব না; অতএব তাহা আমাকে আগেই বলুন।

গুরু। সে বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"কুলার্ণবতন্ত্রে আচারকে সাতপ্রকারে বিভক্ত ও ভাবকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রে আচার ও ভাবকে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু উহারা বাস্তবিক কি পদার্থ, তাহা আমাদিগের প্রথমেই দেখা কর্ত্তব্য।"

আচার ও ভাব যত প্রকারেই বিভক্ত হউক, কিন্তু উহা মূলতঃ এক পদার্থ। যেমন এক ঘটকে কৃষ্ণঘট, শুক্লঘট ও রক্তঘট; এই তিন প্রকারে বিভিন্ন করিলেও ঘটের একত্ব দূরীভূত হয় না, তদ্রূপ আচার সাতভাগে বিভক্ত হইলেও, আচার মূলতঃ এক। কিন্তু ঘট জিনিষটা যদি জানা না থাকে, তবে তাহা যেমন জানিতে পারা যায় না, তেমনি আচার সাত প্রকার, ভাব তিনপ্রকার, এই কথায় ইহার বিভাগমাত্রই জানিতে পারা যায়, কিন্তু আচার ও ভাব পদার্থটি যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় না,

সুতরাং আচার ও ভাবের বিভাগের সারই আচার ও ভাব পদার্থটি আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। আচার বলিতে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কার্য্য বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে কার্য্যগুলি বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহার অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই আচার বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথাসময়ে সন্ধ্যা-বন্দনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠেয় কতকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে,—আর অনুষ্ঠেয় কার্য্যসমষ্টির মধ্যে কতকগুলি একত্রিত করিয়া এক এক আচার নামে বিভক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অনুষ্ঠেয় বিষয়ের নাম বেদাচার, কতকগুলির নাম বৈষ্ণবাচার ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। অতএব আচার বলিতে শাস্ত্রবিধি-বিহিত অনুষ্ঠেয় কার্য্য সমষ্টিকেই বুঝাইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি-বিগর্হিত কার্য্যকেও আচার বলে,—কিন্তু তাহা কাদাচার।

ভাবশব্দে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষ বুঝিতে হইবে। যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ এক ভাব,—পরে যখন ভেদজ্ঞান দুর্ব্বল হইয়া ভেদজ্ঞানের ক্ষীণতা এবং অভেদজ্ঞানের প্রবলতা হয়, অভেদজ্ঞানের বিকাশাবস্থা হয়, তখন আর একটি ভাব এবং যখন ভেদজ্ঞান লেশমাত্রও থাকে না, অভেদজ্ঞানেরই প্রবলতা—অভেদজ্ঞান তীব্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন আর একটি ভাব,—এইরূপে জ্ঞানেরই

অবস্থা বিশেষে এক একটি ভাব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের অবস্থার ইতর বিশেষ অনুসারে ভাবও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখন আচার ও ভাবের বিভাগ শাস্ত্র যে প্রকারে করিয়াছেন, তাহা শোন,—

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি।

সাধারণ আচার অপেক্ষা বেদাচারই শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার, বামাচার অপেক্ষায় সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার হইতে কৌলাচার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে;—কৌলাচারই আচারের শেষ সীমা, ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ আচার নাই।

ইহার দ্বারা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার, এই সাত প্রকার আচারের কথা অবগত হওয়া গেল। এখন এক হইতে অপর শ্রেষ্ঠ কিসে, তাহা অবগত হইতে হইলে, সকলগুলিরই লক্ষণ জানা আবশ্যক। শাস্ত্রে উহাদের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই,—

সন্ধ্যামুপাস্ত বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
অনাবৃত শরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ॥

"ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথাবিহিত ভাবে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া পরে আবশ্যকীয় সাংসারিক কার্য্য করিবে এবং গাত্রাবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিবে।"

রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাহ্ণিকে।
ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ॥

"রাত্রি, উভয়সন্ধ্যা এবং অপরাহ্ণ সময়ে বেদাচারনিরত ব্যক্তি দেবতার অর্চ্চনা করিবে না এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় ভার্য্যাতে উপগত হইবে না।"

মৎস্যং মাংসং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু।
যদন্যদ্বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়মতৎপরঃ॥

পঞ্চ পর্ব্বদিনে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবির সংক্রমণ-কাল সংক্রান্তি; এই পাঁচটিকে পঞ্চ পর্ব্ব বলে) মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিবে না। বেদাচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি নিয়ম বলা হইল, প্রকৃত পক্ষে বেদবিহিত যজ্জাবতীয় নিয়মেরই প্রতিপালন করিতে হইবে।"

অনন্তর বৈষ্ণবাচার,—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাদ্ভীতির্নবিদ্যতে॥

"মহেশ্বরি! অনন্তর তোমার নিকটে বৈষ্ণবাচারের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি। এই বৈষ্ণবাচার বেদাচার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট,—এই আচার বিশেষরূপে অবগত হইয়া

ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে যম-ভয় নিবারিত হয়,—অকালে ভীষণ কালে গ্রাস করিতে পারে না, এবং এতাদৃশ আচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যাহাদের দেহাভিমান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঈদৃশ অযথা নিয়ত বিনাশ দেহের বিনাশ আশঙ্কায় কালের নিকট বিন্দুমাত্র ভীত হয়েন না।"

বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎ কথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

"পূর্ব্বোক্ত বেদাচারের নিয়ম অনুসারে সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মৈথুন ও তৎসম্বন্ধী সংলাপ বর্জ্জন করিবে,—মৈথুনাদি বিষয়ক চিন্তাও করিবে না।"

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ॥

"হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, এবং মাংস ভোজন বর্জ্জন করিবে, রাত্রিতে পূজা ও মালাজপাদিও করিবে না।"

বিষ্ণুঃ সমর্চ্চয়েদ্দেবি বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

"দেবি! পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি দোষ বর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে, এবং সংসারে যাহা কিছু ভাল মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা সমস্তই বিষ্ণুতে সমর্পণ করিবে, এবং আপনার দেহ, মন, আত্মা অবধি সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় ভাবনা করিবে।"

তপঃ কষ্টাতিসহ্নেন সর্ব্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া।
বৈষ্ণবাচার ঈশানি বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে॥

"ঈশানি! বৈষ্ণবাচারে নানাপ্রকার চান্দ্রায়ণাদি তপঃ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সুতরাং ক্রমশঃ চিত্তের রজস্তম মল কাটিয়া যায়, সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, ভগবান্ বিষ্ণুর সত্ত্বময়ত্ব চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের প্রসার হয়,—অতএব সাধক ক্রমে ঊর্দ্ধ সোপানে আরোহণ করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই বৈদিকাচার হইতে বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ।

অতঃপর শৈবাচার ;—

বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ।
তদ্বিশেষো মহেশানি পশুহিংসাবিবর্জ্জনম্॥
শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।
তোষয়েৎ বক্তৃবাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হরম্।
তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥
সিধ্যত্যাশু মহেশানি শিবাচারনিষেবনাৎ।
অতস্তাভ্যাং পরোধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

"দেবি! বেদাচারে যে যে ক্রম বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই শৈবাচারে অনুষ্ঠেয় এবং বেদবিহিত সমস্ত কার্য্যই করিতে হইবে। কিন্তু শৈবাচারে পশুহিংসাদি একেবারেই করিতে নাই। এই প্রকারে হিংসাদি দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রশান্ত মহেশ্বর সদাশিবের চিন্তা করিবে। এবং তাঁহাতেই সমস্ত কার্য্য ও তৎফল বিন্যস্ত করিবে। এবং বক্তৃবাদ্যের দ্বারা চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক

মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে ও সর্ব্বদা তাঁহাকেই শরণরূপে প্রপন্ন হইয়া মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম্মের দ্বারায় তাঁহারই পরিকর্ম্ম করিতে হইবে। মন তাঁহারই ধ্যান করিবে, বাক্য তাঁহারই গুণাখ্যাপন—তাঁহারই মহিমা বর্ণনা করিবে—অধিক কি, যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই তদর্থ ইহা মনে করিবে। নিজের নিমিত্ত—আত্মভোগের উদ্দেশে কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবে না। এই প্রকারে শৈবাচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে।

শৈবাচারে পশুহিংসাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং ভগবান্ মহেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তন্ময়ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে, অতএব বেদাচার ও বৈষ্ণবাচার অপেক্ষাও শৈবাচার শ্রেষ্ঠ।

তৎপরে দক্ষিণাচার,—

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমম্বিকে।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥

"বর্ত্তমানে দক্ষিণাচার-বিধি বলিতেছি, যাহার স্মরণমাত্রেই মানব সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।"

প্রবর্ত্তকোঽয়মাচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োঃ।
অতস্তেভ্যঃ কুলেশানি শ্রেষ্ঠোঽসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ॥

"দক্ষিণাচার দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্ত্তক। সাধকের দক্ষিণাচারে কৃতকৃত্যতা হইলেই, ক্রমে বীর ও দিব্যভাবের

স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়। অতএব, পূর্ব্বোক্ত বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার অপেক্ষাও এই আচার শ্রেষ্ঠ।

বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে।

*　*　*　*

সাধক রাত্রিতে বেদাচারোক্ত পদ্ধতিক্রমে ভগবতী জগদম্বার অর্চ্চনা করিয়া বিজয়া সিদ্ধি পান করতঃ অনন্য-চিত্তে মায়ের মন্ত্র জপ করিবে। (এই সময়ে সাধকের হৃদয়-ক্ষেত্র মা-ময় হইয়া যায়,—ভেদজ্ঞানও ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন সাধকের বহির্দৃষ্টি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়,—ক্রমে বীরভাব ও দিব্যভাব বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়। এই নিমিত্তই দক্ষিণাচার দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে।) দক্ষিণাচারী সাধক চতুষ্পথ, শ্মশান, শূন্যগৃহ এবং নদীতটে মায়ের উপাসনা করিবে।

এই সময়ে সাধক সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন। দক্ষিণাচারী সাধকের রজস্তমোগুণ প্রায় প্রক্ষীণ হইয়া যায়, সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, ভেদজ্ঞানের বিজৃম্ভা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে,—চিত্ত একাগ্র হইয়া মাকেই চিন্তা করিতে থাকে, তখন চিত্তের বিক্ষেপ অবস্থা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় একটু দৃঢ়তা হইলেই সাধক তখন বামাচারে উপস্থিত হন।

অতঃপর বামাচার,—

বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ।
যৎশ্রুত্বৈব মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥

"মহেশ্বরি! এখন বামাচারের বিবরণ কহিতেছি,—বামাচার দিব্য ও বীরভাবাবলম্বীদিগেরই সম্মত,—এই আচার শ্রবণ করিয়া ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সাধকের সমস্ত সাধনই সফল হয়। বামাচার পশুভাবাপন্ন লোকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে;—যে পর্য্যন্ত পশুভাব অন্তর্হিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই আচার-অনুষ্ঠানে অধিকারী হয় না,—ইহা দিব্য ও বীরভাবেরই পরিপোষক, সুতরাং দিব্য ও বীরভাবাবলম্বীদিগেরই সম্মত।"

দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীপদাম্ভোজং সাধয়েদ্বীর সাধনং॥

"পরমেশ্বরি! সাধক দিবাভাগে ব্রহ্মচারী হইয়া সংযত চিত্তে থাকিবে,—অনন্তর রাত্রিযোগে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা (মদ্য-মাংসাদির দ্বারা) দেবীকে পূজা করতঃ শাস্ত্রানুসারে চক্রের অনুষ্ঠান করিয়া, মায়ের মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবীর পদারবিন্দ ধ্যান করিবে। বীরভাবাবলম্বীর পক্ষেই বামাচার বিহিত হইয়াছে,—সুতরাং বীরভাবে মায়ের উপাসনা করিবে।"

সাধক যখন এই বামাচারে উপস্থিত হন, তখন সাধকের বড়ই উচ্চ অবস্থা হয়,—এই সময়ে সাধক সমস্তই মা-ময় অবলোকন করেন,—সাধকের অন্তরও মা-পরিপূরিত —বাহিরেও যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেও মাকেই দেখিতে পান,—সাধকের অস্তিত্ব যেন মায়ের সহিত মিশাইয়া যায় ;—ভেদজ্ঞান আরও ক্ষীণ হইয়া যায়,—সাধক প্রত্যেক বস্তুতে কেবলমাত্র মায়েরই মহিমাবিস্তৃতি অনুভব করেন। এই অবস্থায় চিত্ত সুনির্ম্মল হয়, ঐন্দ্রিয়িক বিকার দূরীভূত হয়, বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমান্ থাকে,—সাধক পরমানন্দে ভাসিতে থাকেন।

অনন্তর সিদ্ধান্তাচার,—

অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি প্রপদ্যতে॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ং জ্ঞানমিদং প্রিয়ে।
কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নি স্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতম্॥

"দেবি! এখন সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ শ্রবণ কর। সিদ্ধান্তাচারের অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা হইলেই সাধকের তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়,—সাধক তখন কৃতকৃত্য হন। কাষ্ঠের অভ্যন্তরস্থিত অগ্নি যেমন লুক্কায়িত ভাবে থাকে, ক্রমে ঘর্ষণ দ্বারা উহা হইতে বিকশিত হয়, তেমনি বেদাদি শাস্ত্রে এই পরম জ্ঞান অন্তর্নিহিতাবস্থায় আছে, ক্রমে

অনুশীলন করিলেই সাধকের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া সাধককে চরিতার্থ করে।”

দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্ব্বিশোধিতম্।
সেবেত সাধকো দেবি পশু শঙ্কা-বিবর্জ্জিতম্॥
সৌত্রামণ্যাং যথা ব্যক্ত পান দোষো ন বিদ্যতে।
সিদ্ধান্তেঽস্মিন্ তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ॥

“মন্ত্রের দ্বারায় সম্যক্ প্রকারে বিশোধিত পঞ্চতত্ত্ব দেবীর বড়ই প্রীতিকর,—অতএব সাধক প্রথমে মন্ত্রের দ্বারায় পঞ্চতত্ত্ব পরিশোধিত করিয়া দেবীকে অর্পণ করিবে, পরে দেবীর প্রসাদ জ্ঞান করিয়া আপনিও তাহা গ্রহণ করিবে। সাধক যতক্ষণ পশুভাবাবলম্বী থাকে, ততকাল বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিবে,—তাহার পরে পশুভাব অন্তর্হিত হইলে, তখন সাধক অবিশঙ্কিত চিত্তে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিতে পারে। সৌত্রামণিতে যে প্রকারে প্রকাশিত ভাবে সুরাপান দোষাবহ নহে,—তদ্রূপ এই সিদ্ধান্তাচারে সুপ্রকাশিতরূপে সুরাপান করিলে কোনই দোষ হয় না।”

অশ্বমেধক্রতৌ বাজিহত্যা দোষো ন বিদ্যতে।
অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশানি পশূন্ হিংসন্ ন দুষ্যতি॥

“যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে তদীয় যজ্ঞ-অশ্ব বধ দোষাবহ নহে, তদ্রূপ সিদ্ধান্তাচারের অঙ্গ মাংসাদির নিমিত্ত পশু হননে হিংসা দোষ জন্মে না।”

কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্।
বিহরেদ্ভুবি দেবেশি সাক্ষাৎ ভৈরবরূপধৃক্॥
শঙ্কাত্যাগাৎ ব্যক্তভাবাৎ তথৈব সত্যসেবনাৎ।
বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥

"এই সময়ে সাধক কপালপাত্র, রুদ্রাক্ষ, অস্থিনির্ম্মিত মালা ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ শিবরূপে অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকে। এতাদৃশ সিদ্ধান্তাচারী সাধকের পশুভাব রহিত হইয়া যায়, সাধকের হৃদয়ে তখন বীরভাবের অভিব্যক্তি হয়, এবং বিপর্য্যয়াদি মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া সত্যজ্ঞানের উদয় হয়। কুলেশ্বরি! এই সমস্ত কারণেই বামাচার অপেক্ষাও সিদ্ধান্তাচার উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।"

সাধক যখন ভাগ্যক্রমে সিদ্ধান্তাচারে উপস্থিত হন, তখন দেবীর সহিত প্রায় অভিন্নভাব হইয়া যায়,—সিদ্ধান্তাচারের চরম অবস্থায় আর কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে না; তখনই 'সোহহং' এই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়,—তখন আর সাধক সিদ্ধান্তাচারীও নহেন,—সেই সময় সাধক কৌলাচারে উপস্থিত হন,—সাধক কৃতকৃত্য হন,—কেবল অন্তরে বাহিরে মাকেই দেখিতে থাকেন,—তখন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়,—সাধক তখন অনন্ত বিশ্বে একমাত্র বিশ্বময়ীরই সত্তা দেখিতে পান,—তখন আমার আমিত্ব থাকে না। তখন আর বিধিও নাই, নিষেধও

নাই,—ইহাই সিদ্ধান্তাচারের চরম অবস্থা এবং কুলাচারের প্রথম অবস্থা,—ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বলে।

তদনন্তর কৌলাচার,—

কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা॥

"কুলাচার বিধি বলা হইতেছে, সাবধানে অবধারণ কর,—এই কৌলজ্ঞান সাধকের হৃদয়ে উদিত হইলেই তখন সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হন।"

দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি তথা বিধি নিষেধয়োঃ।
ন কোপি নিয়মো দেবি কুলধর্ম্মস্য সাধনে॥
কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলপূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো ন হি॥

"কুলাচারী সাধকের সাধনবিষয়ে কোন দিক্ বা কালের নিয়ম নাই, (প্রাঙ্মুখ হইয়া উপাসনা করিবে, রাত্রিতে উপাসনা করিবে না ইত্যাদি কোন বিধি-নিষেধ নাই) এবং কৌলসাধক কোন বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী নহেন,—কারণ কুলাচারী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব মূর্ত্তি,—ত্রিলোকের পূজনীয়; তাঁহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ সাধক নাই;—তিনি আর কোন্ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবেন, তাঁহার ক্রিয়াকলাপই সকলের আদরণীয়।"

কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥

ন ভেদো যস্য দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ।
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ং।
ভূতান্যাত্মনি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥

"দেবী! সাধক যখন কুলাচাররূপ উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, তখন কর্দ্দম, চন্দন, পুত্র, শত্রু, প্রিয়, অপ্রিয়, শ্মশান, অট্টালিকা এবং স্বর্ণ তৃণ ইত্যাদি ভাল মন্দ বস্তু বলিয়া কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে না,—তিনি সমস্ত ভূত-ভৌতিক পদার্থে এক সত্তামাত্র দেখিতে পান এবং নিখিল ভূত-ভৌতিক পদার্থ এক আত্মারূপেই দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহার প্রিয়াপ্রিয়, মেধ্যামেধ্য, শত্রু মিত্র জ্ঞান কি প্রকারে থাকিতে পারে? ইহাকেই উত্তম কৌল বা শ্রেষ্ঠ কুলাচারী বলে। সাধক এতাদৃশ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হয়েন;—আর কর্ম্ম থাকে না—কর্ম্মবন্ধনও থাকে না এবং দেহপাতের পর কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন,—"ন স পুনরাবর্ত্ততে" তাঁহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। ইহাকেই নির্ব্বাণ-মুক্তি বলে। ইহাই কুলাচারের চরম অবস্থা।"

যস্তু ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।
সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলোমধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ।
আরক্তকুঞ্জানভূমিং স কৌলঃ প্রাকৃতোত্তমঃ॥

"দেবি! পূর্ব্বোক্ত কৌলাচারে ধ্যান, জপ, পূজা-হোমাদি কিছু থাকে না,—তখন আত্মারাম সাধক আত্মময়ই

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করেন,—যতক্ষণ তাদৃশ উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে পারা না যায়, তাবৎ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া জগদম্বার ধ্যান করিবে, এবং পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তাঁহার সাধনা করিবে। ইহাকে মধ্যম অবস্থাপন্ন কৌল বা কুলাচারী বলে, আর যে পর্য্যন্ত সাধক ভেদাভেদ জ্ঞানসম্পন্ন থাকেন,—কিন্তু অভেদ জ্ঞানেরই প্রাবল্য অবস্থা হয়, তখন বীরভাবে পূজা-হোমাদির দ্বারা উপাসনা করিবে। এই অবস্থায় সাধককে নীচ অবস্থার বা অধম অবস্থাপন্ন কৌল বা কুলাচারী বলিয়া জানিবে। ইহাই সিদ্ধান্তাচারের শেষ অবস্থা ও কুলাচারের কেবলমাত্র প্রথম অবস্থা,—ইহার পর সাধক যতই উচ্চভূমিতে আরোহণ করিবেন, ততই বাহ্য পূজাদি নিবৃত্তি হইয়া যাইবে, ক্রমশই জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইবে। এইপ্রকারে ক্রমে উচ্চজ্ঞানভূমিতে অধিরোহণ করিলেই আর জপ-পূজাদি থাকিবে না, তখন এক চিন্ময়ী মহাশক্তিকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন,—সে অবস্থায় সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, ধ্যানও নাই, ধ্যেয়ও নাই—"একমেবাদ্বিতীয়ং"—এক মহাশক্তিই তখন অবশিষ্ট থাকিবেন। আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইবে,—মনের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে। ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি নিরুদ্ধ হইবে।" তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, যত্র বাঽন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যোঽন্যৎ বিজানীয়াৎ। যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ॥ ইতি শ্রুতিঃ।

ভাবার্থ,—"যে পর্য্যন্ত চিত্তে দ্বৈতভাব থাকে, যতক্ষণ আত্মভিন্ন পদার্থের ভাণ হয়, ততক্ষণই আমি ইহা দেখিতেছি, আমি ইহা জানিতেছি, এইরূপ পৃথক্‌ভাবে আমিত্ব ও বিষয়ের উপলব্ধি হয়, কিন্তু যখন যোগীর চিত্ত আত্মা হইতে অভিন্ন ভাবে সমস্তই দেখিতে পায়, তখন কেহই কাহাকে দেখে না, কেহই কাহাকে জানে না, একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই—চিন্ময়ী মহাশক্তিই অবশিষ্ট থাকেন,—যোগীর সত্তাও তৎকালে আত্ম-সত্তাতে বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে জানিবে? সে সময় দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই, জ্ঞানও নাই, জ্ঞেয়ও নাই,—কেবল চিন্ময়ী মহাশক্তিরই বিরাজ। ইহাই কুলাচারের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।"

সাত প্রকার আচারের কথা তোমাকে বলিলাম,—এখন কথা এই যে, এই আচার পদ্ধতিগুলি বলিতে ও শুনিতে যত সহজ, বাস্তবিক উহার অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠিন। সাধককে বেদাচার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে হয়, একেবারেই কেহ কুলাচারে আগমন করিতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—০—

ভাব-তত্ত্ব।

শিষ্য। আচার সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইলাম, এক্ষণে ভাবতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিতে অনুরোধ করি।

গুরু। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞানেরই অবস্থা-বিশেষকে ভাব বলা যাইতে পারে। ঐ ভাব তিনপ্রকারে বিভক্ত। যথা ;—

আদৌ পশু স্ততো বীরশ্চরমো দিব্য উচ্যতে।
জ্ঞানেন পশুকর্ম্মাণি জ্ঞানেন বীরভাবনম্॥

"ভাব তিনপ্রকার,—প্রথম পশুভাব, দ্বিতীয় বীরভাব, শেষ দিব্যভাব। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে এই প্রকার ভাবের বিভাগ হইয়াছে। পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব—এই ভাবত্রয় জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষমাত্র। যথা ;—

জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং ভেদাভেদবিভেদতঃ।
ভেদঃ পশোরভেদো হি দিব্যভাব উদাহৃতঃ॥
ভেদাভেদবিদো বীরাঃ সর্ব্বত্রৈবং ক্রমঃ প্রিয়ে।
পশুভাবঃ সোপরমঃ বীরভাবাববোধকঃ॥
দিব্যাববোধকো বীরভাবঃ সোপরমস্তথা।
যথা বাল্যং যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে॥

*　　*　　*

তথা জ্ঞানত্রয়ং দেবি উত্তরারম্ভসাধনম্।
অতএব মহেশানি বীরাণাং কারণং পশুঃ॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

"প্রথমতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ,—ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান। যে জ্ঞানে ঘট-পটাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে,—যে জ্ঞানের দ্বারা আমি আর ঘট-পটাদির ভিন্নরূপে প্রতীতি হইতেছে; তাহার নাম ভেদজ্ঞান। আর যে জ্ঞান উদয় হইলে ঘট-পটাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা থাকে না,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক সত্তাময়ই উপলব্ধি হয়,—তুমি, আমি, জগৎ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সত্তা জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, তাহর নাম অভেদজ্ঞান। ভেদজ্ঞানকে পশুভাব, ভেদাভেদ জ্ঞানকে বীরভাব এবং একমাত্র অভেদজ্ঞানকে দিব্যভাব বলে। পরন্তু সাধক যতক্ষণ ভেদজ্ঞান সম্পন্ন থাকেন, ততক্ষণ তিনি পশুভাবাপন্ন; যখন ভেদজ্ঞানের দৌর্ব্বল্য এবং অভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য হয়, তখন সাধক বীরভাবাপন্ন বা ভেদাভেদ জ্ঞানসম্পন্ন, আর সাধকের যখন ভেদজ্ঞান একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, সর্ব্বদাই সাধক একমাত্র আত্ম-সত্তাতে আয়ত্ত থাকেন, তখন সাধককে দিব্যভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে; সুতরাং জ্ঞানেরই অবস্থাভেদে পশ্বাদি ভাব কল্পিত বা কথিত হইয়া থাকে। ইহার ক্রম এই যে, যেমন প্রথমতঃ বাল্য অবস্থা, তৎপরে যৌবন ও তদনন্তর

বার্দ্ধক্য,—ক্রমে এক একটি অতিক্রম করিয়া মানুষ অপর অবস্থাতে উপসর্পণ করে, কিন্তু যখন একটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবস্থান্তর গ্রহণ করে, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা বিলীন হইয়া যায়,—তেমনি সাধকেরও প্রথম পশুভাব বা ভেদজ্ঞান থাকে, পরে ভেদজ্ঞানের প্রাবল্য নষ্ট হইয়া যখন অভেদ জ্ঞানেরই বিকাশ অবস্থা হয়, তখন আর পশুভাব থাকে না, সাধক তখন বীরভাবে উপস্থিত হয়েন, সুতরাং পশুভাব বীরভাবের বোধক। এইপ্রকার ভেদজ্ঞানের যখন লেশমাত্রও থাকে না, তখন বীরভাব বিনষ্ট হইয়া দিব্যভাব বিকসিত হয়। এইরূপে পশুভাব বীরভাবের সাধক এবং বীরভাব দিব্যভাবের সাধক হয়।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, জ্ঞানেরই অবস্থা-বিশেষে ভাবের তিনপ্রকার বিভাগ হইয়াছে এবং ভাবত্রয় পরস্পর একটি অপরটির কারণ হইয়া থাকে। পশুভাব বীরভাবের কারণ, বীরভাব দিব্যভাবের কারণ,—সুতরাং ভাবত্রয় ক্রম-নিয়মে সংবদ্ধ;—উহার একটি বর্জ্জন করিয়া অপরটি গ্রহণ করা যায় না। এখন তিনপ্রকার ভাব ও তাহার লক্ষণগুলির বিষয় বোধ হয় অবগত হইতে পারিয়াছ ?

শিষ্য। হাঁ, তাহা পারিয়াছি। আর একটি কথা।

গুরু। কি কথা বল ?

শিষ্য। ভাবের সহিত পূর্ব্বোক্ত আচারের কিপ্রকার সম্বন্ধ, তাহা শুনিতে বাসনা হইতেছে।

গুরু। তাহাও বলিতেছি,—

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতম্।
সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং সৎকৌলমুচ্যতে॥
ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ॥

"দেবি! পূর্ব্বে যে আচার ও ভাবের কথা বলা হইয়াছে, এখন সেই ভাব ও আচারের কি সম্বন্ধ, তাহা বলিতেছি।—পূর্ব্বে যে সপ্ত আচার বলা হইয়াছে, তাহা পশু, বীর ও দিব্যভাবের অনুগত। প্রথমতঃ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব এবং দক্ষিণাচার পশুভাবের অনুগত; বাম ও সিদ্ধান্ত আচার বীরভাবের অনুগত এবং কুলাচার দিব্যভাবের অনুগত;—যে পর্য্যন্ত পশুভাব বা ভেদজ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, এবং দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তখন বাম, সিদ্ধান্ত এবং কুলাচারের অধিকারী হয় নাই,—পরে যখন বীরভাব বা ভেদাভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে,—ভেদজ্ঞানের দুর্ব্বলতা ও অভেদজ্ঞানের প্রবলতা হইবে, তখন বামাচার ও সিদ্ধান্তাচারের অনুষ্ঠান করিবে এবং যখন সময়ে ভেদজ্ঞান একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে,—পূর্ণমাত্রায় অভেদজ্ঞানের পরিদীপ্তি হইবে, তখন একমাত্র কুলাচারেরই অনুষ্ঠান করিবে। ভাব পরিবর্ত্তনের সহিত আচারেরও পরিবর্ত্তন হয়। যেমন বাল্যকালের অপগমের সহিত তৎকালোচিত ক্রিয়াবলীও বিলয় হয়,—

তখন প্রাণিগণ যৌবনোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে;—আবার যৌবনের অবসানে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবগণ বার্দ্ধক্যোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে; তেমনি ভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সাধক, পশুভাব কাটিয়া গেলে, আর পশুভাবের আচার অনুষ্ঠান করিবে না,—তখন বীরভাবোচিত আচারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। আবার বীরভাব অন্তর্হিত হইলে, তখন সাধক দিব্যভাবের অবলম্বন করিয়া দিব্যভাবোচিত আচারেই নিরত হইবে। সুতরাং ভাবের সহিতই আচারের মুখ্য সম্বন্ধ,—ভাবানুসারেই আচারের প্রবৃত্তি,—প্রত্যুত ইচ্ছানুসারে আচারে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায় না। যতক্ষণ পশুভাব থাকে, ততক্ষণ বেদাদি আচার চতুষ্টয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে,—বামাচারাদি আচারে তখন অধিকারই জন্মে না। এই সময়ে বামাচারাদির অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের অধোগতি ভিন্ন উন্নতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

এইপ্রকার পশুভাব নিবৃত্তি হইয়া যখন বীরভাবের আবির্ভাব হইবে, তখন বাম ও সিদ্ধান্ত আচারের অনুষ্ঠান করিবে,—সেই সময়ে কুলাচারের অনুষ্ঠানে কোনই ফল হইবে না। অতএব ভাবের বা জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়াই আচারের (অনুষ্ঠেয় বিষয়ের) অবলম্বন করিতে হইবে। সাধক যে সময় যেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন থাকে, সেই সময়ে সেই জ্ঞানানুগত,—সেই জ্ঞানের সহিত মাখান যে আচার,

তাহারই আশ্রয় লইতে হইবে। ইহার ব্যত্যয় করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না,—প্রত্যুত, প্রত্যবায় ঘটিবে।”

শিষ্য। এক্ষণে আমি যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে আমার এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছে যে, তান্ত্রিক সাধনা অধিকারীভেদে নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহা সাধকের হৃদয়ের অবস্থা লইয়া। সুতরাং মদ্যমাংসাদি লইয়া যে সাধনা, তাহা আধ্যাত্মিক উন্নত হৃদয় সাধকের জন্য।

গুরু। তাহাই ঠিক।

শিষ্য। অন্য যদি কেহ তাহার অনুষ্ঠান করে ?

গুরু। তাহার পতন হইয়া থাকে।

শিষ্য। কোন্ সাধকের কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারা যাইবে ?

গুরু। সাধক নিজেই তাহা অনুভব করিতে পারেন, অথবা তদীয় গুরু তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

শিষ্য। ভাল,—আর একটি সন্দেহ নিরাকরণ করুন।

গুরু। কি বল ?

শিষ্য। সাধকের যে অবস্থায় কুলাচার সাধনের অধিকার হয়, তাহা অতি উচ্চাবস্থা। আপনি কৌলের যে লক্ষণ বলিলেন, তাহা একপ্রকার জীবন্মুক্ত অবস্থা,—এ অবস্থা যখন মানুষের লাভ হয়, তখন আর তাহার মদ্য মাংসাদির প্রয়োজন কি ? যখন সাধকের ভেদাভেদ সমস্ত দূরীভূত

হইয়া গিয়াছে, যখন সাধক অদ্বৈতানন্দে নিমগ্ন, তখন আবার ছার পার্থিব মদ্য মাংসাদির প্রয়োজনীয়তা কি ?

গুরু। উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এস্থলে একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

শিষ্য। কি কথা প্রভো ?

গুরু। তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অবস্থিত। প্রতি জীবনই প্রকৃতি ও পুরুষের সাধনা করিয়া থাকে। এস্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে,—এই যে তান্ত্রিক সাধনার বিষয় বলা হই-তেছে,—ইহা তুমি পুরুষ না প্রকৃতির সাধনা বলিয়া বুঝিতেছ ?

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতি ও পুরুষ একই পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান্‌মাত্র প্রভেদ।

গুরু। হাঁ, তাহাই। কিন্তু শক্তিসাধনা না করিলে, শক্তিমানের সাধনায় অধিকার জন্মে না।

শিষ্য। তাহা ঠিক।

গুরু। এই যে তান্ত্রিকী-সাধনার ব্যবস্থা, ইহা মহা-শক্তির সাধনা। মহাশক্তিই জীবগণকে পার্থিব রূপ রস গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। জীব সেই মহাশক্তির সাধনা করিয়া তাঁহার মোহ-বাহু-বন্ধন হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে। তন্ত্রে সেই শক্তি-সাধনা। জীবের অভেদ জ্ঞান হইলেও আকর্ষণের শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে সহজে মুক্তি পায় না। তাই জীব এইরূপ রসের পথ দিয়া মহাশক্তির

সাধনা করিয়া চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয়। তাই তন্ত্রের এই ভোগের পথে সাধনা। তুমি বোধ হয় অবগত আছ, বিশ্বামিত্র—পরাশর প্রভৃতি কঠোর-সংযমী এবং যোগাবলম্বী মহাপুরুষগণের হৃদয়ও এই মহাকর্ষণে বিগলিত হইয়াছিল,—কেন হইয়াছিল জান? তাঁহাদের আত্মসম্পূর্ত্তির অন্তরায় ছিল,—প্রাণ চায় পূর্ণ হইতে। তাই এক অশুভ মুহূর্ত্তে তাঁহাদের পতন হইয়াছিল,—তাই মেনকা, তাই মৎস্যগন্ধা তাঁহাদিগকে আপন কাম-চক্ষে টানিয়া লইয়াছিল।

শিষ্য। তন্ত্রেও কি সেই কথা আছে?

গুরু। নতুবা কি মনগড়া কথা বলিতেছি?

শিষ্য। আমাকে একটু শুনাইলে তৃপ্ত হই।

গুরু। সকল তন্ত্রেই একথা অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, মহাশক্তি ও ব্রহ্ম পৃথক্ পদার্থ। তোমাকে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতেই একটু শ্রবণ করাইতেছি।

শ্রুত্বা সম্যক্ পরব্রহ্মোপাসনং পরমেশ্বরী।
পরমানন্দসম্পন্না শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং যত্ত্বয়া নাথ ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্।
সর্ব্বলোকপ্রিয়করং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপদপ্রদং॥
তেজোবুদ্ধিবলৈশ্বর্য্যদায়কং সুখসাধনম্।
তৃপ্তোঽস্মি জগদীশান তব বাক্যামৃতপ্লুতা॥
যদুক্তং করুণাসিন্ধো যথা ব্রহ্মনিষেবনাৎ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মম সাধনাৎ॥

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্।
ব্রহ্মসাযুজ্যজননং যত্ত্বয়া কথিতং প্রভো॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৪র্থ উঃ।

দেবাদিদেব শঙ্কর মহাশক্তি পার্ব্বতীর নিকটে ব্রহ্মোপাসনার মাহাত্ম্য ও পদ্ধতি বর্ণনা করায় এবং মহাশক্তি বা পরমা প্রকৃতির আরাধনা-মাহাত্ম্য তৎসঙ্গে বর্ণনা করায় দেবী পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

"পরমেশ্বরী পরমেশ্বর-প্রমুখাৎ পরব্রহ্মের উপাসনার কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত মনে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন।"

দেবী কহিলেন,—"হে নাথ! আপনি যে সর্ব্বলোকের প্রিয়জনক সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদ-প্রদায়ক ব্রহ্মোপাসনার কথা বলিলেন, ইহা দ্বারা তেজ, বুদ্ধি, বল ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে,—ইহা সর্ব্ব সুখের নিদান-স্বরূপ। হে জগদীশ্বর! আপনার বাক্যামৃত পানে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। হে দয়াসিন্ধো! আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনায় যেরূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ হয়, তাহার ন্যায় আমার সাধনাতেও হইয়া থাকে। হে প্রভো! আপনার কথানুযায়ী ব্রহ্ম-সাযুজ্য-জনক আমার সাধনার ফল জানিতে ইচ্ছা করি।"

তুমি বোধ হয়, ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছ যে, ব্রহ্ম ও মহাশক্তি ইহাতেই সম্পূর্ণ পৃথক্ জ্ঞান হইতেছে। কেন না, শঙ্কর প্রথমেই ব্রহ্মোপাসনার কথা বলিয়া তৎপরে মহাশক্তির আরাধনার কথা বলিয়াছেন। তাহাতেই দেবী

জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে ব্রহ্মোপাসনার কথা বলিলেন এবং তৎপরে আমার (মহাশক্তির) সাধনার কথা বলিয়া বলিলেন,—তোমার সাধনাও ব্রহ্ম-সাযুজ্যের কারণ হয়। অতএব, তাহা কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন।

দেবী পার্ব্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব কহিলেন,—

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণম্।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে॥
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
তত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৪র্থ উঃ।

সদাশিব বলিলেন,—"দেবি! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিতে পারে, এজন্য আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি। তুমিই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি; হে শিবে! তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,—তুমি জগতের জননী। হে ভদ্রে মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে. এই নিখিল জগৎ তোমারই

অধীনতায় আবদ্ধ। তুমি সমুদায় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি,—তুমি সমগ্র জগতকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না।”

তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার বোধ হয়, উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ,—কিন্তু আর একটি কথা।

গুরু। কি?

শিষ্য। মহাশক্তি যখন ব্রহ্মেরই প্রকৃতি; তখন ব্রহ্মোপাসনা করিলেই ত জীবের উদ্ধার হইতে পারে; তবে আবার শক্তি-সাধনায় প্রয়োজন কি?

গুরু। প্রয়োজন কি, তাহা বলিতেছি—

“এক সময়ে সুরথ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত ও হৃতরাজ্য হইয়া বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং তদীয় মহিষীর নিকটে গিয়া বলিলেন,—আমার সব গিয়াছে,—রাজ্য গিয়াছে, ধন গিয়াছে, প্রভুত্ব গিয়াছে। এখানে থাকিলে জীবনও যাইবে,—অতএব আমি পলায়ন করিয়া কোন বিজনারণ্যে প্রবেশ করিব। তুমি সাধ্বী—আমি আশা করি, তুমিও আমার সঙ্গে তথায় গমন করিবে।”

রাণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“তোমার গ্রহ-বৈগুণ্যে তোমার সব গিয়াছে, তুমি বনে চলিয়াছ। সে স্থানে নানাবিধ কষ্ট উপস্থিত হইবে,—আহারাদিরও সুবিধা হইবে না। তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, ভোগ করিতে

যাইতেছ,—কিন্তু আমি কেন যাইব? শাস্ত্রের বিধান আছে, যে রাজা রাজসিংহাসন অধিকার করে, সে পাটরাণীকেও লইয়া থাকে।

মহিষীর কথা শ্রবণ করিয়া সুরথ আর কোন উত্তর করিলেন না,—তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে যে এক উদাস-তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, সেই যেন বাতাসের কাণে অনুতপ্ত-স্বরে বলিল,—হায় জগত! হায় ভালবাসা!

তারপর পুত্রের নিকটে গিয়াও রাজা ঐরূপ বলিলেন, এবং পুত্রকেও নিজ সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পুত্র বলিলেন,—"পিতঃ! শত্রুগণ আপনাকেই সন্ধান করিতেছে, আপনাকে পাইলেই আপনার প্রাণ-হানি করিবে,—অতএব যত সত্বর সম্ভব, আপনি বনগমন করুন। কিন্তু আমার সহিত তাহাদের কোন বিবাদ নাই। তাহারা আমাকে কিছু বলিবে না,—বরং তাহাদের অধীনে একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। আমি রাজপুত্র, চিরকাল সুখভোগে পরিপুষ্ট হইয়াছি,—বনের সে ভীষণ কষ্ট আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না।"

রাজা শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। স্বজন-বান্ধব কেহই তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইল না,—কেহই তাঁহার দুঃখের দিনে সহায় হইল না,—কেহই তাঁহার অনুগমন করিল না। তখন তিনি হৃদয়ের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা লইয়া একাকী একটি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গহন বনে গমন করিলেন।

কিন্তু হায়! বনে গিয়াও তিনি মন বাঁধিতে পারিলেন না। যাহারা তাঁহার বিপদে অন্যকে ভজনা করিল, যাহারা একটি মুখের কথায়ও সান্ত্বনা করিতেও বিমুখ হইল, যাহারা তাঁহাকে উৎসবান্তের বাসিফুলের ন্যায় দূরে ফেলিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিল না,—তাহাদের মায়ায়—তাহাদের বিরহে তিনি ব্যথিত ও জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। তাহাদের বিরহ-জনিত প্রবল কষ্টে তিনি দিবারাত্রি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাই একদা মহামুনি মেধসের সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! যাহারা আমাকে পায়ের কণ্টকের ন্যায় দূর করিয়া দিয়াছে,—যাহারা আমার শত্রুর বশানুগ হইয়া আমার প্রতি নিতান্ত বাম হইয়াছে ও নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের জন্য আমার প্রাণ দিবানিশি এরূপ করিয়া কেন পুড়িতেছে—কেন কাঁদিতেছে! আমি ত বুঝিতে পারিতেছি, তাহারা আমার সহিত যে প্রকার সৎ-ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তথাপি কেন তাহাদের জন্য এ মোহাকর্ষণ? আমি জ্ঞানহীন নহি—জ্ঞান আছে, সকলই বুঝিতে পারিতেছি,—তথাপি কেন এ মরম-ক্রন্দন? এ আকুল যাতনা? আমি যদি না বুঝিতে পারিতাম, আমি যদি তাহাদের ব্যবহার ভুলিয়া যাইতাম,—আমি যদি জ্ঞানহীন হইতাম,—তবে না হয়, এরূপ হইতে পারিত। আমার জ্ঞান আছে,—অথচ মনকে কিছুতেই বাঁধিতে পারিতেছি না। দিবানিশিই তাহাদের জন্য প্রাণের অন্তস্তলে হা হা করিতেছে।

মহামুনি মেধস মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

হে মনুজব্যাঘ্র সুরথ! তুমি বলিতেছ, তোমার জ্ঞান আছে, কিন্তু তথাপি বুঝিতে পারিতেছ না। হায়, রাজন্! উহা কি প্রকৃত জ্ঞান? উহা বিষয়গত জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে কোন প্রকারেই বিবেকের উদয় হইতে পারে না। পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সমস্ত জীবেই অমন জ্ঞান বিদ্যমান আছে,—যেমন কোন কোন প্রাণী রাত্রিকালে অন্ধ হয়, দিবালোকে দেখিতে পায়; আবার কোন কোন জীব দিবালোকে অন্ধ হয়, রাত্রির অন্ধকারে তাহাদের দর্শন-শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে,—আবার কোন কোন প্রাণীর

আঁধারে-আলোকে সমান দৃষ্টিশক্তি থাকে,—তুমি কি জান না, সুরথ! মনুষ্যগণ না হয়, প্রত্যুপকারের আশায় বৃদ্ধকালের অবলম্বন জন্য পুত্রকে লালন পালন করে, কিন্তু পশু পক্ষী প্রভৃতির সন্তান বৎসরে বৎসরেই জন্মিয়া থাকে—বৎসরে বৎসরেই তাহারা জনক জননীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কে কোথায় চলিয়া যায়,—বৎসরে বৎসরে পশু-পক্ষীগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে,—কিন্তু তথাপি নবজাত সন্তানকে নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও কণাদি কুড়াইয়া আনিয়া প্রতিপালন করে। কেন জান, মহারাজ! এ সকল কি তুমি প্রত্যক্ষ কর নাই? কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই—কোন লাভের প্রত্যাশা নাই,—তথাপি কেন, কেন এই আত্মদান? কেন হয় জান না রাজন্?

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতি কারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কেন হয়,—কেন পশু-পক্ষী-মানুষ প্রভৃতি ভূতচরাচর ঐ মোহের আকর্ষণে আকৃষ্ট? কেন জীব আপন ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণ দেয়! মহামায়া প্রভাবে সংসারের স্থিতি

জন্য ঐরূপ হইয়া থাকে। তোমার প্রাণ যে তাহাদের জন্য কাঁদিতেছে—তাহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে—তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণই নাই। তুমি যে জ্ঞানের কথা বলিতেছিলে, সে জ্ঞান—বিষয়জনিত জ্ঞান—সে জ্ঞানকে সেই বিষয়রূপিণী মহামায়া সংসার স্থিতিকারণে বিধ্বংস করিয়া মোহাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিত করেন। সে জ্ঞান সেই জ্ঞানাতীতা মহামায়া বলদ্বারা আকর্ষণ ও হরণ করিয়া মোহগর্ত্তে নিপাতিত করেন। এইরূপ করিয়াই তিনি এ জগৎ স্থির রাখিয়াছেন। নতুবা কে কাহার? কাহার জন্য কি? যদি মায়াবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়,—যদি মোহের চশমা খুলিয়া পড়ে, তবে তখন কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্যা, কে কাহার স্ত্রী।"

মেধসের কথা শুনিয়া অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে মহামুনির মুখের দিকে চাহিয়া ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে রাজা বলিলেন,—"প্রভো! উপায় কি? এ মায়া—এ মোহ নিবারণ কিসে হয়?"

জলদগম্ভীরস্বরে মেধস বলিলেন,—

> তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
> সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
> সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
> সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

সেই মহামায়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের হাট বসাইয়া জীবগণকে প্রলুব্ধ করিয়া এই ভবের হাটে খেলা করিতেছেন। এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের প্রলোভনে জীব ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—ইহাদের আকর্ষণে জীব সমুদায় উন্মত্ত। জীবের সাধ্য নাই যে, এ নেশা—এ আকুল তৃষা নিবৃত্তি করিতে পারে। তবে যদি সেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের মহাধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই পরমাবিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী প্রসন্না হয়েন, তবেই জীব এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে,—এই রূপ রসের বাজার হইতে বাহির হইতে পারে।

রাজা গলদশ্রু লোচনে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব! সেই দেবী কে? যিনি সমস্ত জীব-জগৎটা এমন করিয়া ঘুরাইতেছেন,—বাঁধিতেছেন, আবার প্রসন্না হইলে মুক্তি দান করিতেছেন?"

মৃদুহাস্যাধরে কারুণ্য-কণ্ঠে ঋষি বলিলেন,—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

তিনি নিত্যা, তিনিই এই জগতের মূর্ত্তিস্বরূপা, তিনিই বিশ্বেশ্বরী এবং বিশ্বের সমস্ত। তথাপি তাঁহার উৎপত্তি বিষয়ে বহু কথা শুনিতে পাওয়া যায়।—তিনি রূপ, তিনি রস, তিনি গন্ধ, তিনি স্পর্শ, তিনি শব্দ। তিনি

প্রকৃতি—তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিভাবিনী, তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেই মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

এখন যে কথা পূর্ব্বে হইতেছিল,—শক্তি-সাধনা, সেই প্রকৃতির সাধনা। শক্তিসাধনা করিয়া মানুষ প্রকৃতির যে সুখলালসা, তাহাই উপভোগ করে, এবং মোহাবর্ত্ত বিনষ্ট করে। সুতরাং তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—মানুষ শক্তি সাধনা না করিয়া পুরুষের ভজনা করিলেই পারে; এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, তাহা হয় না। প্রকৃতির রস উপভোগ করিয়া মায়ার বাঁধন—আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট করিয়া, শক্তি সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎপরে ব্রহ্ম বা পুরুষের উপাসনা। ব্রজে শ্রীরাধিকা প্রভৃতিও শক্তি-সাধনার পর শ্রীকৃষ্ণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শেষতত্ত্ব।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন,—শেষতত্ত্ব মহান্ আনন্দ-জনক, প্রাণী সৃষ্টিকারক এবং আদ্যন্ত রহিত জগতের মূল। কিন্তু এ কথার অর্থ ও ভাব আমি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কেন না, সকলেই জানে,—এবং সকলেই বলে,

মানুষ ঐ তত্ত্বের জন্যই ভগবত্তত্ত্ব ভুলিয়া যায় এবং নরকের ন্যক্কার অন্ধকারে আপতিত হয়। তবে শেষতত্ত্ব লইয়া আবার সাধনা কেন? উহা পরিত্যাগ করাই কি কর্ত্তব্য নহে?

গুরু। পরিত্যাগ করিব বলিলেই কি পরিত্যাগ করা যায়? কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই যাহার প্রবলাকর্ষণে আকর্ষিত—যে মাতৃ-শক্তি ও পিতৃ-শক্তির মিলনাশায় উন্মত্ত, তাহা কি মনে করিলেই পরিত্যাগ করা যায়?

শিষ্য। যায় না,—কিন্তু সাধনারূপ ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া, তাহার আধিক্যতার প্রয়োজন কি?

গুরু। সাধনা দ্বারা তাহার আধিক্য হয় না,—সম্পূর্ত্তি হয়।

শিষ্য। সম্পূর্ত্তি হয়,—অসম্ভব কথা!

গুরু। সাধনা দ্বারা অসম্ভবই সম্ভব হইয়া থাকে। তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

শিষ্য। কি বলুন?

গুরু। স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যে আকুল-আকর্ষণ, যে উন্মাদ-কামনা, তাহা কেন হয় জান?

শিষ্য। ভোগেচ্ছা তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

গুরু। সেই ভোগেচ্ছা কাহার বলিয়া বিবেচনা কর?

শিষ্য। সম্ভবতঃ ইন্দ্রিয়ের।

গুরু। ভুল,—ইন্দ্রিয় কোন কার্য্যেরই ভোক্তা নহে। ইন্দ্রিয়-পথে ভোগের জ্ঞান হয় মাত্র।

শিষ্য। তবে কাহার?

গুরু। পিতৃশক্তির মাতৃশক্তির আকাঙ্ক্ষা,—আর মাতৃ-শক্তির পিতৃশক্তির মিলনেচ্ছা।

শিষ্য। পিতৃ ও মাতৃশক্তির আকাঙ্ক্ষা?

গুরু। হাঁ। তুমি কি জান না,—পিতৃশক্তির ক্ষয় হইলেই বাসনা নিভিয়া যায়। তখন যে কামিনীকে কামের নিগূঢ় বন্ধন বলিয়া জ্ঞান হইতেছিল, তাহাকে ঘৃণ্য বলিয়া বোধ হয়, যে নিশ্বাসকে মলয়ার সুখস্পর্শ বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহা তপ্তশ্বাসে পরিণত হয়, যে অধরোষ্ঠ প্রফুল্ল গোলাপের অন্তর মধু বোধ ছিল, তাহা শুষ্ক মাংসখণ্ড বলিয়া ধারণা হয়,—ফল কথা, যে কবিত্ব, যে অমৃত, যে উন্মাদনা রমণী শরীরে নিহিত বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহা মুহূর্ত্তের ক্রিয়ান্তে নিষ্ফল রক্তমাংসের জ্ঞান হইয়া পড়ে। রমণীরও তাহাই হয়। তখনও ইন্দ্রিয়াদির বিলোপ সাধন হয় নাই—তখনও সমুদায়ই বর্ত্তমান আছে,—কেবল পিতৃ মাতৃ শক্তির একটু হ্রাস হয়,—আবার যখন সে শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার সেই কবিত্ব,—আবার সেই অমৃত ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। বুঝিলাম। কিন্তু ঐ দুইটি পদার্থই কি পিতৃ ও মাতৃ শক্তি?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি বলেন?

গুরু। শাস্ত্র তাহাই বলেন।

শিষ্য। আমাকে তাহা শুনাইবেন?

গুরু। হাঁ, তাহা বলিতেছি,—

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥

শিবসংহিতা।

"বিন্দুরূপ শিব ও রজোরূপা শক্তি, উভয়ের মিলন হইতে জড়রূপা ঈশ্বরের স্বশক্তি দ্বারা প্রভূত জীবের উৎপত্তি হয়।"

শিষ্য। তবে কি উভয়ের মিলন করাই শেষতত্ত্বের সাধনা।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তাহাতে কি ফল হয়?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ হয়।

শিষ্য। আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ হইলে, কি ফল হয়?

গুরু। শেষতত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা,—যাহা জাত জীবমাত্রেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে,—যাহার আকর্ষণে জীব নরকের রথে উঠিয়া বসে,—সেই আকাঙ্ক্ষার আগুণ নিবিয়া যায়। বিন্দু রক্ষা হয়,—আর ঐ মিলন জন্য যে মুহূর্ত্তে আনন্দ লাভ হয়, সেই আনন্দ স্থায়ীভাবে সাধকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে।

শিষ্য। ইহাই কি সুখের চরমাবস্থা ?

গুরু। ইহার পরেও নিত্যানন্দ আছে। তবে শেষ-তত্ত্বের সাধনা দ্বারা যে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করা যায়, তাহা স্থূল,—আর রসসাধনায় সুখ সূক্ষ্ম। স্থূলে ও সূক্ষ্মে যে প্রভেদ,—এই উভয়ে তাহাই প্রভেদ।

শিষ্য। স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের প্রতাপ অধিক,—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

গুরু। তাহা নিশ্চয়।

শিষ্য। তবে সেই পথে যাওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নহে ?

গুরু। আগে স্থূলের পথে না গেলে সূক্ষ্ম ধারণা হইবে কেন ? তাই চণ্ডীদাসের রজকিনী,—তাই বিদ্যা-পতির লক্ষ্মীদেবী, তাই এক একজনের এক এক জন স্থূলা রসাশ্রিতা সাধিকা।

শিষ্য। ভাল,—ঐরূপ না করিলে আত্মসম্পূর্ত্তির অভাব হয়, আর কোন হানি হয় ?

গুরু। হাঁ, তাহাও হয়।

শিষ্য। সে কি ?

গুরু। সাধারণ জনের ন্যায় বিন্দুপাত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র আধ্যাত্মিক মরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে আছে,—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥

শিবসংহিতা।

"বিন্দুপাত হইলে মৃত্যু হয়, বিন্দু ধারণে জীবিত থাকে। অতএব যোগীরা যত্নপূর্ব্বক বিন্দুধারণ করিবেন।"

জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্রসংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ॥

শিবসংহিতা।

"বিন্দুতেই জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। ইহা অবগত হইয়া যোগিজন নিয়ত বিন্দুধারণের অনুষ্ঠান করিবেন।"

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশী ভবেৎ॥

শিবসংহিতা।

"যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না সিদ্ধ হয়? হে পার্ব্বতি। যাহার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপার আমার এতাদৃশী মহিমা হইয়াছে।"

বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখদুঃখস্য সংস্থিতিম্।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাম্।
অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ॥

শিবসংহিতা।

"জরা মরণশালী সংসারীগণের বিন্দুই সুখ দুঃখের কারণ, অতএব যোগিদিগের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই যোগই শুভকর।"

এইত তোমাকে বিন্দুধারণের শুভতা সম্বন্ধে বলিলাম।

শিষ্য। আপনার প্রসাদে সমস্তই অবগত হইতে পারিলাম। এক্ষণে বিন্দুধারণের উপায় কি,—সাধনা কি

তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী। দয়া করিয়া তাহাই আমাকে বলুন।

গুরু। ইহাই তন্ত্রের শক্তি-সাধনা।

শিষ্য। সে সাধনা আমাকে শিক্ষা দিন।

গুরু। তাহা শিক্ষা করা অতিশয় কঠিন কার্য্য নহে,—তবে প্রণালীক্রমে শিক্ষা করিতে হয়। বাহ্যবিজ্ঞান শিক্ষা, যেমন ক্রমাভ্যাসের ফল,—ইহাও তদ্রূপ ক্রমাভ্যাসের ফল। অতএব বিশেষ তাড়াতাড়ি করিলে, ইহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুমারী পূজা।

শিষ্য। আর একটি কথা আমাকে বুঝাইয়া দিয়া, তারপরে শক্তি-সাধনা বুঝাইয়া দিবেন।

গুরু। সে কথা কি?

শিষ্য। আমাদের শাস্ত্রে কুমারী পূজার প্রথা প্রচলিত আছে?

গুরু। হাঁ, আছে।

শিষ্য। কুমারী ত বালিকা কন্যা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। মানুষে মানুষ পূজা করিয়া কি ফল পায়?

গুরু। অবশ্যই পায়,—ফল না পাইলে ঋষিগণ সে প্রথার প্রবর্ত্তন করিবেন কেন?

শিষ্য। কেবল কি ঋষিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই কুমারী পূজার ব্যবস্থা, না তাহার কোন যুক্তি আছে?

গুরু। হিন্দু যাহা পূজা করে, হিন্দু যাহা অর্চ্চনা করে, হিন্দু যাহা হোম করে, হিন্দু যাহা দান করে,—তৎসমস্তই ঋষি-ব্যাক্যানুযায়ী করিয়া থাকে। ঋষিগণের ব্যাক্য হিন্দুগণ অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

শিষ্য। অপৌরুষেয়?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। যাহা পুরুষে বলিয়াছেন, তাহা অপৌরুষেয়!

গুরু। পুরুষের মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা তাঁহাদের যোগলব্ধ ধন। যোগ-প্রভাবে জানিতে পারিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপৌরুষেয়। তোমার আমার মত ব্যক্তির সাধ্য নাই যে, সেই সকল গুহ্যতত্ত্বের রহস্যভেদ করিতে পারি। তবে চিন্তা দ্বারা যতদূর মনে আইসে, তাহাই বলা যায়।

শিষ্য। কুমারী পূজা সম্বন্ধে আমি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কুমারী পূজার পদ্ধতি শুনিতে চাহ; না কুমারী পূজা করিবার কারণ ও তত্ত্ব শুনিতে চাহ?

শিষ্য। কুমারী-পূজা-পদ্ধতি আপনার দ্বারা পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছে, * এক্ষণে আমি তাহার কারণ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কুমারী পূজার কিরূপ কারণ-তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা ব্যক্ত করিয়া বল ?

শিষ্য। পূর্ব্বেও সেকথা একবার বলিয়াছি,—মানুষ হইয়া মানুষ পূজা করা কেন? বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কি জন্য ক্ষুদ্র বালিকার পূজা করিবে ?

গুরু। হিন্দুগণ কুমারী পূজা মানুষ বা বালিকা-জ্ঞানে করে না।

শিষ্য। তবে কিরূপ জ্ঞানে করিয়া থাকে ?

গুরু। দেবতাজ্ঞানে। যথা ;—

কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা।

তন্ত্রসার।

"কুমারী যোগিনী এবং সাক্ষাৎ কুলদেবতা।"

কিন্তু বয়সভেদে কুমারীগণের নাম-ভেদ আছে। যথা ;—

একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা চ ত্রিধা মূর্ত্তিশ্চতুর্ব্বর্ষা চ কালিকা॥
সুভগা পঞ্চবর্ষা তু ষড়্‌বর্ষা তু উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্ম্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা তু কুব্জিকা॥

* মৎপ্রণীত পুরোহিত-দর্পণ দেখ।

নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চাপরাজিতা।
একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী॥
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা॥
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাম্বিকা স্মৃতা।
এবং ক্রমেণ সংপূজ্য যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে॥

জামলম্।

একবর্ষীয়া কন্যার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষীয়া কন্যার নাম সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া কন্যার নাম ত্রিধামূর্ত্তি, চতুর্বর্ষীয়া কন্যার নাম কালিকা, পঞ্চবর্ষীয়া কন্যার নাম সুভগা, ষড়্‌বর্ষীয়া কন্যার নাম উমা, সপ্তবর্ষীয়া কন্যার নাম মালিনী, অষ্টবর্ষীয়া কন্যার নাম কুব্জিকা, নবমবর্ষীয়া কন্যার নাম কালসন্দর্ভা, দশবর্ষীয়া কন্যার নাম অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়া কন্যার নাম রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার নাম ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যার নাম মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কন্যার নাম পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার নাম অম্বিকা। কন্যা যে পর্য্যন্ত ঋতুমতী না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই ক্রম-অনুসারে পূজা করিবে।”

শিষ্য। এই ক্রম-অনুসারে পূজা করিলেই কি তাহা-দিগের দেবত্ব আসিয়া পড়িল?

গুরু। দেবত্ব আসিয়া পড়িল কি,—রমণী প্রকৃতি-রূপিণী। ঐ ঐ বয়সে তাহাদিগের দেহে ঐ সকল

মহাশক্তির মহল্লীলার ক্রীড়া হইতে থাকে। তাই হিন্দু ভক্ত—তাই জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ সাধক, সেই সেই বয়সের কুমারীতে সেই সেই শক্তির পূজা করিয়া থাকেন। শক্তি-সাধক যেখানে যে শক্তির উদ্বোধনা ও প্রেরণা দেখিতে পান, সেই স্থানে, সেই শক্তির আরাধনা করিয়া, সেই শক্তিকে স্ববশে আনিয়া থাকেন,—তুমি বোধ হয় জান, আরাধনা অর্থে স্ববশে আনা।

শিষ্য। কথাটা আমার ভালরূপ বোধগম্য হইল না।

গুরু। কোন্ কথা তোমার বোধগম্য হইল না?

শিষ্য। কুমারীগণের শরীরে এক এক বয়সে এক এক শক্তির আবির্ভাব হয়।

গুরু। বুঝিতে না পারিবার কারণও আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শিষ্য। যাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে, তাহা বুঝা কিছু কঠিন।

গুরু। না না,—ইহা বিজ্ঞানের অতীত কথা নহে,—তুমি স্মরণ করিতে পারিতেছ না বলিয়াই বিজ্ঞানসম্মত কি না, বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার স্মরণার্থ এস্থলে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি। উহা দ্বারা তুমি বুঝিতে পারিবে, কেমন করিয়া প্রতি বৎসরে নূতন নূতন শক্তি মহাশক্তি এবং প্রকৃতির অংশসম্ভূতা রমণীতে আবির্ভূত হয়; এবং তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, কি জন্য বয়স-ভেদে কুমারীগণের শক্তি বা নামভেদ হয়।

"প্রধান হইতে অপ্রধান অব্যক্ত"—

"এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, সকলই ব্রহ্মার সৃষ্ট। কারণ, এ সমস্ত পরিদৃশ্যমান হইবার পূর্ব্বে কারণ-ব্রহ্মাণ্ড হইতে যে বিশ্বপদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছিল,—যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড-কমল ব্রহ্মার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, যাহাতে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ হইয়া সেই কমলদলে অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিয়াছিলেন,—সেই অব্যক্ত বিশ্বকোষ মধ্যেই এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব লুক্কায়িত ছিল। ব্রহ্মার সৃষ্টি আর কিছুই নহে, তাহা তাঁহার সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর রূপ সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের কমলেরই বিবৃদ্ধি ও বিকাশ। তবেই এই ব্রহ্মাণ্ড কমল আর এক অব্যক্ত প্রকৃতি। সৃষ্টি ব্যাপারে প্রথম অব্যক্ত—প্রধানা প্রকৃতি, দ্বিতীয় অব্যক্ত—বিশ্ব কমল বা হিরণ্যগর্ভের প্রথম সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। প্রধানা, অশরীরী অব্যক্তা; এই বিশ্ব-কমল, শরীরী অব্যক্ত। প্রধানা যেমন নির্গুণ পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এই বিশ্বপদ্মও তেমনি কূটস্থ ব্রহ্ম বা অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের বিবর্ত্ত। প্রধানার সূক্ষ্ম ব্যক্তাবস্থা, অনন্ত মহত্তত্ত্ব; হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম ব্যক্তাবস্থা, ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরী সৃষ্টি। ভগবান্ গীতোক্তিতে এই দ্বিবিধ অব্যক্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ গীতা ৮।২০।

"যিনি চরাচর ভূতগণের কারণভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহারও কারণভূত যে অন্য অব্যক্ত, যিনি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর এবং যিনি অনাদি, তিনি সমস্ত চরাচরভূত প্রাণ বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন না।"

তাৎপর্য্য এই যে, এই অভিব্যক্ত চরাচর ভূতগ্রামের কারণভূত হিরণ্যাখ্য অব্যক্তেরও প্রলয়কালে বিনাশ আছে, কিন্তু সেই অব্যক্তের কারণভূত যে অব্যক্ত, তাহার বিনাশ নাই। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়েও বিদ্যমান থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে, বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, তাহাতে অব্যক্তরূপ বিষ্ণু অবস্থিত হয়েন। সেই অব্যক্ত পুরুষই হিরণ্যগর্ভ। হার্বার্ট স্পেন্সারও এই দ্বিবিধ অব্যক্তের সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। জগতের এই অগণ্য পরিণাম ও পরিবর্ত্তন * কেবল এই অব্যক্তাবস্থা লাভ করিবার জন্যই ব্যস্ত, * * সেই গুণ-সাম্যই তাঁহার State of equilibrium। তিনি দ্বিতীয় অব্যক্তকে Imperceptible State বলিয়াছেন। * * * প্রকৃতির এই দ্বিতীয় অব্যক্ত হইতে যে ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরের সৃষ্টি হয়, তাহাকে স্পেন্সার Diffused state বলিয়াছেন। এই সূক্ষ্মশরীরী Diffused state হইতে যে স্থূলজগতের উৎপত্তি হয়, সেই স্থূলজগতকে তিনি concentrated perceptible state বলিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

সমালোচনায় তিনি এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দু-সৃষ্টি-তত্ত্বের এই সকল কথা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত। স্পেন্সার বলিতেছেন,—

"My it not be inferred that Philosophy has to formulate this passage from the imperceptible into the perceptible and again from the perceptible into the imperceptible ?"

First Principles Page 280.

"Evolution is a passage of matter from a diffused to an aggregate state."

Ibid P. 382.

"The change from a diffused imperceptible, to a concentrated dissipation of motion, and the change from a concentrated, perceptible state a diffused, imperceptible state is an obsorption of motion and concomitant desint gration of matter". First Principles, P. 278.

তিনি বলিলেন, এই পরিণামী অব্যক্ত ব্যক্ত-অবস্থায় আসিবার কালীন যে সকল পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অথবা যে যে অবস্থা দিয়া তাহা যায়, সেই গতিপথ বা পরিণাম সকল নির্ণয় করা প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের কার্য্য। হিন্দু-সৃষ্টি-তত্ত্বে সেই পরিণাম-সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে

এবং সাংখ্যদর্শনই সেই পরিণাম-সকল বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকল সাংখ্যে কেবল সূত্রাকারে আছে মাত্র। হিরণ্যাখ্য অব্যক্ত যে প্রকার জাত্যন্তর-পরিণাম প্রাপ্ত হন, পাতঞ্জলদর্শনে সেই জাত্যন্তর পরিণামের প্রকৃতি পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সেই জাত্যন্তর পরিণাম যে স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ-বশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহাও সাঙ্খ্য-বিদ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রধানা প্রকৃতি কি কি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব-কমলরূপ অব্যক্তে উপনীত হন, তাহা আমরা সাঙ্খ্য বিদ্যা ও বেদান্ত দ্বারাই স্থির করিতে পারিয়াছি। তৎপরে ঐ দ্বিতীয় অব্যক্ত হইতে কিরূপে ব্যক্ত-জগতের বিকাশ হয়, তাহাও সাঙ্খ্য এবং বেদান্ত দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অপ্রধান অব্যক্তের ত্রিগুণ-ভেদ।

ব্রহ্মার অব্যক্ত সূক্ষ্মশরীরী বিশ্বকোষ মধ্যে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল বিশ্বের সমস্তই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। প্রলয়ে এই বিশ্ব যে অবিদ্যারূপ মলিনসত্ত্ব মায়ায় পরিণত হইয়াছিল, হিরণ্যাখ্য অব্যক্ত যদি সেই অবিদ্যারই পরিণাম হয়, তবে তাহাতে সমগ্র বিশ্ব-সংসার অবশ্যই লুক্কায়িত থাকিবে। কিরূপ লুক্কায়িত? যেমন কুসুম-কলি-মধ্যে কুসুম-দল সকল লুক্কায়িত থাকে। সেইরূপ সেই কুসুম বিকশিত হইলে তাহার দল সকল বিস্তারিত হইয়া দেখা

দেয়। সেই জন্য শাস্ত্রে সেই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বারিজাত বিশ্বকে পদ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ বিশ্বের প্রত্যেক দলে এক একটি ভুবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্ত আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া যে কত অগণ্য আদিত্যমণ্ডল আছে, কে বলিতে পারে? মহাভারতে আমরা ভৃগু-মুখে শুনিয়াছি, এই আদিত্য-মণ্ডল সকল অনন্ত আকাশের এতদূর দূরদেশে অবস্থিত যে, কেহ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের আদিত্য-মণ্ডল যেমন দ্যুলোক হইতে উৎপন্ন, প্রতি আদিত্যমণ্ডলও তেমনি। একই অন্তরীক্ষ-লোকের অন্তর্গত এই সমস্ত আদিত্যমণ্ডল ও ভূলোক। এ সমস্ত লোকই ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীররূপ অব্যক্ত বিশ্ব-কোষের বিবৃদ্ধি ও বিকাশ। তাই বেদাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মার শরীর হইতে দ্যুলোক, ভুবর্লোক এবং ভূলোকের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন,—

> মোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসামদনুগ্রহাৎ।
> লোকান্ স পালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতিত্রিধা॥
>
> ১১।২৪।১১

"সেই বিশ্বাত্মা তপস্যা-প্রভাবে আমার অনুগ্রহে যজ্ঞ দ্বারা লোকপাল সহিত লোক সকল এবং ভূঃ ভুব ও স্ব এই তিনলোক সৃষ্টি করিলেন।"

এই ত্রিবিধ লোক সেই বিশ্বাত্মার কোন্ গুণ হইতে সমুদ্ভূত হইল? ব্রহ্মা রজোগুণ-প্রভাবেই উহাদিগকে সৃষ্টি

করিলেন। কারণ, রজোগুণই (Energy) সৃষ্টির কারণ। রজোগুণই বিক্ষেপ-শক্তি, সেই বিক্ষেপ-শক্তিই যত নাম-রূপের বিক্ষেপ করে। ব্রহ্মা সেই বিক্ষেপ-শক্তি-যোগে প্রথমে কি সৃষ্টি করিলেন? সৃষ্টি করিলেন, প্রথমে সত্ত্ব-গুণান্বিত স্বর্গলোক। এই স্বর্গলোকে স্বয়ং ঈশ্বর দেবগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজিত। অবিদ্যা-রূপ মায়াকে যে দেবগণ বিশ্বরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই দেবগণ ঈশ্বরের সহিত সত্ত্বগুণান্বিত মায়াতে আবির্ভূত হইয়া স্বর্গলোকের বিকাশ করিলেন। সুতরাং সেই স্বর্গলোকই সমস্ত ভুবনের কারণস্বরূপ হইলেন। সেই স্বর্গলোক হইতে নানাবিধ সত্ত্ব-গুণান্বিত মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক প্রভৃতির বিভাগ হইয়া গেল। তৎপরে রজোগুণান্বিত অন্তরীক্ষ-লোক এবং তমোগুণান্বিত ভূলোক, অতল, বিতল, পাতালাদির সৃষ্টি হইল। এ সমস্ত সৃষ্টিই সূক্ষ্মশরীরী। এই ত্রিগুণান্বিত লোক সকলের সৃষ্টি অগ্রে হইল কেন? কারণ, প্রলয়-কালে সমস্ত জগৎ এই ত্রিগুণান্বিত অবিদ্যায় পরিণত হইয়া সেই ব্রহ্মার কায়ায় লীন হইয়াছিল। এক্ষণে সৃষ্টিকালে সেই পূর্ব্ব ত্রিগুণান্বিত অবিদ্যা-কায়াই আবির্ভূত হইল। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়মানুসারে প্রতি সৃষ্টিকালেই সমানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রতি-সৃষ্টিকালেই দ্যুলোকের সৃষ্টি হইলেই এক এক আদিত্যমণ্ডলের বিকাশ হয়। সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই নক্ষত্র লোকসকল

আবার দেখা দেন। অনন্ত আকাশে অগণ্য আদিত্যমণ্ডলে দ্যুলোক, ভুব বা অগণ্য নক্ষত্র বিরাজিত অন্তরীক্ষ লোক এবং এই পৃথিবীর ন্যায় অগণ্য ভূলোকেরও সমুদ্ভব হয়। এই ত্রিজাতীয় সৃষ্টি আবার সেই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রাধান্যবশতঃ ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়াছে—সত্ত্ব-বিশালা, রজোবিশালা এবং তমোবিশালা। সাঙ্খ্যকার উক্ত ত্রিগুণান্বিত সৃষ্টির এইরূপ ব্যষ্টিবিভাগ করিয়া দিয়াছেন। বিভাগ করিয়া তাহাদের স্থান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ;—

"ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা। তমোবিশালা মূলতঃ।
মধ্যে রজোবিশালা।"—সাং দং। ৩অ, ৪৮।৪৯।৫০।

"সামান্যতঃ সমুদয় সৃষ্টিই ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ভূলোকের উপরিভাগে যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাদিগের সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে; এজন্য তাহারা সাত্ত্বিক সৃষ্টি। ভূলোকের অধোভাগে যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাতে তমোগুণের আধিক্যবশতঃ তাহারা তামসিক সৃষ্টি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মধ্যে অর্থাৎ ভূলোকের সৃষ্টি সকল রাজসিক, উহাতে রজোগুণের আধিক্য আছে।"

প্রতি খণ্ড-প্রলয়ের পর ত্রিগুণময় ত্রিভুবনের বিকাশ হয়। এই ত্রিভুবন অবশ্যই সমষ্টি অর্থেই বাচ্য হইয়াছে। সমষ্টি সত্ত্বগুণ প্রধান দেবলোকের নামই স্বর্গলোক, সমষ্টি রজোগুণ প্রধান লোকের নামই অন্তরীক্ষ লোক এবং সমষ্টি তমোগুণ প্রধান লোকের নামই ভূলোক। এই

ত্রিভুবন হইতে আবার সমষ্টি অর্থেই চতুর্দ্দশ ভুবনের বিকাশ হইয়াছে। সেই চতুর্দ্দশ ভুবন হইতে এক এক গুণপ্রধান অগণ্য ব্যষ্টিলোক অনন্ত আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই ত্রিগুণান্বিত লোকসকল প্রতি খণ্ড-প্রলয়ে জাতি সমষ্টির পরিণাম মাত্র। সেই পরিণাম সকল বীজাকারে আসিয়া যে অবিদ্যার উৎপত্তি করিয়াছিল, সৃষ্টিকালে সেই অবিদ্যার বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়াছিল মাত্র। অঙ্কুরিত হইয়া সেই পূর্ব্ব সৃষ্টিরই বিকাশ করিয়াছিল। সুতরাং প্রতি সৃষ্টি-কালে সকলেরই সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রে এই কথারই উল্লেখ আছে।

* * *

প্রধান অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতেই এইরূপ ত্রিগুণের বিকাশ। গুণ সাম্য প্রকৃতি-বীজ হইতে প্রথমে সত্ত্বপ্রধান মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। মহত্তত্ত্বনিহিত রজোগুণের আবির্ভাবে অহঙ্কারতত্ত্বের বিকাশ হয়। এই অহঙ্কারতত্ত্বই অহঙ্কৃত অবিদ্যাবীজ। যাহা অহঙ্কার পূর্ণ মায়া, তাহা অবশ্য তমোগুণান্বিত। সৃষ্টিকালে প্রধানা প্রকৃতিতে যে পুরুষ অনুপ্রবিষ্ট হন, তিনিই সত্ত্বগুণান্বিত মহত্তত্ত্বে দেখা দিয়া ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। সেই মহত্তত্ত্বের প্রকৃতি অংশ যে মহামায়া ও বিদ্যা, তাহাই রজোগুণান্বিত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রীরূপে সমস্ত বিশ্ববীজ-স্বরূপা অহঙ্কৃতা অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। মহত্তত্ত্বের এই পুরুষই সত্ত্বগুণান্বিত শ্বেতবর্ণ

মহাবিষ্ণু * বা মহেশ্বর। তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গ—প্রকৃতির মহামায়া রজোগুণান্বিত রক্তবর্ণা বা ঈশ্বরী ভগবতী। সেই রজো-গুণান্বিত সৃষ্টিকারিণী ভগবৎ-শক্তি হইতেই ত্রিগুণান্বিত অবিদ্যার বিকাশ হয়। অবিদ্যার সম্যক্ বিকাশ হইলে আবার সেই অপ্রধান অব্যক্ত হইতে ত্রিগুণময়ী সৃষ্টি সম্ভূত হয়। অবিদ্যার সত্ত্বগুণে সেই পুরুষই দেখা দিয়া স্বর্গলোকের বিকাশ করেন। মহত্তত্ত্বই স্বর্গলোকরূপে দেখা দেয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী রজোগুণপ্রধানা রক্তবর্ণা প্রকৃতি-শক্তি ভগবতী বা দশমহাবিদ্যাস্বরূপে অন্তরীক্ষলোকের দশদিকে ব্যাপ্ত হইয়া দশহস্তে অগণ্য ভুবনের সৃষ্টি করেন †।”

এক্ষণে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি শোন,—প্রকৃতিরূপিণী রমণী যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাতে ঐরূপে ক্রমে ক্রমে বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন শক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে,—তাই সেই শক্তিকে আরাধনা করিয়া, তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্যই হিন্দুর কুমারী পূজা। আরাধনা করিয়া বশীভূত না করিলে, জয় হয় না—ইহা সত্য।

শিষ্য। স্ত্রীজাতিতে যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন

---

* সত্যনারায়ণের ধ্যানে বিষ্ণু বা সত্যনারায়ণ শ্বেতবর্ণ কথিত হইয়াছে, তাহার কারণই এই।

† সৃষ্টিবিজ্ঞান,—বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু।

শক্তির আবির্ভাব হয়, পুরুষেও ত তাহা হইয়া থাকে,—তবে পুরুষদিগকে পূজা করিবার প্রথা নাই কেন ?

গুরু। পুরুষে সে শক্তির আবির্ভাব কেন হইবে ?

শিষ্য। স্ত্রী আর পুরুষ কেবল দৈহিক পার্থক্যে কিছু প্রভেদ বৈ ত নহে। উভয়েই ত চৈতন্যের বিকাশ।

গুরু। ঠিক তাহা নহে।

শিষ্য। তবে কি ?

গুরু। পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রীশক্তি পৃথক্।

শিষ্য। কি প্রকার পৃথক্,—তাহা আমাকে বলুন ?

গুরু। সে কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

শিষ্য। আর একবার বলুন।

গুরু। সেই বলা কথা আবার বলিতেছি, শোন—স্ত্রী-শরীরে সঞ্চারিণী (Anabolism) শক্তি অধিক। আর পুরুষে অনুপ্রাণিতা ;—স্ত্রী বশবর্ত্তিনী, প্রসবিনী শক্তি। বেদে স্বামী হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক্। আরও উচ্চস্তরের কথা এই যে, স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্বপ্রকৃতি। পুরুষ সন্ন্যাস, স্ত্রী শিক্ষা, অভীষ্ট দেবতা—জন্ম-সংসার-মৃত্যুকারিণী। পিতৃ-অংশ উদাসীন,—কেবল জীবনের উন্মেষক ; আর মাতৃ-অংশ দেহ সৃষ্টিকারক—কর্ম্মফলভোগ প্রবর্ত্তক। স্ত্রীশক্তি হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, স্ত্রীশক্তি লইয়া মানুষ সংসারী হয়, সৃষ্টি-প্রবাহ প্রবর্ত্তন করে, আবার স্ত্রীশক্তিতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জীবনের দুইটি কেন্দ্র,—একটি পুরুষ, অপরটি প্রকৃতি।

একটি উদাসীন, আর একটি প্রবর্ত্তক। শারীরতত্ত্ব পাঠ করিয়াছ,—কি আর্য্যশারীরতত্ত্ব, কি পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ব—সকল তত্ত্বেই বোধ হয় পাঠ করিয়াছ, কতকগুলি শারীর-যন্ত্র নিবর্ত্তক, অর্থাৎ জগৎ হইতে জীবনীশক্তিকে টানিয়া আনিয়া সত্তের সহিত তাহার সম্বন্ধ সংযোজনা করিয়া দেয়; অপর কতকগুলি শারীরযন্ত্র তাহাকে বহির্জ্জগতে বাহির করিয়া লইয়া, তাহার জৈবিক কার্য্যের সহায়তা করে। এই বিভিন্ন কেন্দ্রেরই বিভিন্ন যন্ত্র আছে। কতকগুলিতে তাহার পরিপাক ক্রিয়ারূপ জৈবিক আবশ্যকতা সিদ্ধ হয়, কতক-গুলির দ্বারা সে অপ্রত্যক্ষ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। মানবদেহের প্রত্যেক অণুতে এই দুই কেন্দ্র আছে। ইহা পুরুষ ও প্রকৃতি-শক্তি বা মাতৃ-পিতৃ-শক্তি। আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করি,—তাহাও এই তত্ত্ব। "হংস"—'হং' বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভিতরে টানিয়া লইয়া সত্তের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিতেছে, আর 'স' ভিতর হইতে সত্তের অংশ টানিয়া লইয়া বাহিরের জগতে ঢালিয়া দিয়া প্রকৃতির পরিপুষ্টতা সংসাধিত করিতেছে। হং পুরুষ, স প্রকৃতি। হং শিব—স দুর্গা। উভয়ের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন—আত্মসম্পূর্ত্তি।

শিষ্য। আর একটি কথা।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, যাবৎ রমণী পুষ্পিতা

না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহার পূজা করিবে,—পুষ্পিতা হইলে আর পূজা করিতে নাই।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তখন পূজা করিতে নাই কেন ?

গুরু। তখন তাহার কুমারী কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল বলিয়া।

শিষ্য। এরূপ উত্তরে বিশেষ সন্তুষ্টিলাভ ঘটে না।

গুরু। কেন ?

শিষ্য। ইহা আমিও জানিতাম।

গুরু। তুমি যাহা জান না, যাহা ভাবিয়া পাও না,—এমন একটা নূতন কথা বলিয়া না দিতে পারিলে কি আর সন্তোষলাভ করিতে পার না !

শিষ্য। না,—তাহা নহে।

গুরু। তবে কি ?

শিষ্য। পুষ্পিতা হইলে কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল বলিয়া পূজা করিতে নাই,—এমন উত্তর শুনিয়া কে আনন্দ লাভ করিতে পারে ? ইহা অতি সাধারণ কথা।

গুরু। ভাল, কি প্রকার অসাধারণ কথা শুনিতে বাসনা কর,—তাহা বল ?

শিষ্য। না, অসাধারণ কথা শুনিতে চাহি না ;—শুনিতে চাহি যে, যে সকল শক্তি কুমারীতে ছিল, হঠাৎ পুষ্পিতা হইতেই তাহা কি প্রকারে ও কেন অন্তর্হিত হইয়া গেল ?

গুরু। কুমারীগণের দেহস্থ শক্তি আরাধনা করিয়া মানুষ যে শক্তি লাভ করিবার প্রয়াসী,—পুষ্পিতা হইলে সে শক্তি অন্তর্হিত হয়। ঋতুকালে স্ত্রীলোকের উচ্চশক্তির অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে,—তখন হিপ্‌নটিক্ বা আবিষ্ট অবস্থার অত্যন্ত আবির্ভাব হয়। আর্য্য ঋষিগণ সে সন্ধান বহুদিন হইতে অবগত হইয়াছিলেন,—তাই তাঁহারা কুমারী পূজায় সে শক্তি লাভের কামনা করিতেন, পুষ্পিতা রমণীতে সে শক্তি পাইবেন না, বুঝিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণও এখন এ তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। তুমি বোধ হয় বর্ডকের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছ, * তাহাতে একথা অতি সুন্দররূপেই প্রকটিত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু তারপরে তন্ত্রশাস্ত্রে আবার শেষতত্ত্বের সাধনা। অর্থাৎ পুষ্পিতা রমণী লইয়া তন্ত্রের পঞ্চমকার বা শেষতত্ত্বের সাধনার কথা আছে।

গুরু। হাঁ, আছে।

শিষ্য। তবে সেই আবিষ্ট শক্তির সাধনা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। সে কথাটা বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। কি বুঝাইব?

শিষ্য। অন্যান্য শাস্ত্রে বলেন, কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ

---

* Havelock Ellis (Man and Woman) P. 284.

করিয়া সাধনা কর,—আর আপনি এবং হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, রমণী লইয়া সাধনা কর,—এ কেমন অসামঞ্জস্যের নিপীড়ন প্রভো?

গুরু। অসামঞ্জস্য নহে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথ—এই যা প্রভেদ।

শিষ্য। সে প্রভেদ কি প্রকার?

গুরু। আসল কথা এই যে, যে রমণীর হাত এড়াইয়াছে, সে প্রকৃতির বাহু-বন্ধন বা আকর্ষণ-অনল এড়াইতে পারিয়াছে। এখন অন্যান্য কঠোর শুষ্ক শাস্ত্র বলেন, রমণীকে জোর করিয়াই ত্যাগ কর,—তন্ত্র বলেন,—"ওগো, সে জোর অধিক দিন থাকিবার নহে। এই বিশ্ব-প্রসারিত প্রকৃতির অনল-বাহুর হাত এড়ান বা রমণীর আসঙ্গ-স্পৃহা পরিত্যাগ করা সহজ নহে বা পারিবার শক্তি কাহারও নাই। রমণীত্ব জননীত্বে পরিণত কর,—তাহা হইলেই তোমার প্রাকৃতিক পিপাসা মিটিয়া যাইবে।" তাই তন্ত্রের শেষতত্ত্বের সাধনা,—তাই রমণীকে সঙ্গে লইয়া উচ্চস্তরে অধিরোহণ করা।

হরগৌরীর ছবি দেখিয়াছ,—ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে—ঐ দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান, হরগৌরীর ছবিখানি একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। দেখিতেছ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, দেখিলাম।

গুরু। কি দেখিলে?

শিষ্য। হরগৌরীর ছবি।

গুরু। ছবিখানা পাড়িয়া আন।

শিষ্য। এই ত আনিলাম।

গুরু। সম্মুখের ঐ স্থানটায় স্থাপন কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাই করিলাম।

গুরু। এখন আর একবার ভাল করিয়া ছবিখানি দেখ।

শিষ্য। বেশ করিয়া দেখিলাম।

গুরু। কি দেখিলে?

শিষ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—হরগৌরীর ছবি।

গুরু। হরগৌরীর ছবি ত দেখিলে, কিছু বুঝিতে পারিলে কি?

শিষ্য। কি বুঝিব?

গুরু। কিছুই বুঝিতে পারিলে না?

শিষ্য। মহাদেব স্বামী—স্বামীর ক্রোড়দেশে তদীয় প্রণয়িনী পার্ব্বতী অবস্থিতা।

গুরু। ভাল কথা,—উহাঁরা কোথায় বসিয়া আছেন?

শিষ্য। একটি বৃষের উপর।

গুরু। বৃষটি কি?

শিষ্য। ষাঁড়।

গুরু। মূর্খ! বৃষ অর্থে ষাঁড়, তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

শিষ্য। তবে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?

গুরু। বৃষটির ভাব কি বুঝিয়াছ?

শিষ্য। কিছু না ঠাকুর,—বুঝাইয়া দিন।

গুরু। মহাকাল, মহামৃত্যু বৃষভারোহণে—তাঁহার কোলে বিশ্বজননী প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত পুরাণের রহস্য-ভাষায় চতুষ্পাদ ধর্ম্মের আখ্যা বৃষ। পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের উপরে মহাকাল প্রতিষ্ঠিত,—আর তাঁহার কোলে তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতি অধিষ্ঠিত। এ ছবির অর্থ—জীবন, মরণের কোলে অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ মরণের রাজ্যেই জীবনের নেপথ্য বিধান হইয়া থাকে,—মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ। এ তত্ত্ব, বৃষরূপী অটল বিশ্বজনীন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃ অংশ যখন আংশিক মরিয়া গিয়াছে, মাতার জীবনী-শক্তিতে যখন শেষ ভাঁটা, যখন মহাকালের কোলে প্রতিষ্ঠিত, তখন গর্ভোৎপত্তি।

শিষ্য। অতি সুন্দর ও গভীর তত্ত্বময় ছবি।

গুরু। হিন্দুর সবই এই প্রকার। তোমরা বুঝিতে পার না, বুঝিবার চেষ্টা কর না,—তাই স্পেন্সার, হক্সলী লইয়া আনন্দে স্ফীত হও। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে এদেশে আণবিকতত্ত্বের বহু-বিশ্লেষণ হইয়া গিয়াছে।

শিষ্য। এ ছবিতে যাহা বুঝিলাম, বোধ হয়, তাহার সহিত শেষতত্ত্ব সাধনার কোন সামঞ্জস্য আছে?

গুরু। কিসে বুঝিতে পারিলে?

শিষ্য। নতুবা আপনি ছবিখানি দেখিতে বলিবেন কেন?

গুরু। ঐ যেমন দেখিতেছ, মহাযোগী শঙ্করের কোলে শঙ্করী অবস্থিত,—ঐরূপ তান্ত্রিকের কোলে শেষতত্ত্ব। কিন্তু

পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপী বৃষভের উপরে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই। তাই কৌল ভিন্ন অন্যের এ সাধনায় অধিকার নাই। মানুষ যখন কৌলাচারে অধিষ্ঠিত, তখন সে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞ, তাই তখন তাহার কোলে শেষতত্ত্ব অধিষ্ঠিত। সে তখন রমণীর আবিষ্ট-শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট *।

শিষ্য। এ সাধনায় কি মরণ জয় হয়?

গুরু। মরণ জয় করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

শিষ্য। তবে কি হয়?

গুরু। প্রকৃতি বশ হয়।

শিষ্য। তাহাতে ফল?

গুরু। আকাঙ্ক্ষা যায়।

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

* এ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আরও গূঢ় কথা আছে, কিন্তু তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিবার দুইটি অন্তরায় আছে। এক সাধনতত্ত্ব গূঢ়তম, তাহা সাধারণে প্রকাশ করা অন্যায়। দ্বিতীয় প্রকৃতি সাধনার বিষয় বলিতে গেলে, তাহা সাধারণের নিকট কতকটা অশ্লীল হইয়া পড়িবে, কাজেই এস্থলে এই পর্য্যন্ত। যাঁহারা ইহার পরতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, এবং সাধনকামী, তাঁহারা কোন ভাল তান্ত্রিকের নিকট সে উপদেশ লইতে পারেন। বলা বাহুল্য, কেবল এই সাধনায় জীবনের জয় এবং পুরুষত্ব রক্ষা। কোন সাধক যদি এ সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হয়েন, আমিও সে শিক্ষা দিতে পারি। তবে অনেকে পত্রের দ্বারা শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন, তাহা ব্যর্থ চেষ্টা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিন্দু-সাধন।

গুরু। শেষতত্ত্ব সাধনায় প্রকৃতি বশীভূত হয়,—আত্ম-জয় হয় এবং বিন্দু-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে, একথা তুমি বুঝিতে না পারিলেও যদি সাধনায় প্রবৃত্ত হও,—তবে সিদ্ধিলাভ করিতে পার। উদজান আর অম্লজান যদি মিশ্রিত হয়, তবে জলের সৃষ্টি করে, তা তুমি তাহার বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বুঝিতে পার, আর নাই পার।

শিষ্য। তাহা কি, সে বিষয়টা আমার শুনিতে বড়ই কৌতূহল হইতেছে।

গুরু। কি শুনিবে ?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, শেষতত্ত্বের সাধনায় প্রকৃতি বশীভূত হয়। আত্মজয় হয় এবং বিন্দু-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে।

গুরু। ইহার কি শুনিবে ?

শিষ্য। এই গুলির অর্থ কি ?

গুরু। অর্থ কি এ কথার ভাব, আমি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

শিষ্য। শেষতত্ত্ব সাধনায় প্রকৃতি বশীভূত হয় কেন এবং কি প্রকারে ?

গুরু। প্রকৃতি-মূর্ত্তি রমণী বা মাতৃ-শক্তিতে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে,—এবং বাঁধিয়া রাখে, যদি সেই শক্তিকে সাধন দ্বারা তাহাতে আত্ম-সংমিশ্রণ করিয়া লওয়া যায়,—যদি শিব পার্ব্বতীর মিলন সঙ্ঘটন করিয়া ফেলিতে পারা যায়, তবে আর তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেন? কাজেই তাহাকে বশীভূত করা হইল।

শিষ্য। একটি স্ত্রীলোকের সহিত ঐ সাধনা করিয়া তাহারই শক্তিকে না হয় জয় ও বশীভূত করা গেল, কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাতৃ-শক্তি ত বাহিরে পড়িয়া থাকিল?

গুরু। সমস্তই এক শক্তি—শক্তির পৃথক্ সত্ত্বা নাই। একটি পুরুষের যদি একটি রমণীর সহিত যথার্থ প্রেম হয়, তবে সেই দুইজন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আর নর-নারীর মধ্যে পিতৃ-মাতৃ-শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পায় না,—সকল শক্তির সমাবেশ সেই এক স্থলেই হয়। এক স্থানে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পাইলে, অন্যত্র আর আহারে লোভ জন্মে না।

শিষ্য। কিন্তু ভুক্তান্ন জীর্ণ হইয়া গেলে?—প্রণয়ের নেশা ছুটিয়া গেলে?

গুরু। হাঁ, তখন আবার নূতনের প্রয়োজন হয় বটে,—কিন্তু এ সাধনায় সে নেশা আর ছোটে না। তাহা তখন আর চোখের নেশা নহে,—তাহা তখন প্রাণের বাঁধন। আত্মায় আত্মায় মিশামিশি,—বিদ্যুতে বিদ্যুতে

জড়াজড়ি করিয়া যেমন মিশিয়া যায়, ইহাও সেইপ্রকার মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না। দুই শক্তি এক হইয়া আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ করে।

শিষ্য। আত্মজয় হইবারও বোধ হয় ঐ-ই কারণ? যেহেতু, আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ হইলেই আত্মজয় হইয়া থাকে।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। বিন্দু ধারণ হয় কি প্রকারে?

গুরু। শক্তি-সাধনায় স্বীয় বিন্দুর উজানগতি হয়।

শিষ্য। সেটা কথায় শুনিয়াছি বটে, যথার্থই কি কাজে তাহা হয়।

গুরু। কাজে হয় না কে বলিল?

শিষ্য। কেহ বলে নাই, তবে কথন জানি না।

গুরু। ইহা শিখিতে হয়,—অভ্যাস করিতে হয়। কখনও অভ্যাস কর নাই বলিয়া শিখিতে পার নাই।

শিষ্য। সে কি মন্ত্র-তন্ত্র জপ করিতে হয়?

গুরু। মন্ত্র জপ না করিয়াও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে পারে, তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। যথাবিধি সাধনা করিয়া শেষতত্ত্বে তাহা অভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয়।

শিষ্য। বিন্দু-সাধন করিলে কি হয়?

গুরু। ইহাতেই প্রকৃত-প্রস্তাবে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ফলের

পূর্ণসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি বশীভূত, আত্মজয় ও মরণ নিরোধ বা আধ্যাত্মিক মরণের ভয় নিবারিত হয়। শাস্ত্রে আছে—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং॥

শিবসংহিতা।

"বিন্দুপাত দ্বারা মৃত্যু হয়, বিন্দুধারণে জীব জীবিত থাকে। অতএব, যত্নপূর্ব্বক বিন্দু ধারণ করিবে।"

কিন্তু সাধনা ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই যে, বিন্দু রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ॥

শিবসংহিতা।

"বিন্দুতেই জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে—তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই, ইহা অবগত হইয়া যোগিগণ বিন্দু ধারণ-সাধনার অনুষ্ঠান করিবেন।"

সে সাধন অনুষ্ঠানের পূর্ণতত্ত্ব তান্ত্রিকের শেষতত্ত্ব সাধনায়।

সিদ্ধেবিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ॥

শিবসংহিতা।

"যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না সিদ্ধ হয়? যাহার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার (শঙ্করের) এতাদৃশ মহিমা হইয়াছে।"

তাই তান্ত্রিকসাধক প্রকৃতির নিকট পূর্ণ জয়ী, তাই শেষ-তত্ত্ব সাধনায় জয় করিয়া সাধক অবিদ্যার বাসনা-বাহু বিমুক্ত। তাই তান্ত্রিক বিশ্ববিজয়ী।

বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখদুঃখস্য সংহিতম্।
সংসারিণাম্ বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাম্।
অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ॥

শিবসংহিতা।

"জরা-মরণশালী সংসারিগণের বিন্দুই সুখ দুঃখের কারণ, অতএব যোগিদিগের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই যোগই শুভকর,—তাহাতে সন্দেহ নাই।"

কেন না, ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আসক্তির আগুণ নিভিয়া যায়,—জীব যাহার আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি করে, তাহার জ্বালা কমিয়া যায়,—জীব তখন জীবন্মুক্ত হয়।

শিষ্য। সে সমস্তই বুঝিলাম, তবে সে সাধনা করিবার উপায় কি—বিন্দুধারণের ক্রম কি?

গুরু। তাহাও আছে বৈ কি।

শিষ্য। আছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাকে তাহা শিক্ষা দিন।

গুরু। অত্যন্ত কঠোর।

শিষ্য। বিজ্ঞানমাত্রেই কঠোর,—বিশেষতঃ ইহা একটি অভিনব শারীরবিজ্ঞান!

গুরু। ভুল কথা।

শিষ্য। কেন?

গুরু। ইহা শারীরবিজ্ঞান নহে।

শিষ্য। তবে কি?

গুরু। ইহা পূর্ণতম ব্রহ্মজ্ঞান।

শিষ্য। বলেন কি?

গুরু। নিশ্চয়।

শিষ্য। তাহাই কি?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কিসে?

গুরু। এই পূর্ণ সত্য শারীরবিজ্ঞানের সীমার অজ্ঞেয় ও দুর্লঙ্ঘনীয়। ইহা একটি ব্রহ্মজ্ঞানীর অনন্ত সাধনা, ইহা পিতৃ-মাতৃ-শক্তির সংযোজনা বা হরগৌরীর পূর্ণমিলন।

শিষ্য। ইহা কি উচ্চতম ধর্ম্মের জন্য?

গুরু। তবে কিসের জন্য?

শিষ্য। প্রেমের জন্য।

গুরু। প্রেমটা কি?

শিষ্য। আকর্ষণ।

গুরু। কিসের আকর্ষণ?

শিষ্য। আত্মায় আত্মায় মিলনের আকর্ষণ।

গুরু। আত্মায় আত্মায় মিলন কি? যদি আত্মায় আত্মায় মিলনই প্রেমের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে প্রেম স্ত্রী পুরুষেই হয় কেন?—পুরুষে পুরুষে নারীতে নারীতে হয় না কেন?

শিষ্য। তবে হয়ত, মাতৃ-পিতৃ-শক্তির মিলন।

গুরু। তাহা হইলেও সে শক্তি আত্মিক নহে; জৈবিক। আত্মার কোন গুণ বা শক্তি নাই, আত্মা যখন সগুণ বা প্রকট, তখনই তাহার এই সমস্ত। পিতৃ-মাতৃ-শক্তির মিলনেই ঐ বৃত্তি পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত। কামিনীর জন্য মানুষ পাগল হয়, উন্মত্ত হয়,—কেন হয় জান কি? কে না জানে, কামিনীর দেহ মাংসপিণ্ডময়! নর, নারীর চিন্তায় মহাযোগী হয়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন হয়,—তখন নারী তাহার সংযমের আশ্রয় হয়। কিন্তু এই ধ্যান-ধারণা—এই প্রেমের পরিণাম কি, জান কি? এক বিন্দু পদার্থের ধারণাই তাহার উদ্দেশ্য—ঐ রজোবিন্দুর মিলনেচ্ছাই তাহার কারণ।

কিন্তু তাহা হয় না। মানুষ যে সাধনা করিতে যায়, তাহা জানে না—তাই বিচলিত হইয়া পড়ে। বিন্দু পতন হয়, তখন মানুষ আর মানুষীর বদন নিরীক্ষণ করিতেও ইচ্ছুক হয় না,—নিরীক্ষণ করিলেও সে সুধাংশু-সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। মানুষ তখন কামিনীর সমস্ত অঙ্গে মাংসপিণ্ড দর্শন করিয়া থাকে,—কেবল কামিনীর অঙ্গ হইতে নহে, সমস্ত জগৎ হইতে যেন সৌন্দর্য্য তিরোহিত হয়। কামিনীর অঙ্গস্পর্শে যে মোহ উৎপন্ন হইতেছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা কোথায় যায়, জান? যে মানুষ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কামিনীকে কত আদর করিয়াছে, সে, এখন আর তাহার প্রতি ফিরিয়া দেখিতেও ইচ্ছা করিতেছে না।

কেন এমন ঘোর পরিবর্ত্তন? কেন এমন বিষম বিপ্লব? এক-মুহূর্ত্তে কেন এমন মহাপ্রলয়? চিন্তা করিয়া দেখিবে কি?

কথাটা বড় সোজা। তখন মানুষের মরণ হইয়াছে, বিন্দুপাত হইয়া গিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে বিন্দু আসিয়াছিল, যে আনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, বা যে আনন্দের কণিকা উপলব্ধি করাইয়াছিল,—খসিয়া পড়িয়া তাহা পূর্ণ-রূপে প্রদান করিতে পারে নাই। খসিয়াছে, কেন জান? মিলন করিতে পারে নাই বলিয়া। তাই ত পূর্ণসুখ হয় নাই। এই মিলন জন্যই পঞ্চতত্ত্বের শেষতত্ত্বের সাধনা।

শিষ্য। কি প্রকারে বিন্দু ধারণা করিতে হয়, আমাকে তাহা বলুন।

গুরু। তাহা বলিতে পারিব না। যাহা শাস্ত্রে আছে, এস্থলে তাহাই বলিব। সময় ও সুবিধা হইলে ক্রিয়া শিখাইয়া দিব *।

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়া যোজ্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ ॥
স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া।
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাং শ্চালনমাচরেৎ।

---

* ইহা এস্থলে লিখিবার কথা নহে,—একেবারেই অসম্ভব। শিষ্যগণকে এই সাধনতত্ত্ব মৌখিক উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

গুরূপদেশতো যোগী হুঙ্কারেণ চ যোনিতঃ।
অপান বায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ॥

শিবসংহিতা।

বিন্দুধারণ ও ঊর্দ্ধরেতা পর্য্যন্ত হওয়া যাইতে পারে, ইহা কবিকল্পনার উপকথা নহে, - ব্রহ্মনিষ্ঠার কঠোর বিজ্ঞান।

শাস্ত্রে আছে,—

অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥

শিবসংহিতা।

শিব বলিতেছেন,—"আমি বিন্দু এবং রজঃশক্তি,—সাধনবান্ যোগী এই জ্ঞানে যখন উভয়ের মিলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হয়।"

রজঃ ও বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তি ও পুরুষ, এই উভয়ের মিলনে জীবের সৃষ্টি ;—কিন্তু যোগী যদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই মিলনেই তাহার পূর্ণতা সংসিদ্ধি বা আত্মসম্পূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে। আরও—

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্ম্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥

শিবসংহিতা।

"বিন্দু চন্দ্রময়, এবং রজঃ সূর্য্যময়। অতএব যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা যোগীর আত্ম শরীরে এই উভয়ের মিলন করা কর্ত্তব্য।"

যাহাতে সৃষ্টি হয়, যাহাতে জগতের কল্যাণ সাধন হয়,

সেই রজোবিন্দুরূপী প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিলন করিতে পারিলে জীবের আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে,—এবং তাহার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা নিভিয়া যায়,—যোগী তখন আত্মজয়ী হইয়া পড়ে। মানুষ যখনই জন্মিয়াছে, যখন ক্রমবিকাশের মহিমায় মানুষ হইয়া গিয়াছে,—তখনই তাহার প্রাণে এক আকর্ষণ জন্মিয়া বসিয়াছে। জীবমাত্রেরই ঐ আকর্ষণ আছে,—কিন্তু তাহাদের ক্ষণিকাকর্ষণ। জীবপ্রবাহ বৃদ্ধির ক্রিয়া-বিশেষের আকর্ষণ,—আত্মসম্পূর্ত্তির অনুভূতি। কিন্তু মানুষের সে অনুভূতিও আছে, আকর্ষণও আছে,—আছে, পূর্ণমাত্রায় ; কেন না, মানুষ উন্নত জীব। মানুষের প্রজ্ঞাশক্তি বিদ্যমান আছে,—প্রজ্ঞাশক্তির বলে মানুষ বুঝিতে পারে, জানিতে পারে—এবং চেষ্টা করে, যে শক্তির উন্নতি করিতে দিবানিশি প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা, সেই শক্তি হৃদয়ে লইয়া বসাইব। তৃষ্ণা হইলে অন্যান্য জীব হয় নদীতে নয় সরোবরে ছুটিয়া থাকে,—মানুষ পাত্র প্রস্তুত করিয়া জল আনিয়া গৃহে রাখে, যখনই তৃষ্ণা পায়, গৃহস্থিত পাত্র হইতে জল ঢালিয়া পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে ;—জলের জন্য নদী বা পুষ্করিণীতে দৌড়ায় না। বিন্দুপাত হইলে মৃত্যু হয়।—বিন্দুধারণে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি হয়, আত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করে,—মানুষ তাই তাহার ক্ষয় নিবারণ করিতে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহাই করিতে সাধনা করে। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করিতে—

আত্মিক জীবনের পূর্ণতা সাধন করিতে যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু মহামায়ার মোহজাল বিস্তৃত, সাধ্য কৈ? তাই আধ্যাত্মিক যোগী—তাই তান্ত্রিক সাধক পর্ব্বতের শিরোদেশে বসিয়া জ্ঞানের প্রদীপ্ত আগুণ জ্বালিয়া এ তত্ত্ব রহস্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—যেমন বড় তরল বড় চঞ্চল পারদকে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধকের প্রয়োজন—তদ্রূপ বিন্দুধারণের জন্য রজঃশক্তির আবশ্যক; বিন্দু ও রজ একত্র করিলে রজোধারণ করা যায। সেই আকাঙ্ক্ষার পদার্থে—চিরবিরহের অমূল্য নিধি প্রাণে আনিয়া সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করা যায়।

শিষ্য। অনেকে একথায় অন্যমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গুরু। কোন্ কথায়?

শিষ্য। আপনি যে কথা বলিতেছেন।

গুরু। তক্র বিক্রয় করিতে আসিয়া পরিমাপক পশ্চাদ্ভাগে রাখিবার প্রয়োজন কি? স্পষ্টই বল না বাপু, কোন্ কথা?

শিষ্য। আজ্ঞে, যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন,—এবং তাহাই যেন সুরুচি-সম্পন্ন কথা। তাঁহারা বলেন, পাশবিক ঐন্দ্রিয়িক লালসা নর নারীর প্রেমের কারণ নহে।

গুরু। তুমি পঞ্চতত্ত্বের সাধন-বিজ্ঞান ভালরূপে জানিতে পারিলে বুঝিতে পারিবে, এ তত্ত্বরহস্য জগতের অতি অপূর্ব্ব কঠোর বিজ্ঞান, ইহা উপন্যাসের নিঃস্বার্থ প্রেম-কাহিনী নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চতত্ত্বে সাধন-পদ্ধতি।

শিষ্য। দয়া করিয়া এইবার আমাকে পঞ্চতত্ত্বের সাধন প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। হাঁ, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একবার তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিব,— এই পঞ্চতত্ত্বের সাধন করা অগ্নি লইয়া ক্রীড়া করা—অথবা কালভুজঙ্গ লইয়া খেলা করা। ইহা সকলের পক্ষে উপযুক্ত নহে। পঞ্চতত্ত্বে যে সকল দ্রব্য লইয়া সাধনা করিতে হয়, তাহা অত্যন্ত আকর্ষণের পদার্থ। ইহার অপব্যবহার হইলে মানুষে কি ইহকাল, কি পরকাল উভয়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, সে কথা আপনি পূর্ব্বেও বলিয়াছেন।

গুরু। কি বলিয়াছি ?

শিষ্য। বলিয়াছেন, কুলাচার সম্পন্ন হইতে না পারিলে, মানুষ এই পঞ্চতত্ত্ব-সাধনার অধিকারী হয় না, কুলাচারের অবস্থাও সবিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

গুরু। হাঁ, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু মানুষ চিরদিনই আত্ম-বিস্মৃত;—মানুষ আপনাকে আপনি সহজে সমুন্নত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেই জন্য ভয় হয়, পাছে মানুষ আপনার অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া,—আপনাকে সমুন্নত,—আপনাকে কুলাচার সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া, এই কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনায় নামিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার পতনও হইতে পারে।

শিষ্য। তবে মানুষ কি প্রকারে আপনাকে আপনি জানিতে পারিবে?

গুরু। সেই জন্যই গুরুর প্রয়োজন। বেদবিদ্ বৈদ্য যেমন ব্যাধির নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন,—আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন গুরু তদ্রূপ শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া সাধন-পদ্ধতির পথ স্থির করিয়া দেন।

শিষ্য। তাহা কি কেবল বাহিরের উপদেশে হইতে পারে না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন? আমার বিশ্বাস, অবস্থাগুলির বর্ণনা থাকিলে মানুষ আপন অবস্থা আপনি স্থির করিয়াও লইতে পারে।

গুরু। রোগ হইলে পুস্তকপাঠ করিয়া রোগী যেমন আপন রোগের নিদান স্থির করিতে পারে না,—এক লক্ষণের সহিত অন্য লক্ষণের ভ্রম জন্মিয়া থাকে,—তদ্রূপ শিষ্যেরও

কোন পুস্তকের উপদেশ পাঠ করিয়া আপন অবস্থা জানিতে এক অবস্থার সহিত অন্য অবস্থার ভ্রম জন্মিয়া যাইতে পারে। অতএব, তত্ত্বদর্শী গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে এই সমুদয় কার্য্য কখনই সম্পাদন করিবে না।

শিষ্য। সকল সময়ে সেপ্রকার গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হওয়া কঠিন।

গুরু। কঠিন হইতে পারে, কিন্তু দুর্লভ নহে,—প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে আপনিই দর্শন পাওয়া যায়। সূর্য্যরশ্মির অভাব জ্ঞান হইলেই তাহা আসিয়া থাকে।

শিষ্য। গুরু যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারা যাইবে?

গুরু। আধ্যাত্মিক শক্তি যাঁহাতে আছে, তাঁহাকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়,—আগুণ কখনই লুকান থাকে না।

শিষ্য। তদ্ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ দ্বারা কি বুঝিতে পারা যায় না?

গুরু। নিশ্চয় যায়।

শিষ্য। সে লক্ষণ কি?

গুরু। তাহা অন্যত্র উত্তমরূপে বলিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। *

---

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা বা দীক্ষাদর্পণ" নামক পুস্তকে দেখ।

শিষ্য। তবে এক্ষণে সাধনা সম্বন্ধেই বলুন। আমি উত্তমরূপেই স্মরণ রাখিব যে, পঞ্চতত্ত্ব সাধনার সময় হইয়াছে, ইহা সবিশেষভাবে অবগত না হইয়া, এই কঠোরতম কার্য্যে কেহই পরিলিপ্ত না হয়।

গুরু। হাঁ; কেন না, পঞ্চতত্ত্বের এক এক তত্ত্বের আকর্ষণে মানুষকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে,—সাধারণভাবে উহার এক একটি পদার্থের সংমিলনে বা ব্যবহারে মানুষের পশুত্ব প্রাপ্তি হয়; জড়ের মানুষ আরও জড়ের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, আর পাঁচ পাঁচটা লইয়া মত্ত হইলে মানুষ যে একেবারে অধঃপাতে যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবারও বলি, আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞ গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই এই পঞ্চতত্ত্বের সাধনায় হস্তক্ষেপ করিও না। কিন্তু সেই গুরু সম্বন্ধেও বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে,—এস্থলে আমার একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। গল্পটা এই,—

এক গ্রামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ অথচ দরিদ্র কবিরাজ বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রদর্শী বটেন, চিকিৎসা কার্য্যেও সুনিপুণ বটেন, কিন্তু গ্রামের মধ্যে জাঁকজমক-বিশিষ্ট আরও কতকগুলি কবিরাজের বসতি থাকায়, তাঁহাকে কেহ ডাকিত না,—কাজেই তাঁহার আর্থিক সংস্থান হওয়া দূরের কথা, সংসার খরচ চালানই দুর্ঘট!

একদা সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একান্ত

অভাব হওয়ায় কবিরাজ মহাশয় গৃহাঙ্গণে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় গৃহিণী বলিলেন,—"অত চিন্তা করিতেছ কেন? তুমি কিছু মূর্খ নহ,—একটু যদি বিদেশে বাহির হইয়া চিকিৎসা কার্য্য কর, তবে তোমার ভাবনা কি!"

গৃহিণীর এই উপদেশ বাক্য তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিল, তিনি বিদেশে যাইয়া চিকিৎসা করিবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল দিকেই অভাব! যাহা হউক, অর্থের অভাব একরূপ গৃহিণী ঘুচাইয়া দিলেন,—তাঁহার পিতৃ-প্রদত্ত একখানি সামান্য অলঙ্কার যাহা ছিল, তাহা বন্ধক দিয়া গুটি কয়েক মুদ্রা আনিয়া দিলেন,—কিন্তু একজন কম্পাউণ্ডার বা কার্য্যকারক লোকের প্রয়োজন। কবিরাজ মহাশয় তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

গ্রামের হারাধন রায় নিষ্কর্ম্মা এবং দরিদ্র,—কিন্তু বোকা-তুষ্ট। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে বলিলেন,—"হারাধন! আমি বিদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে যাইব, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে? আমার সঙ্গে থাকিলে আমি তোমাকে মাসে মাসে কিছু দিব, আর কবিরাজিও পড়াইব। যদি চারি পাঁচ বৎসর আমার নিকট থাকিয়া ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ, রোগ-পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রণালী এবং ভৈষজ্যশিক্ষা করিতে পার, তবে ভবিষ্যতে খুব ভাল কবিরাজ না হইলেও একজন চিকিৎসক হইতে পারিবে, তাহাতে

আর সন্দেহ নাই। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, সেই ব্যবসায় করিয়া তুমি বড়লোকও হইতে পার,—তবে নিতান্ত পক্ষে পেটের ভাত, আর পরিধানের কাপড়ের ভাবনা আর তোমাকে ভাবিতেই হইবে না,—এবং মানুষেও মানুষ বলিবে। হারাধন যুক্তিযুক্ত বলিয়া সে পরামর্শ গ্রহণ করিল এবং কবিরাজের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল।

যথাসময়ে কবিরাজ হারাধনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন, এবং নিজগ্রাম হইতে প্রায় দুইদিনের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়া একগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে গিয়া শুনিলেন, গ্রামে অত্যন্ত জ্বর জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে,—লোকও অত্যন্ত মরিতেছে, গ্রামে কবিরাজ ডাক্তার নাই,—গ্রামের লোক তাঁহাকে যত্ন করিয়াই আশ্রয় প্রদান করিল।

কবিরাজ হারাধনকে লইয়া চিকিৎসালয় খুলিলেন। গ্রামে তখন একরূপ মারিভয় উপস্থিত হইয়াছিল,—সাত আটদিনের জ্বরেই রোগিগণ প্রবল বিকারে আক্রান্ত হইয়া কয়েকদিন ভুগিয়া ভুগিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছিল। কবিরাজ অবস্থা দেখিয়া সর্পবিষদ্বারা সূচিকাভরণ ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। তাঁহার যেখানে যেখানে ডাক হইতে লাগিল, প্রায়ই বিকারের রোগী তিনি সূচিকাভরণ একটি করিয়া সেবন করাইতে লাগিলেন। সাংঘাতিক বৈকারিক

রোগী সূচিকাভরণ সেবনে শীঘ্র শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে লাগিল,—ইহাতে কবিরাজ মহাশয়ের পসার প্রতিপত্তি ও যথেষ্ট অর্থ সমাগম হইতে লাগিল।

হারাধন দেখিল, কবিরাজ মহাশয় এই কয় দিন আসিয়া এত পসার প্রতিপত্তি ও এত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে,—আর আমি তাহার মুখপানে চাহিয়া সামান্য ভৃত্যের কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, কেন আমি কি মানুষ নহি! আমি কি কবিরাজ হইতে পারি না।

কিন্তু আমি ঔষধ পাইব কোথায়? তারপর, তাহার মনে হইল, ঔষধের ভাবনা কি,—আমি কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেখিয়াছি, যত বড় জ্বর বিকরাই হউক, তিনি ঐ যে, সরার (সরাব) ঔষধ, উহাদ্বারাই আরোগ্য করেন,—ও ঔষধ একবড়ীর অধিক প্রায়ই প্রয়োজন হয় না,—অন্যান্য যে সকল ঔষধ দেন, সে সবই ভড়ং—আসল ঔষধ ঐ গুলি। এক্ষণে ঐ সরা হইতে ঔষধ গুলি ঢালিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই আমি কবিরাজ হইতে পারিব,—কেন এ ভৃত্যজীবনের যন্ত্রণা সহ্য করা!

পরদিবস কবিরাজ যখন গ্রামের মধ্যে চিকিৎসা করিতে গমন করিয়াছিলেন, তখন হারাধন তাঁহার সরা হইতে সমস্ত সূচিকাভরণ বটিকাগুলি ঢালিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

এক দিবস পথ হাঁটিয়া হারাধন এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই গ্রামে তাহার মামার বাড়ী।

হারাধন মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার মামা বাড়ী নাই,—মামী বিষণ্ণবদনে সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত আছেন। হারাধন মামীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মামা কোথায় ?"

হারাধনের মামী হারাধনকে স্বাগত প্রশ্নাদি করিয়া তৎপরে বলিলেন,—"তিনি আজ পাঁচ দিন মেয়ের বাড়ী গিয়াছেন, আজও ফিরিয়া আসিলেন না। ছেলেটার কাল পর্য্যন্ত জ্বর হইয়াছে,—কি করি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

হারাধন বলিল,—"সেই জন্যই বুঝি তোমাকে বিমর্ষ দেখ্‌ছি, না মামী ?"

মা। হ্যাঁ বাবা,—মনটা সেইজন্য বড়ই খারাপ আছে, গ্রামে ডাক্তার কবিরাজ নাই,—এখান থেকে একক্রোশ দূর হরিপুরে ডাক্তার আছে, কেইবা ডেকে এনে দেবে,—তাই ভাব্‌ছিলুম ; যাক্ বাবা, এ সময়ে তুমি এসেছ, আমার একটু ভরসা হ'ল।

হা। ভরসা কি মামী,—তার জ্বর আমি এখনি ভাল করে দেব এখন।

মা। সে কি, তুমি ভাল করিবে কি প্রকারে ?

হা। কেন মামী, তুমি জান না, আমি কবিরাজ হয়েছি।

মা। কবে কবিরাজ হলিরে? এই ত শুনলুম, সেদিন এক কবিরাজের সঙ্গে গিয়েছিলে,—এর মধ্যে কবিরাজ হলে!

হা। তা হইয়াছি মামী,—আমি এই বড়ীটা দিচ্চি, এখনি এই বড়ী তাকে খাইয়ে দাওগে—আজি সে সেরে যাবে।

মা। না বাবা, তোমার অসুদ খাওয়াতে আমার সাহস হয় না,—কি জানি, কি খাওয়াতে কি খাওয়াবে। শেষ কি একটি বিভ্রাট ঘট্‌বে!

হা। বিশ্বাস না হয়, এর এক বড়ী নয় আমি আগে খাচ্চি।

এই কথা বলিয়া হারাধন সেই সংগৃহীত সূচিকা-ভরণের এক বড়ী নিজে খাইয়া ফেলিলেন, একবড়ী তাঁহার মামাত ভ্রাতাকে সেবন করাইয়া দিলেন। তৎপরে একটা মাতুর লইয়া বাহিরে বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন।

এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই রোগী হাত পা ছুড়িতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার মুখ নীলবর্ণ হইয়া আসিল,—কারণ, সামান্য জ্বরে সূচিকাভরণ সহ্য হইবে কেন! তদ্দর্শনে হারাধনের মামী মহা ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং ঔষধের মন্দক্রিয়া হইয়াই যে তাঁহার পুত্র সহসা এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন ও তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে যেখানে হারাধন বসিয়া আছে, সেই স্থানে গমন করিলেন, কিন্তু হারাধনের সাক্ষাৎ পাইলেন না।

হারাধনও এক বড়ি সূচিকাভরণ উদরস্থ করিয়াছিল,—সে সম্পূর্ণ সুস্থদেহী—তাহার মামাত ভ্রাতার শরীরে তবু একটু জ্বর ছিল,—কিন্তু সে সুস্থদেহী, বিষক্রিয়া তাহার উপরই অগ্রে তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে,—সে অজ্ঞান হইয়া পড়িবার মত হইয়াছিল, তাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর দক্ষিণদিকে ডোবার পচাজল মাথায় ও চোখে মুখে দিতেছিল,—অনুসন্ধান করিয়া হারাধনের মামী তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধভরে বলিলেন,—হাঁরে কি অসুদ খাওয়ালি, ওদিকে ছেলে যে বাঁচে না।

ভগ্নকণ্ঠে জড়িতস্বরে হারাধন বলিল,—"মামী, এদিকেই বা বাঁচে কে?"

পঞ্চমকারের সাধনায় অনেক গুরুকে হারাধনের দশা প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে,—পঞ্চতত্ত্বের ভীষণ প্রলোভনে শিষ্যের পতন হয়,—গুরুরও পতন হয়। অতএব, সর্ব্বপ্রকারেই সাবধান হইয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে, সাধন পথ সঙ্কটাপন্ন,—ইহা সর্ব্বপ্রকারেই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রোদ্ধার।

শিষ্য। দয়া করিয়া সাধন-পদ্ধতি বলুন।

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর, মহাদেবী শঙ্করী দেবাদিদেব শঙ্করকে এই প্রশ্ন করিলে, শঙ্কর যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতি এস্থলে বলিতেছি।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু॥
তব রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
নানাপ্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে॥
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু।
তেষামর্চ্চা সাধনানি কথিতানি যথামতি॥
গুপ্তসাধনমেতত্তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্।
অস্য প্রসাদাৎ কল্যাণি ময়িতে করুণেদৃশী॥
ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তন্নাহং গোপয়িতুং ক্ষমঃ।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণং।
তৎপ্রাপ্তি মূলমচিরাত্তব সন্তোষকারণম্॥
কলি-কল্মষ দীনানাং নৃণাং স্বল্পায়ুষাং প্রিয়ে।
বহুপ্রয়াসাশক্তানামেতদেব পরং ধনম্॥

ন চাত্র ন্যাসবাহুল্যং নোপবাসাদি সংযমঃ।
সুখসাধ্যমবাহুল্যং ভক্তানাং ফলদং মহৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

"সদাশিব বলিলেন,—তুমি আদ্যা পরমাশক্তি এবং সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপিণী,—তোমার শক্তি-সাহায্যে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকি, তোমার রূপ অনন্ত, এবং বর্ণ ও আকৃতি নানাবিধ - তোমার সমুদয় রূপের সাধনা আয়াসসাধ্য, কোন্ ব্যক্তি ইহার সবিশেষ বর্ণনে সমর্থ হয়? তবে তোমার করুণা-কণাপ্রভাবে কুলতন্ত্র ও অন্যান্য আগমে তোমার সমুদয় রূপ ও পূজা-সাধনাদি যতদূর সাধ্য বর্ণন করিয়াছি। আমি কোন স্থানে গুপ্ত সাধন বিষয় প্রকাশ করি নাই, হে কল্যাণি! এই সাধন প্রসাদে আমার প্রতি তোমার এতাদৃক্ করুণা সঞ্চার হইয়াছে। প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া তোমার নিকট ঐ গুপ্তসাধন গোপন রাখিতে পারিলাম না, ইহা আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়, তোমার প্রীতির জন্য বলিতেছি, ইহা দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবারিত ও সকল আপদ্ প্রশমিত হয়। ইহা তোমার সন্তোষের মূল ও কলিকল্মষ দীনভাবাপন্ন হইয়া মানবগণ অতিশয় অল্পায়ু হইবে, তাহারা বহু প্রয়াসে অসমর্থ, সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই সাধনাও পরমনিধি, ইহাতে ন্যাস বাহুল্য বা উপবাসাদি সংযমবিধি

নাই, ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য, বিশেষতঃ এই সাধন ভক্তের মহৎ ফলদায়ক।”

অনন্তর যে প্রকারে সাধনা করিতে হয়, তাহা তন্ত্র শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মূল উদ্ধৃত না করিয়া এস্থলে ক্রমগুলি বাঙ্গালায় এবং মন্ত্রাদি মূল রাখিয়া তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রথমে মন্ত্রোদ্ধার করিবার বিধি আছে, যথা,—

তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শিবে।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে॥
প্রাণেশস্তৈসমারূঢ়া বামনেত্রেন্দু সংযুতা।
তৃতীয়াং শৃণু কল্যাণি দীপসংস্থঃ প্রজাপতিঃ॥
গোবিন্দঃ বিন্দুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখাবহঃ।
বীজত্রয়ান্তে পরমেশ্বরি সম্বোধনং পদং॥
বহ্নিকান্তাবধিঃ প্রোক্তো দশার্ণোঽয়ং মনুঃ শিবে।
সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী বিদ্যেয়ং পরমেশ্বরী॥
আদ্যত্রয়াণাং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়মেব বা।
প্রজপেৎ সাধকাধীশঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥
বীজমাদ্যত্রয়ং হিত্বা সপ্তার্ণাপি দশাক্ষরী।
কামবাগ্ ভবকারাদ্যা সপ্তার্ণাষ্টাক্ষরী ত্রিধা॥
দশর্ণোমন্ত্রণপদাং কালিকে পদমুচ্চরেৎ।
পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিজায়া ততোবদেৎ॥
ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বধ্বাদ্যা প্রণবাদ্যা চেদ্যো সপ্তদশীদ্বিধা॥

তবমন্ত্রা হ্যসংখ্যাতাঃ কোটিকোট্যর্ব্বুদাস্তথা।
সংক্ষেপাদত্র কথিতা মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সদাশিব বলিয়াছেন,—"এ সম্বন্ধে প্রথমে মন্ত্রোদ্ধারের ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর;—ইহা শ্রবণমাত্রেই জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। প্রাণেশ (হ) তৈজসে (র) আরোহণ করিলে তাহাতে ভেরুণ্ড (ঈ) সংযুক্ত করিয়া ব্যোম বিন্দু (ং) যোগ করিবে। হে প্রিয়ে! এই প্রকারে (হ্রীং) বীজোদ্ধার করিয়া সন্ধ্যা (শ) রক্তের (র) উপর আরোহণ করিয়া তাহাতে বামনেত্র (ঈ) ইন্দু—অনুস্বার যোগ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র "শ্রীং" হইবে। কল্যাণি! অনন্তর তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি অর্থাৎ ক, দীপ অর্থাৎ রকারের উপর থাকিবে, ইহাতে গোবিন্দ অর্থাৎ ঈ এবং অনুস্বার সংযোগ করিবে, এই "ক্রীং" বীজ সাধকদিগের পক্ষে সুখাবহ; এই বীজত্রয়ের পরে "পরমেশ্বরি" এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিবে, এই মন্ত্র-শেষে বহ্নিকান্তা অর্থাৎ স্বাহা, এই পদ উচ্চারিত হইবে, হে শিবে! ইহাতে "হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র হইবে;—ইহাই সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী পরমেশ্বরী বিদ্যা। সাধকোত্তম সর্ব্বকামনাসিদ্ধির জন্য আদ্যবীজ তিনটির মধ্যে সমুদয় বা যে কোন একটি মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। দশাক্ষর মন্ত্রের হ্রীং শ্রীং ক্রীং

এই তিনটি প্রথম বীজ পরিত্যাগ করিলে, "পরমেশ্বরি স্বাহা" এই সপ্তাক্ষরী মন্ত্র হয়; ইহার পূর্ব্বে ক্লীং কামবীজ, ঐং বাগ্‌বীজ ও প্রণবযোগ করিলে, "ক্লীং পরমেশ্বরি স্বাহা" "ঐং পরমেশ্বরি স্বাহা" "ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহা" এই অষ্টাক্ষরী যুক্ত তিনটি মন্ত্র হইয়া থাকে। দশাক্ষর মন্ত্রের সম্বোধন পদের অন্তে কালিকে এই পদ উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিবধূ অর্থাৎ স্বাহাপদ উচ্চারণ করিবে। তখন হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি কালিকে, হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে;—ইহা সকল তন্ত্রেই গুপ্ত আছে, আমি তোমার নিকটে সমস্তই কহিলাম, যদি এই মন্ত্রের প্রথমে শ্রীং প্রণব অথবা ওঁ যোগ হয়, তাহা হইলে দুইটি সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হইবে, হে প্রিয়ে! তোমার কোটি কোটি অর্ব্বুদ অথবা অসংখ্য মন্ত্র আছে,—এস্থলে সংক্ষেপে দ্বাদশটি মন্ত্রের কথা কহিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুলাচার সাধন।

গুরু। মন্ত্রোদ্ধার করিয়া মহাযোগী সদাশিব কুলাচার সাধনতত্ত্ব বলিয়াছেন।

কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ।
তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্॥
পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্প্যতে।
নেষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
শিলায়াং শস্য বাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরো ভবেৎ।
পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

"হে দেবি! কুলাচার ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না;—কুলাচারে রত থাকিয়া শক্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। হে আদ্যে! শক্তিপূজা প্রকরণে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন; এই পঞ্চতত্ত্ব সাধনরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে পূজা করিলে, ঐ পূজা প্রাণনাশকারী হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটে। শিলাতে শস্য বীজবপন করিলে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ব বর্জ্জিত পূজায় কোন ফল ফলে না।"

এক্ষণে সাধনার ক্রম বলা যাইতেছে;—

প্রাতঃকৃত্যাদি না করিলে কোন কার্য্যে অধিকার ঘটে না, তজ্জন্য রাত্রির শেষপ্রহরে শেষার্দ্ধকালে অরুণোদয় সময়ে শয্যা হইতে উঠিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বকীয় মস্তকমধ্যে শুক্লপদ্মে দ্বিনেত্র দ্বিভুজ গুরুদেবের ধ্যান করিবে; যথা;—

শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং॥
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কং॥

মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুদেবের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবে, এবং তদনন্তর ঐং এই দিব্য মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া দেবীর দক্ষিণ হস্তে (মনে মনে চিন্তা করিয়া) জপ সমর্পণ করিবে। তদনন্তর গুরুদেবকে প্রণাম করিবে, যথা,—

ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টি-প্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে॥
নরাকৃতি পরব্রহ্ম রূপায়াজ্ঞানহারিণে।
কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই প্রকারে গুরুচরণে প্রণাম করিয়া, নিজ ইষ্টদেবতার ভাস্বর মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। তৎপরে মানসোপচারে পূজা করিয়া যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে এবং জপ সমাপ্ত হইলে দেবীর বামকরে (চিন্তা করিয়া) জপ সমর্পণ পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—

নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমো নমঃ॥

অনন্তর বামপদ প্রক্ষেপপূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইবে ও যথাস্থানে এবং যথোচিতভাবে মলমূত্রাদি পরি-

ত্যাগ ও দন্তধাবনাদি করিয়া জলাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্নান করিবে। তদর্থে অগ্রে আচমন করিয়া পরে অবগাহন করিতে হয়। তৎপরে নাভিপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান থাকিয়া শরীরের মালিন্যাদি যথাসম্ভব বিদূরিত করিয়া একবার মাত্র স্নান করিবে এবং তৎপরে তান্ত্রিকমতে আচমন করিবে।

কুলসাধকের পক্ষে—আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা,—এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার জলপান পূর্ব্বক (মাষ পরিমিত) দুইবার মার্জ্জনার পর আচমন করা কর্ত্তব্য।

তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জলের উপরে মূল যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে মূল মন্ত্র লিখিবে এবং তাহার উপরে মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে সাধক সেই জলকে তেজোরূপ ভাবনা করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অঞ্জলিত্রয় জল প্রদান পূর্ব্বক সেই জলে বারত্রয় আপনার মস্তক অভিষিঞ্চিত করিবে। তৎপরে মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষু এই সপ্ত-ছিদ্র অবরোধ পূর্ব্বক দেবতার প্রীতি-উদ্দেশে জলে তিনবার নিমগ্ন হইবে, এবং তৎপরে উঠিয়া গাত্র মার্জ্জ-নাদি করিয়া ধৌতবাস পরিধান করিবে। অবশেষে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক কেশবন্ধন করিয়া বিশুদ্ধ মৃত্তিকা অথবা ভস্মসংযোগে ললাটে বিন্দুযুক্ত তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে।

তৎপরে যথাবিধি বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে *। সাধক এইরূপে প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া ভক্তিচিত্তে অবস্থান করিবে।

অনন্তর সাধক বামপদ অগ্রসর করিয়া বামশাখাস্পর্শ করতঃ দেবীর পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক যথা সময়ে মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত অর্ঘ্যজলে † বেদী প্রোক্ষণ করিয়া যাগমন্দির বিশুদ্ধ করিবে। তদনন্তর সাধকচূড়ামণি দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিয়া দিব্য বিঘ্ন সকল দূর করতঃ জলপ্রক্ষেপে অন্তরীক্ষগত বিঘ্নবিনাশ করিবে। তৎপরে তিনবার পার্ষ্ণির আঘাতে ভূমিস্থ বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কর্পূর দ্বারা যাগমণ্ডপ গন্ধময় করিবে।

তদনন্তর নিজের উপবেশনের জন্য বাহ্যে চতুরস্র ও মধ্যে ত্রিকোণাকার মণ্ডল লিখিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কামরূপাকে পূজা করিবে। তৎপরে মণ্ডলের উপরিভাগে আসন আস্তীর্ণ করিয়া কামবীজ "ক্লীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসনে একটি পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক বীরাসনে উপবেশন করিবে।

---

* এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে তাহা লিখিত হইয়াছে।

† অর্ঘ্যস্থাপনাদি মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তৎপরে সর্ব্ব প্রথমে বিজয়া (সিদ্ধি) শোধন করিবে। তদর্থে কতকগুলি বিশুদ্ধ সিদ্ধি একটি পবিত্র পাত্রে লইয়া পাঠ করিবে,

ওঁ হ্রীং অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণী অমৃতবাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় বশমানয় স্বাহা।

তৎপরে সেই সিদ্ধিপাত্রের উপরে সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিরোধনী, ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। অনন্তর তত্ত্বমুদ্রার সাহায্যে সহস্রদলকমলে বিজয়া দ্বারা গুরুর উদ্দেশে তিনবার তর্পণ করিবে।—পরে হৃদয়ে মূলমন্ত্র জপ করিবে। এবং তদনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীমুখে ঐ বিজয়ার দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরী-ভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা।

শিষ্য। মূলাধারে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীর মুখে কি প্রকারে বিজয়া বা সিদ্ধির আহুতি প্রদান করিবে?

গুরু। ইহাই সাধনার ক্রিয়া। এই তত্ত্ব শিক্ষার জন্যই গুরুর প্রয়োজন, নতুবা পুস্তকপাঠ করিয়াই লোকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। যোনিমুদ্রার গঠন করিয়া বসিলেই কুণ্ডলিনী উদ্বোধিতা হয়েন,—তখন অপান

বায়ু আকুঞ্চন করিলে, মেরুদণ্ডের পথ উন্মুক্ত হয়,—সাধক বিজয়ার আহুতি নিজ কণ্ঠদেশে ঢালিয়া দিলে ঐ পথে গিয়া কুণ্ডলিনীর মুখে উপস্থিত হয়।

শিষ্য। তাহাতে কি ফল লাভ হয়?

গুরু। সিদ্ধি পানে জীবের একপ্রকার আবিষ্টভাব (মেসমেরিজম্) আসিয়া থাকে,—ইহা তোমার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ মেস্‌মেরিজম্ তত্ত্বে বলিয়াছেন,—এই বিজয়ার সামান্য আহুতি প্রাপ্তে জীব-কেন্দ্র-শক্তি কুণ্ডলিনীর আবিষ্ট-ভাবে জীব তখন অতীন্দ্রিয় দর্শনে সমর্থ হয় এবং পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয়।

শিষ্য। এরূপ কৃত্রিম উপায়ে অতীন্দ্রিয় ভাবের আবেশ উপস্থাপিত করাইলেই কি কোন বিশেষ ফল হইতে পারে?

গুরু। যতক্ষণ স্বাবাবিক অবস্থা না আইসে, ততক্ষণ কৃত্রিম অবস্থার কার্য্য করিতে হয়, এবং ঐরূপ করিতে করিতে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ জলে ডুবিলে যখন তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, তখন প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া করানই চিকিৎসকের কার্য্য,—এইরূপ করিতে করিতে তবে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে।

শিষ্য। তৎপরে সাধনাঙ্গে কি করিতে হয়, তাহা বলুন।

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

অনন্তর সংবিদাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বামকর্ণের উর্দ্ধ-দেশে “ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ” দক্ষিণ কর্ণোর্দ্ধে “ওঁ গণেশায় নমঃ” ললাটে “ওঁ সনাতনী কালিকায়ৈ নমঃ” বলিয়া নমস্কার করিবে।

অতঃপর সাধক স্বীয় দক্ষিণ ভাগে পূজাদ্রব্য সমুদয় এবং বামভাগে সুবাসিত জল ও কুল সামগ্রী সমুদয় রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর ধ্যান (রূপচিন্তা) করিবে। “ক্রীং ফট্” এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ব্ব স্থাপিত অর্ঘ্য জলে পূজাদ্রব্যাদি প্রোক্ষণ, অভিষিক্ত ও আবেষ্টন করিবে, অনন্তর “রং” এই বহ্নিবীজ দ্বারা বহ্নির আবরণ করিবে। তৎপরে করশুদ্ধির জন্য পুষ্পচন্দন গ্রহণপূর্ব্বক “ক্রীং” এই মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উহা হস্তে ঘর্ষণ ও প্রক্ষিপ্ত করিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ‘ফট্’ মন্ত্রে বামকরতলে উর্দ্ধোর্দ্ধ ছোটিকা দ্বারা দিগ্বন্ধন করিবে।

অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবে, যথা,—

সাধক স্বকীয় অঙ্কে উত্তানপাণিদ্বয় (চিৎভাবে হস্তদ্বয়) রক্ষা করিয়া মূলাধার চক্রে মনকে অভিনিবিষ্ট করিবে, এবং হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উত্থান করাইয়া হংসমন্ত্রের দ্বারা পৃথ্বিতত্ত্বের সহিত তাঁহাকে স্বকীয় অধিষ্ঠান চক্রে স্থাপন করিবে এবং তত্ত্বসমুদয় তাঁহাতে সংযোজিত করিবে।

শিষ্য। আমাকে একে একে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। কি বুঝাইয়া দিব?

শিষ্য। ভূতশুদ্ধির বিষয় যাহা বলিলেন, পূর্ব্বে অনেক-বার আপনার নিকটে আমি ভূতশুদ্ধির কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এপ্রকার পদ্ধতি কোনদিন শুনি নাই।

গুরু। হাঁ, ইহা অপেক্ষাকৃত কিছু নূতন প্রকারের বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে তোমাকে যে সাধনের কথা বলিতেছি, ইহা অচিরে সিদ্ধি হইবার উপায়,—একথা তুমি স্মরণ রাখিও।

শিষ্য। হাঁ, তাহা আমার বিশেষ রূপেই স্মরণ আছে।

গুরু। কোন্ বিষয় জানিতে চাহিতেছিলে, তাহা বল ?

শিষ্য। ঐ ভূতশুদ্ধির বিষয়ই।

গুরু। কি বল ?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, নিজ অঙ্কদেশে হস্তদ্বয়কে চিৎভাবে রাখিয়া মনকে মূলাধারচক্রে অভিনিবিষ্ট পূর্ব্বক হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলীকে পৃথ্বিতত্ত্বের সহিত স্বাধিষ্ঠান চক্রে তুলিয়া লইয়া অন্যান্য তত্ত্ব তাহাতে লীন করিবে,—ইহা কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে, তাহাই আমাকে বলুন ?

গুরু। চিন্তা দ্বারা জীব তন্ময় হইতে পারে, চিন্তা দ্বারা মানুষে নূতনের সৃষ্টি করিতে পারে, চিন্তা দ্বারা মানুষ মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে,—এক কথায় চিন্তা দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, একথা তুমি স্বীকার কর কি ?

শিষ্য। নিশ্চয়। পাশ্চাত্যগণ এই চিন্তাশক্তিকে মহাশক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গুরু। সুন্দর কথা। এখন ভূতশুদ্ধি করিবার সময় সাধককে সেই চিন্তাশক্তিকে মূলাধার পদ্মস্থ কুণ্ডলীশক্তির উপরে অভিনিবিষ্ট করিতে হইবে,—ইহাতে তাহার উদ্বোধন হয়। তুমি বোধ হয় জান, যে ইন্দ্রিয়ের উপরে মন সন্নিবিষ্ট করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়-শক্তিই তখন উদ্বোধিতা হয়,—জাগিয়া বসে। কুণ্ডলীও শক্তি,—অতএব কুণ্ডলীর উপরে মনের অভিনিবেশ করিলে, তিনিও জাগিয়া বসেন, তখন হুঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে স্বাধিষ্ঠানে তুলিয়া লইতে হয়।

শিষ্য। হুঙ্কার করা কি?

গুরু। হুঙ্কার এক প্রকার গম্ভীরস্বর-বিস্তার কার্য্য। ঠিক কেমনভাবে স্বরবিস্তার অর্থাৎ হুঙ্কার করিলে সেই স্বরাশ্রয় করিয়া কুণ্ডলীশক্তি স্বাধিষ্ঠানে উঠিয়া পড়েন, তাহা গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়, স্বর বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না।

শিষ্য। হংস মন্ত্রের দ্বারা পৃথ্বিতত্ত্বের সহিত,—এ কথার অর্থ কি এবং কাহার সহিত কুণ্ডলীকে তুলিবে,—তাহা ভাল করিয়া বলিয়া দিন।

গুরু। হংসমন্ত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের মন্ত্র। হং, যে বায়ু নাসিকারন্ধ্র দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং সঃ যাহা শরীরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে পরিত্যক্ত হইতেছে,—এই হংস

বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্রস্থলে মূলাধার,—মূলাধার হইতেই ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে, ল ইতি পৃথ্বী বীজ ও তাহার অবভাসক,—সুতরাং ঐ শ্বাস-প্রশ্বাস ও পৃথ্বিতত্ত্বের সহিত না হইলে কুণ্ডলিনী উঠিতে পারেন না।

শিষ্য। তারপর কি করিতে হইবে বলুন?

গুরু। তার পরে,—

কুণ্ডলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপনপূর্ব্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদায়কে জলাদি তত্ত্বে লীন করিবে, গন্ধাদি ঘ্রাণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জলে লীন করিবে,—অনন্তর রসনার সহিত রস—জল, অগ্নিতে লীন করিবে, তৎপরে রূপাদিও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবে, পশ্চাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত স্পর্শাদি—বায়ুকে আকাশে লীন করিবে, তদনন্তর স শব্দ আকাশকে অহঙ্কার তত্ত্বে লীন করিয়া উহাকে বুদ্ধিতত্ত্বে লীন করিবে, তদনন্তর বুদ্ধি-তত্ত্বকে প্রকৃতিতে লয় করিয়া ব্রহ্মে ঐ প্রকৃতির লয় করিবে।

শিষ্য। যে কথাগুলি বলিলেন, উহাত সৃষ্টির ব্যক্তাবস্থা এবং লয়ের সাধন ক্রিয়া—যে প্রকারে সৃষ্টিতত্ত্ব সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্থূলে পরিণত হইয়াছে,—আবার সেই প্রকারে স্থূল সূক্ষ্মকে পাঠান হইতেছে,—লয় এই প্রকারেই সম্পন্ন হয়,—কিন্তু সাধক কি প্রকারে উহা সম্পাদন করিতে পারিবে?

গুরু। ঐ প্রকার চিন্তা করিবে।

শিষ্য। তাহাতে কি ফল হয়?

গুরু। পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও চিন্তার মহতীশক্তি স্বীকার করিয়াছেন,—চিন্তা করিয়া মানুষ দেবতা হইয়াছে—মানুষ পাষাণ হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছে, গৌর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। চিন্তা করিলে মানুষের সমস্তই সুসিদ্ধ হয়, অতএব স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্বে লয় চিন্তা করিয়া সাধক ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তত্ত্ব সমুদয় চিন্তার দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন থাকেন ব্রহ্ম, আর এক পাপপুরুষ,—কারণ ইহার ধ্বংস হয় নাই—চিন্তায় ইহাকে ধ্বংস করা হয় নাই, বা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ধ্বংস করা যায় না।

শিষ্য। কেন যায় না?

গুরু। স্বর্ণে খাদ থাকিলে, পোড়দ্বারা যখন সেই খাদ ঝাড়া হয়, তখন পোড়ে পোড়ে স্বর্ণ স্বকীয় অবস্থা ধারণ করে, কিন্তু সেই যে খাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ধ্বংস হয় না,—স্বতন্ত্র হইয়া থাকে,—ইহাও তদ্রূপ।

শিষ্য। বুঝিলাম, অতঃপর কি করিতে হইবে, বলুন?

গুরু। অতঃপর,—

প্রাগুক্ত প্রকারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয় চিন্তা করিবে যে, বামকুক্ষিতে রক্তনেত্র, রক্তশ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ অবস্থান করিতেছেন, এই পুরুষের হস্তে রক্তচর্ম্ম, ইহাঁর স্বভাব

অতিশয় গোপন, আকৃতি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, ইনি পাপস্বরূপ এবং সতত অধোমুখে অবস্থিতি করেন,—এই চিন্তা করিয়া বামনাসাপুটে যং ইতি বায়ুবীজ ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া ষোড়শ-বার জপ করিবে এবং বামনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ঐ বায়ুদ্বারা প্রাগুক্ত পাপাত্মক দেহকে শোধন করিবে, অনন্তর রং ইতি বহ্নিবীজ রক্তবর্ণ ধ্যান করিয়া কুম্ভক করতঃ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে তদুৎপন্ন বহ্নিতে পাপময় নিজ শরীর দগ্ধ করিবে, পরে ললাটে বং ইতি বরুণ বীজ শুক্লবর্ণ চিন্তা করতঃ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া বরুণবীজোৎপন্ন অমৃতবারি দ্বারা দগ্ধ দেহ প্লাবিত করিবে। আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বরুণ-বীজোৎপন্ন অমৃতবারিতে প্লাবিত করিয়া দেবতাময় শরীর সমুদ্ভূত হইয়াছে, চিন্তা করিবে। তদনন্তর মূলাধারে পীতবর্ণ পৃথ্বিবীজ (লং) এই চিন্তা করিয়া স্বীয় দেহ সুদৃঢ় করিবে। তৎপরে আপন হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া—আং হ্রীং ক্রোং হং সঃ সোঽহং—এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আত্ম-হৃদয়ে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাই ভূতশুদ্ধি।

শিষ্য। ভূতশুদ্ধি করিয়া তৎপরে যাহা করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। অনন্তর, দেবভাব আশ্রয় করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে, যথা ;—

করযোড় করিয়া—

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলোবীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মস্তকে হস্ত দিয়া—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো-বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ—পরে, অং, কং, খং, গং, ঘং, ঙং, আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,—ইং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং, টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং, ঐং, মধ্যমাভ্যাং বষট্; এং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং, বং, ভং, মং, ঊং কনিষ্ঠাভ্যাং হুং;—ওঁ পং, ফং, বং, ভং, হং, লং, ক্ষং, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্—এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ করন্যাস করিবে। পরে—অং, কং, খং, গং, ঘং, ঙং, আং হৃদয়ায় নমঃ;—ইং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং ঈং শিরসে স্বাহা, উং, টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং, ঊং শিখায়ৈ বষট্;—এং, তং, থং, দং, ধং, নং, ঐং কবচায় হুং—ওঁ, পং, ফং, বং, ভং, মং, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অং, যং, রং, লং, বং, শং, ষং, সং, হং, লং, ক্ষং, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্—এই বলিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

অতঃপর মাতৃকাসরস্বতী দেবীর ধ্যান করিবে, যথা;—

পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ ।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্ব্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ষট্চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে। ভ্রূমধ্যে—হং ক্ষং; কণ্ঠস্থিত ষোড়শদলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ন্যাস করিবে। তৎপরে হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ন্যাস করিবে এবং নাভিদেশ-স্থিত দশদলে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ন্যাস করিয়া লিঙ্গমূলে ষড়্দলে বং ভং মং যং রং লং ন্যাস করতঃ মূলাধারে চতুর্দ্দলে বং শং ষং সং ন্যাস করিয়া মনে মনে মাতৃকাবর্ণ ন্যাস করিয়া বহির্ন্যাস করিবে। ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, দন্ত, উত্তমাঙ্গ, মুখ-বিবর, বাহুসন্ধি ও অগ্রস্থান, পদসন্ধি ও অগ্রস্থান, পার্শ্ব-দেশ, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বাহু, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপদ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বামপদ,—এইরূপ জঠর ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সমুদয়ের ন্যাস করিবে।

তদনন্তর লিপিন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর মায়াবীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকাতে

আকৃষ্ট বায়ুদ্বারা নিজ দেহ পূর্ণ করিবে, পরে চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা অবরোধ করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার মায়াবীজ জপ করিতে করিতে ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপ দক্ষিণ নাসিকাতেও পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। ক্রমান্বয়ে তিনবার এইরূপ করিলে প্রাণায়াম করা হইবে। প্রাণায়ামান্তে ঋষিন্যাস করিবে।

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষি সকল, গায়ত্রী প্রভৃতি ইহার ছন্দ, আদ্যা কালী ইহার দেবতা। ইহার বীজ ক্রীং, শক্তি হ্রীং, কীলক শ্রীং, এই মন্ত্র সকল শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, চরণে ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। তদনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাত বা তিনবার ফলোপধায়ক ন্যাস করিবে। যে মূলমন্ত্রের আদ্যক্ষরে যে বীজ হইবে, তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অথবা তদ্ব্যতিরেকে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয়, মধ্যমাদ্বয়, অনামিকাদ্বয়, কনিষ্ঠাদ্বয় ও করতল-পৃষ্ঠে যথাক্রমে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্, ফট্ এই মন্ত্রে করন্যাস করিবে। অনন্তর হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে স্বাহা, শিখাতে বষট্, কবচে হুং, নেত্রত্রয়ে বৌষট্ ও করতল-পৃষ্ঠে অস্ত্রায় ফট্।

অনন্তর বীর, হৃদয়-পদ্মে আধারশক্তি, কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাতবৃক্ষ, চিন্তামণিগৃহ, মণিমাণিক্য-

বেদী ও পদ্মাসনের ন্যাস করিবে। অনন্তর দক্ষিণস্কন্ধে, বামস্কন্ধে, বামকটি ও দক্ষিণকটিতে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের ক্রমশঃ ন্যাস করিবে। তৎপরে আনন্দ, কন্দ, সূর্য্য, সোম, হুতাশন এবং আদ্যবর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং কেশর-কর্ণিকা ও পদ্মসমুদায়ে পীঠনায়িকাদিগের ন্যাস করিবে।

পীঠনায়িকা ও অষ্টনায়িকা, যথা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও বৈষ্ণবী।

অনন্তর অষ্টদলের অগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী; এই অষ্ট ভৈরবের ন্যাস করিবে। তৎপরে আর একবার পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রাণায়াম করিবার বিধান আছে। তদনন্তর গন্ধ-পুষ্প গ্রহণ করিয়া কচ্ছপ-মুদ্রাতে ধারণ পূর্ব্বক সেই হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে।

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্॥
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ॥
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্ম্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

ধ্যান সাকার ও নিরাকারভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে নিরাকারের ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর, ইহা অব্যক্ত ও সর্ব্বব্যাপী;—(অধিক কি বলিব) ইহা বলিয়া শেষ করা যায় না,—ইহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু যোগিগণ দীর্ঘকাল সমাধির আশ্রয়ে বহু কষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এক্ষণে মনের ধারণা, সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ধ্যানাঙ্গবোধের জন্য তোমার নিকটে স্থূল ধ্যান বলিতেছি, মহাকালেরও জননী অরূপা কালিকার, গুণ-ক্রিয়ানুসারে যে রূপ কল্পিত হইয়াছে, সেই রূপ লইয়াই এই স্থূল ধ্যান প্রকাশিত হইয়াছে।

শিষ্য। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

গুরু। কি?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, গুণ ও ক্রিয়ানুসারে কালমাতা অরূপ কালিকার যে রূপ কল্পনা হইয়াছে, তদনুসারে স্থূল ধ্যানের প্রকাশ, এই স্থলে এক মহা সন্দেহের কথা আছে।

গুরু। সে সন্দেহের কথা কি?

শিষ্য। শাস্ত্রে আছে,—

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥

"যদি মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মনুষ্যের মোক্ষসাধিনী হয়, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যেও মানুষ রাজা হইতে পারে।"

আপনি বলিলেন, গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ-কল্পনা করা হইয়াছে,—কিন্তু শাস্ত্রে বলিতেছেন, মনের কল্পিত মূর্ত্তি কখনই মানুষকে মোক্ষদান করিতে পারে না, অতএব ঐ ধ্যান বা পূজায় কোন ফল আছে বলিয়া জ্ঞান করি না।

গুরু। শাস্ত্রার্থ উত্তমরূপে অবগত না হইতে পারায়, তুমি ঐরূপ বলিতেছ, তুমি যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছ,—উহার অর্থ যাহা, তাহা বিভিন্ন প্রকার। মানুষের মনের কল্পিত মূর্ত্তি মানুষকে মোক্ষদানে সক্ষম হয় না, তাহা নিশ্চিত, কিন্তু "গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা"—গুণক্রিয়ানুসারে তিনি নিজে নিজের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা মানুষের কৃত নহে,—ইহা তাঁহার স্বরূপ কল্পনা।

শিষ্য। অতঃপর সাধনার কথা বলুন।

গুরু। তারপর দেবীর ধ্যান করিবে, যথা ;—

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্‌রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালং বীক্ষ্য প্রকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে
কালিকাম্॥

এই ধ্যান করিয়া নিজের শিরোদেশে ধ্যানের পুষ্পটি

প্রদান করতঃ ভক্তিভাবে মানসোপচারে পূজা করিবে, মানসপূজার প্রণালী এই,—

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেন চমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্ববসনং গন্ধস্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহত ধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কার মরাগমমদস্তথা॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্প পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্॥
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্॥
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা।
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ॥
কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ।
মালা বর্ণময়ীপ্রোক্তা কুণ্ডলীসূত্রযন্ত্রিতা॥
সবিন্দুং মন্ত্রমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
অকারাদি লকারান্তমনুলোম ইতি স্মৃতঃ॥

পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারো মেরুরুচ্যতে॥
অষ্টবর্গান্তিমৈর্ব্বর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্।
এবমষ্টোত্তর শতং জপ্ত্বানেন সমর্পয়েৎ॥
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জ্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে॥
সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া।
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃ পূজাং সমারভেৎ॥

হৃদয় পদ্ম দেবীর আসনরূপে প্রদান করিবে, সহস্রার-চ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর পাদমূলে পাদ্য প্রদান করিবে, মন অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয়জল পরিকল্পিত হইবে,—আকাশ তত্ত্ব বসন এবং গন্ধতত্ত্ব গন্ধস্বরূপে প্রদত্ত হইবে। মনকে পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপ কল্পনা করিবে। হৃদয়মধ্যস্থ অনাহত-ধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয় এবং মনের চঞ্চ-লতাকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে। আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানাপ্রকার পুষ্প প্রদান করিবে। অমায়িকতা, নিরহঙ্কার, রোষ, মদ, মোহ ও দম্ভশূন্যতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভরাহিত্য, মৎসরহীনতা ও নির্লোভতা; মানসপূজার পক্ষে এই দশবিধ পুষ্পই প্রশস্ত। অনন্তর অহিংসাস্বরূপ পরম পুষ্প, দয়ারূপ-পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ক্ষমা ও জ্ঞান, এই পঞ্চ পুষ্প প্রদান করিবে। এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার ভাব, পুষ্প দ্বারা পূজা

করিয়া পরিশেষে মানসে সুধা-সমুদ্র, মাংসশৈল, ভর্জ্জিত মৎস্য-পর্ব্বত, মুদ্রারাশি, সুন্দর ঘৃতাক্ত পায়স, কুলামৃত, কুলপুষ্প, পীঠক্ষালন বারি, এই সমস্ত দেবীকে প্রদান করিবে। অনন্তর বিঘ্নকর্ত্তা কাম ও ক্রোধের বলিদান দিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিবে;—এইরূপে কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণমালাই প্রশস্ত। প্রথমে বিন্দু সহিত অকারাদি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এইরূপে ককার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্য লকার পর্য্যন্ত অনুলোমক্রমে জপ করিয়া পুনর্ব্বার ল হইতে ক পর্য্যন্ত বিলোমক্রমে জপ করিবে। ক্ষ ইহার মেরু হইবে। তৎপরে অষ্টবর্গের অষ্টসংখ্যক শেষবর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া সাকল্যে অষ্টোত্তর শতসংখ্যক জপ করিতে হইবে;—এই নিয়মে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া দেবীর হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। জপ সমর্পণের মন্ত্র এই;—

সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জ্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে॥

এইরূপে মানস পূজা সমাপ্ত করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে; যথা,—আপনার বামদিকের সম্মুখস্থ ভূমিতে অর্ঘজল দ্বারা একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে মায়াবীজ (হ্রীং) লিখিবে, ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল ও তদ্বহির্ভাগে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিতে হইবে,

তাহাতে "হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ"—এই মন্ত্রে আধার শক্তির পূজা করিবে, তৎপরে মণ্ডলোপরি প্রক্ষালিত পাত্র স্থাপন করিয়া—"মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ"—এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমণ্ডলের অর্চ্চনা করত "ফট্" এই মন্ত্রোচ্চারণে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া আধারোপরি স্থাপন করিবে। অনন্তর—"অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ"—এই মন্ত্রে অর্ক মণ্ডলের অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণে অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবে, সাধক এই সময়ে তিনভাগ মদ্য ও একভাগ জল অর্ঘ্য-পাত্রে প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধ পুষ্পাদি প্রদান করিয়া "উং ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"—এই মন্ত্রে পূজা করিবে, তদনন্তর বিল্বপত্রে রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল এই গুলি বিশেষার্ঘ্যের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে, তৎপরে মূলমন্ত্রে তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে, অনন্তর বিশেষার্ঘ্যের উপরিভাগে ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে, তৎপরে মন্ত্রবিৎ সাধক বিশেষার্ঘ্যের কিঞ্চিন্মাত্র জল প্রোক্ষণীপাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেই জলে আপনাকে ও পূজা দ্রব্য সমুদয়কে প্রোক্ষিত করিবে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত পূজা সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিশেষার্ঘ্য স্থানান্তরিত করিবে না।

অনন্তর সমস্ত পুরুষার্থ-সাধক যন্ত্ররাজ লিখিবে, প্রণালী যথা,—

প্রথমে একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহাতে মায়াবীজ (ক্রীং) লিখিবে, উহার বাহিরে গোলাকৃতি দুইটি মণ্ডল এবং তাহার বাহিরে দুইটি করিয়া কেশর লিখিতে হইবে, ঐ গোলাকার মণ্ডলের বহিরে অষ্টদল পদ্ম, উহার বাহিরে চতুর্দ্বার বিশিষ্ট সরলরেখাময় সুমনোহর ভূপুর লিখিবে, কুণ্ডগোল বিলেপিত চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম অথবা কেবল রক্তচন্দন লিপ্ত সুবর্ণ, রজত কিম্বা তাম্রপাত্রে স্বর্ণ শলাকা অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা মূলমন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে, দেহভাবশুদ্ধির নিমিত্ত যন্ত্ররাজ লিখিবে, অথবা স্ফটিক, প্রবাল বা বৈদূর্য্যনির্ম্মিত পাত্রে সুনিপুণ শিল্পকার দ্বারা যন্ত্র খোদিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করতঃ গৃহান্তরে স্থাপন করিবে, এইরূপে মন্ত্র লিখিয়া পুরস্থিত রত্নময় সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পীঠ দেবতাদিগের ও তদবসানে কর্ণিকামূল মধ্যে দেবতাগণের পূজা করিবে।

এক্ষণে কলস স্থাপন ও মন্ত্রানুষ্ঠানের কথা বলা যাইতেছে,—বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের এক এক কলাগ্রহণ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য ইহার নাম কলস, এই কলসের বিস্তৃতি দেড় হস্ত, উচ্চতা ষোড়শ অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখবিস্তার ছয় অঙ্গুলি, তল পরিমাণ পঞ্চাঙ্গুলি, এই কলস সুবর্ণ রজত, তাম্র, কাংস্য, মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাচ দ্বারা অভগ্ন ও অছিদ্রভাবে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু দেবগণের প্রীতির জন্য সুধাকলস নির্ম্মাণে কোনপ্রকার কৃপণতা করিবে না।

সুবর্ণ কমল ভোগদায়ক, রজত মোক্ষদায়ক, তাম্র প্রীতিকর, কাংস্য পুষ্টিবর্দ্ধক, কাচপাত্র বশীকরণকারক, পাষাণপাত্র স্তম্ভনোদ্দীপক এবং মৃণ্ময় লাভ। সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হইলে সর্ব্ব কার্য্যে প্রশস্ত। আপনার বামভাগে একটি ষট্‌কোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে একটি শূন্য লিখিতে হইবে, উহার বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া তদ্বহির্ভাগে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে, উহা সিন্দুররজ বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিয়া তাহাতে আধার দেবতার পূজা করিবে, পরে—"অনন্তায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত আধার উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত কুম্ভ আধারোপরি স্থাপন করিবে। অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক ক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অকার পর্য্যন্ত বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুম্ভ পূরিত করিবে। অনন্তর দেবীভাবে স্থিরমনা হইয়া আধারকুণ্ড ও তদধিষ্ঠিত মন্ত্রের উপরি পূর্ব্ববৎ বহ্নিমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর রক্তচন্দন, সিন্দুর, রক্তমাল্য ও অনুলেপনে কলস বিভূষিত করিয়া পঞ্চীকরণ করিবে। ফট্ এই মন্ত্রে কুশদ্বারা কলসে তাড়না করিয়া হ্রীং এই মন্ত্রোচ্চারণে অবগুণ্ঠন দ্বারা কলসকে অবগুণ্ঠিত করিবে। হ্রীং এই মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া নমঃ এই মন্ত্রে জলদ্বারা কলস অভ্যুক্ষিত করিবে এবং মূলমন্ত্রে তিনবার কলসে চন্দন দিবে। অনন্তর কলসকে প্রণাম করিয়া তাহাতে রক্তপুষ্প প্রদান করতঃ মন্ত্রদ্বারা সুধা শোধন করিবে।

শোধন মন্ত্র,—

একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাঃ ব্রহ্মহত্যাঃ তেন তে নাশয়াম্যহম্॥
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ি দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতে॥
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু॥

অনন্তর বরুণবীজে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মশাপাদ্বিমোচিতায়ৈ এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে সুধাদেব্যৈ নমঃ এই পদ প্রয়োগ করিবে এবং এই পদে দীর্ঘস্বর ছয়টি যোগ করিয়া পশ্চাৎ শ্রীং ও মায়াবীজ যোগ করিতে হইবে, তৎপশ্চাৎ সুধাশব্দ প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণশাপং মোচয় এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে।

এইরূপে শাপমোচন করিয়া সমাহিত হৃদয়ে আনন্দ ভৈরব ও ভৈরবীর পূজা করিবে। হসক্ষমলবরযূং—ইহার প্রথম অক্ষর দুইটি বিপরীত করিয়া কর্ণস্থলে বামচক্ষু এবং দীর্ঘ উকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার দিবে। পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ বৌষট্ এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। অনন্তর কলসে উক্ত দেবদেবী-দ্বয়ের সামঞ্জস্য ও ঐক্য ধ্যান করিয়া অমৃতে সুধা সংসিক্ত হইয়াছে ভাবনা করিয়া তাহাতে মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ

করিবে। অনন্তর দেববুদ্ধিতে মূলমন্ত্রে মন্ত্রের উপরি তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক ধূপ দীপ প্রদর্শন করাইবে।

দেবার্চ্চনা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অপরাপর উৎসবে পূর্ব্বোক্তরূপ সুরাসংস্কার করিতে হয়।

অতঃপর মাংস আনয়ন পূর্ব্বক সম্মুখে ত্রিকোণমণ্ডলের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষিত করতঃ পশ্চাৎ বায়ুবীজে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর কবচে অবগুণ্ঠিত করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে; পশ্চাৎ "বং" এই মন্ত্রোচ্চারণে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া পরে মন্ত্রপাঠ করিবে;—

বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্য চ।
মাংসং মে পবিত্রী কুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

অনন্তর ঐরূপে মৎস্য আনয়ন ও সংশোধন করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিবে। যথা;—

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

তৎপরে মুদ্রা আনয়ন পূর্ব্বক—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥

এই মন্ত্রে অথবা কেবল মূলমন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

অথবা সর্ব্বতত্ত্বানি মূলেনৈব বিশোধয়েৎ।
মূলে তু শ্রদ্ধধানো যঃ কিন্তস্য দল-শাখয়া ॥
কেবলং মূলমন্ত্রেণ যদ্দ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ।
তদেব দেবতাপ্রীত্যৈ সুপ্রশস্তং ময়োচ্যতে ॥
যথা কালস্য সংক্ষেপাৎ সাধকানবকাশতঃ।
সর্ব্বং মূলেন সংশোধ্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥
ন চাত্র প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমিতি শঙ্করশাসনম্ ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

"অথবা কেবল মূলমন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবে। যাঁহার মূলে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার শাখা-পল্লবে প্রয়োজন কি? কেবল মূলমন্ত্রদ্বারা যে দ্রব্য শোধিত হয়, দেবতার প্রীত্যর্থে তাহাই প্রশস্ত। যখন কালের সংক্ষেপ ও সাধকের অনবকাশ, তখনই মূলমন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিয়া দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। ইহাতে কোন প্রত্যবায় বা অঙ্গহানি ঘটিবে না; ইহা শঙ্কর ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পদ্ধতি-প্রক্রিয়া।

শিষ্য। অতঃপর ঐ পঞ্চতত্ত্বের বিষয় আরও বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

গুরু। পঞ্চতত্ত্বের বিষয় তোমাকে পূর্ব্বেই বিস্তারিত-রূপে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। পঞ্চতত্ত্বের বিষয় মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে কি সেই সকল দ্রব্যই বিহিত?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তবে এক্ষণে পদ্ধতি-প্রক্রিয়া বলিয়া দিউন।

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

প্রাগুক্ত প্রকারে অন্যান্য তত্ত্ব শোধনাদি করিয়া গুণ-শালিনী স্বকীয়া রমণীর দ্বারা শ্রীপাত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য এবং কারণ ও সামান্যার্ঘ্যজলে পত্নীকে অভিষিক্ত করা উচিত। অভিষেককালে মন্ত্র পাঠ করিবে,—

ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা।

যদি স্ত্রীর দীক্ষা না হইয়া থাকে, তবে তাহার কর্ণে মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিবে, এই স্থলে শেষতত্ত্ব

নির্ব্বাহের জন্য অপরাপর যে সকল পরকীয়া শক্তি থাকিবে, তাহাদিগকে পূজা করিবে। তদনন্তর আপনার ও পূর্ব্ব-লিখিত যন্ত্রের মধ্যে একটি ত্রিকোণ লিখিয়া তদ্বাহ্যে একটি ষট্‌কোণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে, পরে ষট্‌কোণ মণ্ডলের ছয়কোণে হ্রীং হইতে আরম্ভ করিয়া হ্রঃ নমঃ এই ছয়টি মন্ত্রে ষট্‌কোণের অধিষ্ঠাত্রীকে পূজা করিয়া, ত্রিকোণ মণ্ডলে আধারদেবতার পূজা করিবে। তদনন্তর নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ মণ্ডলের উপরিভাগে প্রক্ষালিত পাত্র রক্ষা করিয়া, তাহার স্ব স্ব আদিম অক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নির দশকলার পূজা করিবে। বহ্নির দশকলার নাম যথা,—ধূম্রা, অর্চ্চিঃ, জ্বলিনী, সূক্ষ্মা, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা। পূর্ব্বোক্ত সমুদয় শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অন্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করতঃ উহাদের পূজা করিবে। তৎপরে—"মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ"—এই মন্ত্রে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্র আনয়ন পূর্ব্বক ফট্ মন্ত্রে বিশোধিত করিয়া আধারে স্থাপন করতঃ ক ভ হইতে ঠ ড পর্য্যন্ত বনবীজ পূর্ব্বে যোজনা করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশকলার অর্চ্চনা করিবে। দ্বাদশকলা যথা,—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, সুধূম্রা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, সন্নিরোধিনী, ধরণী ও ক্ষমা। অনন্তর "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া

অর্ঘ্যপাত্রে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বিলোম মাতৃকাবর্ণ এবং তদবসানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কলসস্থ সুরাদ্বারা বিশেষার্ঘ্যজলে তিনভাগ পূরণ করিবে। অনন্তর ষোড়শীবীজাশ্রয়ে অন্তে চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের ষোড়শকলার পূজা করিবে। ষোড়শ-কলার নাম যথা—অমৃতা, মানদা, পূজা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অলকা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা ;—ইহারা সকলেই কামদায়িনী।

তদনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলে "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ"—বলিয়া সোমমণ্ডলের পূজা করিবে। তৎপরে দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প এইগুলি গ্রহণ করিয়া শ্রীং মন্ত্রে নিক্ষেপ করতঃ তীর্থ আবাহন করিবে। পরে কলস মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র মুদ্রা দ্বারা রক্ষণ করিবে। ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক উহা মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবতার আবাহন করিবে এবং অখণ্ড প্রভৃতি নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রদ্বারা সুরা অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্র যথা ;—

অখণ্ডৈকরসা নন্দাকরে পর সুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দ স্ফুরণামাত্র নিধেহি কুলরূপিণী ॥
অনঙ্গস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥

তদ্রূপেণৈ করস্থঞ্চ কৃতার্থং তৎ স্বরূপিণি।
ভূত্বা কুলামৃতাকারমপি বিস্ফুরণং কুরু॥
ব্রহ্মাণ্ড রস-সম্ভূতমশেষ রসসম্ভবম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষ-রসমাবহ॥
অহন্তাপাত্র ভরিত মিদন্তাপ রসামৃতম্।
পরহন্তাময় বহ্নৌ হোমস্বাকার লক্ষণম্॥

এইরূপে সুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে হরপার্ব্বতীর সমানুরাগ ধ্যান পূর্ব্বক পূজান্তে ধূপ-দীপ প্রদর্শন করাইবে।

অনন্তর সাধক ঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে গুরু ভোগ ও শক্তি পাত্র স্থাপন করিবে। যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, আগমনপাত্র, পাদ্যপাত্র ও শ্রীপাত্র; এই ছয়টি পাত্র দ্বারা সামান্যার্ঘ্য স্থাপন বিধির ন্যায় স্থাপন করিবে। অনন্তর সমুদয় পাত্রের তিন অংশ কলসস্থ সুধা দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ সকল পাত্রে মাষ প্রমাণ শুদ্ধি খণ্ড নিযুক্ত করিবে। পরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে পাত্রস্থিত অমৃত ও মাংসাদি গ্রহণান্তে দক্ষিণহস্তে তত্ত্ব মুদ্রার দ্বারা সর্ব্বত্র তর্পণ করিবে। প্রথমে শ্রীপাত্র হইতে পরম বিন্দু লইয়া আনন্দ ভৈরব দেব ও আনন্দ ভৈরবী দেবীর উদ্দেশে তর্পণ করিবে। অনন্তর গুরু পাত্রস্থ অমৃত গ্রহণে গুরুপংক্তির তর্পণ করিবে। প্রথমে সহস্রারে নিজ গুরু ও গুরুপত্নীর তর্পণ করিয়া, তৎপরে পরমগুরু,

পরাৎপর গুরু ও পরমেষ্ঠি গুরুর তর্পণ করিবে। এই সময়ে অগ্রে ঐং বীজ, পশ্চাৎ গুরু চতুষ্টয়ের নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ করিবে,—যথা ঐং গুরুং তর্পয়ামি—ইত্যাদি।

তৎপরে শক্তিপাত্র হইতে অমৃত গ্রহণ করিয়া অঙ্গ ও আবরণ দেবতার অর্চ্চনা করিবে। পরে যোনি পাত্র-স্থিত অমৃত দ্বারা আয়ুধধারিণী বদ্ধপরিকরা কালিকাদেবীর তর্পণ করিয়া বটুকদিগকে বলি প্রদান করিবে। প্রথমে আপনার বামভাগে সামান্য মণ্ডল রচনা করিবে, অনন্তর তাহা পূজা করিয়া মদ্যমাংসাদি মিশ্রিত সামিষান্ন স্থাপন করিবে। অগ্রে বাগ্মায়া, কমলা ও বটুকের পূজা করিয়া মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে রক্ষা করিবে। তৎপরে "যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা"-এই মন্ত্রে মণ্ডলের দক্ষিণভাগে যোগিনী-গণের উদ্দেশে এবং ষড়্দীর্ঘযুক্তাক্ষর উচ্চারণ করিয়া ঐ মন্ত্রে মণ্ডলের পশ্চিমে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান করিবে। তৎপরে থ বর্ণের অন্ত্যবীজ সমুদ্ধার করত তাহাতে দীর্ঘস্বর ছয়টি চতুর্থীর একবচনযুক্ত গণপতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বাহাপদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর উক্ত-মন্ত্রে মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি প্রদান করিয়া মধ্যস্থলে যথাক্রমে সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। সর্ব্বভূতগণকে বলি প্রদান করিবার মন্ত্র এই;—

হ্রীং শ্রীং সর্ব্বভূতেভ্যঃ হুং ফট্ স্বাহা।

তৎপরে যথাবিধি শিবাকে একটি বলি প্রদান করিয়া অবশেষে পাঠ করিবে ;—

গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি।
শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রুহি গৃহ্ণ বলিং তব॥
এষ বলিঃ শিবায়ৈ নমঃ।

এইরূপে চক্রানুষ্ঠান করিতে হয়। তৎপরে চন্দন, অগুরু ও কস্তুরিবাসিত মনোহর পুষ্প কূর্ম্ম মুদ্রা দ্বারা হস্তে ধারণ করিয়া উহা স্বকীয় হৃদয়কমলে স্থাপন করতঃ "মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং"—দেবীর এই ধ্যানটি পুনরায় পাঠ করিবে।

তৎপরে সহস্রার নামক মহাপদ্মে সুষুম্নারূপ ব্রহ্মবর্ত্ম দ্বারা হৃদয়স্থিত ভগবতীকে লইয়া বৃহন্নিশ্বাস-বর্ত্মে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া দীপ হইতে প্রজ্জলিত দীপান্তরের ন্যায় করস্থিত পুষ্পে দেবীকে স্থাপন করিবে।

শিষ্য। এই ব্যাপারটা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ইহা বুঝিবার কথা নহে,—যাঁহারা কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা সম্পাদন করিতে পারেন।

শিষ্য। আপনি আমাকে শিক্ষা দান করুন।

গুরু। আমি পূর্ব্বে তোমাকে প্রাণায়াম ও কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বলিয়াছি, তাহা অভ্যাস করিলেই এই কার্য্যে সহজে পারগ হইবে। *

---

* মৎপ্রণীত "যোগ ও সাধন-রহস্য" নামক পুস্তক দেখ।

শিষ্য। এস্থলে কি ঐ সম্বন্ধে কিছুই বলিবেন না?

গুরু। বলিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হইবে, বিশেষতঃ যাহা একবার বলিয়া দিয়াছি, পুনরায় তাহার উল্লেখ করাও সঙ্গত নহে।

শিষ্য। তবে আর একটি কথা।

গুরু। কি?

শিষ্য। প্রত্যেক দেবতার ধ্যানান্তে কি ঐরূপ করিতে হয়?

গুরু। নিশ্চয়।

শিষ্য। না করিলে কি হয়?

গুরু। বৃথা কয়টি সংস্কৃত বাক্য বা মন্ত্র পাঠ করা হয় মাত্র।

শিষ্য। যাহারা যোগ বা প্রাণায়াম না শিখিয়াছে, তাহারা কি দেবতার ধ্যানের অধিকারী নহে?

শিষ্য। তন্ত্রশাস্ত্র এই সম্বন্ধে সহজ উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সাধনার অধিকারী,—তবে বর্ত্তমানের অনেক গুরু ইহার সুগমসাধন অবগত নহেন,—কাজেই তাঁহারা শিষ্যগণকেও সে উপায় বলিয়া দিতে পারেন না। আমি ইহা স্থানান্তরে বলিয়া দিয়াছি, * প্রয়োজন হইলে তাহা দেখিয়া লইতে পার।

---

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা বা দীক্ষা দর্পণ" নামক পুস্তক দেখ।

শিষ্য। তৎপরে কি করিতে হইবে, বলুন ?

গুরু। তৎপরে যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর,—কৃতাঞ্জলি হইয়া ইষ্টদেবতার সম্মুখে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব ॥
ক্রাং কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ
সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণ ॥

অনন্তর দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা,—

আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যা কালী দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণা আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যা কালী দেবতায়া জীব ইহ স্থিত আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যা কালী দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যা কালী দেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রম্ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

যন্ত্র মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া লেলিহান মুদ্রা দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে পাঠ করিবে,—

আদ্যে কালি স্বাগতন্তে সুস্বাগতমিদন্তব।

অনন্তর দেবতার শুদ্ধির জন্য মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য-জলে তিনবার প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর ষড়ঙ্গ-ন্যাস দ্বারা দেবতার অঙ্গে সকলীকরণ করিবে, পরে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে।

ষোড়শোপচার যথা,—

আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল আচমন ও নমস্কার।

প্রথমে আদ্যবীজ উচ্চারণ করিয়া পরে ইদং পাদ্যং কালিকায়ৈ নমঃ,—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর চরণদ্বয়ে উহা প্রদান করিবে।

অনন্তর স্বাহা মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া স্বধা মন্ত্রে আচমনীয় দেবীর মুখে প্রদান করিবে। মধুপর্কও ঐ মন্ত্রে মুখে দিবার নিয়ম, পশ্চাৎ বং মন্ত্রের পর স্বধা পদ উচ্চারণ করিয়া পুনরাচমনীয় দেবীর মুখে প্রদান করিবে। অনন্তর নিবেদয়ামি এই মন্ত্রে দেবীর সর্ব্বাঙ্গে স্নানীয় জল প্রদান এবং বসনভূষণ প্রদান করিবে। অনন্তর মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া মধ্যমা ও

অনামিকার দ্বারা দেবীর হৃদয়াম্বুজে গন্ধ দান করিবে, বৌষট্ মন্ত্রে পুষ্পপ্রদান করিবে। পশ্চাৎ সম্মুখে ধূপ-দীপ প্রজ্বালিত করিয়া প্রোক্ষণাদি দ্বারা শোধিত করিয়া মন্ত্রের শেষে নিবেদয়ামি এই পদ উচ্চারণে উৎসর্গ করিবে। অনন্তর সাধক 'জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা' এই কথা বলিয়া ঘণ্টার পূজা করতঃ বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণহস্তস্থিত ধূপ ঘ্রাণ দেবীর নাসিকার নিম্নে প্রদান করিবে। দীপ গ্রহণ করিয়া দেবীর চরণ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ভ্রামিত করিতে হয়। অনন্তর পূর্ণ-পাত্র হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবী কালিকাকে যন্ত্রমধ্যে নিবেদন করিবে,—

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে,—

পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি।
গৃহাণ শুদ্ধি সহিতং দেহি মে মোক্ষমব্যয়ং ॥

তদনন্তর সামান্য বিধানানুসারে সম্মুখে মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নৈবেদ্য-পূর্ণপাত্র সংস্থাপন করিবে। পরে উহা প্রোক্ষণ, অবগুণ্ঠন, রক্ষণ ও অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ অর্ঘ্যজলে উহা দেবীকে নিবেদন করিবে। প্রথমে মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্ব্বোপ-করণান্বিত সিদ্ধান্ন ইষ্টদেবতায়ৈঃ নমঃ—মন্ত্র পাঠ করিয়া, "শিবে ইদং হবিঃ জুষস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

অনন্তর প্রাণাদি মুদ্রা দ্বারা "প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা"—এই মন্ত্রোচ্চারণে দেবীকে হবিঃ প্রদান করিবে। পশ্চাৎ বামকরে প্রফুল্ল-পঙ্কজ সদৃশ নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূল মন্ত্রে মদ্যপূর্ণ কলস পানার্থ নিবেদন করিবে। পশ্চাৎ শ্রীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা বারত্রয় তর্পণ করিবে। অবশেষে সাধক মূল মন্ত্রে দেবীর মস্তক, হৃদয়, চরণ এবং সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে,—
"তবাবরণদেবান্ পূজয়ামি নমঃ।"

অনন্তর অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে। গুরু, পরম গুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠি গুরু এবং কুল-গুরুর অর্চ্চনা করিবে।

তৎপরে পাত্রস্থিত অমৃতদ্বারা গুরুর তর্পণ করিবে। তদনন্তর অষ্টদলমধ্যে অষ্ট নায়িকার পূজা করিবে। অষ্ট নায়িকার নাম যথা,—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী।

দলাগ্রে অষ্ট ভৈরবের পূজা করিতে হয়। অষ্ট ভৈরব যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহার।

অনন্তর আদিতে ওঁ ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া

ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া তদ্বাহ্যে তাহাদিগের অস্ত্র সমুদায়ের পূজা করিবে। অবশেষে সর্ব্বোপচারে দেবীর পূজা করিয়া সমাহিত চিত্তে বলিদান করিবে।

শিষ্য। বলিদান পক্ষে কোন্ কোন্ পশু প্রশস্ত?

গুরু। শাস্ত্রে আছে,—

মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা।
শল্লকীশশকোগোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ॥
অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

বলিদানের পক্ষে মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শজারু, শশক, গোধা, কূর্ম্ম ও গণ্ডার; এই দশবিধ পশুই প্রশস্ত। সাধক ইচ্ছা করিলে অপরাপর পশুও বলিদান করিতে পারে।

শিষ্য। কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না?

শিষ্য। শূকর বলিদান হিন্দুতে দিবে?

গুরু। শাস্ত্রবচন ত শুনিলে।

শিষ্য। তাহা শুনিলাম, কিন্তু সেইজন্যই ত বলিতেছিলাম, কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ইহার বিশেষ বিধি অন্যত্র আছে।

শিষ্য। কি আছে?

গুরু। পার্ব্বত্য শ্বেত বরাহকে হিন্দুরা বলিদান করিতে পারে। মহিষাদিও বলি দিতে পারে।

শিষ্য। হিন্দু কি ঐ সকল বলির মাংস ভোজন করিতে পারে।

গুরু। সর্ব্বত্র সকল পশুর মাংস ভোজনের ব্যবস্থা নাই। ঐ যে সাধকের ইচ্ছানুসারে বলির কথা উল্লেখ হইয়াছে, উহার অর্থ, যে দেশে যে মাংস ভোজনপ্রথা প্রচলিত আছে, সেই দেশে সেই পশুই বলি দিবে। শাস্ত্র সমগ্র দেশের ও সমগ্র মানবজাতির জন্য,—যে দেশে বা যে জাতি যে মাংস ভোজন করে, সেই দেশে বা সেই জাতি সেই পশুই বলি দিবে।

শিষ্য। বুঝিয়াছি,—তারপরে কি করিতে হইবে বলুন?

গুরু। অতঃপর পশুবলি প্রদান করিতে হইবে।

শিষ্য। তাহার বিধান বলুন?

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

মন্ত্রবিৎ সাধক দেবীর অগ্রে সুলক্ষণ পশু সংস্থাপন পূর্ব্বক অর্ঘ্য জলে প্রোক্ষিত করিয়া, ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করতঃ ছাগকে—"ছাগপশবে নমঃ"—এই ক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও জলদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর পশুর কর্ণে পাপবিমোচনী গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে, যথা;—

পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।

অনন্তর খড়্গ লইয়া তাহাতে কৃষ্ণবীজে পূজা করতঃ যথাক্রমে খড়্গের অগ্রে, মধ্যে ও মূলদেশে পূজা করিবে।

খড়্গের অগ্রভাগে বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মার, মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং মূলে উমামহেশ্বরের পূজা করিবে। শেষে—"ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ"—এই মন্ত্রে খড়্গের পূজা করিবে। পরে মহাবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যথোক্ত বিধানানুসারে "তুভ্যমস্তু সমর্পিতং" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পশুবলি প্রদান করিয়া দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া তীব্রপ্রহারে ও এক আঘাতে পশুছিন্ন করিবে। স্বয়ং, ভ্রাতৃপুত্র, সুহৃদ্ বা সপিণ্ডহস্তে পশু বলি হওয়া কর্ত্তব্য ;—শত্রুহস্তে সংহার হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর কবোষ্ণ রুধির বলি,—ওঁ বটুকেভ্যঃ নমঃ—এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া দিয়া সপ্রদীপ শীর্ষবলি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—কৌলিকদিগের কুলার্চ্চন সম্বন্ধে এই বলিদানের বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতঃপর হোমকার্য্য সমাধা করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হোম প্রকরণ।

শিষ্য। সাধারণ তান্ত্রিক হোমের সহিত এই হোমের কোন পার্থক্য আছে কি না?

গুরু। এ প্রশ্ন কেন?

শিষ্য। আমি অন্যত্র আপনার লিখিত তান্ত্রিক হোমের বিধান পাঠ করিয়াছি *।

গুরু। অধিকাংশ বিষয়ই সেই প্রকার, তবে কুলাচারের সাধকের জন্য কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে, যাহা তুমি অগ্রে পাঠ করিয়াছ, এস্থলে আমি আর তাহার উল্লেখ করিব না,—সংক্ষেপে প্রকরণ বলিয়া, যাহা বিশেষ বিধি, তাহাই বলিব।

শিষ্য। তবে তাহাই বলুন।

গুরু। শ্রবণ কর,—

সাধক আপনার দক্ষিণদিকে বালুকা দ্বারা চতুর্হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণমণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করতঃ 'ফট্' মন্ত্রে তাড়িত করিয়া উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে, অনন্তর স্থণ্ডিলে প্রাদেশ পরিমিত তিনটি প্রাগগ্র ও তিনটি উদগগ্র রেখা রচিত করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে, প্রাগগ্ররেখা তিনটির উপর যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র এবং উদগগ্র রেখা তিনটির উপর যথাক্রমে ব্রহ্মা, যম ও চন্দ্রের পূজা করিবে, তৎপরে স্থণ্ডিলে ত্রিকোণ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে হ্সৌঃ এই শব্দ লিখিবে, অনন্তর ত্রিকোণের বহির্ভাগে ষট্‌কোণ ও তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত রচনা করিয়া বহিঃ-প্রদেশে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে,—যন্ত্র

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা" গ্রন্থ দেখ।

পূজার ব্যবস্থা এইরূপ, অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণবোচ্চারণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ হোম দ্রব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অষ্টদল পদ্মের বীজকোষে মায়াবীজ উচ্চারণে আধার শক্তি সকলের অথবা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পূজা করিবে, যন্ত্রের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে চতুষ্কোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিয়া মধ্যভাগে অনন্ত ও পদ্মের পূজা করিবে, তৎপরে—সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ—এই মন্ত্রে কলাসহিত সূর্য্য ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া প্রাগাদিকেশর মধ্যে নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও জ্বালিনীর যথাক্রমে পূজা করিবে।

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঋতুস্নাতা নীলকমললোচনা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বরের সহিত বহ্নিপীঠে ধ্যান করিবে, মায়াবীজে তাঁহাদের উভয়ের পূজা করিয়া, পরে যথাবিধি অগ্নিবীক্ষণ করত ফট্‌মন্ত্রে আবাহন করিবে, তদনন্তর প্রণবোচ্চারণে "বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি উদ্ধৃত করতঃ মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া কূর্চ্চবীজ পাঠ করিবে, অনন্তর "ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে, পরে মন্ত্রবীজে অগ্নিবীক্ষণ করিয়া কূর্চ্চবীজে-বহ্নিবেষ্টন করিবে, অনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হস্ত দ্বারা অগ্নি উদ্ধৃত করতঃ প্রদক্ষিণ ক্রমে উহাকে

স্থণ্ডিলোপরি ভ্রামিত করিবে, তৎপরে জানুদ্বারা তিন-বার ভূমি স্পর্শ করিয়া শিববীজ চিন্তা করতঃ নিজাভিমুখে যোনিযন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত করিবে, পরে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া অন্তে নমঃ শব্দযোগ করতঃ চতুর্থীবিভক্তির একবচনান্ত বহ্নিমূর্ত্তি শব্দ উচ্চারণে তাঁহার পূজা করিবে এবং—"রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ"—বলিয়া বহ্নি চৈতন্যের পূজা করিবে।

অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক মনে মনে নমো মন্ত্রে বহ্নিমূর্ত্তি ও বহ্নিচৈতন্যের কল্পনা করিয়া নিম্ন মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে, যথা ;—

ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্ব জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা।

পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির বন্দনা করিবে, মন্ত্র যথা ;—

অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্॥

তৎপরে বহ্নিস্থাপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিল আচ্ছাদন করিবে, পরে স্বকীয় ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ করিয়া বহ্নির নাম করতঃ অভ্যর্চ্চনা করিবে, প্রথমে প্রণব, পরে বৈশ্বানর, পশ্চাৎ জাতবেদ উচ্চারণ করিবে,—তদনন্তর ইহাবহ লোহিতাক্ষ বলিয়া, পদের উচ্চারণ করিতে হইবে। অনন্তর সর্ব্ব কর্ম্মাণি এই পদ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে সাধয়

পদ যোজনা করতঃ অগ্নিবালুকা স্বাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অভ্যর্চ্চনা করিয়া হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে।

অতন্তর সুধী সাধক, চতুর্থ্যান্ত এক বচনান্ত সহস্রার্চ্চি শব্দের অন্তে হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া বহ্নির হৃদয়ে ষড়ঙ্গ মূর্ত্তির পূজা ক৷রবে। বহ্নির জাতবেদ ইত্যাদি অষ্টমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

তৎপরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে, পরে পদ্মাদি অষ্টনিধির অর্চ্চনা করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে, পরে দিক্‌পালগণের ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া ঘৃত মধ্যে স্থাপন করিবে, ঘৃতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নার চিন্তা করিয়া সমাহিত মনে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া হুতাশনের দক্ষিণনেত্রে—ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা,—বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে, তৎপরে বামভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া—ওঁ সোমায় স্বাহা—বলিয়া অগ্নির বামনেত্রে আহুতি প্রদান করিবে, পুনরায় দক্ষিণ ভাগ হইতে ঘৃতগ্রহণ পূর্ব্বক—ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা—বলিয়া আহুতি দিবে, পরে—জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয়—এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর অগ্নিকে ইষ্টদেবতার আবাহন করিয়া পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রে স্বাহা-পদ যোগ করিয়া পঞ্চবিংশতিবার আহুতি প্রদান করিবে।

তদনন্তর মনে মনে বহ্নি, দেবী ও আপনার আত্মা; এই তিনের চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি প্রদান করিবে, তৎপরে—"অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা"—বলিয়া অঙ্গদেবতার হোম করিবে।

তৎপরে আপনার কামনার উদ্দেশ্যে তিল, আজ্য ও মধুমিশ্রিত পুষ্প অথবা বিল্বদল কিম্বা যথাবিহিত বস্তুদ্বারা যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে; অষ্ট সংখ্যার ন্যূন আহুতি দিবার বিধান নাই। তদনন্তর স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে ফলপত্র সমন্বিত ঘৃতদ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে।

তদনন্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা অগ্নি হইতে দেবীকে আহ্বান পূর্ব্বক হৃদয়কমলে রক্ষা করিবে।—তৎপরে "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিয়া দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে এবং সাধকসত্তম ললাটে হোমাবশেষ তিলক ধারণ করিবে।

হোমের পর জপ করিতে হয়, শাস্ত্রে জপ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে;—

বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা প্রসীদতি।
দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়েদ্ধিয়া॥
মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী।
অভেদেন যজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা॥
গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াম্বুজে।
রসনায়াং মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিন্ত্য চ॥
ত্রয়াণাস্তেজসাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ।
তারেণ সং পুটীকৃত্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্তধা॥

জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চান্মাতৃকা পুটিতং স্মরেৎ।
মায়াবীজং স্বশিরসি দশধা প্রজপেৎ সুধীঃ ॥
বদনে প্রণবং তদ্বৎ পুনর্ম্মায়া হৃদম্বুজে।
প্রজপ্য সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র,—৬ষ্ঠ উঃ

"হে দেবেশি! যাহার প্রভাবে বিদ্যা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি সেই জপবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা, গুরু ও মন্ত্র, ইহাদের অভিন্ন ভাব ভাবনা করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রোক্ত-বর্ণ দেবরূপিণী, দেবতা গুরুরূপিণী, যে ব্যক্তি অভেদ জ্ঞানে ইহার ভাবনা করে, তাহারই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। মস্তকে গুরু, হৃদয়ে দেবতা এবং রসনামণ্ডলে তেজো-রূপিণী বিদ্যার ধ্যান করিবে। অনন্তর এই তিন পদার্থের তেজ দ্বারা একীভূত আত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে। তৎ-পরে প্রণব সাহায্যে সংপুটিত করিয়া মূলমন্ত্র জপ করত পরে মাতৃকাপুটিত করিয়া সপ্তবার স্মরণ করিবে। সুধী ব্যক্তি আপনার মস্তকে মায়াবীজ দশবার জপ করিবে, পরে দশবার প্রণব মন্ত্রোচ্চারণে হৃদ্‌পদ্মে মায়াবীজ সপ্তবার জপ করতঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবে।"

প্রাগুক্ত প্রকারে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রবালাদি সমুদ্ভুত মালাগ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিবে,—

মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ॥

অতঃপর মালার পূজা করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত অক্ষত দ্বারা মূলমন্ত্রে তিনবার মালার তর্পণ করিবে, পরে স্থির মনে অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। তৎপরে প্রাণায়াম সমাধা করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত জল ও পুষ্পাদি দ্বারা—

গুহ্যাতিগুহ্যগোপত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥

এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া দেবীর বামকরে জপফল সমর্পণ করিবে। অনন্তর তেজোরূপ জপফল সমর্পণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ নিপাতিত হইয়া প্রণাম করিবে এবং তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। *

অনন্তর সাধক প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোমমন্ত্রে বিশেষার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিবে। আত্মসমর্পণের মন্ত্র যথা,—

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি দেহধর্ম্মাধিকারতঃ।
জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তি মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্নয়া যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু ॥

তদনন্তর—

আদ্যাকালী পদাম্ভোজে অর্পয়ামি। ওঁ তৎসৎ।

---

* মৎকৃত পুরোহিত দর্পণ নামক পুস্তকে স্তবকবচ লিখিত হইয়াছে।

এই মন্ত্রে দেবীর পদে অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিবে। প্রথমে শ্রীং বীজ উচ্চারণ করিয়া শ্রীমাস্তে এই পদ পাঠ করিবে। পরে যথাশক্তি পূজা করিয়া ইষ্টদেবতাকে বিসর্জ্জন করত সংহার মুদ্রাদ্বারা পুষ্পগ্রহণ করিয়া আঘ্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। পরে ঈশানকোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও জল সংযোগে দেবীর পূজা করিবে।

অনন্তর সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতাদিগকে নৈবেদ্য বিতরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভোগবিধি।

শিষ্য। পঞ্চতত্ত্বসম্বন্ধে অধিক কিছুই জানিতে পারি নাই।

গুরু। কি জানিতে পার নাই?

শিষ্য। ঐ পঞ্চতত্ত্ব দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, সাধক তৎপরে তাহা কি করিবে বা কিপ্রকারে ব্যবহার করিবে, তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। যাহা এখনও বলা হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে কি প্রকারে?

শিষ্য। তবে তাহা বলুন?

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আপনার বামভাগে পৃথক্ আসনে স্বীয় শক্তিকে সংস্থাপন অথবা একাসনে উপবেশন করিয়া রমণীয় পাত্র স্থাপন করিবে। পান পাত্র পঞ্চতোলার অধিক করিবার নিয়ম নাই, অভাবে তিনতোলক পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

শিষ্য। ঐ পান পাত্র কিসের দ্বারা নির্ম্মিত হইবে?

গুরু। শাস্ত্রে আছে,—স্বর্ণ, রৌপ্য, কাচ ও নারিকেল পাত্রই প্রশস্ত,—পানপাত্র শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি রক্ষা করিতে হয়।

শিষ্য। তৎপরে কি করিতে হয়?

গুরু। তারপরে মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া সাধক নিজে অথবা ভ্রাতৃপুত্র কিংবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পানপাত্র পরিবেশন করাইবে। পানপাত্রে সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে মৎস্যমাংসাদি প্রদান করিবে। অনন্তর সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত পান-ভোজন সমাধা করিবে।

প্রথমে আস্তরণের জন্য উত্তম শুদ্ধি গ্রহণ করিবে। অনন্তর কুলসাধক হৃষ্ট মনে পরমামৃত পূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিবে।

শিষ্য। পান করিবার কোন নিয়মাদি আছে নাকি?

গুরু। নিশ্চয়ই আছে,—এই পানের উদ্দেশ্য মত্ততা নহে,—ইহার উদ্দেশ্য শক্তিকেন্দ্র জাগান। শাস্ত্র বলেন,—

স্ব স্ব পাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্।
মূলাধারাদি জিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্॥
বিভাব্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

কুলসাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ মুখকমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ্ঞা গ্রহণান্তে কুণ্ডলীমুখে পরমামৃত প্রদান করিবে।

শিষ্য। এই স্থলটি আমায় একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। কোন্ স্থল?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্রপর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ মুখকমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ্ঞাগ্রহণান্তে কুণ্ডলীমুখে পরমামৃত প্রদান করিবে। ইহা মুখে বলা সহজ বটে, কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ঐ বিষয় শিক্ষা করিতে হয়।

শিষ্য। সে শিক্ষা আমায় প্রদান করুন।

গুরু। আমি উপদেশ দিয়া দিতে পারিব,—কিন্তু তোমাকে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রমাভ্যাস না করিলে উহা সম্পন্ন হইতে পারে না।

শিষ্য। আপনি উপদেশ দিন,—আমি অবশ্যই তাহা অভ্যাস করিব।

গুরু। তুমি জান বোধ হয়, যে, চিন্তা করিয়া—স্মরণ করিয়া সমস্ত বৃত্তিকে উত্তেজিত করা যায়।

শিষ্য। হাঁ, তাহা জানি। চিন্তা করিয়া—স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তি বা অন্যান্য বৃত্তিকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও প্রখর করা যাইতে পারে; চিন্তা না করিলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান হয় না,—কোন বৃত্তিই উত্তেজিত হয় না। অনেক সময়ে চিন্তা করিয়া সুগন্ধ দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সুগন্ধের আঘ্রাণ লওয়া যাইতে পারে। চিন্তা করিয়া যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা অন্যান্য বৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে হয়, তাহা সকলেই জানে।

গুরু। কুণ্ডলিনীশক্তি মানুষের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রশক্তি,—চিন্তাদ্বারা সেই শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া লইতে হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে সে চিন্তা করিতে হয়?

গুরু। প্রকার আর অন্য কিছুই নাই,—অন্য ভাবনা—অন্য চিন্তা বিদূরিত করিয়া একান্তে—একমনে কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা করিবার ক্রম বা প্রণালী এইরূপ যে,—মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী অবস্থিতা।

শিষ্য। এইরূপ চিন্তা করিলে কি হয়?

গুরু। কুণ্ডলিনী বা শক্তিকেন্দ্র উত্থিত হয়,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিন্তায় কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বোধিতা হয়েন।

শিষ্য। তার পর?

গুরু। তারপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ডলিনী-মুখে সুধা ঢালিয়া দিতে হয়। কিন্তু ঢালিবার একটু ক্রম বা ব্যবস্থা-প্রণালী আছে।

শিষ্য। সে ব্যবস্থা-প্রণালী কি প্রকার।

গুরু। কুণ্ডলিনী জাগরণজন্য সুষুম্নাপথে ঐ মদ্য ঢালিয়া দিতে হয়।

শিষ্য। তাহা কেমন করিয়া সম্পাদিত হয়?

গুরু। অভ্যাসে।

শিষ্য। অভ্যাস কি প্রকার করিতে হয়?

গুরু। ইড়া-পিঙ্গলায় শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য-স্থলে সুষুম্না-পথ। অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যস্থলে সুরা ঢালিয়া দিতে হয়। একদিনে কিছু তাহা সম্পন্ন হয় না; ক্রমে ক্রমে—দিনে দিনে তাহা অভ্যাস করিয়া লইতে হয়।

শিষ্য। তাহাতেও মন্তের মত্ততা জন্মে?

গুরু। জন্মে বৈ কি।

শিষ্য। মত্ততা জন্মিলে কোন দোষ হয় না?

গুরু। নিশ্চয় হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ॥

তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃপরম্ ॥
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ঘৃণা চ শক্তিসাধিকে।
স পাপিষ্ঠ কথং ব্রূয়াদাদ্যাং কালীং ভজাম্যহম্ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

যদি অতিরিক্ত সুরাপান ঘটে, তাহা হইলে কুলধর্ম্মাবলম্বীদিগের সিদ্ধি হানি হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল না হয়, তাবৎ সুরাপানের নিয়ম,—ইহার অতিরিক্ত পান পশু-পান সদৃশ। সুরাপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং শক্তিসাধককে যে ঘৃণা করে, সেই পাপিষ্ঠ আদ্যাকালিকার উপাসক নামের অযোগ্য।

অতএব দেখা যাইতেছে, কেবল কুণ্ডলিনীশক্তিকে উদ্বোধিত ও শক্তিসম্পন্ন রাখিতে ঐ পানের ব্যবস্থা।

শিষ্য। স্ত্রীজাতিও কি মদ্যপান করিতে পারে?

গুরু। কুল স্ত্রীর মদ্যপান করিতে নাই। শাস্ত্রে আছে,—

সুধাপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

কুলস্ত্রীগণ কেবল সুধার আঘ্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে না।

শিষ্য। সাধক তৎপরে কি করিবে?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চক্রাগত সমস্ত সাধক একত্রে প্রসাদাদি গ্রহণ করিবে।

শিষ্য। সম্ভবতঃ সেস্থলে বহুজাতি থাকিতে পারে—সকলে কি স্পর্শাদি করিতে পারে?

গুরু। যিনি চক্রেশ্বর বা সাধক, তিনিই প্রসাদ বণ্টন বা তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্য কেহ বণ্টন করিবেন, কিন্তু প্রসাদে স্পর্শাদি দোষ নাই। শাস্ত্রে আছে,—

যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্টঃদোষো ন বিদ্যতে।
তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৬ষ্ঠ উঃ।

"যেরূপ ব্রহ্মনিবেদিত অন্নাদিতে স্পর্শ দোষ নাই, তদ্রূপ তোমার (কালিকাদেবীর) প্রসাদেও জাতিভেদ পরিত্যাগ করিবে।"

শিষ্য। তৎপরে শেষতত্ত্ব সাধনের কথা শুনিতে চাহি।

গুরু। তাহা অতি গোপনে এবং নিভৃতে সম্পাদন করিবে।

শিষ্য। তাহার প্রক্রিয়া কি?

গুরু। তৎপ্রক্রিয়া তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কিন্তু ঐ বিষয় স্পষ্ট করিয়া শিক্ষা দিবার কোন উপায় নাই, উহা গুরুর নিকটে মুখে মুখে শিক্ষা করিতে হয়। তবে পূর্ব্বে অর্থাৎ শেষতত্ত্ব বুঝাইবার সময়ই সে কথা তোমাকে বলিয়া দিয়াছি।

শিষ্য। এক্ষণে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

গুরু। সে কথা কি?

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন,—যে পঞ্চ-তত্ত্বের সাধনা, ইহা স্থূল পঞ্চতত্ত্বের বা আকাশাদির পঞ্চীকরণ। অধিকন্তু, আমরা যে স্থূলা প্রকৃতির মোহ-বাহু বন্ধনে আবদ্ধ আছি, যে রসের আকর্ষণে আকর্ষিত,—সেই রসের সাধনা। এতদ্ব্যতীত এক নিত্য রস আছে—তাহার সাধনা ইহাতে হয় না।

গুরু। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

শিষ্য। সে সম্বন্ধে আমি কিছু শুনিতে চাহি।

গুরু। কিন্তু স্মরণ রাখিয়া শক্তিসাধনা করিয়া স্থূলা-প্রকৃতির বাহু-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে, সে তত্ত্বে উপনীত হইতে পারা যায় না।

শিষ্য। তাহাও কি উপাসনা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কাহার উপাসনা?

গুরু। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের।

শিষ্য। অনেকে শক্তিসাধনা না করিয়া রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকে।

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ কেন? জীব ত একজন্মের নহে, আর একজন্মেই কিছু জীবের সাধনা-সিদ্ধি ঘটে না। কোন্ জন্মের শক্তিসাধক, এ জন্মের রাধাকৃষ্ণের উপাসক। কাজেই আমরা আমাদের স্থূল চক্ষুতে হয়ত তাহাকে প্রথমেই রাধাকৃষ্ণের উপাসক রূপে দেখিয়া থাকি।

শিষ্য। তবে কি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা শক্তিসাধনা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বা উচ্চস্তর ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কথাটা বোধ হয় সাম্প্রদায়িকতার সীমাবদ্ধ ?

গুরু। না।

শিষ্য। আমাকে তবে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। অদ্য এই পর্য্যন্ত,—আবার আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় আসিও।

শিষ্য। প্রণাম,—তবে এক্ষণে বিদায় হই।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তন্ত্রের ব্রহ্মবাদ।

শিষ্য। আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে;—তাই আজ একটু সকাল সকালই আসিয়াছি;—আপনার সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপ্ত হইয়াছে কি?

গুরু। হাঁ, হইয়াছে।

শিষ্য। তবে আমার প্রতি কৃপা করিয়া, আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করুন।

গুরু। তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় কি, তাহা বল।

শিষ্য। আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, আপনি বলিয়াছেন,—তন্ত্রের উক্ত সাধনার পরে রাধা-কৃষ্ণের সাধনা। কিন্তু তান্ত্রিকেরা তাহা স্বীকার করেন না।

গুরু। কি স্বীকার করেন না?

শিষ্য। তাঁহারা বলেন, রাধা-কৃষ্ণ সাধনা হইতে তাঁহাদের সাধনা শ্রেষ্ঠ।

গুরু। যিনি যখন যে স্তরের সাধক, তাঁহার নিকট তখন সেই স্তরই উচ্চ। সে জ্ঞান না হইলে ইষ্টনিষ্ঠা হয়

না ;—ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতিরেকে সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটে না। মনে কর, কাব্যশাস্ত্র হইতে দর্শনশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কাব্য-পাঠীর দর্শন জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলে, কাব্যশাস্ত্রে মনোভিনিবেশ হইতে পারে না।

শিষ্য। তান্ত্রিকেরা সে কথা বলেন না।

গুরু। তাঁহারা না বলুন ;—কিন্তু তন্ত্রে সে কথার প্রমাণ আছে।

শিষ্য। কি প্রমাণ আছে ?

গুরু। পূর্ব্বে তোমাকে সে কথা বলিয়াছি ;—তন্ত্রে ব্রহ্ম-উপাসনা ও প্রকৃতির উপাসনা যে পৃথক্, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে ; এবং প্রমাণাদির সহিত সে কথা তোমাকে শুনাইয়াছি।

শিষ্য। হাঁ, সে কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সেই সামান্য ইঙ্গিত থাকিলেও তান্ত্রিকেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ নাই,—শক্তিসাধনা করাও যাহা, ব্রহ্ম-উপাসনা করাও তাহা।

গুরু। যে বর্ণপরিচয় পাঠ করে, সেও বিদ্যাশিক্ষা করে, যে দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করে, সেও বিদ্যাশিক্ষা করে। বর্ণপরিচয়ের পাঠক অবশ্যই বলিতে পারে, আমার এই পাঠ আমার জীবনে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিবে।

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমি বলিতেছি, বর্ণপরিচয় পাঠ করাও দর্শন

বিজ্ঞান পাঠ করিবার হেতুভূত হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য এক,—তবে প্রথমস্তর ও দ্বিতীয়স্তর বা তৃতীয় চতুর্থ স্তরভেদ মাত্র।

শিষ্য। তন্ত্র কি ব্রহ্মোপাসনার কথা পৃথক্ ও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ?

গুরু। নিশ্চয়।

শিষ্য। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন।

গুরু। বলিতেছি;—মহাদেবী শঙ্করী দেবাদিদেব শঙ্করকে আদ্যাকালিকার সাধনা, পঞ্চতত্ত্বের সাধনা, গৃহস্থাদি চারি আশ্রমের ইতিকর্ত্তব্যতা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব শঙ্কর তাহা সবিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া, তৎপরে বলিলেন—

যদ্‌যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎসর্ব্বং সবিশেষ প্রকীর্ত্তিতম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—১৪ উঃ।

"হে মহামায়ে! কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যগণের জন্য তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদায় সবিস্তার বলিলাম।"

এই বচনে অবশ্যই বুঝিতে পারিলে যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই চতুর্দ্দশ উল্লাস পর্য্যন্ত যাবতীয় সাধনার বিধি-ব্যবস্থা বলা হইল, সমস্তই কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যগণের জন্য। পঞ্চতত্ত্বাদির সাধনা মহাপ্রকৃতির সাধনাদি সমস্তই ঐ অধ্যায়গুলির

মধ্যে। তৎপরে শঙ্কর বলিলেন,—তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যগণের জন্য, কেন না—

বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা॥
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ॥
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধনাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—১৪শ উঃ।

শঙ্কর বলিলেন,—"জীবগণ কর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষণার্দ্ধও অবস্থিতি করিতে পারে না,—তাহাদের কর্ম্মবাসনা না থাকিলে তাহাদিগকে কর্ম্মবায়ু আকর্ষণ করে। কর্ম্মপ্রভাবে জীব সুখ ও দুঃখভোগ করে, কর্ম্মবশতঃ জীবের উৎপত্তি ও বিলয় ঘটে। আমি এই কারণে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য সাধন-সমন্বিত বহুবিধ কর্ম্মের কথা বলিলাম।"

বলা বাহুল্য, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম হইতে ত্রয়োদশ উল্লাসের সম্পূর্ণ এবং চতুর্দ্দশ উল্লাসের কিয়দংশ পর্য্যন্ত সমস্তই কর্ম্মকাণ্ডময় সাধনার কথা শঙ্কর কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। মানুষ যে সকল বস্তুতে পরমাকর্ষিত—ধর্ম্মভাবে, তত্ত্বপথে সেই সকল পদার্থ লইয়া স্থূলা প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য—প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ সকল সাধনার কথা বলা

হইয়াছে। কিন্তু উহাতেই জীবের মুক্তিলাভ হয় না। তাই মহাযোগী শঙ্কর বলিতেছেন,—

যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্॥
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ।
প্রয়াস্ত্যায়াস্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খল-যন্ত্রিতাঃ॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবদ্ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—১৪শ উঃ।

"শুভ ও অশুভ; এই দুই প্রকার কর্ম্ম;—তন্মধ্যে অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণ তীব্রযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। হে দেবি! ফলবাসনায় যাহারা শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইহ ও পরলোকে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে। যতকাল

পর্য্যন্ত জীবের শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শতজন্মেও মুক্তিলাভ ঘটে না। পশু যেরূপ লৌহ বা স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় জীব অশুভ বা শুভকর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যতকাল জ্ঞানোদয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সতত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না। যাঁহারা নির্ম্মল-স্বভাব ও জ্ঞানবান্, তত্ত্ববিচার বা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য,—ইহা জানিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়।”

শিষ্য। ব্রহ্ম সত্য, ইহা জানিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়,—তবে আপনি বলিলেন, প্রকৃতির সাধনাতেও সুখলাভ ঘটে।

গুরু। আমার কথা যদি তুমি এরূপভাবে বুঝিয়া থাক, তবে ভুল বুঝিয়াছ, আমি এমন কথা বোধ হয় বলি নাই,—আমি বলিয়াছি, প্রকৃতিতে মানুষ যে সুখের ছায়া দেখিয়া থাকে, তাহা নিবৃত্তি হয়,—শক্তি সাধনা এবং শেষতত্ত্ব সাধনায় বা পিতৃ-মাতৃ-শক্তির সংমিলনে আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ ঘটে।

শিষ্য। হাঁ, এইরূপই বলিয়াছেন।

গুরু। তাহাতে মানুষ সুখী হয়, একথা বলি নাই।

সুখ স্বতন্ত্র এবং আত্মসম্পূর্ত্তি স্বতন্ত্র। রোগীর ঔষধ সেবনে রোগ নিবৃত্তি হয়,—রোগজনিত শরীরের যে সকল রস-রক্ত-মাংস ক্ষয় পাইয়াছিল, ঔষধ সেবনে সেই সকলের সম্পূর্ত্তি ঘটে, কিন্তু সুখী হইতে পারে, একথা কে বলিবে? তাহার অভাব—তাহার বাসনা,—তাহার আকাঙ্ক্ষা সমান থাকে,—সুখী হয় কে বলিল?

শিষ্য। তবে সুখ কোথায়?

গুরু। সুখ ব্রহ্ম।

শিষ্য। তন্ত্রোক্তিতে ত তাহাই শুনিলাম।

গুরু। বস্তুতঃ তাহাই। ব্রহ্ম পদার্থ অবগত হইতে পারিলেই ত তবে সুখী হওয়া যায়।

শিষ্য। তা যায়,—কিন্তু কামনা-বাসনার খাদ কাটাইতে না পারিলে,—খাঁটি না হইতে পারিলে, তাহা ঘটিতে পারে না, তাই ক্রমোন্নতি অবলম্বন করিতে হয়। তাই অধিকারী ভেদে সাধন ভেদ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তখন কি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হয়?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কেন, তৎপূর্ব্বে কি সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। স্থূলের পথ দিয়াই সূক্ষ্মের তত্ত্বে উপস্থিত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাধা ও কৃষ্ণ।

শিষ্য। তবে রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন ?

গুরু। সম্প্রতি আমি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক কিছুই বলিতে পারিব না। কেন না, বর্ত্তমানে যে তত্ত্ব বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে বলিতেই বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল,—অবশিষ্ট বিষয় বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের শেষ করিব। পুনরায় অন্য সময়ে তোমাকে রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে সবিশেষ বলিতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। সংক্ষেপতঃ আমাকে এস্থলে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, আমি রসতত্ত্ব বুঝিতে পারিব কি প্রকারে ?

গুরু। হাঁ, তাহা বলিতেছি। জাত জীবমাত্রেই কোন এক পদার্থের অন্বেষণে ঘুরিয়া মরে,—কোন এক পদার্থের

কারণে দিবানিশি ঝুরিয়া মরে,—তাহা বোধ হয় অবগত আছ ?

শিষ্য। তা নিশ্চয় জানি।

গুরু। ঐ শোন, দিগন্ত হইতে স্বর উত্থিত হইতেছে,

"এ চির বসন্তে আমি—হায় দুরদশা,—
আমি কি পুষিব প্রাণে অনন্ত বরষা ?"

জগতের সকলেরই প্রাণ কাহার জন্য লালায়িত—কাহার জন্য শূন্য। কিন্তু কে সে ? কাহার জন্য জীবের প্রাণ উধাও - কাহার জন্য উন্মত্ত ? প্রাণ, প্রাণ চায়। প্রাণ না পাইলে প্রাণ পরিতুষ্ট হয় না। স্ত্রীপুরুষের মিলনে শক্তি সংমিলন ঘটিয়া থাকে,—জড়ের রাজত্বে জড়ের মিলন ঘটিয়া থাকে,—কিন্তু প্রাণ চায়, প্রাণ ;—তাই প্রাণ সততই আকাঙ্ক্ষিত। জীব যাহার জন্য জন্ম জন্ম ঘুরিয়া মরিতেছে, যাহার জন্য আকুল পিপাসা লইয়া জন্মে জন্মে জ্বলিতকণ্ঠে কাঁদিয়া ফিরিতেছে,—সে যদি বলে—"তুমি রূপ চাহ, রূপ দিব ; সুখ চাহ, সুখ দিব ; যৌবন চাহ, যৌবন দিব ;—কিন্তু প্রাণ দিব না।" তৃপ্ত হও কি ? শান্তি লাভ কর কি ? "প্রাণ কাঁদে প্রাণের লাগিয়া।" প্রাণ চাই-ই। শক্তি সাধনায় শক্তি সংমিলন ঘটিয়া থাকে,—কিন্তু প্রাণ মিলে না। প্রাণের জন্য প্রাণের সাধনার প্রয়োজন। এক্ষণে প্রাণ কি, তাহা অবগত হইবার প্রয়োজন,—মিষ্ট কি, তাহা অবগত না হইয়া মিষ্টের

কাঙ্গাল হইয়া শত সহস্র দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিলেও অভাব ঘুচিবে না; যে মিষ্ট চিনে না,—লোকে তাহাকে মিষ্ট দান না করিলে সে কি করিতে পারিবে? মিষ্ট বলিয়া তিক্ত দিলেও তাহাই তাহার মিষ্ট বলিয়া ধারণা হয়,—কিন্তু প্রকৃত মিষ্টের রস অনুভব তাহার আর করা হয় না। অতএব প্রাণ চাহিলে, প্রাণ কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। তাহা নিশ্চয়,—অতএব, সে বিষয় আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। পরিণামিনী প্রকৃতি আকাশ সম্ভবা, অর্থাৎ সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তকালে; এই আকাশই বিদ্যমান থাকে। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও প্রধান; এই ত্রিবিধ ভাব, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। বিজ্ঞানের মতে ব্যোম হইতেই সকলের সৃষ্টি। ব্যোমকেই আকাশ বলে,—ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণ আকাশ বা ব্যোমকে ইথর (Ether) নাম প্রদান করিয়াছেন।

এই আকাশ একটি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বানুস্যূত সত্তা। যে কোন বস্তুর আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশ বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়;—এই আকাশ সূর্য্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু

প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। সর্ব্বপ্রাণীর শরীর,—পশু শরীর উদ্ভিদ প্রভৃতি যে সকল রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন বস্তু আছে, সমস্তই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। ইহা এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন আকার ধারণ করে, আমরা তখনই উহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হই। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে,—আবার কল্পান্তে সমুদয় কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ—সকলই পুনর্ব্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়।

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূতা সর্ব্বব্যাপী মূল পদার্থ;—প্রাণও সেইরূপ জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদয়ই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদয় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদয় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছেন—এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বুকাকর্ষণ শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তি—

প্রবাহ, অথবা চিন্তা শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রাণের বিকাশ মাত্র। বহিঃ ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াছেন, শক্তি সমষ্টি সর্ব্বত্রই সমান ;—আরও ইহার মতে এই শক্তি-সমষ্টি দুই রূপে অবস্থিতি করে ;—কখন স্তিমিত বা অব্যক্তাবস্থায়, আবার কখন ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে। ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করে, এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়া কখন ব্যক্ত, কখনও বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করিতেছে, এই শক্তিরূপিণী প্রাণের জন্য প্রাণ পাগল।

এই প্রাণেরও আবার প্রাণ আছে,—তাহার নাম ভাব ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্ত জগৎ আকাশ বা ইথার হইতে উৎপন্ন—সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড় বস্তুর প্রতি-নিধি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, প্রাণের সূক্ষ্ম স্পন্দনশীল অবস্থায় এই আকাশ বা ইথারই মনের স্বরূপ ;—সুতরাং সমুদয় মনোজগৎও এক অখণ্ড স্বরূপ, যিনি নিজ মনোমধ্যে এই অতি সূক্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি দেখিতে পান, সমুদয় জগৎ কেবল সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টি মাত্র, কোন কোন ঔষধ সেবন করিলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের অতীতরাজ্যে লইয়া যায়,—তখন মানুষ

এই সূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করিতে পারে। স্যার হম্প্রিডেভি (Sir Humpprey Davy) পরীক্ষা কালে,—তিনি যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাতেই বলা যাইতে পারে, হাস্যজনক বাষ্প (Lauphing gas) তাঁহাকে অভিভূত করিলে তিনি স্তব্ধ ও নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ;—ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে বলিলেন,—

"সমুদয় জগৎ কেবল ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র, কিয়ৎক্ষণের জন্য সমুদয় স্থূল কম্পন (Gross vibration) গুলি চলিয়া গিয়া কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পন গুলি বর্ত্তমান ছিল।"

তিনি চতুর্দ্দিকে দেখিতেছিলেন,—কেবল এক অনন্ত ভাবরাশি,—তিনি সূক্ষ্ম কম্পন গুলি মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, সমুদয় জগৎ যেন তাঁহার নিকট এক মহাভাব সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল, সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত্ত।

অন্তর্জগতের মধ্যে এক অখণ্ড ভাব, আর অবশেষে যখন আমরা বাহ্য অন্তর সকল জগৎ ছাড়াইয়া সেই আত্মার সমীপে যাই, তখন সেখানে এক অখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই ; অনুভব করি, সর্ব্ব প্রকার গতি সমূহের

অন্তরালে সেই এক অখণ্ড সত্তা আপন মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান গতিসমূহের মধ্যেও—শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও—এক অখণ্ডভাব বিদ্যমান। এই এক অখণ্ড ভাব শ্রীশ্রীকৃষ্ণ। আর প্রাণ শ্রীশ্রীমতী রাধিকা। তাই প্রাণ, প্রাণ চায়। তাই আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি সন্নিহিত প্রাণটুকুও প্রাণের যে প্রাণ, তাহার জন্য ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে।

রাধা-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শোন ;—

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥

সাধন-তত্ত্বসার।

"যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই 'হরা' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মনোহরা, কৃষ্ণ হ্লাদ-স্বরূপিণী শ্রীরাধাই হরা নামে অভিহিতা।"

আর শ্রীকৃষ্ণ—

আনন্দৈক সুখ স্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

সাধন-তত্ত্বসার।

"যিনি অখিল আনন্দ ও সুখের একমাত্র কর্ত্তা, এবং যিনি গোকুলে পূর্ণতম পরমানন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া ব্রজবাসীমাত্রেরই নন্দন অর্থাৎ আনন্দ বিধায়ক হইলেন, সেই আনন্দ-লীলা-রস-বিগ্রহ কমললোচন শ্রীশ্যামসুন্দরই কৃষ্ণ নামে অভিহিত।"

রাধ্ ধাতু হইতে রাধা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাধ্ ধাতুর অর্থ সাধনা, পূজা বা তুষ্ট করা, যিনি সাধনা করেন, পূজা করেন বা তোষণ করেন,—তিনিই রাধা।

আর কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা;—যিনি সাধনাকারিণী শক্তির সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন বা রসের পথে আকর্ষণ করেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলে।

পুনরপি,—কৃষ্ ধাতুর অর্থ, কর্ষণ করা,—কৃষ্ণনাম জীবের হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া প্রেমবীজ অঙ্কুরের উপযোগী করে, অথবা—

কৃষির্ভূবাচকঃ ণ প্রত্যয়শ্চ নির্ব্বাণবাচকঃ।
উভয়োঃ ঐক্যং কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

“কৃষ্ ধাতু সত্তা, বাচক ও ণপ্রত্যয় নির্ব্বাণ বাচক এবং উভয় সংযোগে পরব্রহ্ম কৃষ্ণপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধন-প্রসঙ্গ।

শিষ্য। আপনাকে আমি কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী।

গুরু। কি ?

শিষ্য। বৈষ্ণবদিগের নিকট কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি,—সে সকলের কোন অর্থই আমি বুঝিতে পারি না। আপনার নিকটে সে সকলের অর্থ বা ভাব-বিষয়ে কিছু অবগত হইব।

গুরু। কোন্ কোন্ বিষয় জানিবার প্রয়োজন,—তাহা এক এক করিয়া বল, আমার যতদূর সাধ্য, উত্তর দিতেছি।

শিষ্য। বৈষ্ণবেরা বলেন ;—

"গুরু ত্যজি গোবিন্দ ভজে ;
সেই পাপী নরকে মজে।"

কিন্তু উপাসনার জন্য গুরুর কি সবিশেষ প্রয়োজন ?

গুরু। হাঁ, প্রয়োজন বৈ কি। এতৎসম্বন্ধে আমি সম্প্রতি সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছি *। সাধনা করিতে গুরুর নিতান্ত প্রয়োজন। আত্মা অন্য আত্মার সাহায্য চায়,—বিনা সাহায্যে উন্নত হইতে পারে না। প্রথম উপাসকের গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি সংগ্রহ করিয়া এবং শিক্ষা লাভ করিয়া সাধনা কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা" নামক গ্রন্থে গুরুতত্ত্ব স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

শিষ্য। বৈষ্ণবেরা আবার দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরুর কথা বলিয়া থাকেন।

গুরু। না না,—দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু যে বিভিন্ন ব্যক্তিকেই করিতে হইবে, এমন কোন কথা শাস্ত্রে নাই, তবে যদি দীক্ষা গুরুর সর্ব্বদা সাক্ষাৎ প্রাপ্ত না ঘটে, তবে অন্য কোন সাধন-রহস্যবিৎ ব্যক্তির নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিকেই গুরুপদে বরণ করিবে, কদাচ অজ্ঞান ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। মহাজনেরা বলিয়াছেন;—

সংসার মোচন আর সন্তাপ হরণ।
করিতে ক্ষমতা যার নাহিক কখন॥
তেঁহত গুরুর যোগ্য নহে কদাচন।
তাঁরে ত্যাগ করি কর সদ্‌গুরু গ্রহণ॥
কাল হইতে মুক্ত যেই করিতে না পারে।
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছয়ে সংসারে॥

কি সম্বন্ধ অর্থাৎ গুরু সম্বন্ধ নাই।

শিষ্য। বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি, বৃন্দাবন একটি নহে। বৃন্দাবন কয়টি।

গুরু। বৃন্দাবন পাঁচটি।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। ভূবৃন্দাবন, ভগবৎ গোষ্ঠ স্থান, ভগবদ্‌ভক্ত বৃন্দাবন, ও তুলসী কানন—এই চারিটি লীলা, বৃন্দাবন এবং নিত্য বৃন্দাবন,—এই পঞ্চ বৃন্দাবন।

শিষ্য। ভূ-বৃন্দাবন কি মথুরা জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন ভূমি?

গুরু। হাঁ, যেখানে ভগবান্ জীবের হিতসাধনার্থ সুপ্রকট হইয়া রসের লীলা করিয়াছিলেন, তাহাকেই ভূ-বৃন্দাবন বলে। ইহা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইলেও অপ্রাকৃত ও চিন্ময়ভাব-মণ্ডিত।

শিষ্য। ভগবদ্গোষ্ঠ বৃন্দাবন কোথায়?

গুরু। যেখানে ভগবানের ভক্তগণ তাঁহার নামকীর্ত্তন, পূজা ও আরাধনা করেন, সেখানে ভগবানের বিলাস, সেই স্থানই বৃন্দাবন নামে অভিহিত। ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন,—আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েও অবস্থান করি না,—আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম গুণানুকীর্ত্তন করে,—হে নারদ! আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি।

শিষ্য। ভগবদ্ভক্ত বৃন্দাবন কাহাকে বলে?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে ভগবানের লীলা-বিলাস, সেই স্থানই বৃন্দাবন। ভক্ত-হৃদয়ই ভগবদ্ভক্ত বৃন্দাবন। ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

"সাধুগণ আমার হৃদয়ে বিরাজ করেন, আমিও সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করি। তাহারা যেমন আমা ব্যতীত কিছুই জানে না, বা চাহে না, আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের ভিন্ন আর কিছুই জানি না বা চাহি না।"

শিষ্য। তুলসীকানন বৃন্দাবন কি?

গুরু। যে স্থলে তুলসী বৃক্ষ সমূহ বিদ্যমান থাকে, বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে তাহাকেই তুলসীকানন বৃন্দাবন বলে; যথা,—

তুলসী কাননং যত্র তত্র বৃন্দাবনং স্মৃতং।

শিষ্য। নিত্য বৃন্দাবন কোথায়?

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে শ্রীগোলোকান্তঃপুরে নিত্য বৃন্দাবন অবস্থিত।

শিষ্য। আমি উহা ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার বিরজা বা কারণার্ণব যাহার পরিখাস্বরূপ, সেই শ্রীবৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে শ্রীগোলোকধাম। তথায় দেবলীলাকারী শ্রীগোলোকনাথ বিরাজ করিয়া থাকেন। সেই গোলোকের অন্তঃপুর নিত্য বৃন্দাবন। সেই স্থানেই ভগবানের গূঢ় বিলাস।

শিষ্য। বিলাস শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন?

গুরু। বিলাসশব্দের অর্থ শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে;—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্‌।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্‌॥

"প্রিয়সঙ্গ সময়ে নায়িকার গতি, স্থান, আসনাদি ও মুখনেত্রাদি সঞ্চালনের ক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তাহারই নাম বিলাস।"

শিষ্য। কাহার সহিত ভগবানের এই বিলাস সংঘটিত হয়?

গুরু। প্রকটাপ্রকটভাবে আনন্দরতি বা নিত্যরহঃ লীলা মাধুর্য্য বিস্তারের নামই গূঢ় বিলাস।

শিষ্য। আরও পরিষ্কার করিয়া বলুন।

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ নিজ কিশোররূপে অনন্তপ্রকাশে রাধার সহিত বিলাসের নামই গূঢ় বিলাস। এই বিলাস-বাসনাতেই জগতের সৃষ্টি। সেই বাসনার ভোগার্থ এই গূঢ় বিলাস।

শিষ্য। রাধার স্বরূপতত্ত্ব কি? অর্থাৎ যিনি সাধনা করেন, পূজা করেন এবং তুষ্ট করেন, তিনিই রাধা; এই কথা আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন। তাহা হইলে রাধার কি ঐ তিন বিভেদ।

গুরু। হাঁ, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহাই বলেন।

শিষ্য। তাহা কি কি প্রকার?

গুরু। বস্তু এক, লীলাগুণে স্বরূপভেদে দুই,—তবে আখ্যাভেদে তিনই বটেন।

শিষ্য। স্বরূপভেদে দুই কি ?

গুরু। নিত্য রাধা ও ছায়ারূপা।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। রাধা এই শব্দের অর্থ এইরূপ হয়,—রা শব্দে জগৎ, আর ধা শব্দে নিত্য। নিত্য রাধা বলিতে নিত্য জগতকে বুঝায়। ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন, যে রাধিকা বৃন্দাবনে বিরাজিতা ছিলেন, তিনিই নিত্য রাধা।

শিষ্য। ছায়া রাধা কি ?

গুরু। বৈষ্ণবী মায়া যে ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া মিথ্যা জগতকে মানুষ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যে মায়া-মোহ-মুগ্ধ হইয়া জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসার বাগুরায় বিজড়িত হইয়া পড়ে, যে মায়ার ঘন তমান্ধকারে পড়িয়া জীব পথহারা হয়,—তাহাই ছায়া রাধা। ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন, বৃন্দাবনের নিত্য রাধা কৃষ্ণসহ কেলি করিতে কুঞ্জে গমন করিলে 'আয়ান-মন্দিরে যে রাধামূর্ত্তি অবস্থিত থাকিতেন, তাহাই ছায়া রাধা। কেবল রাধা নহেন, সমস্ত গোপীগণই কৃষ্ণপাশে গমন করিতেন, এবং সমস্ত গোপগণই তাহাদের পার্শ্বে তাহাদের স্ত্রীগণকে দর্শন করিত। যথা ;—

নাসূয়ণ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্তমানাঃ স্বপার্শ্বস্থ ন্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজোকথঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবী মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসীগণ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ স্ব স্ব পার্শ্বেই অবস্থান করিতেছেন।”

ইহাতেই তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, যাহা ভ্রম যাহা মায়া—তাহাই ছায়া। ছায়া রাধাই বৈষ্ণবী মায়া,—কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার পুত্র? সকলেই ভগবানের ক্রীড়ার পুতুল,—কিন্তু জীবমাত্রেই জানিতেছে, তাহাদের স্ত্রীপুত্র—তাহাদের আত্মীয়স্বজন, তাহাদেরই পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ইহা অপ্রাকৃত—ইহা বৈষ্ণবী মায়ার মহাবন্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাই ছায়া রাধা।

নিত্য রাধা জগদ্রূপা,—ছায়া রাধা সেই জগৎ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—বস্তু এক, কিন্তু লীলাভেদে বিভিন্ন। যিনি জগদ্রূপা নিত্যরাধা, তিনিই আবার ছায়ারূপে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি না বাঁধিলে,—তিনি ভ্রমের ছায়ায় জীবের হৃদয় আচ্ছন্ন না করিলে, কে মিথ্যা ভ্রমে ভুলিয়া থাকিত? সকলেই সনক সনাতনের পদানুসরণ করিত।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, অবস্থাভেদে রাধা তিন, তাহা কি কি?

গুরু। কাম রাধা, প্রেম রাধা ও নিত্য রাধা।

শিষ্য। রাধা শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারশক্তি। এক কথায় রাধাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। কামরাধা, প্রেমরাধা ও নিত্য রাধার অর্থ কি?

গুরু। কামরাধার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাথুর লীলা। ইহার অর্থ এই যে,—কামে কার্য্য সৃষ্টি,—কামে ঐশ্বর্য্য। মাথুর লীলায় ঐশ্বর্য্য। প্রেম রাধার দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধি,—এবং নিত্য রাধার সহিত নিত্য বিলাস।

শিষ্য। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে প্রেমরাধা?

গুরু। হাঁ,—কিন্তু সমস্ত বৃন্দাবনেই।

শিষ্য। তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু নিত্য বিলাস কোথায়?

গুরু। নিত্য বৃন্দাবনে।

শিষ্য। রসের মিলনে কোন্ রাধাকৃষ্ণ?

গুরু। পূর্ণতম কৃষ্ণ ও রাধা।

শিষ্য। পূর্ণতম কৃষ্ণ আবার কি?

গুরু। কৃষ্ণের তিনরূপ বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। নিত্যরূপ, স্বতঃসিদ্ধরূপ ও সংস্কার রূপ। নিত্য রূপ নিত্য বৃন্দাবনে, স্বতঃসিদ্ধরূপ ভূ-বৃন্দাবনে এবং সংস্কাররূপ ভক্তজনের হৃদয়-কন্দরে।

শিষ্য। এই তিন রূপের স্বরূপ কি, তাহা আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। নিত্যরূপের একাবস্থা,—সদা নবকিশোর রূপ।

ন বাল্যং ন চ পৌগণ্ডং ন বৃদ্ধত্বং জগদ্গুরোঃ।
গোপীলোচন-চন্দ্রস্ত কৈশোরত্বং যুগে যুগে॥

পদ্মপুরাণ।

"বাল্য, পৌগণ্ড বা বৃদ্ধত্ব এ রূপের নাই। গোপীর

লোচন-চন্দ্রে ইনি যুগে যুগেই নবকিশোররূপে অবস্থিত।" এই রূপই চিরকিশোর মূর্ত্তি মদনমোহন। মহাভাব নিবহ দ্বারাই ইঁহার অনুভব সম্ভবপর এবং ইনিই কেবল মাদনী-শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীমতী নিত্য রাধার সম্ভোগের স্বরূপ সনাতন।

শিষ্য। বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবনাদির সংখ্যা কত বৎসর করিয়া ?

গুরু। শাস্ত্রে বলেন,—

> কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
> কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ ততঃপরং॥

"পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশবৎসরাবধি পৌগণ্ড, পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর এবং ততঃপর যৌবন কাল।"

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধরূপ কি প্রকার ?

গুরু। স্বতঃসিদ্ধ অর্থে যাহা আপনিই হয়, একথা তোমাকে বলাই বাহুল্য। যাহার উৎপত্তির হেতু কিছুই নাই—হইতেই হয়, তাই তাই, হয়। জীবের প্রতি কৃপা বিতরণার্থ প্রপঞ্চগোচর প্রকট রূপের নাম স্বতঃসিদ্ধ রূপ।

শিষ্য। জীবের প্রতি করুণাই কি এই রূপের হেতু নহে ? ইহা যদি হেতু হইল,—তবে স্বতঃসিদ্ধ রূপ হইবে কি প্রকারে ?

গুরু। সে করুণাই তাঁহার,—তিনি কৃপা করিয়া

আপনিই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। জীব যেমন কর্ম্মফল ভোগার্থে জন্মগ্রহণ করে,—সেই জন্ম গ্রহণে যেমন জীবের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই,—কর্ম্মানুযায়ী ভোগ দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, জগদ্বন্দ্য ভগবানের জন্মগ্রহণে সেরূপ কোন বাধ্য বাধকতা নাই,—জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি নিজেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ রূপ।

শিষ্য। সংস্কার রূপ কাহাকে বলে ?

গুরু। সংস্কার রূপ অর্থাৎ বিলাসরূপ। বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন,—

"একই বিগ্রহ যদি আকার হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥"

সদ্গ্রন্থাদি পাঠ, গুরূপদেশ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি দ্বারা ভক্ত তাঁহার যেরূপে দর্শন প্রাপ্ত হয়, বা যে রূপের পর ধারণা করিয়া লয়, তাহাই সংস্কার রূপ, এইরূপ—নানা ভাবে, নানা মূর্ত্তিতে ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া থাকে। এক কৃষ্ণচন্দ্রের বহুবিধ রূপ ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভাব হইয়া থাকে। কখনও তিনি যশোদাদুলাল গোপালরূপে ক্ষীর শর ননী ভক্ষণে নিরত—কখনও রাখালসনে গোচারণে নিযুক্ত, কখনও কালিন্দীতটবর্ত্তী কেলিকদম্ব তরুমূলে গোপিকাগণ সহ নৃত্যামোদে আমোদিত, কখনও কুঞ্জ-কাননে শ্রীমতী রাধা সহ প্রেমবিলাস রসানুভূতি সংযুক্ত,—

সাধক, ভক্ত একই বিগ্রহে এইপ্রকার নানাবিধ বিলাস-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া থাকেন,—ইহাকেই সংস্কাররূপ বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমবিলাস।

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ কি?

গুরু। ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে, সগুণ হইলেন,—সেই গুণময় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, আর তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা বা মূলা প্রকৃতি রাধা। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও স্থূলা প্রকৃতি হইতে সমস্ত জগতের ক্রমবিকাশ ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ যখন সগুণ হইয়াছিলেন,—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার ভোগ ইচ্ছা হইয়াছিল,—সেই ইচ্ছাই আনন্দ। কেন না, তিনি আনন্দময়। যাহা সৌরভিত, তাহার পৃষ্ট বায়ুও সুগন্ধ। অতএব তাঁহাদের নিত্যভাব, আনন্দশৃঙ্গার। জীবকে সেই আনন্দ প্রদান করিতেই রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব বা প্রকটরূপ ধারণ।

শিষ্য। আনন্দ শৃঙ্গার শব্দের অর্থ কি, এবং এই ক্রীড়ার ভাবই বা কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিয়া বাধিত করুন।

গুরু।—"শ্রীরাধার প্রেম-বিলাস মহত্তই আনন্দ শৃঙ্গার। ইহা প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকার সুরত-কলাতে পর্য্যবসিত নহে। কেন না, মায়িক জগতের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মোহন-মধুর-লীলা-উৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীবৃন্দাবনে হ্লাদিনীশক্তিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর মিলনের অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভেদভাবে পরস্পরকে আশ্রয় করিবার যে লালসা, তাহার নাম আনন্দ-শৃঙ্গার। আবার জীবমাত্রেই রমণী,—ভগবান্ রমণ। এই ভক্ত-ভগবান্ বা রমণী-রমণের মধ্যে পরস্পর যে অভেদ-মিলন, তাহাকেই আনন্দ শৃঙ্গার বলে। অবশ্য তুমি ইহাতে বুঝিতে পারিয়াছ যে, আনন্দ-শৃঙ্গার শব্দে প্রাকৃত কামগন্ধ শূন্য আনন্দময় প্রেম বিলাস।"

শিষ্য। আপনি বলিলেন, জীব রমণী ও ভগবান্ রমণ বা পুরুষ, ইহা কি বিজ্ঞানসম্মত কথা?

গুরু। এই তোমাদের এক মহদ্দোষ যে, বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়াই তোমরা অজ্ঞান হও। ভাল, বিজ্ঞান তোমাদের কোন তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারিয়াছে? যে বিজ্ঞান বৎসরে বৎসরে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়াছে,— যাহা একজনের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া জনসমাজে কিয়দ্দিবস প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আবার অন্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে,—সে বিজ্ঞান কতদূর সত্য, তাহা কি তোমরা ভাবিয়া দেখ না? আর ঋষি তপস্বিগণ যাহা

পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা মানুষ বুদ্ধিতে করেন নাই,—তাঁহারা যোগের দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছেন,—তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ ও সত্য। অতএব ঋষিবাক্য যাহা, তাহা তোমাদের অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের কথা হইতেও কঠোর সত্য। তবে অনেক বিষয় সংক্ষিপ্ত এবং জটিল, হয়ত অনেকস্থলেই রূপক, কাজেই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহা হউক, তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা এত কঠিন নহে, এবং সহজ বিজ্ঞানসম্মত।

প্রকৃতি ও পুরুষ-সম্ভূত জগৎ,—বা জগতই পুরুষ ও প্রকৃতি, একথা যে বিজ্ঞান-সম্মত, তাহা বোধ হয়, তুমি স্বীকার করিবে?

শিষ্য। কেবল আমি কেন, জগতের সকলেই একথা এখন স্বীকার করিতেছেন।

গুরু। যিনি পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর;—যিনি প্রকৃতি তিনি জীব। বস্তুতঃ, মূলে সকলেই পুরুষ,—পুরুষ অবিদ্যা প্রকৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীব। অতএব যখন জীব, তখন প্রকৃতি—প্রকৃতিত্ব ঘুচিয়া গেলেই জীব পুরুষ। অতএব এবং জীবমাত্রেই প্রকৃতি বা রমণী, আর যিনি প্রকৃতির অতীত—প্রকৃতি যাঁহার ভোগ্যা, তিনিই পুরুষ।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, প্রেমের যে আকর্ষণ, তাহা মদনের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। মদন অর্থে কাম বা আকর্ষণশক্তি। এই ভগবৎ-প্রেমও কি সেই মদনের দ্বারা

সংঘটন হয়? আনন্দ-শৃঙ্গার যখন, তখন তথায় মদনের যে কিছু হস্তক্ষেপ নাই, তাহা বোধ হয় না।

গুরু। হাঁ, মদন না থাকিলে আনন্দ-শৃঙ্গার সম্পাদন হয় কি প্রকারে? কিন্তু উহা প্রাকৃত মদন নহে, অপ্রকৃত মদন।

শিষ্য। মদন কয় প্রকার?

গুরু। দুই প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত।

শিষ্য। এই দুইয়ের প্রভেদ কি কি?

গুরু। প্রাকৃত মদনের গুণ বিকার-যুক্ত,—আর অপ্রাকৃত মদনের গুণ বিকার-শূন্য।

শিষ্য। এই উভয়ের কাহার কোথায় স্থিতি?

গুরু। বৈষ্ণবগণের মতে প্রাকৃত মদনের স্থিতি দ্বারকায় এবং অপ্রাকৃত মদনের স্থিতি শ্রীবৃন্দাবনে।

শিষ্য। এ কথায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চতুর্ব্যূহান্তর্গত কামগণই প্রাকৃত মদন নামে অভিহিত। প্রাকৃত জগতের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ। আর,—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন॥"

চরিতামৃত।

"শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কন্দর্প, নিখিল কন্দর্পের নিদান, অর্থাৎ সকল কামই এই কামের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি

ও বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অপ্রাকৃত কামের দ্বারাই মাদনীশক্তি শ্রীমতীর সহিত আনন্দময় প্রেমলীলা-বিলাস সংঘটিত হয়। ইনি—"সাক্ষান্মথমন্মথঃ।" অর্থাৎ প্রাকৃত মন্মথ বা মদনেরও মদন। অর্থাৎ যে কাম জগতকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এই অপ্রাকৃত মদন, সেই মদনকে ভুলাইয়া মজাইয়া পাগল করিয়া দেয়। অতএব কামকেও ভুলাইয়া নিজায়ত্ত করিয়া লয়।"

শিষ্য। মদন আর কাম কি একই পদার্থ?

গুরু। আভিধানিক পর্য্যায়ে এক হইলেও তত্ত্বগ্রন্থে একটু পার্থক্য দেখা যায়। কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"মাদনান্মদনাখ্যস্ত্বং।" "যিনি জগৎসমুদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তিনিই মদন।

শিষ্য। রতি শব্দের অর্থ কি?

গুরু। রতি (রম্+ক্তি) মদনজায়া;—অনুরাগ, আবেশ, আসক্তি, ক্রীড়া, রমণ, তুষ্টি। সাহিত্য-দর্পণের মতে,—"রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতং।" অর্থাৎ মনের অনুকূল বস্তুতে মনের যে অত্যন্ত আবেশ, উহার নাম রতি।

শিষ্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধা-কৃষ্ণের রতি বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তাহা কি?

গুরু। সুখের তৃপ্তি।

শিষ্য। রতি কয়প্রকার?

গুরু। তিনপ্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। সমর্থা, সমঞ্জসা ও সাধারণী।

শিষ্য। সমর্থা রতি কাহাকে বলে এবং তাহার গুণ কি?

গুরু। সমর্থা রতি হ্রাসবৃদ্ধিহীন ও সর্ব্বদা সমান।

কেবল কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য রতিঃ পরাঙ্গনাময়ী সমর্থা।

"কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য জন্যই যে ঐকান্তিকী স্পৃহা থাকে, তাহার নাম সমর্থা রতি, ইহা অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট এবং ব্রজধামে শ্রীমতী রাধিকাতেই ইহার পূর্ণ বিকাশ।"

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর হস্তেহধরামৃতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কঃ, ৩১শ অঃ; ১৪শ শ্লোঃ।

"হে প্রিয়তম! তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তাহার তোমার জন্য পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান।"

প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হওয়া,—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা তাঁহাকে সমস্ত ভুলাইয়া তন্ময় করিয়া তুলে। কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের জন্য নহে,—কৃষ্ণ-সুখের জন্য। কৃষ্ণ এ অধরে চুম্বন করিয়া সুখী হন বলিয়া গোপীর আনন্দ। কৃষ্ণ গোপীর সুবেশ দেখিয়া সুখী হন বলিয়া গোপীর সুবেশে সজ্জিত হওয়া, কৃষ্ণ তাহার দেহের

সংস্পর্শে সুখী হন বলিয়া সেই স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা করা,—ইহাই সমর্থা রতি।

শিষ্য। সমঞ্জসা রতি কাহাকে বলে?

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র বলে,—কালাকালভেদ ক্রীড়া।

শিষ্য। কিন্তু উহাতে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

গুরু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং নিজের এই উভয়ের সুখ তাৎপর্য্যযুক্ত যে রতি, তাহাকেই সমঞ্জসা রতি বলে। দ্বারকায় রুক্মিণী-সত্যভামাদিতে এই রতি বিদ্যমান।

শিষ্য। সাধারণী রতি কাহাকে বলে?

গুরু। সামান্যভাবে আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময়ী রতির নাম সাধারণী। মাথুরলীলায় কুব্জা প্রভৃতিতে ইহার বিকাশ। এই রতিত্রয়ের মধ্যে সমর্থা রতিই শ্রেষ্ঠ এবং ভগবানের পূর্ণানন্দদায়ক, সুতরাং জীবের রস-সাধনা; ইহাই শ্রীমতী রাধিকার অবলম্বনীয়। সাধারণী রতির প্রেম অবধি, সমঞ্জসায় অনুরাগ অবধি সীমা;—কিন্তু সমর্থারতি মহাভাব পর্য্যন্ত সমুদিত। ব্রজগোপিকাগণ তন্মধ্যে মাদনভাব বা মহাভাবের সার-ভাব শ্রীরাধার মাত্র।

শিষ্য। প্রেম কি একই প্রকার?

গুরু। দর্শনাদিশাস্ত্রে প্রেমকে একটি ত্রিকোণ-স্বরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহার প্রত্যেক কোণটিই যেন উহার এক একটি অবিভাজ্য স্বরূপের প্রকাশক। তিন কোণ ব্যতীত কোন ত্রিকোণ হইতে পারে না। আর

প্রকৃত প্রেমও উহার তিনটি লক্ষণ ব্যতীত অবস্থিত নহে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই প্রেমের ত্রিকোণকে তিনটি ভাবের দ্বারা বিভক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলেন, প্রেম ত্রিতয়;— মধুবৎ, ঘৃতবৎ ও জৌবৎ।

শিষ্য। ঐ ভাবত্রয়ের লক্ষণ কি, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। মধু যেমন স্বভাবতই মধুর,—মধুর রস প্রদান করিতে মধুর যেমন অন্য কোন রসের সহায়তার অপেক্ষা করিতে হয় না,—আপনিই মধুর, সেই প্রকার যে প্রেমে স্নেহাদরশূন্য স্বতই প্রবহমান, এবং যাহাতে কোন মিশ্রণ নাই, কোন মিশ্রিতভাবের আকাঙ্ক্ষা নাই,— আপনিই প্রবাহিত, তাহাকেই মধু প্রেম বলে। এই প্রেমে নায়ককে 'আমারই' বলিয়া জ্ঞান হয়। এই প্রেমে প্রেমের জন্যই প্রেম করা, প্রেমিকের সুখের জন্য প্রেম করা,—প্রেমিকের সুখেই প্রেমিকার সুখ; নিজের বিভিন্ন-ভাব মনেও স্থান পায় না। এই প্রেমে স্বার্থ গন্ধ নাই,—এই প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন।

শিষ্য। ঘৃতভাব প্রেম কি?

গুরু। ঘৃত যেমন অন্য বস্তুর মিশ্রণ ব্যতীত পূর্ণাস্বাদ প্রদানে অক্ষম,—অর্থাৎ ঘৃতে লবণাদি প্রদান না করিলে যেমন তাহার পূর্ণাস্বাদ অভিব্যক্ত হয় না এবং ঘৃত যেমন শৈত্য ও উষ্ণতার কারণে কখনও কঠিন, কখনও তরলা-

কার ধারণ করে, সেইরূপ ঘৃতবদ্ভাব যে প্রেম, তাহা স্নেহাদরমাখা ও ভাবান্তর মিশ্রণ হেতু সুরস। তাহা প্রেমিকের আদরে-সোহাগে-বর্দ্ধিত এবং উপেক্ষায় ম্রিয়মাণ। ইহাতে 'আমি কান্তের' এই ভাব বর্ত্তমান থাকে। আমি কান্তের,—কান্ত যদি আমায় আদর-সোহাগ না করে,— কান্ত যদি আমায় সুখপ্রদান না করে,—তবে এ প্রেম বর্দ্ধিত হয় না। এ প্রেম সোহাগে বাড়ে,—অনাদরে কমিয়া যায়। চন্দ্রাবলী প্রভৃতির এই প্রেম।

শিষ্য। জৌ বৎ-প্রেম কি?

গুরু। জৌ অর্থে গালা। গালা যেমন স্বভাবতঃ নীরস ও কঠোর,—বহ্নি সংস্পর্শে তাহা দ্রবীভূত হয়; তদ্রূপ যে প্রেম কান্তের সন্দর্শন মাত্র উদিত হয়,—মিলনেই প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই জৌ-বৎ প্রেম। এই প্রেম কুব্জা প্রভৃতির।

শিষ্য। তাহা হইলে মধুপ্রেমই শ্রীমতী রাধিকার?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিন।

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র বলে,—মধুবৎ যে প্রেম, তাহাই নিত্য রাধার সহিত। তাহার হেতু এই যে,—ব্রজধামে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলে তদীয় হ্লাদিনীশক্তিগণও কৃষ্ণসেবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল শক্তি-গণই নিত্যপ্রিয়া নামে অভিহিত। শ্রীরাধা চন্দ্রাবলীই নিত্যাগণের মধ্যে প্রধানা। যথা;—

"রাধা চন্দ্রাবলী মুখ্যা প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।"

কিন্তু চন্দ্রাবলী ঘৃত প্রেমময়ী, আর রাধিকা মধু প্রেমময়ী। কেন না, রাধার প্রেম কৃষ্ণ-সুখার্থে,—আর চন্দ্রাবলীর প্রেম কৃষ্ণসুখ ও নিজ সুখার্থে।

শিষ্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রাগ শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? অনুরাগই কি রাগ?

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে ঠিক অনুরাগকে রাগ অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। বৈষ্ণবমতে—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

"প্রণয়ের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইলে, অতি দুঃখ ও চিত্ত মধ্যে সুখরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রণয়োৎকর্ষের নামই রাগ।"

শিষ্য। রাগ কয় প্রকার?

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে রাগ তিন প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। মঞ্জিষ্ঠা, কুসুমিকা ও শিরীষা।

শিষ্য। মঞ্জিষ্ঠা রাগ কি?

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন,—

অহার্য্যোঽনন্য সাপেক্ষ যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেৎ মঞ্জিষ্ঠা রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥

"মঞ্জিষ্ঠা নামক রক্তবর্ণা লতিকার * বর্ণ যেমন ধৌত করিলে বা অন্য কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না এবং নিজের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনের জন্য অন্য কোন বর্ণের অপেক্ষা করে না, নিরন্তর স্বীয় কান্তিতেই বৃদ্ধিশীলা,—মঞ্জিষ্ঠা নামক রাগও তদ্রূপ। এই রাগ শ্রীরাধা-মাধবের মধ্যে বিরাজিত।"

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এই রাগ অন্য কোন প্রকার ভাব দ্বারা বিচলিত হয় না, প্রেমোৎপত্তির নিমিত্ত কোন হেতুর আবশ্যক করে না, এই প্রেম আপনিই জন্মে, আপনিই বৃদ্ধি হয়, কোন প্রকারেই বিচলিত হয় না,—এবং অহৈতুকভাবে আপনিই বর্দ্ধনশীল।

মঞ্জিষ্ঠারাগই সকল রাগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। কুসুমিকা রাগ কাহাকে বলে?

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন,—

কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতং।
অন্যরাগচ্ছবিব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতং॥

"যে রাগ কুসুমফুলের বর্ণের ন্যায় হৃদয়ক্ষেত্রকে রঞ্জিত করিয়া দেয় এবং অন্যরাগের চিত্র অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠা-শিরীষাদি রাগে দ্যুতি প্রকাশ করিয়া শোভিত হয়, তাহার নাম কুসুম্ভরাগ। কুসুমফুলের রং স্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু কোন কষায় দ্রব্য সহযোগে এই রং প্রদান

* মঞ্জিষ্ঠা নামক লতা কবিরাজেরা তৈল মূর্চ্ছায় ব্যবহার করেন, ইহার বর্ণ রক্তবৎ।

করিলে, তখন স্থায়ী হয়, এবং বাহিরে অতি উজ্জ্বলতা ধারণ করে। চন্দ্রাবলীতে এই রাগ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের মোহনরূপাদি কষায়ে চন্দ্রাবলীর কুসুম্ভরাগ চিরস্থায়ী ও বাহিরে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রাগ মধ্যম।

শিষ্য। শিরীষা রাগ কি?

গুরু। নব প্রস্ফুটিত শিরীষ-কুসুমে যে হরিদ্রাভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী,—ফুল বাসি হইলেই তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। সেইরূপ সম্ভোগার্থে যে রাগ ফুটিয়া উঠে এবং বিপ্রলম্ভে ম্লান হইয়া পড়ে, তাহারই নাম শিরীষা। কুব্জা সুন্দরী প্রভৃতিতে এই রাগ। ইহা অধম।

শিষ্য। আপনি প্রেম, রতি ও রাগ প্রভৃতিতে রাধিকা, চন্দ্রাবলী ও কুব্জার নাম করিয়া আসিতেছেন,—এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এই তিনের কাহাতে কোন্ রাগ-রতি-প্রেম ঘটিত?

গুরু। শ্রীমতী রাধিকাতে মঞ্জিষ্ঠা রাগ, সমর্থা রতি এবং প্রেম মধুবৎ। চন্দ্রাবলীতে কুসুমিকা রাগ, সমঞ্জসা রতি ও ঘৃতবৎ প্রেম। কুব্জার শিরীষা রাগ, সাধারণী রতি, জৌবৎ প্রেম।

শিষ্য। এই তিনের প্রেমাদির পার্থক্য কি?

গুরু। শ্রীমতী রাধিকা কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ ও নিজ সুখতাৎপর্য্যময়ী, আর কুব্জা নিজের সুখেচ্ছাময়ী।

শিষ্য। ঐ তিনপ্রকার রাগ-রতি-প্রেম-ঘটিত তিন নায়িকায় শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া প্রীত হইতেন কি প্রকারে?

গুরু। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাহাত্ম্য। তিনি পূর্ণ রসিকেশ্বর। এক কৃষ্ণ বিলাসের জন্য ত্রিধা ভাবময়।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র-মতে ত্রিধাভাবকে ধীরশান্ত, ধীরাধীর ও অধীর বলিয়া থাকেন।

শিষ্য। ধীরশান্ত নায়কের গুণ কি?

গুরু। ধীরললিত।

শিষ্য। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে—

বিদগ্ধ নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায় প্রেয়সীবশঃ॥

"ধীর ললিতের লক্ষণ এই যে,—নব তরুণ অর্থাৎ নিত্য-তরুণায়মান, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত, সুরসিক এবং প্রায় প্রেয়সীবশ।"—নিত্য তরুণায়মান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যে সম্ভবে না।

"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥

চরিতামৃত।

শিষ্য। ধীরাধীর নায়কের গুণ কি?

গুরু। ধীরাধীর নায়কের গুণ,—ধৈর্য্যাধৈর্য্য, অর্থাৎ তিনি এক পক্ষে যেমন ধীর স্বভাব, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্র-দর্শী, সুরসিক ও প্রিয়াপ্রিয় ;—অপর পক্ষে তেমনই অধীর, মাৎসর্য্যহীন, অহঙ্কারী ও ক্রোধন।

শিষ্য। অধীর নায়ক কাহাকে বলে ?

গুরু। অধীর নায়ক সদা অধৈর্য্য।

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চ নঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥

"মাৎসর্য্যবান্, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষণ, অধীর প্রভৃতি ধীরোদ্ধত নায়ক-গুণবিশিষ্ট।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ; এই পঞ্চভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা, এই পঞ্চভাবের গুণাদির কথা পরে বলিবেন, বলিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। শান্তের গুণ নিষ্ঠা।

"শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা।"

ইহাকেই অন্যান্য শাস্ত্রে "ইষ্টনিষ্ঠা" বলে, সাধকের ইষ্টনিষ্ঠা না জন্মিলে সাধনা হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব, শান্তরসের ভজনা দৃষ্টে ।একনিষ্ঠ হইয়া স্বরূপ-বুদ্ধিতে তাঁহার উপাসনা করা।

শিষ্য। দাস্যের কি গুণ ?

গুরু। দাস্যের গুণ সেবা।

সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।

সাধক সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে নিরন্তর সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। সেবাদ্বারা ভগবানকে তুষ্ট করানর বিষয় হিন্দুগণের নিত্যক্রিয়া।

শিষ্য। বাৎসল্যের গুণ কি, তাহাও বলুন।

গুরু। বাৎসল্যের গুণ স্নেহ।

মমতাধিক্যেতে করে কৃষ্ণের পালন।

মাতা যেমন পুত্রকে আহার করাইয়া, পুত্রকে বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া, পুত্রের সেবা করিয়া, পুত্রের লালন-পালন করিয়া সুখী হয়েন, সাধকও তদ্রূপভাবে ভগবানের পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

শিষ্য। সখ্যভাব কি?

গুরু। সখ্যের গুণ সমভাব।

মমতা অধিক কৃষ্ণ আত্মসম জ্ঞান।
স্কন্ধে চড়ে স্কন্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ায়ণ॥

ভক্ত, ভগবানকে আপনার ন্যায় ভাবনা করে,—তাঁহাকে বিরাট বিশ্বময় ভাবনা করে না। তাঁহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া, তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া, তাঁহাকে স্কন্ধে চড়াইয়া—তাঁহাকে আত্মবৎ ভাবনা করিয়া ভক্ত ভজনা করিয়া থাকে।

শিষ্য। মাধুর্য্য রসের গুণ কি?

গুরু। মাধুর্য্যরস কান্তভাবে;—কান্তভাবের গুণ আত্ম নিবেদন। পূর্ব্বোক্ত চারিটি রসের গুণের সহিত নিঃসঙ্কোচে নিজাঙ্গ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া গোপীগণ-কৃষ্ণ-নিষ্ঠা—সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

মধুররসের সাধনা আবার দ্বিবিধ। এক স্বকীয়া, দ্বিতীয় পরকীয়া। স্বকীয়া নায়িকার স্বামীতে আত্মনিবেদন আছে বটে, কিন্তু তাহা সম্পর্ক ও শাস্ত্রবিধিমতে। আর পরকীয়ার অত্মনিবেদন—আপন ভুলিয়া। জাতি, কুল, স্বজনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া। এই ভজনই গোপীভজন। গোপীগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অবশেষে 'আমিত্ব'কেও কৃষ্ণপাদমূলে সমর্পণ করিয়াছিল এবং উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। ভগবানের প্রীতিলাভ করিবার জন্য—"আমার জন্য আমিত্ব ত্যাগ" করিয়া ভগবানের চরণে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার নামই আত্ম-নিবেদন।

শিষ্য। স্বকীয়া হইতে পরকীয়া ভাবের আত্মনিবেদন শ্রেষ্ঠ কিসে?

গুরু। স্বকীয়ার যে আত্মনিবেদন, তাহা সমাজ-বিধি-সঙ্গত,—কুলাচার বিধিযুক্ত এবং গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল। শাস্ত্র বিধি প্রদান করিতেছেন, স্বামীকে ভালবাস, সমাজ শিক্ষা দান করিতেছে, স্বামীকে ভালবাস, পিতামাতা উপদেশ দিতেছেন, স্বামীকে ভালবাস। সখীরা বলিতেছে, স্বামীকে ভালবাস। স্বামীকে ভালবাসিলে ইহকালে সুখ,

পরকালে সুখ। সম্পর্কের গুণে, আদান-প্রদানের বলে এ ভালবাসিতেই হয়। কিন্তু তথাপিও ইহা আত্মনিবেদন। আর ইহা হইতে আর এক উচ্চস্তরের ভালবাসা আছে,—তাহা পরকীয়া-ভাব।

পরকীয়ার কোন প্রশংসালাভের আশা নাই। ইহ-পরকালে সুখের আশা নাই। তাহার ভালবাসায় শাস্ত্র বাদী, গুরুজন বাদী, সমাজ বাদী,—সকলেই বাদী, তথাপি তাহার ভালবাসা। কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম সকলেই বিবাদী,—তথাপি ভালবাসা। ভালবাসিয়াও তাহাকে পাইবার উপায় নাই,—তথাপি ভালবাসা। শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। এই ভাবই সাধ্যশিরোমণি।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥

"পরপুরুষাসক্তা রমণী গৃহকর্ম্ম সকলে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তরে নূতন রস-সঙ্গ আস্বাদন করিতে থাকে।"—ইহাই গোপীভাব।

সংসার লইয়া, জগৎ লইয়া জীবগণ আবদ্ধ থাকিলেও, অন্তরে ভালবাসিতের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় ভগবানে চিত্তার্পিত রাখিবে।

কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; এই পঞ্চভাবের মধ্যে যে ভাবেরই ভক্ত হউন, সকল-কেই দাস্যভাবে ভাবিত থাকিতে হইবে। যথা;—

দাস্যভাবাশ্রয়া তস্মাৎ সর্ব্বভক্তগণাস্তথা।
অন্যা কা কথ্যতে দেবি দাস্যভাবাশ্রয়া রাধা॥

"সর্ব্বভাবের ভক্তগণই দাস্যভাব আশ্রয় করিয়া ভগবানের ভজনা করিবে,—অন্য-পরে কা কথা, শ্রীমতী রাধিকাও এই দাস্যভাবাশ্রয়া ছিলেন।"

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুরভাবে সাধনা করিলেও, ভগবানের আমি দাস, এই অভিমান রাখিতেই হইবে। কেন না,—

দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।

বেদান্ত স্যমন্তক।

আবহমানকাল হইতেই জীব সমুদয় ভগবানের নিত্য-দাস।

শিষ্য। রাগের ভজন সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন?

গুরু। তোমার জিজ্ঞাস্য কি, তাহা বল।

শিষ্য। আপনি যে রাগাত্মিকা ভক্তির কথা বলিলেন, তাহা কয়প্রকার?

গুরু। দুই প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য; এই চারি রসের সাধক সম্বন্ধানুগত।

শিষ্য। আর কামানুগত কি?

গুরু। ইহার বিকাশ মধুরভাবে। কিন্তু সর্ব্বত্র নহে,—কেবল গোপিগণে। যে ভক্তিতে কেবল সম্ভোগ-তৃষ্ণা কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যবতী, তাহাকেই কামরূপা ভক্তি কহে। গোপীদিগের বিশুদ্ধ প্রেমই এস্থলে কাম নামে অভিহিত হইয়াছে।

। প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।

কিন্তু একটি কথা এস্থলে তোমাকে বলিয়া দিতেছি, শ্রীমতী রাধিকার যে ভাব, যে ভজনা, তাহা জীবে সম্ভবে না। তিনি হ্লাদিনী শক্তি, আনন্দই বিগ্রহমান। রাগানুগা ও কামানুগা উভয় ভক্তির আশ্রয়ই প্রেম,—বিষয় রাগ,—অতএব শ্রীরাধিকাই সাক্ষাৎ রাগরূপিণী।

প্রেমাশ্রয় উপাস্য রাগানুগা কামানুগা।
অতএব রাগবস্তু আপনে রাধিকা॥
রাগমালা।

ব্রজলীলার পূর্ব্বাবধি এই উজ্জ্বল রসাত্মক প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় শ্রীমতী ছিলেন,—জীবে তাহার অনুভূতি ছিল। সেই রসাস্বাদ জীবে প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রকট লীলা। জীবের গোপীভাব গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক আনন্দানুভব করাই বিধেয়।

এখন তোমার যোগের জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনানন্দই বল, আর তান্ত্রিকের হরগৌরীর মিলন সুখই বল,—

সকলই পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন। তবে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম।

সখীভাবেই কুঞ্জ সেবাধিকার লাভ হয়,—সখিগণ হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ়লীলা প্রকাশিত ও যুগল সেবার অধিকার।

এতেষাং সঙ্গিনীভূত্বা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞানুসারতঃ।
রাধামাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ॥
সাধনামৃতঃ।

শ্রীগুরুর আজ্ঞা অনুসারে এই সকল সঙ্গিনী হইয়া বা সঙ্গিনীর ন্যায় হইয়া যত্নপূর্ব্বক রাধামাধবের নিত্য সেবা করিবে। যেহেতু ;—

সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
চরিতামৃত।

শিষ্য। রাধাকৃষ্ণের মিলনে যে আনন্দ হয়, অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনজাত যে সুখ, তাহা ঐ উভয়ের, না ভক্তের?

গুরু। এ সম্বন্ধে ভক্ত বৈষ্ণব বলেন,—

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥

রাধাকৃষ্ণের সেবানন্দই তাহাদের একমাত্র সুখ। যেহেতু ;—

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

যদি জীবের উদ্দীপনা বিভাব হয়,—যদি জীব রাধাকৃষ্ণানন্দ অনুভব করিতে পারে, তবে তাঁহাদের মিলনে জীবের তাঁহাদের সুখ হইতে কোটিগুণ সুখ হয় ;—অর্থাৎ জীব পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে পারে।

শিষ্য। উদ্দীপন বিভাব কাহাকে বলে ?

গুরু। যাহার দ্বারা রতি বিভাবিত বা উদ্দীপিত হয়, তাহাকেই উদ্দীপন বিভাব বলে।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহা হয় ?

গুরু। শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ দ্বারা।

শিষ্য। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস কয় কুঞ্জে।

গুরু। অষ্টকুঞ্জে।

শিষ্য। সেই সকল কুঞ্জের নাম কি ?

গুরু। প্রেমকুঞ্জ, মদনকুঞ্জ, বিদগ্ধকুঞ্জ, স্নিগ্ধকুঞ্জ, কোকিলকুঞ্জ, ললিতকুঞ্জ, রসিককুঞ্জ এবং মদনোন্মাদকুঞ্জ।

শিষ্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই আটকুঞ্জের বর্ণনা কি প্রকার ?

গুরু। প্রেমকুঞ্জের চন্দ্রাভা, মদনকুঞ্জের অরুণাভা, বিদগ্ধকুঞ্জের স্বর্ণাভা, স্নিগ্ধকুঞ্জের স্ফটিকাভা, কোকিলকুঞ্জের

বিদ্যুদাভা, ললিতকুঞ্জের নিরাভা, রসিক কুঞ্জের সূর্য্যাভা, মদনোন্মাদকুঞ্জের নীলমণি আভা।

শিষ্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে এই অষ্টকুঞ্জের গুণ কি?

গুরু। প্রেমকুঞ্জে সদা বসন্ত বিরাজিত,—মদনকুঞ্জে সদা মৃদু মলয় পবন প্রবাহিত,—বিদগ্ধকুঞ্জ সদা সুশীতল,—স্নিগ্ধকুঞ্জ শীত উষ্ণ গ্রীষ্ম সুশীতল,—কোকিলকুঞ্জে ষড়ঋতু মূর্ত্তিমান,—ললিতকুঞ্জে লাবণ্যভাব,—রসিককুঞ্জে রসের প্রবাহ এবং মদনোন্মাদকুঞ্জের গুণ সদা কামকে উন্মত্ত করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রস-বিলাস।

শিষ্য। আপনি যে রাধাকৃষ্ণের রসবিহারের অষ্টকুঞ্জের কথা বলিলেন, উহা কি কেবলই ভক্ত হৃদয়ের কবিত্ব গাথা, না উহাতে দর্শন বিজ্ঞানের কোন কথা আছে?

গুরু। হাঁ, তাহা আছে।

শিষ্য। যদি থাকে, তবে তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

গুরু। তোমাকে যে অষ্টকুঞ্জের কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীবের সাধনাবস্থার ক্রমোন্নতির আট প্রকার ভাব।

অথবা জীবে স্বভাবতঃ যে সকল উন্নতির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহারই রূপকতত্ত্ব। এই অষ্টভাব জীবের ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

প্রথমে প্রেমকুঞ্জ—এখানে সদা বসন্ত বিরাজিত। বসন্ত অর্থে আনন্দ ও উন্মাদনা। জীবের হৃদয়ে প্রেমের অবস্থা আসিলে তাহাকে উন্নত করিয়া দেয়, বসন্তের স্ফূর্ত্তি, বসন্তের উন্মাদনা আনয়ন করে। এখানকার আভা চন্দ্রকৌমুদী শান্তোজ্জ্বল। দ্বিতীয় মদনকুঞ্জ,—বসন্তসখা মদন, বসন্ত আসিলেই মদন আসে। বসন্ত আসিলেই প্রাণে কাহার মিলনানন্দ অনুভূত হয়,—কাহার জন্য প্রাণ উন্মত্ত হয়—এই কুঞ্জে সতত মলয়পবন প্রবাহিত হয়;—এই বাতাসে হৃদয় নাচিয়া নাচিয়া উঠে, মিলন না হইলে হৃদয় আর থাকিতে পারে না। এখানকার অরুণাভা। প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় রশ্মিরাগ এস্থলে প্রতিভাত। তারপরে তৃতীয় বিদগ্ধকুঞ্জ—ইহার আভা স্বর্ণের ন্যায়। ইহা সদা সুশীতল। প্রাণে যে মিলনাশা জাগিয়াছিল,—যাহাকে প্রাণ চাহিয়াছিল, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া গেল,—তাহা মিলিল, কিন্তু স্থায়ী হইল কৈ? যেরূপে রাখিতে সাধ হইয়াছিল, তাহা মিলে নাই,—সুতরাং হৃদয় শীতল। না পাইলে দীর্ঘশ্বাস বহে, তারপর ঝড়ের পর প্রকৃতি একবার শান্ত শীতল হয়। ইহার পরই স্নিগ্ধকুঞ্জ,—ইহা শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে শীতল—স্ফটিকের ন্যায় ইহার আভা। বিরহে অনুভূতানন্দ, মিলনে

চিত্তবিভোর; তার পরে কোকিলকুঞ্জ—এখানে ক্রমান্বয়ে নহে, এককালে ষড়্‌ঋতুর আবির্ভাব; সকল সুখ, সকল আনন্দ, সকল ভাব বিদ্যমান। ললিতকুঞ্জ—লাবণ্যভাব। রসিক-কুঞ্জে—রসের প্রবাহ, কাজেই আকাঙ্ক্ষা; তারপরে মদনোন্মাদ কুঞ্জ; এই কুঞ্জে বা ভাবে কামকে উন্মত্ত করে অর্থাৎ কামকে আত্মবিস্মৃতি করিয়া দিয়া কাহার জন্য তাহার প্রাণ ধাবমান হয়। কাম আপন কথা আপনি ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ কামের কামত্ব ধ্বংস হয়।

এইগুলি কুঞ্জ, এখানে সখীগণের দ্বারা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ সেব্যমান হইয়া থাকেন। কিন্তু বংশীবটতটস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রসলীলা করেন এবং বেণুস্বরে গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যথা—

> শ্রীমন্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
> কর্ষন্ বেণুস্বনৈ র্গোপী র্গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীবংশীবটতটই শ্রীরাস-রসবিলাসের লীলানিকেতন। তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া স্বীয় হ্লাদিনাশক্তির সহিত রাস-রসলীলা করিতেছেন এবং বেণুর সুখময়স্বরে গোপীগণকে আকুল-আহ্বানে সুখের ডাক ডাকিতেছেন।

গোপী অর্থে সাধুপ্রাকৃতিক জীব। গো=পৃথিবী+পা= যে পালন করে। সাধুগণই পৃথিবীর পাতা। অতএব সাধুগণ—ভক্তগণই গোপ, কিন্তু নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ—কেন না, তিনি প্রকৃতির অতীত, আর জীবমাত্রেই প্রকৃতির বশীভূত,

সুতরাং প্রকৃতির বশীভূত জীবমাত্রেই প্রকৃতি—কাজেই গোপী।

সেই আনন্দময় ভগবান, আপনার হ্লাদিনীশক্তি বা রস আশ্রয় করিয়া জীবকে সেই আনন্দ বা রসোপভোগ করণ জন্য মোহন বেণু বাদন করিতেছেন।

শিষ্য। আপনি বলিলেন,—সাধুগণকে, ভক্তগণকে তিনি ডাকিতেছেন; ভাল, তিনি কি পক্ষপাতী?

গুরু। পক্ষপাতী কিসে?

শিষ্য। তিনি দয়াময়, দীনের বন্ধু, দুঃখহারক, পাপী-ত্রাতা। তিনি কি পাপীদিগেকে ডাকিতেছেন না?

গুরু। তিনি সকলকেই ডাকিতেছেন,—তাহার মোহন-মুরলীর আনন্দধ্বনি সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা গোপী হইয়াছে,—যাহারা কামনা-বাসনা, লাজ-শীল-কুলমান সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহারাই সে আনন্দমাখা স্বর শুনিতে পায়,—তাই সেই রাস-রস-বিহার দেখিতে ছুটিয়া যায়; আর যাহাদের অহঙ্কার আছে, যাহারা ভাবে—আমারা গোপ,—অর্থাৎ আমরা পুরুষ, এইরূপ অহঙ্কার বিজড়িত হৃদয়,—তাহারা সে বাঁশী শুনিতে পায় না, সে হাসি দেখিতে পায় না,—সে রাসে আনন্দের মিলন বুঝিতে পারে না। অহংভাব দূর না হইলে, আমিত্ব দূর করিতে না পারিলে,—প্রকৃতির বাহুবন্ধন ঘুচাইতে না পারিলে, সে বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায় না।

শিষ্য। রাধাকৃষ্ণের নিত্য-লীলাবিলাসের স্থান বংশী-বট-তট,—কিন্তু সে ত ব্রজধামে। বাস্তবিকই কি এখনও সেই স্থানেই আছে?

গুরু। মূর্খ! বলি শোন,—

সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবং॥
কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকং।
ষড়ঙ্গ ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।
প্রেমানন্দ মহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যৎ॥
জ্যোতীরূপেন মনুনা কামবীজেন সঙ্গতং।
তৎ কিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি।

ব্রহ্মসংহিতা।

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে মহদ্ধাম, তাহার নাম গোকুল। ইহা সহস্রদলবিশিষ্ট কমলের ন্যায়। সেই কমলের কর্ণিকা সকল অনন্তদেবের অংশসম্ভূত যে স্থান,—তাহাই গোকুলাখ্য। এই গোকুলরূপ কমলকর্ণিকা একটি ষট্‌কোণবিশিষ্ট মহদ্-যন্ত্র। ইহা বজ্রকীলক অর্থাৎ প্রোজ্জ্বল হীরক-কীলকের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট;—এবং কামবীজ (ক্লীং) সমন্বিত। ইহার ষট্‌কোণে ষট্‌পদী মহামন্ত্র—অর্থাৎ (১) কৃষ্ণায়; (২) গোবিন্দায়; (৩) গোপীজন; (৪) বল্লভায়; (৫) স্বা; (৬) হা;—বেষ্টন করিয়া আছে। এই কর্ণিকার উপরেই

প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ লিপ্ত রস-রাস বিহার করেন। এই চিৎধাম—এই রস-রাস-মণ্ডল পূর্ণতম সুখরসে অবস্থিত ও জ্যোতিঃস্বরূপ কামবীজ মহামন্ত্রে সম্মিলিত। এই কমলের অষ্টদলে অষ্ট সখী এবং কিঞ্জল্ক ও কেশরসমূহে অসংখ্য গোপী বিরাজিত।

এই স্থলেই রসিকশেখর পূর্ণতম রস-রাস-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পূর্ণতমা হ্লাদিনীশক্তি রাধিকা সহ নিত্য-লীলা করিতেছেন।

জীব এই রস রাস-লী সখী হইতে পারিলেই, তাহার পূর্ণ সুখ লাভ হয়। ইহাই পূর্ণানন্দ,—এই আনন্দের অনুভূতি জীবের আছে,—জীব ইহা প্রথমে দর্শন করিয়াছে। তাই আনন্দ আনন্দ করিয়া, তাই সুখের আশায় আশান্বিত হইয়া জীব ছুটাছুটি করিয়া মরে। এই লীলা প্রদর্শন করাই জীবের একমাত্র ও মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

শিষ্য। এই মিলনানন্দেই রসোপভোগ,—কিন্তু রস কয় প্রকার?

গুরু। গৌণ ও মুখ্যভেদে রস দ্বাদশ প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র, এই সাতটি গৌণ রস; আর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচটি মুখ্য রস। সাতটি গৌণরস, মুখ্য পঞ্চরসের পোষণকারী।

শিষ্য। রসোপভোগই ভক্তের ভক্তজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য,—তবে কি এই পঞ্চরসেই ভক্তগণ সেই পূর্ণরস প্রাপ্ত হয়?

গুরু। পূর্ণরস প্রাপ্ত কেবল এক মধুররসেই হয়,—কিন্তু অন্যান্য রসেও আনন্দলাভ ঘটিয়া থাকে। শান্ত-দাস্যাদির গুণ পর পর রসে অনুস্যূত হইয়া এক মধুর রসে সমস্ত রসের গুণ বিদ্যমান থাকে। সমস্ত রসের মধ্যে মধুর রসই শ্রেষ্ঠতম। এই মধুর রসেই উদ্দাম আবেগ-আকুলতা ও বিশ্ব-বিস্ফারক সুখ আনিয়া দেয় এবং জীবকে [illegible]ন্ন ও অভিভূত করিয়া দেয়। পঞ্চগুণ যেমন একাদিক্রমে পর পর ভূতে মিলিত হইয়া পরিশেষে পৃথিবীতে সকলই মিলিয়াছে, সেইরূপ মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গাররসে সকল রসের সার সমাবেশ আছে বলিয়া ইহা মধুর হইতেও সুমধুর হইয়াছে। মধুর রস সকল রসের আদি ও শীর্ষস্থানীয়, তাই ইহার নাম আদিরস;—ইহার নিকট সকল রস হীনপ্রভ, সেই জন্য ইহাকে উজ্জ্বল রস কহে। ইহাতে প্রাকৃত কামভাব মিশ্রিত হইলে অশুচি হয়, নতুবা মধুর রস পরম পবিত্র। যেহেতু, এই মধুর প্রেমেতেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। এই গোপী প্রেমোৎফুল্ল রসের শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বশীভূত।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পর হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥

গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

চরিতামৃত।

শিষ্য। এই প্রেম কোন্ স্বরূপ?

গুরু। হ্লাদিনী-স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির মধ্যে আনন্দাংশের নাম হ্লাদিনী।

শিষ্য। রতি কোন্ স্বরূপ?

গুরু। যুগল ক্রীড়া স্বরূপ।

শিষ্য। শৃঙ্গার রসের স্বরূপ কি?

গুরু। "শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ"—শৃঙ্গার রস শুচি ও উজ্জ্বল।

শিষ্য। ইহার সাধনা কিসে?

গুরু। যুগলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ণানন্দ বা রস-সাধনা।

শিষ্য। ভাবভেদে সাধন-মন্ত্র কয় প্রকার ?

গুরু। তিন প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। কৃষ্ণমন্ত্র, বালকৃষ্ণমন্ত্র ও যুগলমন্ত্র।

শিষ্য। কোন্ ভাবে কোন্ মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ?

গুরু। কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রিত জন ভাবানুসারে শান্ত, দাস্য ও সখ্য রসাধিকারী। বাল-কৃষ্ণ-মন্ত্রাশ্রিত জন বাৎসল্য-রসাধিকারী এবং যুগল মন্ত্রাশ্রিত জন মধুর রসের অধিকারী।

শিষ্য। মধুর রসে যখন পূর্ণানন্দ বা পূর্ণতম কৃষ্ণলাভ,—তখন তাহাই রস, অতএব, আমাকে সেই রস-সাধনা বা যুগল উপাসনার কথা কিছু বলিয়া দিন।

গুরু। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে জীবের চারিপ্রকার অবস্থা,—তটস্থ, প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ। এই চারিপ্রকার অবস্থায় চারিপ্রকারের ভজনপ্রণালী আছে।

শিষ্য। তটস্থভাবে কোন্ ক্রিয়া ?

গুরু। তটস্থদেহে ক্রিয়াশূন্যতা। তটস্থভাব, প্রাকৃত

জীবভাব অর্থাৎ যে অবস্থায় জীব কোন উপাসনার পথ অবলম্বন করে না।

শিষ্য। প্রবর্ত্তক অবস্থা কি?

গুরু। প্রবর্ত্তক অবস্থায় আশ্রয়সিদ্ধ।

শিষ্য। আশ্রয়সিদ্ধ কি?

গুরু। আশ্রয়সিদ্ধ অর্থে আশ্রয়ালম্বন ভক্ত-ভাব-সিদ্ধ। সাধনমার্গে প্রবেশলাভ করিয়া বৈধীভক্তির অঙ্গগুলি সাধন করিবার কালে উপাসককে প্রবর্ত্তক বলা হয়।

শিষ্য। ভক্তি কয় প্রকার?

গুরু। প্রেমভক্তি বৈধী ও রাগভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

শিষ্য। সাধক অবস্থা কি?

গুরু। সাধুসঙ্গ লইয়া সাধন। প্রবর্ত্তকের ভাব সিদ্ধ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য হৃদয়ে যে তীব্র উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হয় এবং প্রকৃত ভাবের জন্য প্রাণে যে আকুল-আবেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এইরূপ অবস্থার উপাসককে সাধক বলা যায়। এই সময় হইতেই সাধক রাগানুগ পথের পথিক হয়েন।

শিষ্য। সিদ্ধ অবস্থা কি প্রকার?

গুরু। সিদ্ধভক্ত, যুগলরূপের নিত্যলীলায় নিয়ত নিমগ্ন থাকিয়া পূর্ণ রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। আনন্দলীলারস-বিগ্রহ, হেমাভ দিব্য ছবি সুন্দর মহাপ্রেমরসপ্রদ পূর্ণানন্দ রসময়মূর্ত্তি ভাবিত হইয়া নিরবচ্ছিন্নানন্দে নিমগ্ন থাকেন।

শিষ্য   যুগল-উপসনার ক্রম কি ?

আমি তোমাকে প্রথম হইতেই বলিয়াছি, জীবমাত্রেই সুখের অভিলাষী। জাত জীবমাত্রেই কেহই দুঃখভোগ করিতে চাহে না,—সকলেই সুখের জন্য লালায়িত ;—কিন্তু ইহজগতে সুখ কোথাও নাই, ইহজগতের সমস্ত পদার্থ ই অনিত্য, অনিত্য পদার্থে নিত্যসুখ কোথায় ? ফুলের ধারে ঝরা, জীবনের ধারে মরা, হাসির ধারে কান্না, আলোর ধারে অন্ধকার, সংযোগের ধারে বিয়োগ,—এইরূপ সর্ব্বত্র ; সুতরাং নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন সুখ এই অনিত্য জগতে নাই। উপাসনা এই সুখপ্রাপ্তির জন্য। তোমায় যে নিত্য গোলোকধামের কথা বলিয়াছি,—সেই নিত্যধাম হইতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর নিত্যরস-ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া জগতে আসিতেছে, তাহারই অনুভূতিতে জীব সুখান্বেষী হয়। মধুর গন্ধে অলিকুল যেমন অন্ধাকুল হয়, জীবও তদ্রূপ সেই সুখের গন্ধে আকুল হয়,—অতএব সেই সুখপ্রাপ্তিই জীবের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, ভজনা বা উপাসনার চরম উদ্দেশ্য।

আবার সেই রসের পূর্ণপ্রাপ্তি মধুর রসে,—মধুর রসে পূর্ণপ্রাপ্তি। মধুরে যুগলের উপাসনা। অতএব পূর্ণানন্দ বা পূর্ণসুখপ্রাপ্তির জন্য রাগানুগ হইয়া যুগলের উপাসনা করিবে।

শিষ্য। সে উপাসনা কিসে হয় ?

। নাম ও মন্ত্র। শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণমন্ত্রঃ প্রবেশাচ্চ মায়াদেহঃ দূরগতঃ।
কৃপয়া শুরুদেবস্য দ্বিতীয়ং জন্ম কথ্যতে ॥

"শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র উপদেশে জীবের মায়িক দেহ বিদূরিত হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে।"

অতএব মন্ত্র ও নামের দ্বারা উচ্চতর উপাসনা করিতে হয়। * বৈষ্ণবের সাধকগণ বলেন,—

মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম আর আশ্রয়।
এই পঞ্চরূপ হয় আশ্রয় নির্ণয় ॥

"মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম আর রসাশ্রয়।
এই পঞ্চ রূপ হয় আশ্রয় নির্ণয় ॥
প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়।
প্রবর্ত্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশ্রয় ॥"

যে শব্দ মনন করিলে জীব ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে তাহাকে মন্ত্র বলে।

মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মন্ত্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মৎস্য সূক্তঃ।

যাহা মনে করিলে জীব ত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই মন্ত্র অতএব মন্ত্রদ্বারাই উপাসনা করিবে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগভগবত্তিতন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥
শ্রীভাগবত।

---

* মন্ত্রদ্বারা কি প্রকারে দেবতা প্রসন্ন হয়েন, তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি মৎপ্রণীত "দেবতা ও আরাধনা" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্রীভগবানের নামগুণলীলা-কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার প্রতি যে ভক্তি সঞ্চার হয়, ইহলোকে তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত।"

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

নাম চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও রসবিগ্রহ, পূর্ণশুদ্ধ নিত্য-মুক্ত,—নাম আর নামীতে এক আত্মা, কোন প্রভেদ নাই। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন,—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

কেন না,—পূর্ণ চৈতন্য পূর্ণ রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার নাম, উভয়ই সমান,—উভয়ই চিদ্বস্তু। নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ;—তিনই এক। জীবের দেহ, জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন;—সুতরাং জীবের নামও পৃথক্। জড়দেহের সহিত নামের সম্বন্ধ,—জড়দেহ বিলোপে নামেরও বিলোপ হয়। কৃষ্ণে সে প্রভেদ নাই। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দেহ সেরূপ নহে, কাজেই যে স্বরূপ, সেই নাম, সেই বিগ্রহ, সবই এক। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন,—

—"কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥"

"শ্রীকৃষ্ণের নাম, দেহ ও বিলাস; এই তিনই প্রাকৃত

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। উহা উপাসকের হৃদয়ে স্বতই প্রকাশ পায়। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি সকলই কৃষ্ণের স্বরূপ,—সকলই চিন্ময়।"

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

"অতএব, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদির অগোচর সুতরাং চিন্ময়। যখন জীব শ্রীকৃষ্ণ ভজনোন্মুখ হয়, তখন তাহার জিহ্বাদিতে ইহা স্বতই স্ফুরিত হয়।"

অতএব, নাম ও মন্ত্রাদি দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হয়। তাহার ক্রম, পদ্ধতি, মন্ত্র ও নিয়মাদি ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কামবীজ ও কাম গায়ত্রী।

শিষ্য। শুনিয়াছি, কামবীজ ও কাম গায়ত্রী দ্বারাই যুগল সাধনা করিতে হয়,—কামবীজ ও কাম গায়ত্রী কি এবং তাহার অর্থ কি,—দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলুন?

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা" নামক গ্রন্থে সমস্ত দেবতার মন্ত্র, জপ, পূজা, সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতি যথাশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে।

গুরু। বৈষ্ণব সাধক বলেন,—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কাম গায়ত্রী যার উপাসন॥"

সুতরাং কামবীজ ও কাম গায়ত্রীই ব্রজভাবে মাধুর্য্যরস সাধনার মহা মন্ত্র। এই মন্ত্রে প্রাকৃত কামের ধ্বংস ও পূর্ণানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

"কামবীজ সহ মন্ত্র গায়ত্রী ভজিলে।
রাধা-কৃষ্ণ লভে গিয়া শ্রীরাসমণ্ডলে॥"

ভজন নির্ণয়।

কামবীজ শ্রীরাধার স্বরূপ। যথা,—

"শ্রীরাধিকা হয় কামবীজের স্বরূপ।
কৃষ্ণের আশ্রয় তাতে গুণ অপরূপ॥"

রাগমালা।

কামবীজের সাধক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য শ্রীমতী রাধিকা। অতএব শ্রীরাধা ইহার বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়। কামবীজ ও কাম গায়ত্রীর সার যথা,—

"কামের গায়ত্রী সার কামবীজ জানি।
সর্ব্বদা জানিবে লোক গুরু মুখে শুনি॥
কামবীজ রাধাকৃষ্ণ গায়ত্রী সে সখী।
অতএব গায়ত্রী বীজ পুরাণেতে লিখি॥"

শিষ্য। কামবীজ কি?

গুরু। ক্লীং।

শিষ্য। ক্লীং এই শব্দের কোন অর্থ আছে কি?

গুরু। ইহার অর্থ প্রাকৃত ভাবে—প্রাকৃত বুদ্ধিতে কেহই ধারণা করিতে পারে না। ইহা সাধকের ধন, যোগীর জ্ঞান-জ্ঞেয় ও ভক্তের ভক্তি-পুত্তলী। ভক্তিশাস্ত্র এই মহাবীজের যে অর্থ করিয়াছেন, এস্থলে তোমাকে তাহাই শুনাইতেছি।

পূর্ণিমায় ভাব। হৈমন্তী পূর্ণিমার রজতকিরণে দিগন্ত ভাসিয়া গিয়াছে; কোকিলকুল কলনাদে প্রাণের মধ্যে কোন্ অজানা আকাঙ্ক্ষার ঘুমন্তভাব জাগাইয়া দিতেছে, শত শত নৈশ ফুল্ল কুসুমের সুবাস দিক্ হইতে দিগন্তের কোলে ছুটিয়া যাইতেছে,—নীল নীরদের কোলে চিরসাক্ষী তারকাকুল প্রোজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে, সুধাকরের সুধার আশায় চকোরী ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া আছে,—জাত জীবমাত্রেরই হৃদয়ে কোন্ সুখের আকাঙ্ক্ষা—কোন আনন্দের অনুভূতি আসিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। সহসা—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরং।
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মায়য়ন্ বেধসং ॥
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্ ।
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশিধ্বনিঃ ॥

"জলদপটলকে স্তম্ভিত করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে মুহুর্মুহুঃ চমৎকৃত করিয়া, সানন্দাদি তাপসকুলকে ধ্যানচ্যুত করিয়া,

ব্রহ্মাকে বিস্মিত করিয়া, পাতালে বলিরাজার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, ভুজঙ্গপতি অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ভিত্তি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বংশীধ্বনি সকল দিকে বিস্তারিত হইল।"

জীব সেই রসের ধ্বনিতে মোহিত হইল, কিন্তু সকলে তাহার পূর্ণতত্ত্ব অবগত হইতে পারিল না। কেহ অনু-ভূতিতে সুখের জন্য ধাবিত হইল,—যাহারা গোপী, যাহারা ভক্ত, তাহারাই সেই রসে রসিক হইয়া প্রাণ ভরিয়া পূর্ণানন্দ পূরিয়া লইল। সেই বাঁশীতে কি গীত হইল? সেই রস-নাদে এক সঙ্কেত শব্দ গীত হইল। তাহা কি? তাহা,—

"কলং বামদৃশাং মনোহরং।"

জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, জীবের সুখসুপ্ত হৃদয়ে পূর্ণ সুখের রসধারা ঢালিবার জন্য—প্রাকৃত কাম-পীড়িত হৃদয়ে অপ্রাকৃত মদনোন্মাদ সুধার কলসী নিঃসৃত রসধারা ঢালিবার জন্য এই মনোহর বেণু নিনাদিত হইয়া—"কলং বামদৃশাং মনোহরং" সঙ্কেত ধ্বনিত হইল। এই কল-পদামৃত বেণুগীতের তাৎপর্য্য এই,—কলং অর্থাৎ ক+ল=ক্ল ইহাতে বামদৃক্ অর্থাৎ চতুর্থ স্বর ঈ কার যুক্ত করিলে, ক্লীপদ সিদ্ধ হয়;—ইহা মনোহর অর্থাৎ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র বা চন্দ্রবিন্দুকে হরণ করিতেছে; অতএব, ক+ল+ঈ+ঁ=সংযোগে "ক্লীং" এই কামবীজ নিষ্পন্ন হয়।

এই ক্লীং আদি বীজ, সুতরাং আদি রসের আশ্রয়। যখন অব্যক্ত জগৎ ব্যক্ত হইয়াছে,—যখন অব্যক্ত অবস্থায় বীজভূত জগৎ—যখন গুণাতীত জগৎ, কেবল গুণের প্রকাশ—তখন হইতেই এই মধুর স্বর জগতে ধ্বনিত হইতেছে, তখন হইতেই এই ক্লীং বাজিয়া বাজিয়া অব্যক্ত জগতকে ব্যক্ত করিতেছে। ক্লীংই আদিবীজ—ক্লীং হইতেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সৃষ্টি। সেই পঞ্চভূত হইতে আবার ব্যক্তাব্যক্ত জীবভূত জগতের প্রকাশ; যথা,—

ল-কারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবং।
ঈ কারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুঃ প্রজায়তে॥
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকঃ বীজঃ॥

সাধনতত্ত্ব সার।

"ক-কার হইতে জল, ল-কার হইতে পৃথিবী, ঈ-কার হইতে বহ্নি, নাদ হইতে বায়ু ও বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।

ক্লীং এই বীজ হইতেই ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিলোক ও ত্রিলোকস্থ জীব সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হইতে সর্ব্বভূত-জাত, তাহাই আদি বীজ—তাহাই কামবীজ। ব্রহ্মার সৃষ্টি করিবার কামনা এই ক্লীং—সুতরাং ইহা কামবীজ। জীবের ব্রহ্মতত্ত্ব এই সূক্ষ্মে অবস্থিত—কাজেই ইহা আনন্দ ও রস। যাহা সর্ব্বভূত চরাচর—যাহা ব্রহ্মবীজ—যাহা প্রকৃতি পুরুষ,—যাহা রসতত্ত্ব—তাহা রাধাকৃষ্ণ; সুতরাং ক্লীংও রাধাকৃষ্ণ। যথা,—

ককারো নায়কঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ঈকারঃ প্রকৃতিঃ রাধা মহাভাবস্বরূপিণী॥
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম সুখঞ্চ পরিকীর্ত্তিতং।
চুম্বনাশ্লেষ মাধুর্য্যং বিন্দুনাদসমীরিতং॥

সাধনতত্ত্ব সারঃ।

ককারে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ নায়ক এবং ঈকার মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা প্রকৃতি বুঝায়;—ল কার এই নায়ক নায়িকার মিলনানন্দাত্মক প্রেমসুখকে নির্দ্দেশ করেন, এবং নাদ ও বিন্দু উভয়ের বিলাস ভাবদ্যোতক চুম্বন আলিঙ্গনাদি মাধুর্য্যামৃতসিন্ধুকে পরিস্ফুট করিয়া থাকেন। অতএব, ক্লীং এই মহাবীজ, শ্রীরাধামাধবের পরৈক্য ভাবদ্যোতক বিলাস প্রেম প্রাপ্তিরূপ মাধুর্য্য রস বভাবন মহা মন্ত্র।

শিষ্য। বৈষ্ণবের তারকব্রহ্ম নাম আমি শুনিয়াছি,—কিন্তু আপনার নিকটে এক্ষণে আমি শুনিলাম; যুগল মন্ত্রই জীবের পূর্ণতম আনন্দবিধায়ক,—তবে আবার বৈষ্ণবগণ স নাম করে কেন?

গুরু। কি নাম?

শিষ্য। বৈষ্ণবের তারকব্রহ্ম নাম; যথা,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গুরু। ইহাতে হইল কি?

শিষ্য। কেবল রাধা কৃষ্ণ এই নাম বা ক্লীং এই বীজ শ্রবণ করিলেই জীব নিত্যধাম লাভ করিতে পারে, তবে কৃষ্ণ হরি রাম এতটি নাম করিবার প্রয়োজন কি ? আর রাধানামই বা উহার মধ্যে নাই কেন ? রাম নামে ভূত পালায়, তাই কি পূর্ণতম কৃষ্ণনামের সহিত রাম নামের যোগ করা হইয়াছে ?

গুরু। তোমার মত ভূতে তাই বুঝিয়া থাকে বটে। এই বত্রিশ অক্ষরবিশিষ্ট ষোল নামের বীজ "হরে কৃষ্ণ রাম।" অর্থাৎ ইহাই এই সমস্ত বাক্যাবলী সার,—এই "হরে কৃষ্ণ রাম" এই তিনটি শব্দই দুই তিনবার করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু এই তারকব্রহ্ম নামে রাধা-কৃষ্ণ এই যুগল নামই করা হইয়া থাকে। প্রথমে 'হরে' এই শব্দের ব্যাখ্যা শোন,—

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥

"যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হরা, কৃষ্ণাহ্লাদ-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করেন, অতএব রাধিকাই হরা।" সম্বোধনে হরা শব্দ—হরে।

তারপরে কৃষ্ণ,—

আনন্দৈকসুখঃ স্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দো নন্দনঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।

"যিনি একমাত্র পূর্ণতম আনন্দ, যিনি সর্ব্বজগতের স্বামী এবং যিনি নির্ম্মল ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং গোকুলে পূর্ণতম পরমানন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া জাত জীবমাত্রেরই নন্দন

অর্থাৎ আনন্দ বিধায়ক, তিনিই শ্যামসুন্দর কমললোচন কৃষ্ণনামে অভিহিত।"

এখন রাম এই শব্দের গূঢ়ার্থ শ্রবণ কর,—

> বৈদগ্ধিসারঃ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বলীলাবিশারদঃ।
> শ্রীরাধা রময়েন্নিত্যং রম ইত্যভিধীয়তে ॥

"যিনি সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ অর্থাৎ সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব-লীলা-বিশারদ এবং যিনি শ্রীরাধাতে নিত্য রমণ করেন, অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তিতে মিলনানন্দ উপভোগ করেন, সেই মিলনানন্দ ভাবময় কৃষ্ণই রাম এই নামে কথিত।"

অতএব "হরে কৃষ্ণ রাম" ইহা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনাত্মক লীলাময় যুগল নাম। ইহাতে অন্য কাহারও নাম নাই।

জীব সুখ চায়, সুখের আকাঙ্ক্ষায় জীবের এত আকুল-আকাঙ্ক্ষা। এই সুখ লাভার্থেই জীব বাসনার দাস হইয়া পড়ে,—কিন্তু পার্থিব পদার্থে সুখ নাই, সে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, বা মরণ-ধর্ম্মশীল। যদি সুখ চাও, তবে একমাত্র পূর্ণতম সুখময় শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ কর।

মানুষমাত্রেই রসিক হইতে চাহে,—মানুষমাত্রেই রসের জন্য লালায়িত, কিন্তু রস কোথায় আছে, সন্ধান না লইয়া মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় মিথ্যা ছুটাছুটি করিলে দগ্ধকণ্ঠে প্রাণ বিয়োগ হইবে। রস শ্রীকৃষ্ণে, অতএব কৃষ্ণে প্রাণার্পণ কর।

আনন্দ মিলনে। সুখ মিলনে। রস মিলনে। কিন্তু নিত্য মিলন কোথায়?

ঐ শোন, মধুর বীণা কলতানে বাজিয়া বাজিয়া জীবকে রস-উপভোগ জন্য আহ্বান করিতেছে। জীব যদি গোকুলাখ্য মহাধামে উপস্থিত হইয়া সখীভাবে সেই সেবানন্দ লাভ করিতে পারে, তবে পূর্ণতম রস, পূর্ণতম সুখ, পূর্ণতম আনন্দ লাভ করিতে পারে।

যদি সুখ চাহ, হৃদয় সুখস্বরূপ কৃষ্ণে অর্পণ কর। যদি রস চাহ, বৃত্তিসমুদয় পূর্ণতম-রস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। যদি কাম দমন করিয়া কামরূপ হইতে চাও, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণে কামনা-বাসনা অর্পণ কর। যদি জগতের সর্ব্বশক্তিকে বশীভূত করিতে চাও, তবে হ্লাদিনী-শক্তি মিলন-রসানন্দ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তি অর্পণ কর। সুখ আর কোথাও নাই, নিত্যসুখ সুখময় শ্রীকৃষ্ণে—রস আর ত কোথাও নাই—রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনে। অতএব সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করিয়া, প্রেমভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া বল,—

ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

শিষ্য। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

গুরু। শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে ঐ মন্ত্র জপ করিও। তোমার প্রাণের আশা পরিতৃপ্ত হইবে। সুখের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। রসোপভোগে আত্মা কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে।

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।